সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থাবলী—সং ৬৩

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ

[পরিষৎপুথিশালায় সংগৃহীত]

তৃতীয় খণ্ড—প্রথম সংখ্যা

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
সঙ্কলিত
ও
শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির
হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

VISVA-BHARATI
247649
LIBRARY

বঙ্গাব্দ ১৩৩০

মূল্য—পরিষদের সদস্য পক্ষে— . শাখা সভার সদস্য পক্ষে
সাধারণ পক্ষে— ॥

৬৮, মানিকতলা ষ্ট্রীট বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-এ ১ হইতে ২০ ফর্ম্মা এবং
১১১।৪এ, মানিকতলা ষ্ট্রীট কোহিনুর প্রেসে কভার, টাইটেল,
নিবেদন ও সূচী মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথি সংগ্রহ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্যের অন্তর্গত। পরিষদের পত্রিকায় ও অধিবেশনাদিতে প্রাচীন পুথির আলোচনার ফলে বঙ্গদেশের নানা স্থানে প্রাচীন পুথি সংগ্রহের কার্য্যে বহু মাতৃভাষানুরক্ত ব্যক্তিকে আত্মনিয়োগ করিতে দেখা গিয়াছে। তাঁহাদের অনেকের সাহায্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মন্দিরে এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর পাঁচ হাজারের অধিক পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষা সম্বন্ধে কত অজ্ঞাতপূর্ব্ব কথা এই সকল দুষ্প্রাপ্য পুথির ভিতর রহিয়াছে, তাহার আভাস স্বর্গীয় পূজ্যপাদ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীভুক্ত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যার ভূমিকায় দিয়া গিয়াছেন। তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পরিষদের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে পরিষদের পুথিশালার ভূতপূর্ব্ব ভারপ্রাপ্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় পরিষদের সংগৃহীত পুথিগুলির বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করিয়া ১৭৪ খানির বিবরণ লিখিয়া শেষ করেন। তৎপরে বর্ত্তমান ভারপ্রাপ্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় অবশিষ্ট পুথির বিবরণ লিখিতেছেন। তিনিও এ পর্য্যন্ত প্রায় ৩৫০খানি পুথির বিবরণ লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবুর সঙ্কলিত বিবরণগুলির মধ্যে এই গ্রন্থে মাত্র ১০০ খানি পুথির বিবরণ প্রকাশিত হইল। অবশিষ্ট বিবরণ পরবর্ত্তী খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। পরিষদের সদস্যগণের অবগতির জন্য এই সকল বিবরণের ১ হইতে ৯৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২৯শ ভাগ তৃতীয় সংখ্যা হইতে ৩০শ ভাগ চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশ করা হইয়াছে, উহাতে ১ হইতে ৬০ খানির বিবরণ সম্পূর্ণ এবং ৬১ সংখ্যক পুথির বিবরণের কতকাংশ দেওয়া হইয়াছে মাত্র। অবশিষ্ট ৬১ সংখ্যক পুথির বিবরণের শেষাংশ হইতে ১০০ পুথির বিবরণ একত্রিংশ ভাগ পত্রিকায় দেওয়া হইবে।

এই সকল পুথির বিবরণে যে সকল ভ্রম প্রমাদ ছিল, মূল পুথির সহিত মিলাইয়া সেগুলি পুথিশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সংশোধন ও সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারই কর্ত্তৃত্বাধীনে এক্ষণে পুথিশালার কার্য্যাদি সম্পাদিত হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বহু আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের চল্লিশ বৎসরের অধিককাল তিনি তাঁহার এই অতিপ্রিয় আলোচনায় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ। আমরা আশা করি, তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতার ফল তাঁহার সঙ্কলিত অবশিষ্ট পুথির বিবরণ প্রকাশের সময় ভূমিকারূপে লিপিবদ্ধ করিয়া দিবেন।

বর্ত্তমান গ্রন্থখানি ধরিয়া পরিষৎ চারি খণ্ড প্রাচীন পুথির বিবরণ প্রকাশ করিলেন। ১ম খণ্ড ১ম ও ২য় সংখ্যা মুনশী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়ের সঙ্কলিত; ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যার সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র। এই উভয় সঙ্কলয়িতাই তাঁহাদের নিজগৃহে

সঞ্চিত পুথিগুলির বিবরণ দিয়াছেন। বর্ত্তমান ৩য় খণ্ডের ১ম সংখ্যায় যে সকল পুথির বিবরণ দেওয়া হইল ও পরে পরবর্ত্তী সংখ্যায় যে সকল পুথির বিবরণ দেওয়া হইবে, সে সমস্ত পুথিই পরিষদের সম্পত্তি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির,
বঙ্গাব্দ ১৩৩০, ১৫ই চৈত্র।

শ্রীরামকমল সিংহ
প্রকাশক।

সূচী

পুথির সংখ্যা	পুথির নাম	পত্রাঙ্ক
১	ডাকচরিত্র	১
২—২২	রামায়ণ—আদিকাণ্ড	২—৩৪
২৩—৩৬	ঐ—অযোধ্যাকাণ্ড	৩৫—৫৬
৩৭—৪৬	ঐ -অরণ্যকাণ্ড	৫৬—৬৮
৪৭—৫১	ঐ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড	৬৯—৭৭
৫২—৬৯	ঐ—সুন্দরাকাণ্ড	৭৯—১০৯
৭০—১০০	ঐ—লঙ্কাকাণ্ড	১১০—১৫৯

পরিষৎ-পুথিশালায় রক্ষিত

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ

১। ডাকচরিত্র।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১০½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১২.; মধ্যে ছিদ্র। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, ১০৯০ সাল। অসম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

শিশুশুশ্রূষা, ধর্ম্মকর্ম্ম, রন্ধন, ভোজন, বাসস্থাননির্ণয়, সুগৃহিণী-কুগৃহিণীলক্ষণ, বর্ষা-লক্ষণ, বিবাহ-গণনা, লগ্ন-নিরূপণ এবং ক্ষুদ্র ব্যাধির চিকিৎসাদি সম্বন্ধীয় পদ্যনিবন্ধ: সারগর্ভ উপদেশ।

আরম্ভ,— শ্রীশ্রীরাম ॥ ডাকচরিত্র ॥

জন্ম মাত্র বলে ডাক।
পো এড়িয়া পোআতি রাখ ॥
ধুইআ পোঁছিআ দিহ কোলে।
তবে ফুল লাম্বিবেক কোলে[১] ॥
লাড়ি ছেদিআ দিহ জয়।
ডাক বলে এই হএ ॥
সুখান কাষ্ট জত্নে দেখ।
মাঝা বুঝিআ দিহ সেক ॥
এক কাষ্ঠে লাড়ি ঝাড়ি।
দুই কাষ্ঠে ফোঁক পাড়ি ॥
তিন কাষ্ঠে করিআ এক।
চারি কাষ্ঠে দিহ সেক ॥
দ্বিতিয় উপবাসে দিহ আড়গড়া।
তবে ভাল হবেক পোয়াতির মাঝা ॥
বিবচনা করিয়া দিহ পত্য।
তবে ভাল হবেক পোয়াতি গত্য ॥
জত্নে দুইার রাখিহ জিব।
সক্তি করিআ ওসধ পীব ॥
ওসধ দিহ সময় বুঝি।
ঝাটীর মুল বিরতির বি[ ]চ ॥
অপরাজিতা ইসর মুল।
পাঁচন দিহ দসমুল ॥
পর পরতা না দেখিব।
কোলের ভিতর ছাওআল থোব ॥
কোথায় না থোব পরের বোলে।
রাত্রি হইলে সোআইব কোলে ॥
লয় দিবসে হরিদ্রা দিহ।
একইষ দিবসে মন করিহ ॥

অর্থ ধর্ম্মপ্রকারন ॥

ধর্ম্ম করিতে জে জন জানে।
পুথর দিয়া পানি য়ানে ॥
অম্বদ রোপে জিবন ধন।
মণ্ডপ দেএ অসেষ পুন্ত ॥
জাহা দেই তাহা পাই।
পরলোকে সুখে থাই ॥
অতিত জনাকে না বঞ্চিহ।
আতি উৎকট ব্রাহ্মনে না বলিহ ॥
অন্ন বিন্থ নাহি দান।
ইহার পর ধর্ম্ম নাহি আন ॥

অর্থ রন্ধনপ্রকারন ॥

সুকুতার পাতা কাসন্দির ঝোল।
তেলে ওপর দিয়া তোল ॥

১। 'তালে' হইবে বোধ হয়।

VISVA-BHARATI

পলতা সাক রুহি মাছ।
বলে ডাক বেঞ্জন সাজ॥
মদ্‌গুর মৎস্য দাএ কুটীয়া।
হিঙ্গ আদা নবন দিয়া॥
তেল হলদি তাহাতে দিব।
বলে ডাক বেঞ্জন থাব॥
পোনা মাছ জামিরের রসে।
কাসন্দি দিআ জে জন পরষে॥
তাহা খাইলে অরুচ্য পালাএ।
আছুক মানবির দেবের লোভ জাএ॥
ইলিসা মাছ তৈলে ভাজিয়া।
পাতি লেবু তাতে দিয়া॥
জাহাতে দেই তাতে মেলে।
হিঙ্গ মরিচ দিহ ঝোলে॥
চালু দিহ জত তত।
পানি দিহ তিন সুত॥
ভাত উতলাইলে দিহ কাঠী।
তবে দিহ জাল ভাটী॥
তবে জদি থাকে চালু।
তবে জানিহ ডাক আউল॥
বড় ইচিলা দাএ কুটী।
হিঙ্গ দিয়া তেলে ভাজি॥
উলটী পালটী দিহ পীট।
হই খাইলে জোজোন দিট॥
রৌদ্রের বেলা বুলিআ আইসে।
আন্ধল ভাত কাসন্দি চোষে॥
পোড়া মাছে নবন প্রচুর।
আর বেঞ্জনে পেলাহ দুর॥
পাকা তেতলি ব্রর্দ্ধ বোয়াল।
অধিক করিআ দিহ জাল॥
কাটী দিআ করিহ ঝোল।
খাবার বেলা মাথা নাহি তোল॥

মধ্য,—

অর্থ সিমা প্রকারন॥
ছাগল পাএরা পোসে হাঁষ।
সিমার মাঝে পোতে বাঁস॥
তারা নিত্য কন্দল করিতে চাএ।
ডাক বলে আমি কি করিব তাএ॥
লৌকা থাকিতে জে জন সাঁতারে।
সে জন আপনি মরে॥
মিছা কাজে গাছে চড়ন।
প্রমাঞি থাকীতে তাহার মরন॥
পরের বোলে লাগা হএ।
সূদ্র হইআ ব্রাহ্মনি লএ॥
সিন্ধদ্বারে উঠে কাষ।
তাহার হএ জিবনের নাষ॥
ব্যাসা[১] লাজালে পুরুস নিধন।
মুখ পুড়ি তাহার দিআ আগুন॥
চোর গাই বাঁজা ছাগলি।
ঘরে আছে দুষ্টা মেলি॥
খল পড়সি পুত্র মুরখ।
ডাক বলে এ বড় দুখ॥
বিনি খদিরে গুআ খাএ।
সভা মধ্যে ধাইআ জাএ॥
ঘাট এড়িআ কুঘাটে লাএ।
মাগু না [খা]কিতে সসুরবাড়ি জাএ॥
হইল ভাতে করে উপবাস।
সে জন মইলে কাহাকে নাহি দোস॥
ইতর হইআ করে হাষ।
গাবুর বএসে জার কাষ॥
গুরু জনকে করে পরিহাস।
ডাক বলে তার নরকে বাস॥

১। ব্যাসা=বেশ্যা।

ছুর কর জে গুরু মারে।
ছুর কর জে পরের স্ত্রি হরে ॥
চোর সেবক চোর গাই।
বাঁজা স্ত্রি দুষ্ট ভাই ॥
বুড়া গরু বস্ত্র পুরান।
জে বেচে সে সেআন ॥ (পৃ° ৫।২-৬।১)

অন্ত,—

অর্থ নষ্ট প্রকারন ॥
সুজন নষ্ট দুরজনের সঙ্গে।
পুত্র নষ্ট পরস্ত্রির সঙ্গে ॥
লবন সঞ্জোগে নষ্ট ঘি।
বাপের ঘরে নষ্ট ঝি ॥
আখর নষ্ট দসে পাঁচে।
ঘর নষ্ট গ্রিনি সাঁচে ॥
জীবন নষ্ট জলে ঝাপ।
দেহ নষ্ট দেই নাফ ॥
গারি নষ্ট ষথা চুরি।
ধন নষ্ট জথা দারি ॥
ঘর নষ্ট র্যাতের বাস।
ভূম্মি লষ্ট দামড়ার চাষ ॥
মাগু নষ্ট ঘন রোসে।
কুলবধু নষ্ট পরের বাসে ॥
আদর নষ্ট নিত্য গমনে।
রোগ নষ্ট লঘু ভোজনে ॥
নষ্ট সুয়া চিলের বাএ।
নষ্ট ঝি দোচারিনি মাএ ॥
বহু নষ্ট বাপের ঘরে।
পুত্র নষ্ট প্রদার করে ॥
সতি নষ্ট অসতির সঙ্গে।
কুলবধু নষ্ট হাস্যতরঙ্গে ॥
বলে ডাক এই সাঁচা।
আপনি দড় সকল মিছা ॥
অর্থ চিকীত্সা প্রকারন ॥
ভৃঙ্গরাজ কেসিরা ঝাঁটী।
সকল তুলিআ করিহ গুটী ॥
সুটী পীপলি বনমরিচা ॥
সন ১০৯০ ৩ অগ্রায়ন।

ডাক। তন্ত্রে অনেক প্রকার সিদ্ধি আছে; তাহার মধ্যে দুই প্রকার প্রধান। বামাচারে যাঁহারা সিদ্ধ হন, তাঁহাদিগকে বীর বলে। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রধান হন, তাঁহাদিগকে বীরেশ্বর বলে এবং বীরেশ্বরদের যাঁহারা প্রধান, তাঁহাদের দেশী নাম ডাক। যে সকল স্ত্রীলোক বামাচারে চরম সিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহাদের নাম ডাকিনী। ডাকিনী—ডাকের স্ত্রী, তাহা নহে। 'ডাকিন্', 'ডাইন্' ও 'ডাইনী' শব্দ 'ডাকিনী'রই রূপ-ভেদ। ডাক ও ডাকিনীগণ অলৌকিক কাণ্ড করিতে পারিতেন। বৃক্ষচালনাদি ব্যাপার, যাহা আমরা অদ্ভুত মনে করি, তাঁহাদের পক্ষে তাহা অতি সহজ। এ সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই বৌদ্ধগণের লিখিত।

২। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩২ × ৩ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—২০, ২২—৩৬; মধ্যে ছিদ্র। এক এক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ১২ পঙ্‌ক্তি পর্য্যন্ত লিখিত। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—শ্রীশ্রীভগবতে বাসুদেবায় নমঃ

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি শ্লোক।
নমো বন্দো নমো বন্দো দেব শ্রীহরি।
সংখ চক্র গদা পদ্ম সারেঙ্গধারি ॥

ব্রহ্মা মহেশ্বর বন্দো দেব গনপতি।
পরম ভকতি দেবী শ্বরস্বতী॥
কীর্ত্তিবাষ পণ্ডিত বন্দো এক মন চিত্তে।
সাত কাণ্ড রামায়ন গাঁঞা দিল গিতে॥
সাত কাণ্ড রামায়ন আদ্য কাণ্ড প্রথম।
সুনিলে বুলিতে কেবল অমৃতের সমান॥
আদ্য কাণ্ড পোথী জেবা জনে সুনে।
অমৃত পান করে হেন বাশে মনে॥
কির্ত্তিবাষ পণ্ডিত রচিল পাচালি।
আদ্যকাণ্ডে গাঞা দিল রামের বংশাবলি॥
প্রথমে ব্রহ্মার পুত্র মারিচ রাজা সর্ব্ব লোকে জানি।
তাহার পুত্র হইল কস্যেব মহামুনি॥
তার পুত্র সূ[র্য্য] লোকের প্রধান।
অঙ্গিরা তাহার পুত্র গুনে অনুপাম।
তাহার পুত্র মনু রাজা বিদিত বংশারে।
ধেনু নামে তাহার পুত্র হইল সংশারে॥
তাহার পুত্র অক্ষাকু [ইক্ষ্বাকু] রাজা হইল প্রখর।
প্রথমে সাধিলেন তেঙ অজোধ্যা নগর॥
ভিক্ষু নামে তাহার পুত্র বড় রূপবান।
হেমচন্দ্র তাহার পুত্র গুনের বাখান॥
হেমচন্দ্রের পুত্র হইল সুচন্দ্র নাম।
মহাগুনবন্ত তেঙ অভিনব কাম॥

বলা বাহুল্য, উদ্ধৃতাংশের প্রথম ১২ পঙ্‌ক্তি কৃত্তিবাসের রচনা হইতে পারে না। পরবর্ত্তী অংশও অন্য পুথির সহিত মিলে না।

শেষ,—

চন্দ্রের কলা জেন দিনে দিনে বাঢ়ে।
দিনে দিনে চারি পুত্র কোলেশীঞা চঢ়ে॥
লক্ষন সত্রুঘন দুই শহোদর।
দুই ভাই বিশ্বাদ করে নিরন্তর॥
জথা রাম তথা গীঞা মিলিলা লক্ষন।
ভরথের পাছু গীঞা মিলীলা সত্রুঘন॥
রাম লক্ষ্মন দুই ভাই পরম পীরিতি।
ভরথ সত্রুঘন দুই জনে হইলা একমতি॥
ছাওলে ছাওলে জেন পরম পিরিতি।
সমুদ্রের জলে জেন চন্দ্র একমতি॥
অন্যে অন্যে বিশ্বাদ নাহি ভ্রাতি (ভ্রাতৃ) মুখে।
দুই দুই এক মতি দেখে শর্ব্ব লোকে॥
নানা বিদ্যা শিখে দুহে হঞা তৎপর।
নদ নদী বহে জেন পাইল শাগর॥
জে জে বিদ্যা গুরুর ঠাঞি শিখে নিরন্তর।
সেই বিদ্যা শিখে হঞা তৎপর॥
মুনির সাঁপ দষরথের পড়িঞা গেল মনে।
কোন পূত না পায় রাজা শ্রীরাম দরশনে॥
এক দীন না পায় রাজা শ্রীরাম দরশন।
পুরি অন্ধকার হয় হেন লয় মন॥
রামের মুখ দেখিতে রাজার বড় রষ;
আদ্যকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কী[ি]র্ত্তবাষ॥ * ॥
নারায়নের জন্মকথা সুনীল সর্ব্ব জনে।
লক্ষ্মী ঠাকুরানির জন্ম সুনহ বিশেষ॥
ইতি আদ্যকাণ্ড রামায়ন শম্পুর্ণমস্তু॥ * ॥
জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ইত্যাদি। ইতি পুস্তক লিখিতং শ্রীমনীরাম দেবশর্ম্মণ সকলম সহি পুস্তক শ্রীআত্মারাম গন্ধবনীকের সমাপ্ত লিখন হইল /৪মাঘ বৃহস্পতিবার ষুক্লা চতুর্থী শকাব্দা ১৬২২ সন হাজার এগার শহ ছয় শাল নীবাশ রূকুনপুর আমল সাহজাদা মোকাম রাজমল কবোরি গুলাব রায় শীকদার শ্রীবসন্ত রায়: বৃহস্পতি বারের এক প্রহর বেলা থাকিতে সমাপ্ত হইল পুস্তক ইতি শমাচার হাতিসালার শ্রীমনীরাম ঠাকুরতার সহি

পুথির শেষে আন্তকাণ্ড সম্পূর্ণ বলিয়া লিখিত হইয়াছে; কিন্তু আছে, শ্রীরামাদির জন্মবিবরণ পর্য্যন্ত।

৩। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ। আকার, ১১½ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ৮৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০—১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৯১ সাল। সম্পূর্ণ। অক্ষর পূর্ব্বাঞ্চলের।

শেষ পত্রে 'রঘুনন্দন দেব সা° প° মহাম্মদাবাদ' লিখিত আছে। সম্ভবতঃ পুথিখানি রঘুনন্দনের অধিকারে ছিল।

আরম্ভ,—৭ নম গনেসায় নম।

অথ আদিকাণ্ট।

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।

শ্রীগুরুর চরনে আমি করিয়া ভকতি।
লেখিবার সাদ করে আদিকাণ্ঠ পুথি॥
রামায়ন পুথী এই রাম অবতার।
পড়িলে সুনিলে ভবসিন্ধু হয় পার॥
রাম নাম দুই অক্ষর লয় মুখ ভরি।
বিসম সমন ভয় জেই নামে তরি॥
জয় রঘুনন্দন রাম গুনের সাগর।
মহিমা অনন্ত তার ভুবন ইশ্বর॥
ত্রিজগতনাথ সেই প্রভু জনার্দ্দন।
তাহার মহিমার অন্ত নাহিক ভুবন॥
ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া জত আছে চরাচর।
সকল ব্যাপিত আছে জগত ইশ্বর॥
হর বিরিঞ্চি ধ্যানে নাহি পায় জারে।
আমি অল্পবুদ্ধি হৈয়া কি জানিমু তারে॥
চ্যৈবনের পুত্র বাল্মিক মুনিবরে।
রামায়ন করিলেক লোক তরিবারে॥
ব্রহ্মার বচনে তবে সেই মুনিবরে।
স্লোকবন্দে রচিলেক পুথা রামায়নে॥
স্লোক ভাঙ্গি পদবন্দ করিয়া প্রকারে।
কিৰ্ত্তিবাস করি কহে বুঝিতে সংসারে॥
প্রনমহ নারায়ন রাম ভগবান।
জার নাম স্মরি লোক পায় পরিত্রান॥
হেন প্রভু সিরে বন্দি সর্ব্ব লোকে গতি।
তান দুই ভার্য্যা বন্দি লক্ষি সরেস্বতি॥
শ্রীরাম লক্ষন বন্দি রাবননিধন।
করজুড়ে প্রনমহ রাম নারায়ণ॥
এক চিত্তে সুন লোক রামের কথন।
হেলাএ জিনিয়া জাইব যে দারুন সমন॥
আদিকাণ্ডে রামের জর্ম্ম বিহা হৈলা সিতা।
অজধ্যাতে রার্যোভ্রষ্ট সর্গে গেল পিতা॥
বনবাসে গেলা রাম অজধ্যার কাণ্ডে।
অরন্যেত সিতা হরি নিল দসমুণ্ডে॥
কাণ্ডে কাণ্ডে রামচন্দ্রে পাইয়া অপচয়।
কিস্কিন্দাতে মিত্র লাব কটক সঞ্চয়॥
সুন্দরাতে সেতু বান্দি কটক হৈলা পার।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবন রাজা সবংসে সংহার॥
উর্ত্তরাতে রাজা হৈলা কমললোচন।
চারি ভাই মিলি রার্জ্যে করিল পালন॥
এগার হাজার বৎ[স]র রার্জ্যো ভুগ করি।
চারি সহদর মিলি গেলা সর্গপুরি॥
রামের চরিত্রকথা অতি সুধাময়।
রামের চরিত্র কিৰ্ত্তিবাস কবি কয়॥
ভক্তি করি সুন লোক হৈয়া একমন।
রাম নাম সম পুন্য নাহি ত্রিভুবন॥
ব্রহ্মা এ অবধাএ জেই রাম নাম লয়।
সংসার তরিয়া জাইতে নাই কুন ভয়॥

এক দিন বার্ম্মিক মুনি মনেত ভাবিয়া ।
ব্রহ্মার সাক্ষাতে মুনি মিলিলেক গিয়া ॥
ব্রহ্মারে প্রনাম করি বসিলা আসনে ।
করজোড়ে জিজ্ঞাসিলা প্রজাপতি স্থানে ॥
আপনে করিলা দেব সকল সংসার ।
মহা ঘোর পাতকেত কি গতি এবার ॥
দিনে দিনে অল্প ধন অল্প আউ হৈব ।
জঞ্জালেতে লিন হৈয়া তপ না করিব ॥
কেমতে নিস্তার হৈবা এ সকল জন ।
কৃপা করি আমাতে জে করিবা আপন ॥
মুনির বচন ব্রহ্মা সুনিয়া তখন ।
আজ্ঞা দিলা কর তুমি পুথা রামায়ন ॥
রামায়ন শ্রবনে পাতক দুর হৈব ।
সংসারসাগর তরি বৈকণ্ডেত জাইব ॥
ভবের দুর্ল্লভ জান রামনামখানি ।
জে জনে জপএ তার জর্ম্ম নহে পুনি ॥
এতে রামায়ন তুমি করহ প্রচার ।
জে জনে সুনিব তার সর্গ্‌গে হয় বাস ॥
এত জদি প্রজাপতি বোলিলা বচন ।
সুনি হরসিত হৈলা বার্ম্মিকের মন ॥
ব্রহ্মাকে প্রনাম তবে করিয়া তখন ।
আপনার আশ্রমে মিলিলা তপধন ॥
অবতারের পুর্ব্ব সাইট হাজার বছর ।
রামায়ন বর্ণিলেক বার্ম্মিক মুনিবর ॥
রাম অবতার মুনি করিলা প্রকাস ।
পয়ার প্রবন্ধে তারে গাইল কির্ত্তিবাস ॥

শেষ,—

পরসুরামের ধনু রামে তুলি লৈলা হাথে ।
বাম আঠু পৃষ্ঠে দিয়া গুন দিলা তাতে ॥
রামে বোলে বান আমি ছাড়িমু নিচ্চয় ।
এই বান হনে কিবা ব্রহ্মবধ হয় ॥
থেত্রিবংসে আমার জর্ম্ম তুমি ত ব্রাহ্ম ন
তুমারে করিলু রক্ষা ব্রাহ্মন কারন ॥
ত্রিভুবনে বের্থ নহে আমার সন্ধান ।
কথা এ এড়িমু বান কহ মর স্থান ॥
দেখিয়া পাইলা ভয় রাম দ্বিজবর ।
জোড়হাথে স্তুতি করে শ্রীরাম গোচর ॥
সংসারের সার তুমি অনাথের গতি ।
তুমারে জনিব প্রভু কাহার সকতি ॥
ত্রিলক্ষের নাথ তুমি সুন মহাশয় ।
ব্রহ্মা আদি দেবে তুমা ধ্যানে নাহি পায় ॥
তুমি বিনে ত্রিভুবনে গতি নাহি আর ।
বান মারি বন্দি কর মর সর্গ্‌গদ্বার ॥
সর্গ্‌গবাসে জাইতে মর নাহি অভিলাস ।
তুমা দেখি মুক্ত হৈলাম এই সর্গ্‌গবাস ॥
বৈকণ্ডের পতি রাম জানে নানা সন্ধি ।
পরসুরামের সর্গ্‌গদ্বার কৈলা বন্দি ॥
সর্গ্‌গদ্বার বন্দি করি উঠিল আকাসে ।
সর্গ্‌গদ্বার ক্রন্দিয়া আইল রাম পাসে ॥
পুত্রের বিক্রম দেখি বোলে দসরথ ।
পুনর্ব্বার জর্ম্ম হইল পরুসরামের হাথ ॥
জত রাজা দসরথের আছিল সংহতি ।
জোড়হাথে শ্রীরামরে করে নানা স্তুতি ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব খেত্রি পলায় জার ভয় ।
হেন পরসুরামে পাইল পরাজয় ॥
সমস্তে মিলিয়া তবে করে অনুমান ।
মনুস্য না হয় রাম দেব ভগবান ॥
বিদায় হইয়া রাম গেলেন তখন ।
অপমান পাইয়া প্রবেসিলা তপবন ॥
পরসুরাম জিনি রাম সানন্দিত মনে ।
অজদ্ধাতে গেলা রাম সানন্দিত মনে ॥
রথের পতাকা দ্বজ দেখি সতে সতে ।
সর্ব্বলোক চলি আইলা অনুব্রজি নিতে ॥

বেলা অবসেসে প্রবেসিলা অন্তপ্পুরি।
হরসিত সর্ব্বলোক অজদ্ধা নগরি॥
প্রতি ঘরে ঘরে লোকে করিলা মঙ্গল।
নানা নির্ত্ত গিত বাদ্য করে কুলাহল॥
সুভক্ষনে সিতা দেবি প্রবেসিলা পুরি।
তান রূপে দিপ্তি করে অজদ্ধা নগরি॥
জত ধন আনিছিলা অনেক প্রকার।
তারে দিয়া ভরিলেক সতেক ভাণ্ডার॥
চারি পুত্রবধু লৈয়া রাজা গেলা ঘরে।
সন্তসিত হৈয়া রাজা সুখে রার্য্য করে॥
শ্রীরামের মৈদ্ধে রাজার কেবল সারিল।
না দেখিলে থাকিতে না পারে এক তিল॥
চারি পুত্র লৈয়া রাজা সুখে ঘর করে।
কুন অর্থে চিন্তা তার নাহিক সংসারে॥
রার্য ভুগ করে রাজা পরম সন্তসে।
আদিকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কিত্তিবাসে॥*॥
আদিকাণ্ডে রামের জর্ম্ম বিহা হৈলা সিতা।
অজদ্ধাতে বনে গেলা হারাইয়া সিতা॥
(ইহার পর পুথির অক্ষর অস্পষ্ট)

৪। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ। আকার, ১৪$\frac{3}{8}$ × ৪$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩, ৪, ৬—১৫৭, ১৬০—২০৯, ২১১—২১৪, ২১৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। পুথি খণ্ডিত ও কীটদষ্ট। রুক্মাঙ্গদ প্রভৃতি সূর্য্যবংশীয় রাজাদের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

মধ্য,—

জত জত মহারাজা হৈল সুর্য্যবংসে।
রঘুকে জিনিঞা কেহ পৃথিবি না সাসে॥
ইন্দ্রকে জিনিঞা কির্ত্তি থুইল অনুমান।
রঘু হৈতে দিগুন সুর্য্যবংষের বাখান॥
অজ নামে মহারাজা রঘুর তনয়।
অজের নন্দন দষরথ মহাসয়॥
ইন্দ্র সম রাষ্য করে অজ নরপতি।
রানি মহাদেই তার নাম ইন্দ্রবতি॥
ইন্দ্রবতি কন্যা সেই বড়ই রূপিসি।
ত্রিনবিন্দু মুনির সাঁপে হইয়াছে মানুসি॥
চিত্রহারিনি নামে ছিল বিদ্যাধরি।
তৃনবিন্দু মুনির আগে নানা নৃর্ত্ত করি॥
কন্যা দেখি তপভঙ্গ হৈল মুনিবরে।
তে কারনে সাঁপ মুনি দিলাত সর্ত্তরে॥
সাঁপভ্রষ্টা হয়্যা তুমি জাহত পৃথিবি।
ভোজবংসে জর্ম্মি হবে অজের মহাদেবি॥
অজের সন্সে ক্রিড়া করিবে কথোক দিবসে
পারিজাত দরষনে আসিবে স্বর্গবাসে॥
হেন ইন্দ্রবতি লয়্যা অজ ক্রড়া করে।
কথো দিনে গর্ত্ত তার রহিলা উদরে॥
বিষ্ণু অংশে জর্ম্ম হৈল বিষ্ণুতেজ ধরে।
দসরথ বলিয়া নাম থুইল পুত্রবরে॥
মহারাজা মহাদেবি পুষ্পবনে বুলে।
বর্ছরেকের পুত্র দষরথ লয়্যা কোলে॥
নিদ্রায় দষরথ পুত্রে খাটে সোয়াইয়া।
দুইজনে ক্রড়া করে আনন্দ হইয়া॥
ক্রড়া করি স্রমে নিদ্রা গেলা দুই জনে।
হেন কালে নারদ জান আকাষগমনে॥
বিনার অগ্রেতে ছিল পারিজাত মালে।
বায়ে উড়াইয়া মালা পেলে ভুমিতলে॥
অন্তরিক্ষে মালা পেলে কেহো নাঞি দেখে।
আচম্বিতে পড়ে মালা ইন্দ্রবতির বুকে॥
নিদ্রা ভাঙ্গিল ইন্দ্রবতি হৈল সচেতন।
পারিজাত দ্রসনে গেলা স্বর্গভুবন॥

ইন্দ্রকন্যা ইন্দ্রবতি গেলা ইন্দ্রপুরি।
স্ত্রীর সোকে বিকল হৈল অজ অধিকারি॥
ইন্দ্রবতি ছাড়ি গেল রাজার অন্ত নাঞি
মনে।
স্ত্রির সোকে অজ রাজা মৈল কথো দিনে॥
পুত্রে রাধ্য দিয়া স্বর্গে গেলা নরপতি।
আন্তকাণ্ড রচিল কির্ত্তিবাষ মহামতি॥

(পত্র ৯৩।২-৯৪।১)

৫। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ। আকার, ১০½ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৭—১৩৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮—১১ পঙ্‌ক্তি। পুথি জীর্ণ ও খণ্ডিত; অক্ষর অস্পষ্ট।

মধ্য,—

ইন্দ্রে বোলেন মেঘগন সুনহ বচন।
দষরথের রাজ্যে গিআ কর বরিষন॥
ইন্দ্রের বচনে মেঘ করিল পয়ান।
কাল উচিত বিষ্টি করিল বিদ্যমান॥
ষম্পুর্ন্ন হইল ষস্য দষরথের দেষে।
হরষিত হইআ লোক অজন্যাতে বৈষে॥
কোন দুঃখ নাহি রাজার অধিকারে।
পরম ধার্ম্মিক রাজা সুখে রাজ্য করে॥
মৃগয়া করিতে গেল রাজা গহন কানন।
কোন জন্তুর সহিত রাজার নহিল দরষন॥
রাজা বোলে মৃগ পশু আছে বোনের
ভিতর।
বন বিচারম করে রাজা নৃপোবর॥
মৃগের পদচিহ্ন দেখিআ দষরথে।
রাজা বোলে মৃগগন গেছে এই পথে॥
সেই পথে গেলা রাজা বোনের ভিতরে।
অন্ধ মুনির পুত্র কলষিত লাগিছে জল
ভরিবারে॥

(পত্র ১৯।১)

ধনুক ভাঙ্গিতে ষব্দ হইল অতিষয়।
ষব্দ সুনি ষর্ব্ব লোক পাইল বড় ভয়॥
বশুমতি কম্পমান নদ নদি ষাগর।
তরাষ লাগিল গিয়া পর্ব্বতষিথর॥
অষ্ট লোকপাল আদি দেব রিষিগন।
ধনুর ষব্দে ভয়ঙ্কর হইল ষর্ব্বজন॥
ভয়ে পাইয়া দেবগন গেলা ব্রাহ্মার গোচর।
আচম্বিত হইল কেনে মোহা ষরতর॥
এতেক উৎপাত গোষাঁঞি কিষের কারণ হয়ে।
তোমা হতে হয়ে তত্ব কহো মহাষয়ে॥
ব্রহ্মা বোলেন দেবরাজ সঙ্কা নাহি মোনে।
মহাষব্দ করিছেন রাম ধনুর ভাঙ্গনে॥
বিষ্ণু অবতার রাম জনকের ঘরে।
ভাঙ্গিয়া ষিবের ধনু মোহাষব্দ করে॥
ষর্গ মত্য পাতালে লাগিছে তরাষ।
সুনিয়া দেবগণের হরিষ অপার॥

(পত্র ১১৮।২)

ভণিতা,—

ষর্ব্বসিদ্ধি করিয়া রাজা আইল হাপন দেষে।
আন্তকাণ্ড গাইল পণ্ডিৎ কির্ত্তিবাষে॥
পাত্র মিত্র হরষিত রাজার সন্তোষে।
সুস্ত হইল রাজা গাইল কির্ত্তিবাষে॥

৬। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৫৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯—১১ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি শ্লোক।
গণপতি শিবা শিব সর[স্ব]তি মাতা।
লক্ষ্মিনারায়ন বন্দ বিশ্বরূপ ধাতা॥
মহামুনি বালিমিকে পুজিয়ে চরন।
জাহার প্রশাদে সুখে বাচে সর্ব্বজন॥
অবধানে যুন শবে হৈয়া একমন।
সুর্জ্যবংশের কথা অপুর্ব্ব কথন॥
ঋষি শৈল্য হতে মহানদী রামায়ন।
রাম সাগরেতে আশি হইল মিলন॥
অবিরথ সে অমৃত পান করে যুধি।
দশরথ করে মাত্র ভুঞ্জ নিরাবধি॥
ইহার উপায় মনে হইল উদয়।
অনাআশে শুনে জেন রচিব ভাশায়॥
বামন হইয়া চাঁদে হাত বারায় জেমন।
ভেলা করি সমুদ্র পার হতে করে মন॥
সুর্জ্যবংশের কির্ত্তীক অশখ্য বর্ন্নানা।
তেমতি আমার হয় মনের বাশনা॥
তথাপি শিদ্ধান্ত কহেন মহামনি আদি।
একবার সে পদ স্মরন কর জদি॥
পঙ্গুতে লংঘায় গিরি বোবা কথা কয়।
বানরে সঙ্গিত গায় জাহার কৃপায়॥
হেন রামচন্দ্রপদ হৃদে করি ধ্যান।
রচিব ভাষায় গ্রন্থ জেবা [এক] থান॥
সসাগরা পৃথিবীমুণ্ডল রাজ্য জার।
মুনি আদি বংশ কৃত্তি আছয়ে অপার॥
সগর নামেতে পুর্ব্ব পুরুষ বাখানি।
উদ্ধারিয়া সাগর কিত্তি রাখিলেন জিনি॥
জদি হয় ফনিপতি সমান রশনা।
ঈক্ষাকুবংশচরিত্র না হয় বর্ন্নানা॥
আমি অতি মুঢ়মতি না জানি ভজন।
কৃপা করি শুনহ কিঞ্চিৎ রামায়ন॥

সাতকাণ্ড রামায়ন প্রথমে আদ্যকাণ্ড।
শুনিলে অদ্ভুত কথা অমিতের ভাণ্ড॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম আর আর বর্গ হয়।
মনোবাঞ্ছা পুন্ন আর অমঙ্গল ক্ষয়॥
কৌশল্য নামেতে দেশ জনপদে খ্যাত।
সরজুর তিরেতে সর্ব্বশর্য্য সমন্বিত॥
তাহার মধ্যে বিরাজিত অজোধ্যানগরি।
নয় ভাগ মধ্যে উদ্ধ অতি সোভা করি॥ (?)
বিংশতি জোজন দির্ঘে প্রস্থেতে অদ্ধেক।
মধ্যে মধ্যে রম্য হৈম্য আছয়ে অনেক॥
মনিবন্দ্রে (মানবেন্দ্র) মনু পুর্ব্বে
করিলা নিম্মাণ।
তুলনা নাহিক দিতে তোমার সমান॥
যুবিভক্ত জলশিক্ত রেনু রাজপথে।
নানা বস্ত্র শোভে তথা রত্ন বিভুশিতে॥
গভীর পরিখা গড় নানা অস্ত্র জুত।
রথ গজ অশ্ব শৈন্য আছে কত সত॥
শর্ব্বত্র শমান শোভা সুমঙ্গল নিধি।
পুরির তুলনা নাহি হেন অনুমানি॥
সে পুরি পালেন নিত্ত দশরথ রাজা।
সুর্জ্যবংশে জন্মে রাজ্য সুর্জ্যে সম তেজা॥
ভুপাল জতেক আছে পৃথিবি ভিতর।
সুর্জ্যেবংশে রাজা সবার ঈশ্বর॥
মহারাজাপালিতা শে অজোধ্যে নগরি।
দেবেন্দ্র পালিত যথা দেবেন্দ্রের পুরি॥
মাতা পিতা নাহি রাজার ভাই শহদর।
কুলে শিলে ধর্ম্মে রাজা বড়ই তৎপর॥
রাজা দশরথের গুন কি বলিতে জানি।
তার গৃহে নারায়ন জন্মিলা আপনি॥

উদ্ধৃত অংশের শেষ কএক পঙক্তি বাল্মীকীয় মূলের অনেকটা অনুগত (বালকাণ্ড, ৫ম সর্গ)।

শেষ,—

অম্বরিশ নামে রাজা জন্মে শুর্জ্যবংশে।
নরমেধ জজ্ঞ করি জাবে সর্গবাশে॥
জজ্ঞ করিবারে রাজা মনুশ কিনে আনে।
ইন্দ্র লুকাইয়া তারে রাক্ষে অন্য স্থানে॥
জজ্ঞ সাঙ্গে সর্গে লবে ইন্দ্র অধিকার।
ত্রাশে জজ্ঞ নয়(নর?) ইন্দ্রে রাখে বারে বার॥
মনুষ্য হারায়া রাজা জজ্ঞ করে কিশে।
মনুষ্য কিনিতে রাজা বেরায় দেশে দেশে॥
দেশে দেশে বেরায় রাজা পাইয়া বহু ক্লেশ।
বষিষ্ট মুনির কাছে পাইল উদ্দেশ॥
বির.ট নামো.ত মুনি পরম পবিত্র।
দেবদোশে হইল মুনির দুশ্চরিত্র॥
দইবের ঘটনে মুনি সদত দরিদ্র।
সংশার ভবনেতে জিবিকা অতি ক্ষুদ্র॥
ত্রিন পুত্র আছে তার সর্ব্বলোকে জানে।
এক পুত্র কিনিবারে গেল তার স্থানে॥
অম্বরিষ নাম মোর জন্ম সুর্জ্যবংশে।
নরমেধ জজ্ঞ করি জাবে সর্গবাশে॥
এক লক্ষ্য সর্ন্নমুদ্রা দিবত তোমারে।
এক পুত্রে দেহ জদি জজ্ঞ করিবারে॥
মুনি বলে জেষ্ট পুত্র আমার ভক্ত বড়।
তারে দিতে নারিব আমি মন কৈল দড়॥

(ইহার পর পুথিতে আর তিন পঙ্ক্তি আছে)।

ভণিতা,—

কিত্তিবাশ ভনে সর্গে গেলেন শোদাশ।
আদ্রকাণ্ডে বিশ্বামিত্রের মহিমা প্রকাশ॥

৭। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩$\frac{1}{2}$ × ৫$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১—২৬, ২৮—৩৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১-১২ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত।

আদি,—

আপদামপহর্ত্তারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাং।
গুণাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহং॥

শরঙ্গ রাগেণ গীয়তে।

বন্দহুঁ জানকিজিবন রাম।
শুর নর মুনিগন ভব চতুরানন
পূজিত পদনখ রাম॥

শর্ব্বানির নন্দন বন্দ দেব বিঘ্নরাজ।
মহামনু জিন্যা তনু দেবের সমাঝ॥
দিপচর্ম্ম পরিধান করে জাপ্যমালা।
তনুভাসে তিমির নাশে জেন চন্দ্রকলা॥
বিচিত্র মুকুট সোভে যুগন্ধি চন্দন।
রম্য ফুলে অলি বুলে মধুর কারন॥
খর্ব তনু লম্বোদর চতুর্ভুজধারি।
অহর্নিসি মুখে সদা বলেন হরি হরি॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত কহে বিনায়কের পায়।
বিষ্ণুভক্তি তুমি মুজি দিবে গণরায়॥
স্বরসতি দেবি বন্দ পদ্ম আসনে।
গাইব শ্রীরামকথা বর সাধ মনে॥
ত্রৈলক্যতারিনি মা তোমারে সভে পুজে।
তোমার দয়া হইলে বৈসি পণ্ডিতসমাজে॥

গৌরিরাগেণ গিয়তে।

রঘুকুলে শ্রীপাদ রাম ধন্ন হয়ে।
ব্রহ্মা মহেশ জারে না পায় ধেয়ানে।
এমন দয়াল রাম ভজিব কেমনে॥
নাসা আগে গজমতি তিলক কপালে।
কটিতে পিতবাস বোনমালা গলে॥

চরনে নুপুর বাজে ঝুনু ঝুনু সুনি।
হরিল জগির জ্ঞান ধ্যান ছারে মুনি॥
পদনখ সোভা করে নিন্দিত কতো সসি।
দেখিয়া মোহিত হয় জোগি আর ঋসি॥
ইন্দ্রের অমরাবতি কোন সুখ ফলে।
কতো ইন্দ্রপদ প্রভু চরনকোমলে॥
করুনার সাগর বন্দ বৈষ্ণব গোসাঞি।
কলি ভব তরাইতে আর কেহ নাঞি॥
বন্দ পুভু গৌরচন্দ করুণার সিন্ধু।
নবদ্বিপবাসি সচিসুত দিনবন্ধু॥

উদ্ধৃত অংশে 'শ্রীপাদ' ও 'বৈষ্ণব গোসাঞি' শব্দ পাওয়া যায় এবং গৌরচন্দ্রের বন্দনা আছে। পদটিতে ভণিতা নাই।

* * *

মুনিত তপোষি জতো চরন সেবিয়ে।
মুক্ত পদ পায় তারা তোমার গুন গাইয়ে॥
ব্রাহ্মন ক্ষেত্রিয় বস্য সুদ্র চারি জাতি।
তোমার স্বরির হইতে সভার উৎপতি॥
শ্রীষ্টি স্থিতি প্রলয় আপনি মহাসয়।
সভার আধার তুমি করুনা দয়াময়॥
পিপিলিকা আদি করে জতো জিব বৈসে।
কেহ তোমার ভিন্ন নহে সব
তোমার অংসে॥
গহন কানন আদি লতা পতা তরু।
তুমি পষু পক্ষী আদি সভাকার গুরু॥
তু[মি] শ্রীষ্টি তুমি স্থিতি প্রলয় কারন।
দুষ্টের দমন তুমি শ্রেষ্টের পালন॥
ভূভার খণ্ডায় প্রভু অখিলের পতি।
তোমার চরন বিনে আর নাহি গতি॥

মধ্য,—

হেন কালে নারদ মুনি জোড় কৈল হাত।
নিবেদন করি সুন অখিলের নাথ॥
গানের বিবাদ মোরা করে দুই জন।
ছোট বড় বুঝে তুমি দেহ নারায়ন॥
প্রভু বলেন আগে দোহে আলাপহ রাগ।
ছোট বড় এথনি পাইব তার লাগ॥
প্রথমে নারদ মুনি রাগ আলাপিল।
চারি চরনে রাগ পূরিতে নারিল॥
তাহার পশ্চাতে তম্বুর কৈল শ্রুতি।
ততধিক কৈল দোহে রাগের দুর্গতি॥
কার হস্ত পদ ভাঙ্গিল কার ভাঙ্গিল মাথা।
প্রভুর চরণ ধরিয়া করিছে ব্যগ্রতা॥
প্রভু বলে সুন সুন দেব ত্রিলোচন।
তুমি কিছু গান কর সুনি সর্ব্বজন॥
জে আজ্ঞা বলিয়া শিব রাগ আলাপিল।
ছয় রাগ ছতিষ রাগিনি মুর্ত্তিমন্ত হৈল॥

(পৃ০ ১৫।২-১৬।১)

ইহার পর রাগরাগিণীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। অনন্তর সদাশিবের সঙ্গীতালাপে নারায়ণ দ্রবময় হয়েন এবং তাহা হইতে গঙ্গার উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে।

শেষ,—

বসিতে আনিয়ে দিল কুসের আসন॥
হেন কালে মুনি বলে সুন মহারীসি।
অন্যের আসনে মোরা কভু নাহী বসি॥
বিচিত্র আসনে তবে বসে সর্ব্বজন।
এইরূপে আনন্দে আছএ নারিগন॥
ফল এন্যা দিল মুনি বেস্যার অগ্রেতে।
খাও খাও বলিয়ে ডারাল জোর হাতে॥
বিষ্টু বিষ্টু বলে বুড়ি হাথ দিল কানে।
বিষ্টু না পূজিলে জল খাইব কেমনে॥
বিষ্টু না পূজিলে নহেত জল পান।
দেব অশ্চনা করিব মোরে দেহ স্থান॥

নানা দূর্ব্বা জোগাইয়া দিছে নারিগন।
ভাবট করিয়া বুড়ি পুজে নারায়ন॥
উপহার দির্ব্ব সব থুইল থরে থর।
বেদ নাহী জানে সুধ নারিছে অধর॥
হেনকালে নানা রঙ্গ করে নারিগন।
মর্দ্ধে কর্য়ো নিল সভে মুনির নন্দন॥
কেহ কেহ গিত গায় নানা রঙ্গ তালে।
ভাবট বুড়ির সাঙ্গ হইল হেন কালে॥
পূজা সাঙ্গ কর্য়ো বুড়ি কৈল শঙ্খধ্বনি।
বুড়ি বলে মহাপ্রসাদ লহ এসে মুনি॥
পুশ্প মধু হাতে বলে সুন মুনিবর।
মোর দেসের ধর গঙ্গাজল মনহর॥
কুসাগ্রে বিন্দু জল করয়ে খেপন।
সহস্র জর্ম্মের হয় [পাপ] বিমচন॥
মুনিঞা ভকতি কথা মুনির নন্দন।
দেই পাই মুনিরাজ করয়ে ভক্ষন॥
মদক মধু দিয়ে তবে দিলেক মোহিনি।
নানা গান বাস্ত রঙ্গ নাচে মহামুনি॥
গাছের ফল বলে খাওায় সির্দ্ধের লাড়ু।
গঙ্গাজল বলে মধু খাওায় গারু গারু॥
মিষ্ট পাইয়া তুষ্ট হইল মুনিরাজের মুন।
প্রফুল্লিত হই মুখ রাতুল লোচন॥
বির্দ্ধ বেউস্যা বলে মুনির হরিলাম মুন।
তোমরা জুবতি সব দেহ আলিঙ্গন॥
কেহ গায় (বায়?) কেহ নাচে কেহ গায় গিত।
সভার পায়ে নুপর বাজে যুনি যুললিত॥

৮। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ। আকার, ১৭×৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ২—৭১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত। হরপের ছাঁদ অনেকটা পূর্ব্বদেশীয়।

আরম্ভ,—

ব্রহ্মবধ দেখী ব্রহ্মা চিন্তে মনে মন।
সন্ন্যাসির বেসে ব্রহ্মা কৈল আগমন॥
নানা রত্ন ধন লৈয়া গেল ততক্ষন।
সেই তপোবনে দিয়া তাহার গমন॥
দেখিয়া মুনির পুত্র ধাইয়া আইল ডরে (রড়ে)
দারুন মুসল আছে কান্ধের উপরে॥
ব্রহ্মারে দেখিয়া মুনি হরসিত মন।
ইহারে মারিয়া আজি বিস্তর পাব ধন॥
মুনির কুমারে বোলে বধিব জিবন।
তোরে বধ করিয়া করি উদর ভরন॥
মুসল লইয়া জাএ ব্রহ্মা মারিবারে।
হাসিতে হাসিতে ব্রহ্মা বোলে ধিরে ধিরে॥
ব্রহ্মা বোলেন সুন মুনির কুমার।
কোনখানে আমা তোমি করিবা সংহার॥
মুনিপুত্রে বোলে সন্ন্যাসি সুনহ বচন।
এইখানে তোমারে আমি বধিব জিবন॥
হেন কালে সন্ন্যাসি বোলে সুনহ বচন।
আমার চাপনে হবে জিবের মরন॥
সুনিয়া মুনির পুত্র লাগে চমৎকার।
সন্ন্যাসির তরে তবে বোলে আর বার॥
আপনে মরিবা তোমি তাতে নাহি মন।
তোমা বধ লাগীবেক কহত কারন॥
সন্ন্যাসি বোলে মুনিপুত্র বলিএ তোমারে।
আমা তরে প্রানিবধ লাগীব তোমারে॥
সুনিয়া জে ভয় পাইল মুনির কুমার।
লক্ষ লক্ষ প্রানি আমি করিএ সংহার॥
ধন লইয়া আমি পুসি মাও জে বাপেরে।
বোল দেখি এ পাপ লাগে কার তরে॥

সন্ন্যাসি বোলে মুনিপুত্র সুনহ বচন।
ই সকল পাপ তোর হইব ঘটন॥
সন্ন্যাসির কথা সুনি বাল্মিক কোপে জলে।
মহাক্রোধ করি তবে সন্ন্যাসিরে বোলে॥
স্ত্রি পুত্র পুসি আমি বির্দ্ধ মায় বাপ।
এত পুন্ন করি আমি কি করিব পাপ॥
সন্ন্যাসি বোলে ভাল কথা কহিলা আপনি।
স্ত্রি পুত্র মাও বাপ জিজ্ঞাস আপনি॥
তারা জদি হএ পাপ পুন্যের জে ভারী।
তবে তোমারে আমি দোষ দিতে নারি॥
সন্ন্যাসি বোলে মুনিপুত্র সুনহ বচন।
মাও বাপ জিজ্ঞাসিয়া আইষহ এথন॥
মুনির কুমারে বোলে বুজিল তোমা মন।
আমারে পাঠাইয়া তোমি পলাবে এখন॥
এড়াইতে চাহ তোমি এই সে কারনে।
প্রান লইয়া জাইবার এই আছে মনে॥
সন্ন্যাসি বোলে মুনিপুত্র আমি সত্য করি।
সত্ত্য নাস হএ জদি এথান হোতে লড়ি॥
ব্রহ্মা বোলে এই মতে চল তোমি ঘর।
পাপ পুন্য জিজ্ঞাসিয়া আইষহ সত্ত্যর॥
এত যুনি চলিলেক মুনির কুমার।
মাও বাপ জিজ্ঞাসিল করি পরিহার॥
বাপ নমস্করি বন্দে মাএর চরন।
সত্ত্য কথা মাও বাপ কহিবা এখন॥
পাপ পুন্য করি আমি তোমা সব পুসি।
আর কোন দোসের জে আমি নহি দোসি॥
জত করি পাপ আমি তোমরা নি ভারি।
এই সব কথা আমি তোমাতে গোচরি॥
জত প্রানি বধ করি বনের ভিতরে।
তাহা বধ পাপ জত লাগে নি তোমারে॥
মাও বাপে বোলে পুত্র সুনহ বচন।
প্রানিবধ পাপ মোরে না লাগে কখন॥
গর্ভে ধরি স্তন দিয়া পুসিল তোমারে।
নানা কর্ম্ম করি তোমি পুসিবা আমারে॥
জত বধ কর বাপু তোমা সব দায়।
মাও বাপ বচনে সে হইল বিস্ময়॥
এতেক সুনিয়া তবে গেল অন্তষ্পুরে।
আপনার ব্রাহ্মনিরে জিজ্ঞাসে সত্ত্যরে॥
স্ত্রি পুত্র ঠাক্রী তবে বোলে সিগ্রগতি।
আমা পাপ পুন্য তোমরা হইবা সংহতি॥
জত প্রানি বধ করি বনের ভিতর।
তোমাতে নি কিছু লাগে কহত সত্ত্যর॥
ক্রোধ করি স্ত্রি পুত্রে বোলে মুনি তরে।
তোমা সম অবোদ জে নাইক সংসারে॥
মুনিপত্নি বোলেন কয়িয়া পরিহার।
আমার সরিরে নাই পাপের সঞ্চার॥
আমাকে এথন তোমি কৈলা পানিগ্রহন।
মোতে পাপ নাই লাগে কহিল এখন॥
স্ত্রি পুত্র কথা সুনি হইল চিন্তিত।
মাথা এ জে হানে সুনি লোটাএ ভুমিত॥
স্ত্রি পুত্রের কথা এ ত্রাষ পাইল মনে মনে।
কাতর হৈয়া গিয়া পড়ে সন্ন্যাসির চরনে॥
সন্ন্যাসিকে মুনিপুত্রে করে পরিহার।
কোন মতে হইবেক আ[মা]র নিস্তার॥
সন্ন্যাসি বোলেন সুন মুনির কুমার।
রাম নাম জপিলে পাইবা প্রতিকার॥
মুনির কুমারে বোলে সুনহ সন্ন্যাসি।
ও বাক্য বলিতে আমি বড় ভয় বাসি॥
এতেক বলিল জদি মুনির কুমার।
সন্ন্যাসি বোলেন তোমি পাইবা নিস্তার॥
সন্ন্যাসি বোলে জত বধ কর তপবনে।
তাহা কি বলিব আমি কহত এথনে॥
কাতর হইয়া মুনিপুত্র হাত করি জোড়া।
জত বধ করি গোসাই তারে বলি মরা॥

সন্ন্যাসি বোলে মরা জপিলে পাইবা পরিত্রান।
এত বলিয়া ব্রহ্মা হইল অন্তর্ধান॥

পূর্ব্ববঙ্গে জিজ্ঞাসা অর্থে 'নি'র ব্যবহার সাধারণ। উদ্ধৃত অংশে কি-অর্থে 'নি'র প্রয়োগ দেখিয়াও অনুমান হয় যে, পুথিখানি পূর্ব্বাঞ্চলের।

পুথির শেষের দিকে পাওয়া যায়, রাজর্ষি জনক যজ্ঞ করিতে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে আসেন এবং রামচন্দ্রের বীরত্ব দেখিয়া চমৎকৃত হন। আরও আছে, দেশে ফিরিবার সময় জনক রামের নিকট সীতার কথা তুলিতে বিশ্বামিত্রকে অনুরোধ করিয়া যান। ইহার পর,—

রাম লক্ষন বিস্তামিত্র এক ঠাই বসি।
সিতার জে কথা কহে বিস্তামিত্র রিসি॥
মুনি বোলে রাম লক্ষন বলি তোমা তরে।
অজোনিসম্ভবা কন্যা জনকের ঘরে॥
কন্যারূপ দেখিয়া জে মনে অনুমানি।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া লক্ষি আসিছে আপনি॥
রামে বোলে মুনি জে বিস্ময় করি চিত্যে।
অজোনিসম্ভবা কন্যা জন্মীল কেমতে॥
মুনি বোলে বিধাতাএ কি করিতে নারে।
জেমতে জন্মিল কন্যা বলিএ তোমারে॥
লক্ষির জনম সুন মিথিলা নগরে।
জেমতে জন্মিল লক্ষি মিথিলা নগরে॥
অজোনিসম্ভবা আগে ছিল বেদবতি।
হিমাল [ে]য় তপ করে বিষ্ণু হৈতে পতি॥
ত্রিভুবন জিনি বেড়াএ লঙ্কার রাবন।
লক্ষিরূপ দেখিয়া হইল অচেতন॥
লক্ষিরূপ দেখিয়া জে রাবন মোর্চিত।
দেখিয়া রাবন রাজা ধরিতে নারে চিত॥
কামে অচেতন রাবন ধরিতে জাএ বলে।
রাবনের সাপ দিয়া সামাইল পাতালে॥
তপভঙ্গ আমার জে করিলি রাবন।
আমা লাগি হৈব তোর সবংসে মরন॥
মিথিলা নামে আছে দেস উত্তাম সমাজ।
সেই দেসেত রাজা জনক মহারাজ॥
বার বৎসর চাস চসে আব্দ পরিমিত।
তবে যজ্ঞ করে রাজা সাস্ত্রের বিহিত॥
যজ্ঞ করিতে রাজা জজ্ঞভুমি চসে।
মেনকা নামে অপ্সরা জাএত আকাসে॥
অন্তরিক্ষে জাএ কন্যা বাএ কাপড় উড়ে।
দেখিয়া জনক রাজা বির্জ্জ টাল পড়ে॥
সেই বির্জ্জে পৃথিবি হইল গর্ব্ববতি।
অজোনিসম্ভবা লক্ষি জন্মিলেক তথি॥
চাসভুমে কন্যা পাইল জনক মহারিসি।
পৃথিবি জে আলো করে কন্যা ত মানসি॥

ভণিতা,—

আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কির্ত্তিবাস।
সম্বাএ বোল হরি পাপ জাউক নাষ॥

(পত্র ১৫।১)

৯। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী কাগজ। আকার, ১৬×৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৯—৩০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৮ সাল। খণ্ডিত ও কীটদষ্ট।

আরম্ভ,—

লক্ষ লক্ষ মুনি আসি অযোধ্যা পুরি।
যজ্ঞ করিবারে সবে বৈসে সারি সারি॥
ঋশ্যশৃঙ্গ মহামুনি স্রুপ নিল হাতে।
যজ্ঞে ঘৃত দিল মুনি শ্রীফলের পাতে॥

দশরথ কৌশুল্যা আইল যজ্ঞস্থানে।
জোড়হাতে পুত্র বর মাগে দুই জনে॥
আচম্বিতে আকাশবানি সুনি চমৎকার।
বিষ্ণু জন্মিবেন রাবন করিতে সংহার॥
হেন বেলায় রাজায় তবে বলে সব মুনি।
পুত্র হইবে রাজা সুন আকাশবানি॥
হেন কালে অঙ্গে রাজা দেখে সুলক্ষন।
দক্ষিন বাহু নৃত্ত করে দক্ষিন লোচন॥
এই মত দশরথ আসি যজ্ঞস্থানে।
বিধাতার নিবন্ধ হইবে জেমনে॥

়,—

পাত্র মিত্র লয়ে রাজা বৈশেন সভাস্থানে।
অষ্ট প্রহর যুক্তি করেন সুমন্তের সনে॥
রার্জ্যভোগ আমি করিলাম অধিক কাল।
নানা অমঙ্গল আমি দেখিলাম জঞ্জাল॥
রক্ত সন্ধ্যা দেখি আমি দুই ...... ।
চালের উপরে গিধিনী উড়িছে ঘনে ঘনে॥
চন্দ্র সুর্য্য খসিয়ে পড়িছে আকাশে।
বিপরিত শব্দ সুনি রা[ত্রি] অবশেষে॥
দিন দুই প্রহরে দেখি কৃষ্ণবর্ণ বুড়ি।
রথ হতে পাড়ে আমায় গলায় দিয়ে দড়ি॥
আপনি পণ্ডিত আমি সকল শাস্ত্র জানি।
মরন নিকট আমার মনে অনুমানি॥
অন্ধ মুনির শাপ আমার না জায় খণ্ডন।
পুত্রশোকে [হবে] আমার নিকট মরন॥
জাবত শরিরে প্রান এ দেহেতে আছে।
রাম রাজা করি আমি জে হউক পাছে॥
ভরথ বিগুমানে রামে দিব ছত্র দণ্ড।
ইহাতে কেকুই আসি করে পাছে ভণ্ড॥
ভরথ পাঠায়ে দিব পড়িবার ছলে।
গিরিমার্ধ্যে থাকুক গিয়া হয়ে কুতুহলে॥

রাজা বলে শুনহ ভরথ শত্রুঘ্ন।
মাতামহোর বাড়ি গিয়ে পড় দুই জন॥
হাস্ত ঘোড়া নানা রত্ন পাইবে বিস্তর।
বিদাই হইয়া জান দুই সহোদর॥
দুই ভাই চলি জান মাতামহো দেশে।
তবে দশরথ রাজা বসীলেন হরিষে॥
অষ্ট প্রহর যুক্তি করে সুমন্তের সনে।
শ্রীরামেরে রার্য্য দিব এই আমার মনে॥
রামকে রার্য্য দিতে রাজা দৃঢ় কৈল মন।
নিবড়িল আন্থকাণ্ড গিত রামায়ণ॥

এইখানে পুথি শেষ হইয়াছে; কিন্তু ভণিতা নাই। অন্যত্র ভণিতা এইরূপ,—

কীর্ত্তিবাস গাইল গিত আন্থকাণ্ডের সার।
প্রথমে করিলেন রাম তাড়কা সংহার॥
(পত্র ১৬।১)

আন্থকাণ্ডের গান কির্ত্তিবাস কন
শ্রবনেতে পাপ বিমোচন॥
(পত্র ২০।১)

১০। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

পত্রসংখ্যা ৩৮—৫৫। একখানি পুথিই বিচ্ছিন্ন হইয়া ৮ ও ১০ সংখ্যায় পরিণত হইয়াছে। ৫৫।২ পত্রে আদিকাণ্ডের শেষ এবং অযোধ্যাকাণ্ডের আরম্ভ পর্য্যন্ত আছে।

আরম্ভ,—

কন্যারূপে আলো করে মিথিলা নগরি।
আচম্বিত পুষ্পবৃষ্টি হৈল দেবপুরি॥
সকল দেবতা কৈল পুষ্প বরিসন।
জনককে ডাক দিয়া বোলে দেবগন॥

ভাষাগত পার্থক্য থাকিলেও দশরথের অরিষ্ট দর্শন অংশে ৯ সংখ্যক পুথির সহিত কিছু কিছু মিল আছে।

শেষ,—

রামের সত্রু কেকই রাজা এ সব জানে।
বিরলে জে জুক্তি করে পাত্র মিত্র সনে॥
ভরথ বিদ্দমানে জদি দেই ছত্র দণ্ড।
তবেত কেকই তরে হইব পাসণ্ড॥
ভরথ পাঠাইয়া দেই পড়িবার ছলে।
রাজগিরি থাউক গিয়া মাতামহ ঘরে॥
রাজা বোলে সুনহ ভরথ সত্রুঘন।
মাতামহের বাড়ি গিয়া পড় দুই জন॥
বিভা জে করিয়া আইলা তারা নাহি জানে।
নমস্কার কর গিয়া তাহার চরনে॥
রাজাতে বিদায় মাগে ভরথ কুমার।
আজ্ঞা কর জাই মাতামহ দেখিবার॥
রাজা বোলে জায় পুত্র না করিয় ব্যাজ।
তোমি চারি ভাই বিনে সুন্য মোর রাজ॥
ঘোড়া হস্তি রথ দিল বহুমূল্য ধন।
বাপ ঠাই বিদায় হইয়া দুই জন॥
শ্রীরাম চরনে ধরি বোলেন ভরথ।
মাতুল দেখিতে আজ্ঞা কর মহাসত॥
রামে বোলে জায় ভাই আসিয় সত্তর।
একই সরির জান চারি সহোদর॥
নমস্কার করি দুই চলিল হরিসে।
উত্তারিল দুই ভাই গিরিরাজ দেসে॥
মাতামহ বাড়ি গিয়া রৈল দুই জন।
রামেরে রাজ্য দিতে রাজা চিন্তে সর্ব্বক্ষণ॥
কিত্তিবাস কবিত্ত্য জে অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত জে পোথা আদ্যকাণ্ড॥
ইতি শ্রীরামচন্দ্র আদ্যকাণ্ড সমাপ্ত॥
সুর্জ্জবংস জন্মকথা সুধারস জিনি।
মন দিয়া সুন কহি অজোধ্যা কাহিনি॥
শ্বদয়হৃদয় রাম সর্ব্বলোকে দয়া।
সর্ব্ব কার্জ্জ সিদ্ধি হএ লৈলে পদছায়া॥
রাম রাজা হৈতে প্রজা আনন্দ বিসেস।
অজোধ্যার রাজ জুগ্‌গ রাম হৃসিকেস॥
এতেক ভাবিয়া প্রজা গেল সিংহদ্বারে।
সুমন্তে জানাইল গিয়া রাজার গোচরে॥
সিংহদ্বারে আসিয়াছে জত প্রজাগন।
প্রজা আনিবারে আজ্ঞা করিল রাজন॥
আজ্ঞা পাইয়া সাক্ষাতে আসিল প্রজাগন।

১১। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, দেশী তুলোট কাগজ। আকার, ১৯¾ × ৬½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১৮, প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। প্রথম দুই পত্র কীটদষ্ট। প্রাপ্তিস্থান, কলিকাতা।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষ্মনপূর্ব্বজং ইত্যাদি শ্লোক।
রামকল্পতরুতলে জে থাকে বসিয়া।
কি করিতে পারে জম আপনি আসীয়া॥
রাম রাম প্রভু রাম কমললোচন।
জে রাম সোঁঙরনে হয় পাপ বিমোচন॥
রাম রাম বল ভাই রাম বল মুখে।
অবস্য জাইব দিন দুখ আর সুখে॥
সাতকাণ্ড রামায়ন প্রথমে আদ্যকাণ্ড।
সুনিতে অদ্ভুত গিত অমৃতের ভাণ্ড॥
যাহাতে হইল গিত পোথা রামায়ণ।
যাহার প্রসাদে লোক সুনে সর্ব্বজন॥
চ্যোবনের পুত্র বালম্মিক মহামুনি।
অন্ত করিয়া তারে সর্ব্ব লোক যানি॥
দষ সহস্র বৎসর আছে হইতে অবতার।
অনাগত করিল গিত মুহিল সংসার॥

দষরথ নামে রাজা জর্ম্ম শুর্য্যকুলে।
অস্ত্রে সাস্ত্রে পণ্ডিত রাজা ধর্ম্মে রাজা পালে॥
সুর্য্যবংশে দষরথ সবে একেশ্বর।
নাহি রাজার ভাই সহোদর॥
রাজচক্রবর্ত্তি রাজা সভার উপরে।
বাহুবলে সাষে রাজা সব নৃপবরে॥

ইহার পর দশরথের সহিত কৌশলার বিবাহ।

শেষ,—

শুনিঞা পরশুরাম করিছে উর্ত্তর।
জোড়হস্ত করি স্তুতি করিছে বিস্তর॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আছ নারায়ন।
ব্রহ্মা বলিতে নারে তোমার কারণ॥
আগম পুরাণ বেদ সকল জে জাণে।
তোমার চরন সে ভাবে একমণে॥
সর্ব্ব জিবের নাথ তুমি অনাথের গতি।
তব গুন বলিতে পারে কাহার সকতি॥
তুমি তো সকল জান তোমারে কে জানে।
ব্রহ্মা মহেশ্বর তোমাএ না পাএ ধেয়ানে॥
মুক্ষ শুক্ষ তুমি হও জগতের সার।
দিব্য জ্ঞান দেহ তুমি ঘুচুক অহংকার॥
আমি ছার কি বলিব তোমার চরণে।
জে কর আপণে তুমী আপনার গুণে॥
শ্বর্গ বহি লোকের গতি নাহি আর।
বাণে বন্দি করি রাখ স্বর্গের দুয়ার॥
স্বর্গে জাইতে প্রভু মোর নাহি অভিলাষ।
তোমা দেখি মুক্ত হৈনু ব্যের্থা স্বর্গবাষ॥
রণপণ্ডিত রাম জানেন বাণের সন্ধি।
পরশুরামের স্বর্গের দুয়ার বাণে কৈল বন্দি॥
সহস্রমুখ হৈয়া বাণ রহিল আকাষে।
পথ বন্দি হৈল তার না গেল স্বর্গবাষে॥
পুণর্ব্বার জর্ম্ম হৈল পরশুরামের হাতে।
রাম জয় দেখি সীতা হরিষমনেতে॥
রাম হেন শ্বামি পাইলাম বহু পুর্ণপলে।

ভণিতা,—

কির্ত্তিবাষ পণ্ডিত রচিলা আদ্যকাণ্ড।
শুণিতে অদ্ভুত গিত অমৃতের ভাণ্ড॥

১২। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩$\frac{3}{4}$ × ৫$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২—১৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১৩ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

রামের অনুজ বন্দো ভরত সতুর্ঘন।
রামের কুলপুরহিত বন্দো বসিষ্ট ব্রহ্মান॥
লক্ষ প্রনামে বন্দো পবনকুমার।
আসরে আসিয়া হনুমান করো ভর॥
জতোক্ষন আমরা শ্রীরামগুন গাই।
আসর ছাড়হ প্রভু রামের দোহাই॥
প্রনামে বন্দিব মনি বাল্মিকচরন।
জে মুনি রচিল্য সপ্তকাণ্ড রামায়ন॥
রাম জর্ম্ম লভিতে ছিল সাটি সহোশ্র বৎসর।
তখন রচিল মুনি পাইআ ব্রহ্মার বর॥
রাম না জন্মিতে রামনাম অবতার।
হেন মুনির চরনে ক্রোটি লক্ষ নমস্কার॥
পিতা বনমালি মাতা মেনকার উদরে।
জর্ম্ম লভিলা কির্ত্তিবাস ছয় সহোদরে॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ অনন্ত ভাস্কর।
নিত্যানন্দ কির্ত্তিবাস ছয় সহোদর॥
পঞ্চ ভাই পণ্ডিত কির্ত্তিবাস গুনসালি।
অনেক সাস্ত্র পড়্যা রচে শ্রীরামপাঁচালি॥

সুনিতে অমৃতধার লোকেত প্রকাস।
ফুলিয়াতে বৈসেন পণ্ডিত কিত্তীবাস॥
প্রনামে বন্দিব সরস্বতির চরন।
জথাতে আছয়ে গ্রহস্থ হউক স্বরন॥
দিক্ষাগুরু সিক্ষাগুরুর চরন বন্দিআ।
গাইব পুরানকথা রাম ধিয়াইয়া॥
তৎপর বন্দিব দেবী গঙ্গা ভাগিরতি।
জাহার পরস মাত্র সুভ হয় গতি॥
আছিল সৌদাস ব্রহ্মরাক্ষস হইয়া।
স্বর্গে গেল গঙ্গাজল বিন্দুমাত্র পাইআ॥
লঙ্কায় রাজা বন্দিব ধার্ম্মিক বিভিসন।
সুগ্রীব আদি করিআ বন্দিব জতেক
বানরগণ॥
বন্দনা গাইতে মর হইবে অনেক্ষন।
একত্রে বন্দিব মাথে জতেক দেবগন॥
বন্দনা গাইতে জেবা দেবতা এড়ায়।
সতো লক্ষ প্রনাম করিলাম তার পায়॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্য বিচক্ষন।
হরির্দ্ধনি করো সভে পাপবিমোচন॥

উদ্ধৃত অংশে কবির পরিচয় আছে।[১] কৃত্তিবাসী রামায়ণ যে গীত হইত, তাহাও বলা হইয়াছে।

শেষ,—

রাজা বোলে সব্যা সুন আমার বচন।
তুমি রানি হও রূহিতাষ্য নন্দন॥
আমি হরিশ্চন্দ্র রাজা দিলাম পরিচয়।
রানির হাত ধরিআ তখন মহারাজা কয়॥
আমি বেচিয়াছিলাম তোমায় দক্ষিনার
তরে।
দাশী হইয়া ছিলা তুমি ব্রাহ্মনের ঘরে॥
আমি নফর হইয়াছিলাম বিরবরের ঘরে।
কহিলাম তর্ত্তকথা বুঝহ অন্তরে॥
সব্যা রানি বোলে রাজা পাইলাম পরিচয়।
কান্দিয়া পড়িল রানি মহারাজার পায়।
রাজা বোলে সব্যা রানি সুনহ উত্তরে॥
কতো কাল থাকিলা বান্ধা ব্রাহ্মনের ধারে॥
রানি বোলেন নিবেদন সুনহ বচন।
ব্রাহ্মনের ধারে থাক্যা দিলাম কঙ্কন॥
দক্ষিন হাতের কঙ্কন আমি দিলাম ব্রাহ্মনে।
বাম হাতের কঙ্কন আমি রাখ্যাছি রাজনে॥
বাম হাতের কঙ্কন রানি দিলেন খুলিয়া।
বিরবরের স্থানে আইস বিদায় হইয়া॥
ভ[redacted]ল বলিয়া রাজা কঙ্কন নিল হাতে।
বিদায় হইতে জান সুর্য্যবংসের নাথে॥
আসি উপস্তিত হইল বিরবরের সমাজ।
আমাকে বিদায় দেহো বোলে মহারাজ॥
অনেক দিবস আমি ছিলাম তোমার ঘরে।
এখন আমাকে বিদায় দেয় বোলে নৃপবরে॥
ভাল ভাল বলিয়া কথা বোলে বিরবর।
বিদায় দিলাম তুমি জায়ো নিজ ঘর॥
জে আজ্ঞা বলিয়া রাজা কঙ্কন লইল হাতে।
ভিতু হইয়া বোলেন কিছু সুর্য্যবংষের
নাথে॥
সপ্ত ক্রোটি কাঞ্চন আমায় দিয়াছিলা
তুমি।
ধারে থাকিয়া তোমাকে কঙ্কন দিলাম
আমি॥
বিরবর বোলে সোধ গেল আমার ধার।
তোমারে খালাস দিলাম চলিয়া জায়ো ঘর॥

১। প্রবন্ধান্তরে—

সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
তাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাস॥
সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে গুষি।
শ্রীধর ভাই তার নিত্য উপবাসী॥

বিরবরের স্থানে রাজা বিদায় হইয়া।
জমুনার কুলে রাজা প্রবেসিল গিয়া॥
রাজা বোলে করো রানি চিতার নির্ম্মান।
রুহিতাষ্য কোলে দোহে ত্যাগ করি প্রান॥
চিতা সর্য্যা করিল রাজা জমুনার কুলে।
চন্দনের কাষ্ঠ দিলা চিতার উপরে॥
রুহিতাষ্য সোয়াইল লইয়া

মুদ্রিত পুস্তকে আছে, রাজা হরিশ্চন্দ্র বারাণসীস্থ কালু হাড়ির নিকট আপনাকে বিক্রয় করেন; কিন্তু আলোচ্য পুথিতে ব্রহ্মার উপদেশে যম বীরবর পাটনীর বেশে আসিয়া রাজাকে ক্রয় করেন, এইরূপ বর্ণনা আছে। কাশীতে যমুনার উল্লেখ বুঝা গেল না।

১৩। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৮×৭ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১-১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২০২ সাল। সম্পূর্ণ। অক্ষর পূর্ব্বদেশীয়।

আরম্ভ,—

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি শ্লোক।
আদিকাণ্টে রামের জর্ম্ম সিতা দেবির বিহা।
অরণ্যকাণ্ডে গেল রাম রার্য্য হ... ইয়া॥
রার্য্য হারাইয়া জদি রাম ... বন।
অরণ্যকাণ্টে সিতা হা... নলেক রাবন॥
কাণ্ডে কাণ্ডে রামচন্দ্রে পাইল অপচয়।
কিস্কিন্দা কাণ্টে মিত্রলাভ কটক সঞ্চয়॥
সুন্দরা কা[ ]ন্ট সেতুবন্ধ কটক হইল পার।
লঙ্কাকাণ্টে রাবন মারি সিতার উদ্ধার॥
উর্ত্তরকাণ্টে রামচন্দ্র চলি আইল দেসে।
এহি মতে সাত কাণ্ট ভনে কির্ত্তিবাসে॥
সাত কাণ্ট রামায়ন প্রথম আদি কাণ্ড।
সুনিতে অপুর্ব্ব রস অমৃতের ভাণ্ড॥
জাহার প্রসাদে গিত হইল রামায়ন।
জাহার প্রসাদে গিত সুনে সর্ব্বজন॥
চ্যাবনের পুত্র হইল বাল্মিক মহামুনি।
আদি কবি বোলে তানে সর্ব্বলোকে জানি॥
দস সহস্র বৎসর আছে হইতে অবতার।
... ... কারনে কবির্ত্ত মোহিত সংসার॥
দসরথ নামে রাজা জর্ম্ম সুর্য্যবংসে।
সর্ব্বসাস্ত্রে পণ্ডিত রাজা জর্ম্ম ধর্ম্ম অংসে॥
সুর্য্য বংসে-দসরথ ... ... এহেশ্বর।
বাপ নাহি মাও নাহি নাহি সহোদর॥
রাজচক্রবর্ত্তি রাজা সভার উপরে।
তিন সত বৎসর রাজা বিহা নাহি করে॥

প্রথম দুই পাতার অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

শেষ,—

পরসুরাম জিনি রাম চলে কুতুহলে।
অজধ্যাএ চলে রাম সন্যদল বলে॥
রথের পতকা রাম দুরে থাকি দেখে।
অনুমানে আইল লোক পরম কৌতুকে॥
বেলি অবসেসে প্রবেস কৈল পুরি।
আনন্দিত সর্ব্বলোক অজধ্যা নগরি॥
সুবর্ন কলসি আর পুরিয়া পসার।
গুআ নারিকেল বান্ধি হইল অপার॥
ঘরে ঘরে আলিপনা বিচিত্র সুন্দর।
উপরেত চন্দ্র তারা সোভে মনোহর॥
কুলবধু জত আছে প্রজার জে নারি।
ঘৃতের প্রদিপ লইয়া হইল সারি সারি॥

কৌসল্যা কেকৈ আর সুমিত্রা সতিনি।
আর জত আইসে রাজার সতে সতে রানি॥
উদ্ধ সোয়াসে আইসে উড়লে লড়ে।
স্ত্রি পুরুস ধাএ ঠেলাঠেলি পড়ে॥
সিতারে দেখিতে লোক অতিক জতন।
রাম: সতা দুই জন লক্ষিনারায়ন॥.
সুভক্ষ সিতাদেবি প্রবেসিল পুরি।
সিতা . প আলো করে অজধ্যা নগরি॥
সিতারূপ দেখি লোকে করে কানাকানি।
জনকে [র] ঘরে লক্ষি জর্ম্মিল আপনি॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত খাইল আর খাইল কলা।
চারি বধুর কাছে নিয়া দিল চারি থালা॥
নানা সব্দে বাদ্য বাজে অনেক বাজন।
জয় জয় কোলাহল দিল নারিগণ॥
কৌসল্যা কেকৈ তারা সুমিত্রা সুন্দরি।
চারি বধুর পরিচ্ছেদ করাএ সেই পুরি॥
জত ধন জন রাম পাইল অলঙ্কার।
সেই ধনে হইল রামের অধিক ভাণ্ডার॥
জতেক জতুক পাইল তবে সিতা সুন্দরি।
লক্ষির ভাণ্ডার সব লঙ্গিতে না পারি॥

ইহার পরের অংশ ৯ সংখ্যক পুথির সাহিত অনেকটা মিলে। 'উড়লে' শব্দ পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত।

১৪। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪$\frac{১}{২}$×৫$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১৩০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭-৯ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৮ সাল। সম্পূর্ণ। পুথিখানিতে তিন হাতের হরপ পাওয়া যায়।

আদি,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি শ্লোক।
আদর করিয়া বন্দিব বাল্মিকের চরন।
স্লোকছন্দে সপ্তকাণ্ড রচিল রামায়ন॥
রামায়ন বৃক্ষ কৈলা সাতকাণ্ড ডাল।
চব্বিস হাজার গ্রন্থফল উত্তম রসাল॥
স্লো[ক] ছন্দে রামায়ন পণ্ডিতে প্রবেসে।
রচনা করিলা পুরান পণ্ডিত কির্ত্তিবাসে॥*॥
কির্ত্তিবাসের কথা যুন অমৃতের ভাণ্ড।
প্রথকে প্রথকে পুথি রচিলা সাত কাণ্ড॥
আদ্যকাণ্ডে রামের জন্ম সীতাদেবির বিভা।
অজোধ্যায় বনবাস ভরথে রার্য্য দিয়া॥
হরি হরি বলরে সকল বন্দুজন।
আদ্যকাণ্ড অমৃতভাণ্ড করহ শ্রবন॥
অখিল ভুবনপতি দেবা আধিদেবা।
গোল্লকে ধরিলা রূপ কিবা রূপের সোভা॥
রামরূপ হৈলা যৃষ্টী রাখিতে ব্রহ্মার।
পঞ্চম পাতকি নামে হইব উদ্ধার॥
পুর্ন ব্রহ্ম সনাতন হল্যা নারায়ন।
রাম লক্ষান হইলা আর ভরথ সত্রুর্ঘন॥
রত্নসিংহাসনে প্রভু কিবা রূপের সোভা।
দক্ষিনে ভরথ বামে অজোনিসম্ভবা॥
সিরে ছত্র ধর্‌য়্যাছেন ঠাকুর লক্ষান।
চামর ঢুলায় অঙ্গে ঠাকুর সত্রুর্ঘন॥
যুললিত মৃণাল জিনিয়া ভুজদণ্ড।
দক্ষিনে অক্ষয় তুন বামেতে কোদণ্ড॥
কুন্তলে বকুল মালা মল্লিকা মালতি।
নিবিড় নিলীম দেহ চন্দ্রকান্তি জোতি॥
সিংহপুচ্ছ জিনি উচ্চ মধ্যদেস সোভা।
কত কোটি চন্দ্র জিনি বদনের আভা॥
বাহুদণ্ড জিনি যুণ্ড মাতঙ্গ আকার।
দুর্ব্বাদল স্যাম তনু নাভিত বিস্তার॥

দক্ষিণ পার্সে যুগ্রিব বামে জাম্বুবান।
সম্মুখেতে স্তব করে বির হনুমান॥
রামরূপ হৈলা প্রভূ মুকুন্দ মুরারি।
গন্ধর্ব্বে গান করে নাচে বিদ্যাধরি॥
চারি বেদে স্তব করে জথা ভগবান।
অপসরা নাচয়ে কিন্নরে করে গান॥
রামরূপ হল্যা হরি বৈকুণ্ঠনগরে।
সিব ব্রহ্মা নারদ জান বিষ্ণু দেখিবারে॥
জয় বিজয় দ্বারেতে আছেন দুই ভাই।
দ্বার ছাড়্যা দিতে প্রভুর আজ্ঞা নাঞি॥
ষুনিয়া তিন জনে করেন মনস্তাপ।
সেই ক্ষেনে জয় বিজয়েরে দিলা অভিসাঁপ॥
গোলকে আসিয়া না দেখিতে পাল্যাম
পুর্ন্নব্রহ্ম।
গোলক ছাড়িয়া দোহে লহ গিয়া জন্ম॥
ষুনিয়া স্তব করেন ভাই দুই জন।
কত দিনে হব প্রভূ সাঁপ বিমোচন॥
মৈত্রভাবে সাত জন্ম ভাব দুই ভাই।
সাত জন্ম বই পাবে ষুন মোর ঠাঞি॥
সক্রভাবে তিন জন্ম নারায়নে ভাব দুই
ভাই।
তিন জন্মে পাবে হরি ষুন মোর ঠাঞি॥
দ্বারিকে অভিসাঁপ দিয়া তিন জন জায়।
গোলকে অপুর্ব্ব সভা দেখিবারে পায়॥
রাম অবতারে হয়্যা হরি আছেন বস্যা।
অপুরূপ অবতার দেখিছেন আস্যা॥
একদৃষ্ট করিয়া তবে তিন জনে চায়।
একা হরি চারি অংস দেখিবারে পায়॥
রূপ দেখে তিন জনে হইলে বিভোল।
প্রান [পণে] নয়নে রাখিতে নারে জল॥
নারদ বলেন সিবকে জোড় কর্য্যা হাথ।
এক কথা বলি সিব তোমার সাক্ষাত॥
ভূত ভবিস্বতি কথা জান ত্রিপুরারি।
বিস্বয় ঘুচাহ মোর তোমার পায়ে ধরি॥
এমন রূপ কেন ধর্য্যাছেন প্রভূ ভগবান।
মুর্ত্তি ধর্য্যাছেন জেন দুর্ব্বাদলস্যাম॥
অপরূপ লক্ষ্মি কেন বস্যাছেন বামে।
সোনার ছত্র কে ধর্য্যাছে দক্ষিনে॥
কোন জনা চামর ঢুলাইছে গায়।
সকল কথা বল সিব ধরি তোমা পায়॥
এতেক কথা ষুনিয়া সিবের হৈল হাস।
এইরূপে হৈব হরি জনম প্রকাস॥
পরম নিগুড় কথা রাখিয় জতনে।
অবতির্ন্ন হইবেন অজোধ্যা ভূবনে॥
চারি অংস হইয়া জন্মিবেন ভগবান।
পঞ্চম পাতকি নামা হবে পরিত্রান॥
এতেক ষুনিয়া প্রনাম করেন সিবেব পায়।
সিব ব্রহ্মা নারদ তিনে হইলা বিদায়॥
এই নামে উদ্ধার হইব জত জিব।
আনন্দে পুস্বিত হয়্যা আস্যান সদাসিব॥
বিষ্ণু সম্ভাসিয়া সিব আইলা কৈলাসে।
আদিকাণ্ড রচিলা পণ্ডিত কির্ত্তিবাসে॥ * ॥
বিষ্ণু সম্ভাসিয়া সিব বসিলা কৈলাসে।
স্নান কর্য্যা পার্ব্বতি বসিলা সিবের পাসে॥
গলে বস্ত্র দিয়া গৌরি জোড় করেন হাথ।
বিষ্ণুর সহস্র নাম মোরে ষুনায় প্রাননাথ॥

মধ্য,—

দেবগনের স্তব সুনি বলেন ভগবান।
ভারথে জন্মিলে পাব নানা অপমান॥
কিরূপে জন্মিব কোথা হব স্থিতি।
কোন বংসে জন্মিব হইব কোন জাতি॥
বর দিয়া রাবনেরে সকলে বাড়ালো।
শাস্তি থাকিতে আমায় কোথায় না দিলে॥

ভারথে জন্মিলে হয় পঞ্চম অবস্তা।
কত কাল থাকিব ব্রহ্মা কহ মোরে কথা॥
ব্রহ্মা বলেন সুন প্রভু গদাধর।
অজোধ্যায় থাকিবে এগার হাজার বৎসর॥
বিষ্ণুজজ্ঞ দষরথ কর্য্যাছে আরম্ভ।
সুর্য্যবংসে জন্ম প্রভু না কর বিলম্ব॥
তপস্যা করিল রাজা থিরদের কুলে।
তোমা পুত্র পাল রাজা তপস্যার ফলে॥
চারি বেদে প্রভু তোমার দিতে নারে সিমা।
আমরা কি বলিতে পারি তোমার মহিমা॥
কে বলিতে পারে নাথ তোমার চরিত্র।
তপস্যাতে পেল রাজা তোমা হেন পুত্র॥
রঘু নামে রাজা ছিল দিলিপনন্দন।
বলাছ তোমার কুলে হইব নন্দন॥
অণ্যারণ্য নামে রাজা ছিল সুয্যবংসে।
ধর্ম্ম রায্য করিল কাহাকে নাহি হিংসে॥
অবিচারে রাবন তারে বানেতে মারিল।
মরনকালেতে সেই রাবনে সাপীল॥
মোর বংসে মহাপুরুষ হব অবতার।
সবংসে তোমারে রাবন করিবেন সংহার॥
মহারাজার বাক্য কভু নহে আন।
দষরথের পুত্র হয়্যা জন্মিবে ভগবান॥
রানি আরাধন কর্য্যা পুজি সঙ্কর ভবানি॥
ভগবান পুত্র হবেন বড় পায়্যাছে রানি॥

(পৃ০ ৬৪।২-৬৫।১)

শেষ,—

ভৃগুরাম বলে যুন রাম গুনমুনি।
না জানিয়া তোমারে বলিনু কটুবানি॥
মনে কিছু না করিহ সে সব বচন।
অপরাধ ক্ষেমা কর রাজিবলোচন॥
রাম বলে ব্রহ্মবাদ আমরা না করি।
ব্রাহ্মনের অপরাধ সকলি সম্বরি॥
মোর ঠাই আইলে তুমি জুঝিবার তরে।
এড়িলে মরিবে তুমি অস্ত্রের প্রহারে॥
ব্রহ্মহত্যা না করিব পুরিয়া সন্ধান।
কিন্তু বের্থ নহে বিষ্ণু অবতার বান॥
ধর্ম্মপথ সর্গপথ দুই পথ হয়।
কোন পথ রুদ্ধ করি কহত নিশ্চয়॥
ভৃগুরাম বলে যুন কমললোচন।
সর্ব্বকাল ধর্ম্মপথে আছে মোর মন॥
ধর্ম্মপথ মোর নাহি করিহ বিনাস।
সর্গপথ রোন্দ জদি

এইখানে কএক পঙ্‌ক্তি ছাড় হইয়াছে।

সকল ব্রাহ্মনে তুষ্ট কৈল দান দিয়া।
সনতুষ্ট হইল সভে নানা ধন পেএ॥
কুটম্ব বান্ধব জত নানা দেসে দেসে।
সভাই সনম্মান পেএ গেল নিজ দেসে॥
আর জত পাত্র মিত্র রাজার দুয়ারি।
মহানন্দে পুরবাসি আপনা পাসরি॥
দিবানিসি অন্ত[ঃ]পুরে আনন্দ উর্ছব।
দিনে দিনে বধুগনের বাড়ান গৌরব॥
সভা অনুগতা সিতা ভূবনমোহিনি।
জানকিরে সভে রত জত রাজরানি॥
সিতার রূপেতে সোভা রাজার আআস।
লক্ষীর সহিত রাম করেন বিলাস॥
হোথা দসরথ রাজা আনন্দিত মনে।
রাজকাজ্য করে রাজা আনন্দিত মনে॥
দেয়ানেতে রাজকাষ্য করে অনক্ষন।
অন্তঃপুরে পুত্রবধূ করে নিরক্ষন॥
সিতা রাজবধূ পুত্র রাম গুননিধি।
দিনে দিনে বাড়ে সুখ নাহিক অবধি॥
রচিলেন কির্ত্তিবাস ভরথ বিরারে (?)।
আদ্যকাণ্ড সমাপ্ত হইল এত দুরে॥

১৫। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৬½ × ৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৪—১৮৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪০ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, হুগলী।

আদি,—

চ্চব্যন মুনি অত্রিক মুনির নন্দন।
ধন্ধেতে ধাম্মিক মুনি তপে তপোধন॥
স্তুতজাত রাজার কন্যা নামে জসোমতি।
চ্চাব্যন মুনি বিভা কৈলা পরম জুবতি॥
দুইজনে ক্রৃড়া করে পরম পিরিতি।
কথো দিনে মুনিপত্নি হইলা ঋতুবতি॥
ঋতুস্নান কর্য়া স্বামিসনে ক্রৃড়া করে।
এক অংসে বিষ্ণু আসি জন্মিল উদরে॥
দিনে দিনে গর্ত্ত বাড়ে দিনে দিনে আন।
জথাজগ্গ মাসে দিল পঞ্চামৃত দান॥
মাঘ মাসের সুক্ল পক্ষের অষ্টমি।
রাত্রিসেসে প্রসবিলা মুনির ব্রাহ্মনি॥
সুন্দর পুত্র হইল জে মুনির কুমার।
লক্ষনে জানিল পুত্র বিষ্ণু অবতার॥
চতুর্দ্দিগে মুনি সব পড়ে মন্ত্র বেদ।
কুসহস্তে কন্যা সব কৈল নাড়িছেঁদ॥
অনেক মুনি আইলেন দেখিবার তরে।
সভা লয়্যা বিষ্ণুজজ্ঞ করে মুনিবরে॥
সাস্ত্রমতে জজ্ঞ জবে হইল সমাধান।
পুত্র কোলে কর্য়া আনে সভা বিদ্যমান॥
চ্চ্যবন বলেন সভে কর অবধান।
সভে মেলি আমার পুত্রের থুয় নাম॥
চ্যবন মুনির এঁত সুনিঞা বচন।
আপুনি বক্তা হইল নারদ তপোধন॥
তোমার পুত্রের গুন কহিব কোন জন।
জাহার কিত্তি ঘুসিবেক এ তিন ভুবন॥
কোন জন ঘুসিব তোমার পুত্রের জে নাম।
রত্নাকর নাম তার থুইল অনুপাম॥
মেলানি করিয়া দেবগন গেল ঘর।
দিনে দিনে বাড়ে এথা মুনির কোঙর॥
চুড়াকর্ন্ম কর্ম্ম কৈলা বেদের বিহিত।
সাত বৎসরেতে দিলা জজ্ঞ জে পবিত॥
দ্বাদস বৎসর মুনি প্রথম জৌবন।
কোথা বিভা দিব মুনি চিন্তে মনে মন॥
পর্ব্বত মুনির কন্যা পরমসুন্দরি।
রত্নাকর মুনি সেই কন্যা বিভা করি॥
দুইজনে ক্রৃড়া করে পরম পিরিতি।
প্রলম নামেতে পুত্র প্রসবিলা সতি॥
প্রলম নামেতে পুত্র বাড়ে দিনে দিনে।
দ্বাদস বৎসর হইল প্রথম জৌবনে॥
আদিত্য মুনির কন্যা নাম পদ্মাঁবতি।
প্রলম মুনি বিভা কৈল পরম জুবতি॥
পুত্রে পৌত্রে চ্চব্যন মুনি করে অনুমান।
আমার বসতিজগ্গ আছে কোন স্থান॥
বাপের বোল সুনিঞা বলেন রত্নাকর।
বড়ই উত্তম স্থান আছে মনোহর॥
কৈলাসের নিকট পুরি আছে সুস্তিবতি।
দক্ষিন দিগেতে বহে গঙ্গা ভাগিরথি॥
উত্তরে কৌসিক বহে মন্ধেতে তমসা।
অনেক মুনি আছএ করিয়া তথা বাসা॥
নানা ফল মুল মিলিব তমসার জল।
আমরা বসিতে পিত্যা সেই জগ্গ স্থল॥
পুত্রির বচনে মুনি দিলা অনুমতি।
পরিবার সঙ্গে মুনি চলে সিত্রগতি॥
গঙ্গাকে দেখিআ সুখি চ্চব্যন মহাঁমুনি।
গঙ্গা নিকটে তপবন সৃজিলা আপনি॥

গঙ্গার নিকটে মুনি বান্ধিলেন কুড়্যা।
সারি সারি বসাইলা ব্রহ্মশ্চজ্য পাড়া ॥
পুত্রে পৌত্রে চ্যবন মুনি সেইখানে বৈসে।
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কিত্তিবাসে॥ * ॥
চ্যাব্ধ্যন মুনির পুত্র নাম রত্নাকর।
ধর্ম্মপথ তক্ক হইল বসত ভিতর ॥
মুনিব্রত ছেড়্যা হইল বড় দুরাচার।
পরস্ত্রিকে বলে ধর্য্যা করয়ে স্বঙ্গার ॥
ভাল ভাল সুন্দর স্ত্রিকে মুনি জথা দেখে।
সধ্যার সময়ে মুনি তার ঘর ঢূকে ॥
সন্ধ্যা পূজা ছাড়ি মুনির নারিপৃতি মন।
পুত্রের কারনে মুনি চিন্তে মনে মন ॥
মুনিধর্ম্ম ছাড়ি মুনি বড় দুরাচার।
সধ্যা জপ ছাড়ি কেন কর অবিচার ॥
অধর্ম্ম ছাড়িআ বাপু ধর্ম্মে দেহ মন।
পিত্যা জত বলে নাঞি স্বনেত বচন ॥
বাপের বচন মুনি কিছু নাই ধরে।
দুই চারি পাঁচ সঙ্গে দস্যবির্ত্তি করে॥
আক্কটির রূপে জখন সান্ধায় গিয়া বনে।
তিন চারি পাঁচ মৃগ বানে বিন্ধি আনে॥
মৃগমাংস ঘরে লইআ করএ রন্ধন।
মৃগপক্ষমাংস মুনি করএ ভক্ষন॥
অনেক দস্য আসি তবে মিলিল প্রচুর।
সকল দস্যের মুনি হইল ঠাকুর ॥
সকল দস্য লইয়া মুনি করেন মন্ত্রনা।
নানা দেস ভাঙ্গিতে পাঠায় থানা থানা ॥
আপনি চলিলা মুনি দস্য অধিকারি।
নানা দেস ভাঙ্গিলেন দিআ ডাকাচুরি ॥

যথা,—

ভোভট্ট রাজার কন্যা পরমসুন্দরি।
সভাকে জিনিঞা কন্যা রূপে বিদ্যাধরি ॥
তার সনে অজ রাজ সদা করে রতি।
কথো দিনে রাজরানি হইল গর্ব্ববতি ॥
নয় মাস গর্ব্বভার ধরিলা উদরে।
প্রাসবিল পুত্র লোমপাদ নাম ধরে ॥
বসিষ্ট পুরোহিত আর জত পাত্রগন।
পুত্রচ্ছেৰ্ব্ব জজ্ঞ করে দেব আবাহন ॥
জজ্ঞে পুর্ন্না দিল রাজা সুভক্ষোন বেলে।
সুজ্য অঘ্য দিআ রাজা পুত্র কৈল কোলে॥
পুত্র দেখি হরসিত হইল রাজন।
নানা অলঙ্কার কৈল পুত্রের ভূসন ॥
অর্ন্নপ্রাসন কর্ন্নবেদ সাস্ত্রের বিহিত।
চুড়াকর্ন্ন কর্য্যা দিল জজ্ঞপবিত ॥
অস্ত্র সাস্ত্র জত বিদ্যা নাই অগোচর।
সকল বিদ্যা সিখিলেন দুই সহোদর ॥
দসরথ জেষ্ট ভাই লোমপাদ কনেষ্ট।
বিদ্যাধর জিনি দুহে রূপে গুনে স্রেষ্ট ॥
মালা লিলা অমলা কমলা বিমলি।
পঞ্চরানি সঙ্গে অজ সদা করে কেলি ॥
এক দিন ক্রিড়া করিলেন মধুবনে।
ইন্দুমতির তরে রাজা কান্দে সকরুনে ॥
রাজ্য করে দসরথ পাত্র মিত্র সনে।
অজ রাজা সোকে কান্দে দসরথ নাজানে॥
সভাকে মেলানি দিআ দসরথের ভোজন।
সয়নমন্দিরে গিয়া করিল সয়ন॥
সুনন্দা সনে দসরথের ভালমন্দ কথা।
দসরথের বিবাহ না হয় সুনন্দা পায় বেথা ॥
সুনন্দা বলেন সুন তুমি জুবরাজ।
তোমার বিভা না দেয় রাজা ভাল নহে কাজ ॥
রাজকাজ্য না করে রাজা কামে হইল ভোলা।
আপন কাজ্য পায়্যা রাজা তব কাজ্যে হেলা ॥

দসরথে বুঝাইল সুনন্দা জুবতি।
অজ রাজা স্থানে সুনন্দ গেল সিঘ্রগতি॥
রানিগন সঙ্গে রাজার হাস পরিহাস।
সুনন্দার গমন গাইল কির্ত্তিবাস॥

(পৃ০ ৯৫।১-৯৫।২)

পুথির বিশিষ্টতা বর্ণনাবাহুল্যে এবং নূতন নূতন বিষয়ের সন্নিবেশে। আকারেও পুথিখানি অপেক্ষাকৃত বড়।

১৬। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১২½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১—৪০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৪ সাল। অসম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

আরম্ভ,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি শ্লোক।
আর্দ্দি অন্ত নাহি জখন সর্ব্বে গতি।
জার তর্ত্ত নাহি জানে ব্রহ্মা প্রজাপতি॥
প্রথমে হইলেন প্রভু মিন অবতার।
মিনরূপে চারি বেদ কোরিল উদ্ধার॥
দিতিএতে হইলে প্রভু কুর্ম্ম অবতার।
কুর্ম্মরূপে ধরা ধরিলে পিষ্টপর॥
তিতিএতে হইলে প্রভু বরাহ অবতার।
দন্তে উথাড়ে পৃথিমির করিলে উদ্ধার॥
চতুথ্যে হইলে নিসিংহ অবতার।
বিদারিলেন হিরন্ন কস্বপ দুরাচার॥
পঞ্চমে বায়ন মুত্তি হইলে শ্রীহরি।
বলিকে ছলিএ নিলে রসাতল গিরি॥
সষ্টমে হইলেন ভ্রগুরাম অবতার।
নিক্ষেত্রি করিলে প্রভু তিন সপ্ত বার॥
সপ্তমে হইলে প্রভু রাম অবোতার।
রাম নামে ত্রিজগত কোরিলে উদ্ধার॥
অষ্টমে বলরাম মুত্তি হাল ধরিলেন হাথে।
দলিলেন অষুর মুণ্ড মুসলের ঘাতে॥
নবমে হইলেন প্রভু বর্দ্ধ অবতার।
দসমে কলির্ক্য হইবেন অস্তের উপর॥
জতো জতো কোহিলাম অবতারের নাম।
কেহো নহে তুল্য রাম নামের সোমান॥
কিত্তিবাষ পণ্ডিতের কবিত্র পাচালি।
আর্দ্দিকাণ্ড গাইল গিত প্রথম সিকলি॥*॥
আদ্দি অন্ত নাহি জখন সর্ব্বে গতি।
বটপত্র ভর কোরি বেড়ান লক্ষিপতি॥
ছিষ্টি কোরিতে তখন বিষ্টুর হইল মন।
বিষ্টুর নাভিপদ্মে হইল ব্রহ্মার জনম॥
প্রভুর কর্ম্মে হইতে মলা পড়িল দুইখান।
দুই গোটা অষুর হইল মহা বলবান॥

শেষ,—

রাজ্জ লয়ে দুস্থু পান বিস্তামিত্র মুনি॥
দুস্থু পান মুনি গোসাই মনেতে ভাবিল।
সিঘ্র করি মুনিবর রাজার নিকটে গেল॥
জেথানে বসিয়ে আছে রাজা আর রানি।
হেন কালে এলো তথা বিস্বামিত্র মুনি॥
রাজার হস্ত ধরে মুনি কহিতে লাগিল।
মুনি বলে রাজা তোমার রাজ্জ নিতে হল॥
রাজা বলে না লইব অজর্দ্ধা নগর।
রুহিদাসে রাজা কর [ষুন] মুনিবর॥
ষুমন্ত সারথি আসি হইল উপস্থিত।
বসিষ্ট মুনি আইল কুলের পুরহিত॥
রাজসহি জজ্ঞ করিল হরিষচন্দ্র।
দেবলোক রাজলোক হইল আনন্দ্র॥
স্থানে স্থানে দিলো লোক দিঘি স্বরবর।
দেউল জাজাল দিল দেখিতে মোনহর॥

সগ্যে হইতে য়েসে রথ হরিষচন্দ্র লইতে।
সকল সহিতে রাজা চড়ে জেয়ে রথে॥
পাত্র মিত্র কটক বসিল রাজার পাষে।
কটক সহিতে রাজা জায় সগ্যবাষে॥
তাহা দেখি ভাবেন ব্রহ্মা গোসাই।
এতো কটক আইলে সগ্যে ঠাই হবে নাই॥
জায় জায় নারদ মুনি কহগা এই কালে।
ব্রহ্মার বাক্য পাইয়ে নারদ মুনি চলে॥
কটক সমুখে তখন নারদ মুনি বলে।
সগ্যবাষে জায় তোমরা কোন পূন্যফলে॥
সব্বে রানি বলে ষুন নারদ মহামুনি।
কোন কম্ম করিছী কিছুই না জানি॥
আর এক রথে ছোহে দিল তোলাইয়ে।
পাত্র মিত্রগনে নারদ কহে ডাক দিয়ে॥
পূনুর্ব্বার নারদ মুনি তাদিগে জে বলে।
সগ্যবাষে জায় তোমরা কোন পুণ্যফলে॥
নারদের বাক্য ষুনি কহিছে উত্তর।
স্থানে স্থানে দিয়েছি আমরা দিঘি স্বরবর॥
দেউল জাঙ্গাল দিয়ে পূন্য করিয়ে।
সগ্যবাষে জাই আমরা এই ধন্ধ লয়ে॥
আপনি করিয়ে ধন্ধ উস্চারন করে।
সগ্যে হইতে রথখান নাবে ধিরে ধিরে॥
য়েহো লোক পরলোক কিছুই না পাইল।
হরিষচন্দ্রের কটক মন্ধে পথেতে রহিল॥
সগ্যে থাকিয়ে ভাবে জতো দেবগোন।
রাজার কটক কিবা করিবে ভক্ষন॥
নউতুন বস্ত্র কাটিয়ে রাখিবে কোন স্থান।
রাজার কটক তাহা করিবে পড়িধান॥
ভোমেতে সজ্জে নটিয়ে পারিবে।
রাজার কটক তাহে স্বরন করিবে॥
তিথি ভুলে শ্রাদ্ধ করিবে জেই জন।
রাজার কটক তাহা করিবে ভক্ষন॥
হরিষ্চন্দ্রে উপক্ষনা ষুনে জেই জন।
সকল পাপ নষ্ট হয় পায় নারায়ন॥
হরিশ্চন্দ্র সগ্যে গেল কটক মর্দ্ধে পথে।
রূইদাস রাজা হলো রাজ্জ অজদ্ধাতে॥
কিত্তিবাষ পণ্ডিতের কবিত্র বিচক্ষন।
রামের পিরিতে হরি বল বন্ধুজন॥

সোমাপ্তঃ॥ * ॥

১৭। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১১৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৬ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আদি,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি।
বাল্মিকের চরনে কোরিএ প্রনাম।
সপ্তকাণ্ড রামাঅন জাহার বাক্ষান॥
সাটি হাজার বৎসর বাকি ছিল অবতার।
পূর্ব্বেতে কোরিল মুনি গ্রেন্থের সঞ্চার॥
অত্রিক নামেতে মুনি তনয় ব্রেহ্মার।
চবন নামেতে হৈল তাহার কুমার॥
তেজপূঞ্জ তপে বড় হৈল মুনিবর।
তাহার তনয় হৈল নাম রত্নাকর॥
ব্রহ্ম বিত্তি জপ তপ অগ্নী দিএ তাথে।
দুষ্টবুদ্ধি হৈল তার সিষুকাল হৈতে॥
নাহি ষুনে তাহার বাক্য নাহি ধন্ধজ্ঞান।
পরবিত্ত হিংসা বিনু মনে নাহি আন॥
রত্নাকর পাপে পূর্ন্ন হৈল বোষুমোতি।
এক দিন অন্তরে চিন্তিলেন জগৎপতি॥
উর্দ্ধারিব রত্নাকর ভাবি জগতপোতি।
সন্যাসির বেস ধোরি গেলা সিঘ্রগতি॥

প্রসর্ন্য হোইএ তারে প্রভূ দিলা বর।
মরা মন্ত্র জপে সাটি হাজার বৎসর॥
সির্দ্ধ দেহ বালিমিকের প্রভূ জানি মনে।
আজ্ঞা কোরি গেলা তারে পূরান রচনে॥
এক দিন বালিমিক সিস্ব সমিভ্রারে।
শ্চান কোরিবারে গেলা কাহ্ন সরবরে॥
বক আর বোকিনি তথা কোরিছে বেহার।
আকস্বাত ব্রাধি এক কোরিল প্রহার॥
শ্চান করে বাল্মিকি সে সকল দেখে।
যুছর্ন্দ সোলক এক নির্গত হইল মুখে॥
বিস্ময় বাল্মিকী হইলা স্বরোবর তটে।
হেন কালে ব্রহ্মা এলেন তাহার নিকটে॥
বাল্মিকি প্রনাম করে বস্ত দিয়া গলে।
কবিতা বির্ত্তান্ত কথা বি[রি]ঞ্চিকে বলে॥
ব্রহ্মা কহে স্লোক ইহা করিলা বর্ন্নন।
সোলোক নিঞা ইহা কবে সর্ব্বজন॥
রামায়ন গ্রহন্ত কর আমার য়াজ্ঞাতে।
ইহা সুনি বাল্মীকি সুধায় জোড়হাতে॥
কেমন প্রকারে গ্রন্থ করিব নির্ম্মান।
কহ দেখি মহামুনি ইহার সন্ধান॥
ব্রহ্মা কহে যয় বিজয় বৈকণ্ঠের দ্বারি।
ব্রহ্মসাপে জন্মিব দ্বার পরিহরি॥
ঐরি ভাবে বিষ্টু তারে করিতে উর্দ্ধার।
সুর্য্যবংসে হবেন রাম বিষ্টু য়বতার॥
অবতার পুর্ব্বে গ্রন্থ করহ বর্ন্নন।
নারদে পাঠাব য়ামী তোমার সদন॥
লইবে তাহার স্থানে বিষেস সন্ধান।
ইহা কহি বি[রি]ঞ্চি হইলা অন্তধ্যান॥

মধ্য,—

রথে চাপি দসরত মনের হরিসে।
উপনিত নৃপতি হইল বঙ্গ[১] দেসে॥
লোমস্পাদ যুনিল আইল দসরথ।
গমন করিল আগে বাড়াইএ পথ॥
বহু সমাদর করি নিল অন্তস্পুরে।
মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসিল ভোজনের পরে॥
দসরথ কহে সথা করি নিবেদন।
রিসিশ্রিঙ্গে নিতে এলাম তোমারি ভুবন॥
জজ্ঞ আরম্ভিব আমি পুত্রের কারনে।
লমস্পাদ কহে কিছু আনন্দিত মনে॥
সান্ত নামে তুআ কন্যা আমি এনাছিলাম।
রিসিশ্রিঙ্গে এনে সেই কন্যা দান দিলাম॥
ঝি জামাতা লএ সিঘ্র চল মহাসয়।
রিসিশ্রিঙ্গে জজ্ঞ কৈলে কার্য্য সির্দ্ধ হয়॥
ইহা যুনি দসরথ মুনিকে লইএ।
অজর্দ্ধা প্রবেস করে জয়র্দ্ধনি দিএ॥

(পৃ॰ ৫৪।১)

অন্ত,—

হেন কালে দুত গিএ কহিছেন পাসে।
চারি ভাই বিভাহ করিএ এল্যা দেসে॥
কৌসল্যার আনন্দ কথা কে করে বর্ন্নন।
হস্ত বাড়াইএ রানি পাইলা গগন॥
বেরারে নগরের লোক যুক্ত দিন হল্য।
জানকি করিএ বিবা রাম ঘরে এল্য॥
জতেক অজর্দ্ধার লোক আনন্দিত হএ।
রামকে আনিতে চলে জোতুক লইএ॥
হস্তেতে কাঞ্চন থাল জতেক যুন্দরি।
যুসয্যা হইএ সভে দাণ্ডালা সারি সারি॥
কত পূর্ন্ন কুম্ব দ্বারে দ্বারে অম্বসাখা তাথে।
সারি সারি করে রাখে রামচন্দের পথে॥
পূর্ন্ন কুম্ভ কক্ষে কত ব্রাহ্মনের নারি।
দক্ষিনেতে বৎস পূর্ন্ন গাভি সারি সারি॥
যুমঙ্গল দেখে তবে ভাই চারি জন।
প্রবেস কোরিল এসে অজধ্যা ভুবন॥

১। 'অঙ্গ' হইবে।

জতেক অজধ্যার নারি জতুক লইএ।
সিতার বদন দেখে অঞ্চলেতে দিএ॥
নানা ধন দেয় লোক পুন্নিত আনন্দ।
আপনার দ্বারেতে দাণ্ডাল রামচন্দ্র॥
আইলা কেকুই রানি সিতা লএ কোলে।
আপনার গজমতি হার দিলা গলে॥
দসরথ রামচন্দে কোলেতে কোরিএ।
কেকুই সিতাকে লয় হাসিএ হাসিএ॥
অঙ্গনে পিড়ার পর দাণ্ডাইলা রাম।
কিবা সোভা পাইলা জনকষুতা বাম॥
উলর্থিএ রামচন্দ্র লইলেন মন্দিরে।
বসিলেন রামচন্দ্র আনন্দ অন্তরে॥
তারপর দসরথ সুমিত্রা সহিতে।
বধু সহ নামাইএ আনিলা ভরথে॥
উলর্থিএ মন্দিরে বসিলা দুইজনে।
দসরথ কোলে গিএ কোরিলা লক্ষনে॥
উর্ম্মীলা করিএ কোলে কৌসল্যা লইএ।
লক্ষনেরে গ্রিহেতে লইলেন উলর্থিএ॥
তার পর রাম সিতা বসি দুই জন।
সক্রুঘ্নে গ্রিহে লএ করিল গমন॥
দসরথ রাজা তবে আনন্দিত মনে।
নানা ধোন বস্ত দিল বাস্তকারগনে॥
সকল ব্রাহ্মনে রাজা করাল ভোজন।
ভোজন করিলেন সব লএ বন্ধুগন॥
প্রভাতে আসিএ সব নৃপতির পাসে।
বিদায় হইএ গেল জার জেবা দেসে॥
রাম সিতা বঞ্চে সুখে অজধ্যা ভুবনে।
তিন ভাই বঞ্চে রাম আনন্দিত মনে॥
দিনে দিনে দসরথ মনেতে উল্লাস।
আস্তকাণ্ড সমাপ্ত রচিল কিত্তিবাস॥

১৮। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

(হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫½ × ৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৬—২২ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

অথ হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ॥

পয়ার॥

সভা করি বসীছেণ রাম কমললুচণ।
হেন কালে আসীলেক মনি তপুধন॥
মনিকে দেখীআ রাম উঠীল স[ং]ভ্রমে।
পাদ্য অড়্‌র্গ দিয়া রাম পূজিল আপণে॥
পাদ্য অড়্‌র্গ দিয়া মনির বন্দিল চরন।
বসীতে আসন দিল রত্ন সীঙ্গাসন॥
রামে আসীর্ব্বাদ করি বৈসে তপুধন।
রামে মনিঠাকুর কুণ অর্থে আগমন॥
মুনি বলে সুন রাম কমললুচণ।
দেখীতে আসছি তোমার অজন্তা ভুবন॥
শ্রীরাম বলেন মনি কহ মোর স্থাণে।
হরিশ্চন্দ্রে পাইল দুক্ষ কিসের কারণে॥
পুর্ব্ব বিবরন সুনি তোমার প্রসাদ।
কিমতে রাজার তবে ফলীল প্রমাদ॥
মোনি বলে ভাল জিজ্ঞাসীলা নারায়ন।
পুর্ব্বকথা কহি আমি তাথে দেয় মন॥
জিজ্ঞাসিলা কহি কথা সুন নারায়ন।
কহিব সকল কথা তোমার সদন॥
রাজসহি জজ্ঞ কৈল হরিশ্চন্দ্র নৃপবরে।
সাইট সহস্র রাজা আইল রাজদ্বারে॥
রাজা বহি কেহ না করে জজ্ঞের কাম।
রাজা সব মিলি কার্জ্য করে অভিশ্রাম॥

পুষ্প দুর্ব্বা তোলে কেহ কেহ যুগায় ধুতি।
গোময় দিয়া স্থাণ করে কুণ নৃপতি॥
কাষ্ট আনিআ কেহ যুগায় সর্ত্তর।
জজ্ঞঘৃত আনি দেয় কুণ নৃপবর॥
কলসী ভরিয়া কেহ আনি দেয় জল।
স্থাণ সুর্দ্ধ করে কুণ নৃপতি সকল॥
তণ্ডোল পাখালি কেহ রাখে রাসী রাসী।
প্রস্তোত করিআ রাখে কাটী মেষ খাসী॥
বেঞ্জণের সর্জ্যা করে কুণ নৃপবর।
রাজার আজ্ঞায় কর্ম্ম করএ সর্ত্তর॥
ভারারি হইআ কেহ নানা দির্ব্ব রাখে।
কুণ রাজা জজ্ঞদ্বারে দ্বারি হৈয়া থাকে॥
কুণ রাজা রহিল জজ্ঞের সন্নিধাণে।
রাজার আজ্ঞায় কর্ম্ম করে একমণে॥
জজ্ঞের কার্জ্য করে কুণ নৃপবর।
জজ্ঞ রক্ষা করে কেহ লৈয়া ধনুসর॥
হরসীত হৈয়া কেহ করে নির্ত্ত গীত।
জারে জে কর্ম্মেতে রাখে তাথে নিযুজিত॥
নানা দেষ হৈতে মনি আসীল সর্ত্তর।
জজ্ঞ করিতে গেল রাজা জজ্ঞসালা ঘর॥
কুসণ্ডীকা করিলেক মন্ত্র পরিয়া।
জজ্ঞ করেন রাজা সুর্দ্ধ ঘৃত দিয়া॥
প্রতি দিন দেণ রাজা সহস্র আহুতি।
এহিরূপে জজ্ঞ তবে করেন নৃপতি॥
সমোদায় জজ্ঞ করে এক জে বৎসর।
পরম সানন্দে জজ্ঞ করে নৃপবর॥
স [ং] পুর্ণ করিয়া যজ্ঞ দিলেক আহুতি।
দাণ দিতে বৈসে রাজা হরসীত মতি॥
কুটী কুটী সুবর্ণ মনিরে দিল দাণ।
জার জে বাঞ্চীত রাজা না করিল আণ॥
প্রতি রাজাকে দিল এক নব দণ্ড।
বিবর্গ করিআ দিল প্রতি রার্জ্যখণ্ড॥
পাত্র মিত্রেকে দিল রাজা বস্ত্র অলঙ্কার।
কারে কারে দিল রাজা অমোল্ল ভাণ্ডার॥
সুনা রূপা তামা কাসা না রাখীল ঘরে।
দাণ করিয়া রাজা গৃহ সুন্ন করে॥
রাজার দাণে দারিদ্রগন হৈলেক সুকি।
এমত দাতা রাজা কবু নাহি দেখী॥
আচরিতে পাত্র নাহি দিলেক সকল।
মৃর্ত্তীকার পাত্রে রাজা আচোরএ জল॥
হেন মত হইল হরিশ্চন্দ্র মহাবল।
বসীতে আসন রাখে গাছের বাকল॥
দাণ করি গ্রহ সুন্ন করিল নৃপতি।
হেন কালে প্রজাপতি করেন যুগতি॥
ধন থাকিলে দাণ করে সর্ব্বজণ।
না থাকিলে দাণ করে সেহি সে ভাজণ॥
হেণ কালে বোজি হরিশ্চন্দ্রের সকতি।
কেনমতে দাণ করে বোজি তার রিতি॥
দেবগন লৈয়া ব্রর্ম্মা মনে অণুমানি।
আপণে ধরিল বেস বিশ্বামিত্র মনি॥
বেসধারি হৈয়া গেল রাজার দ্বারে।
দ্বারিকে বলিল জাটে জানাহ রাজারে॥

হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে অনন্য-সাধারণ দান এবং ব্রহ্মার বিশ্বামিত্র-বেশে রাজাকে ছলনা নূতন।

শেষ,—

ত্রিপদী॥

রাজরানি সুকানলে মরা পুত্র করি কুলে
চলি জায় জান্নবির তিরে।
ঘোর নিসী অন্দকার দিগাদিগ চিনা ভার
ভয় পায় দেবতা অন্তরে॥

১। 'দূর' হইবে বোধ হয়।

হেন স্থানে রাজদারা সুকে হৈয়া জ্ঞানহারা
উপনিত স্বসাণ মাজেতে।
মরা পুত্র করি কুলে বসীল জাহ্নবির কুলে
নাহি ফেলে মায়ার জন্মেতে॥
জখণ রাত্র দণ্ড ছয় হরিশ্চন্দ্র মহাসয়
ঘাটে ঘাটে ফিরে চকি দিএ।
সেহি কালে কান্দে রানি ঘর[১] হতে নৃপমনি
কহে বানি চরেরে চাহিএ॥
সুন অহে অনুচর জায় সবে সীগ্রতর
কে আসীছে ফেলীবার মরা।
তথাতে জাইয়া সবে আমারে খবর দিবে
এক জন আসীয়া জে ত্বরা॥
নৃপতি আদেস পাইয়া চরগন জায় ধাইয়া
জেহি স্থাণে আছে রাজরানি।
দেখে জাহ্নবির জলে মরা পুত্র করি কুলে
পরস্পর করে কানাকানি॥
সীগ্র জায় এক জণে কহ গীয়া কর্ত্তার স্থাণে
এহি জে সকল বিবরণ।
হেন কালে মহাশয় হরিশ্চন্দ্র নররায়
সেহি স্থাণে দিল দরসন॥
রাজারে দেখীয়া চর কহে করি যুরকর
দেখ আগে আপনি নয়ন।
এক স্ত্রি চোরা আইসে জলেতে দারেতে বসে
চোরি করি ফেলিবার সন্তাণ॥
সুনি রাজা ক্রোধভরে রানির বৎসা করে
অতিসয় রাগাণ্বীত হৈয়া।
কুথা তোর হয় বাড়ি নির্ত্য নির্ত্য কর চোরি
আসী বোজি জায় ফেলাইয়া॥
আজি সাস্তি দিব তরে জেণ না এমণ করে
মরা ফেলী জায় পলাইয়া।
রানি বলে হায় হায় সুন অহে মহাসয়
কটু কহ কিসের লাগীয়া॥

১। "দুর" হইবে বোধ হয়।

কিত্তিবাষ পণ্ডিতের বানি সুণ সুক[১] রাজরানি
সান্ত কর পরিচয় দিয়া।
না জানিয়া নররায় তেহি তোমা কটো কয়
সুনি রাজা মরিবে কান্দীয়া॥
পয়ার॥
ফাফর হইয়া দেবি কান্দে সকরুণে।
মৃতা দাহণের কাষ্ট দিব কুণ জণে॥
জত মৃতা পুরা কাষ্ট ফেলাইছে কুলে।
জত্ন করি আণে রানি আপনার বলে॥
আহা গোসাই মরে কি কৈল বিদাতা।
অধিক জতণে রানি সাজাইল চিতা॥
রানি বলে অহে দানি কেণ দেহ দুক্ষ।
পুত্রসুক কাতরে ফাটীয়া জায় বোক॥
কুথা হতে আইলে তোই কথা তর ঘর।
না জাণহ এহি ঘাটে আমি লই কর॥
রানি বলে একি আর ঠেকীল আপদে।
কুণ দেসে কুণ জণে মরার করি সাদে॥
নাহি মরা ফেলাইব নিব অণ্ন স্থাণে।
করি লইতে বোজি করিয়াছ মণে॥
রাজা বলে ঘাটে আইলে নিয়ম আমার।
পঞ্চাস কাহণ কৈরি প্রথেক মরার॥
রানি বলে অহে দানি ছারি দেয় মরে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তিনটি ত্রিপদীর পদ আছে। রামায়ণের অন্যান্য পুথির উপাখ্যান ভাগের সহিত উদ্ধৃত অংশের মিল নাই।

১৯। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

(গঙ্গার জন্মকথা)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৬। প্রতি পৃষ্ঠায়

১। 'সুণ' হইবে বোধ হয়।

৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪০ সাল।
সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।
আরম্ভ,—

অথ গঙ্গার জন্ম ॥

এক দিন দুর্ব্বাসা মুনি ভাবিয়া অন্তরে।
উপনিত হইল আসি অজধ্যা নগরে ॥
মুনি দেখি ভগিরথ উঠি দাণ্ডাইল।
জোড়হাথে মুনিবর প্রনাম করিল ॥
মুনিবর বসিতে দিলেন সিংহাসন।
তাহাতে বসিল মুনি পাতি কুসাসন ॥
মুনি বলে সুন অহে ভগিরথ রাজন।
কোপিলের কোপে ভস্ম সাগরনন্দন ॥
তা সভাকার কিছু না হইল প্রতিকার।
গঙ্গা আনিয়া কর সভার উর্দ্ধার ॥
ভগিরথ বলে তবে সুন মহামুনি।
উর্দ্দেস পাইলে গঙ্গা আমি জে আনি ॥
মুনি বলেন গঙ্গা আছেন ব্রহ্ম কুমণ্ডলে।
গঙ্গারে পাইবে তুমি ব্রহ্মাকে সেবিলে ॥
রাজা বলে গঙ্গা কোথা পাইল বিধাতা।
কোথা বা হইল গঙ্গা তার জন্ম কোথা ॥
মুনি বলে সুধাবানি সুন হে রাজন।
জন্মকথা কহিলে হয় পাপ বিমোচন ॥
তম্বরা নারদ গায়ক বহুতর।
দুই জনে বিবাদ করয়ে নিরন্তর ॥
নারদ বলে তম্বরা তোমারে কই দড়।
তোমাকে অধিক আমি গায়ক বড় ॥
তম্বুরা বলে ওকথা কেনে কহ তুমি।
তোমাকে অধিক গায়ক বটি আমি ॥
নারদ বলে পঞ্চ মুখে সিব ভাল জানে।
… … জাইয়া বুঝিব তার স্থানে ॥
চলিলা নারদ তম্বুরা মহামতি।
কৈলাসেতে গেলেন জেথানে পসুপতি ॥
বিবাদ করিয়া গোসাঞি য়াইলাম দুই জনে।
আপনি কহিয়া দাও কে কমন গায়নে ॥
সিব বলেন গায়ন না বুঝি দুই জন।
চল জাই গোলকে য়াছেন নারায়ন ॥
তিন জন য়াইল জথা লক্ষি গদাধর।
নারায়নে লক্ষিকে বন্দিলে মহেস্বর ॥
তম্বুরা নারদ কৃষ্ণে বন্দে করপুটে।
দুই জনে দাণ্ডাইল গোবিন্দ নিকটে ॥
আমরা বিবাদ করি য়াইলাম দুই জন।
তোমরা বুঝহ দোহে কেমন গায়ন ॥
আপনে বুঝহ বুঝন তিন জন।
প্রভু বলে দুহে তবে কর য়ালাপন ॥
প্রথমে নারদ মুনি রাগ য়ালাপিল।
চারি চরন রাগ পুরিতে নারিল ॥
তাহার পশ্চাতে তম্বুরা কৈল স্তুতি।
ততোধিক কৈল দোহে রাগের দুর্গতি ॥
রাগ রাগিনি আরম্ভ কৈল দুই জন।
প্রমাদ ভাবিয়া তারা করিছে ক্রন্দন ॥
হস্ত পদ ভাঙ্গিল ভাঙ্গিল কার মাথা।
প্রভুর চরনে ধরি করিছে বেগথা ॥
ছয় রাগ য়াছে জুথ ছত্তিস রাগিনি।
প্রভুর বচনে গান করে যুলপ্রানি ॥

২০। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

(গঙ্গার মাহাত্ম্য)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—১১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২—১৩ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬৭ সাল। সম্পূর্ণ।
আরম্ভ,—

বেদে রামায়ণে চৈব ইত্যাদি।

VISVA BHARATI

গঙ্গার মাহার্ত্য কথা সুন সর্ব্বজণ।
জে কথা সুনিলে হয় পাপ বিমোচণ॥
অপূর্ব্ব গঙ্গার কথা সুন সাধু ভাই।
সুনিলে সে সব কথা আপদ ছারাই॥
সাবদাণে সুণে জেবা গঙ্গার চরিত্র।
সুনিলে পাতক নাসে সরির পবিত্র॥
বিশ্বামিত্রে জজ্ঞ করে অরণ্য ভিতরে।
রাক্ষসে আসীয়া মুনির জজ্ঞ নষ্ট করে॥
রাক্ষসে কারণে মোনি বর ভয় পাইয়া।
অজদ্ধাতে মহামনি গেলেন চলিয়া॥
মোনি দেখী আনন্দীত দসরথ রাজা।
পাদ্য অড়্‌র্গ দিয়া মোনির করিলেক পুজা॥
অসেসপ্রকারে রাজা মোনিকে পুজিল।
কি কারণে আগমন রাজা জিজ্ঞাসীল॥
মোনি বলে মর কথা সুনহ রাজণ।
মর জজ্ঞ করে আসী রাক্ষসে লঙ্গন॥
সুনিআছি পুত্র জর্ম্মিআছে জে তোমার।
রাম লক্ষন দেহ আমার জজ্ঞ রাখীবার॥
এত সুনি দসরথে পুত্র আনি দিল।
রাম লক্ষন লৈয়া মোনি হরিসে চলীল॥
ভাগীরথীর তিরে গেল তিন মাহাজণ।
গঙ্গা দেখী সানন্দীত কমললুচণ॥
মন্দ মন্দ নিস্রেতে তরঙ্গে রহে নির।
গঙ্গা দেখী রঘুনাথ পুলকে সরির॥
মনি বলে মর কথা সুন রঘুনাথ।
ভগীরথে গঙ্গাকে আনিছে প্রথীবিত॥
ব্রর্ম্মা আদি দেবে স্তোতি করে নিরান্তর।
পরিত্রাণ হেতু গঙ্গা আনিছে নৃপবর॥
রামে বলে কহ মোনি তোমার মোখে সুনি
বিস্তার করিয়া কহ মনি অপুর্ব্ব কাহিনী॥
বিস্তার করিয়া কহ মোনি অপুর্ব্ব কথন।
গঙ্গাদেবির জর্ম্ম আদি সাগরসঙ্গম॥

মনি বলে সুন রাম কমললুচণ।
কহিব গঙ্গার জর্ম্ম অপুর্ব্ব কথন॥
তোমার দক্ষীণ পদে গঙ্গার জে জর্ম্ম।
জে কথা সুনিলে লুকের রহে ধর্ম্ম॥
ভৃকু আর নারদ মনি ব্রর্ম্মার নন্দণ।
একত্রে বসীয়া করে গীত আলাপন॥
বিরাগে গাহিল গীত দুই মহামনি।
নবিন সির্জ্জণ হৈল জত রাগ রাগীনি॥
পড়িয়া রহিল রাগ চলীতে না পারে।
নারদে বলএ ভৃকু না পার গাহিবারে॥
বিরাগে গাহিলা গীত ক্ষেমা দেহ আপণে।
সুনিয়া বলীল তবে ভৃকু তপুধণে॥
আমি মন্দ তোমি আসী কর হে গাহেণ।
কি মত গায় তোমি সুনিব এখন॥
এত সুনি নারদ মোনি বলিল বচণ।
চল জাই জথা আছে দেব ত্রিলুচণ॥
সিব বিণে রাগ ব্যাক্ষা অন্ত[১] নাহি জাণে।
চলহ আমরা জাই মহাদেব স্থাণে॥
ভাল ভাল বলীয়া কহিল মহামনি।
সর্ত্তরে চলীআ গেল জথা সুলপানি॥

ইহার পর দুই মুনি মহাদেবের নিকট গিয়া আপনাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তদুত্তরে মহাদেব বলিলেন, এ বিষয়ে বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকর্ত্তা। যেমন কথা, তেমনি কাজ; তিন জনে বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। সদাশিব বিষ্ণুকে তাঁহাদের আগমনের কারণ বলিলেন। বিষ্ণু মুনিদিগকে গান করিতে অনুমতি দিলেন। মুনিরা আলাপ করিলেন; বিষ্ণু তুষ্ট হইয়া এইরূপ একটা মীমাংসা করিয়া দিলেন।

১। 'অন্ত' (অন্ত) হইবে;

পঞ্চমেতে ভৃকু তাল রাগে নারদ মোনি।
অতঃপর বিষ্ণু শিবকে আলাপ করিতে অনুরোধ করিলেন।
বিষ্ণুর বচণে সীব হরিস অপার।
পঞ্চমে আলাপে গীত রাগের সঞ্চার॥
সর্গ মর্ত্ত পাতালেত এক রাগ ধরিল।
সুনিআ মোহিত সব ধরনি পরিল॥
দেবদ্রসি মোনিদ্রসী জত সমোদীতে।
সুনিয়া গীতের ধ্বনি পরিল ভুমিতে॥
ব্রর্হ্মার মোথে বেদ নাহি গদগদ স্বর।
অচেতন হৈয়া পরে দেব পূরন্দর॥
আদিত্যাদি দিকপাল আদি সর্ব্বজণ।
চারি ভিতে পরে সবে হৈয়া অচেতণ॥
বিষ্ণুর স্বরির হৈতে ঘাম নিস্বরিল।
ব্রর্হ্মাণ্ড ছারিয়া গঙ্গা তাথে উপজিল॥
সর্ব্বাঙ্গে তিথীল ঘাম ধারা বহে স্রোতে।
জন্মীল জে গঙ্গাদেবি বিষ্ণুর পদেতে॥
মস্তক হতে নিস্বরিল ঘাম বাম পায়।
কনীষ্ঠ অঙ্গুলীএ গঙ্গা জন্মীল তথাএ॥
এহি মতে গঙ্গাদেবি মোর্ত্তিমাণ হৈল।
মোর্ত্তীমাণ দেখী গঙ্গা মহেসে ধরিল॥
জটা মর্দ্ধে গঙ্গাকে রাখীলা সুলপানি।

ইহার পর,—

কথক্ষণে চৈতণ্য পাইল দেবগন॥
বিষ্ণু বলে সুন সিব আমার বচণ।
কভু নাহি সুনি হেণ অপুর্ব্ব কথণ॥
ত্রিভুবন মোহিত তোমার অপুর্ব্ব গাহেণ।
না সুনিছি হেন গীত আমার স্রবন॥
সর্গ মর্ত্ত পাতালেত এক রাগ ধরি।
ধন্ন ধন্ন মহাদেব দেব ত্রিপুরারি॥
বিষ্ণুর বচণে তোষ্ট দেব মহেস্বর।
পঞ্চ মোথে স্তব করে বিষ্ণুর গুচর॥
সীবে বলএ বিষ্ণু সংসারের সার।
অণন্ত ব্রর্হ্মাণ্ড স্রীষ্টী তোমার অধিকার॥
তুমার স্বরির হণে ঘাম নিস্বরিল।
ব্রর্হ্মাণ্ড ছারিয়া গঙ্গা তাহে উপজিল॥
এত বলী মহাদেব জটা বিস্তারিলা।
জটা হণে গঙ্গা দেবি ভুমিতে রাখীলা॥
ধবল বরন গঙ্গা জেণ চন্দ্র আভা।
বৈথণ্ড প্রকাস হৈল মোক্তিপদ পাবা॥
তবে গঙ্গাএ বলে সুন নারায়ন।
তোমার পদেতে হৈল আমার জনম॥
দেখীয়া গঙ্গার রূপ হরিস অন্তর।
ভাবিলা গঙ্গার বর দেব মহেস্বর॥
বিষ্ণু বলে প্রজাপতি সুন দিয়া মন।
গঙ্গাদেবির যুগ্য বর দেব পঞ্চানন॥
বিষ্ণোর বচণ সুনি ব্রর্হ্মা হরসীত।
মহাদেব যুগ্য বর নহে অণুচিত॥
ব্রর্হ্মা বলে মর কথা সুন নারায়ন।
কন্যা দাণ কর যুক্ত বর ত্রিলুচণ॥
গঙ্গা দেবি আর সিব হৈয়া হরসিত।
নানা য়লঙ্কারে গঙ্গা করিল ভুসিত॥
বিদ্যাধরি নাচে গন্ধর্ব্ব গায়ে গিত।
গঙ্গা বিবা করে সিব হৈয়া হরসিত॥
পুরহিত জত কর্ম্ম কহিল জানি।
সোভক্ষেনে বিবা করে দেব সোলপানি॥
জামাতারে জৌতক দিলা নানা রত্নধন।
সিব স্থানে কৈণ্যা দান কৈলা নারায়ন॥

২১। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৪—১০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৩—১৪ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

রত্নাকরের পাপক্ষয় হইতে হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানের কিয়দংশ পর্য্যন্ত আছে।

২২। রামায়ণ—আদিকাণ্ড।

(যযাতির পালা)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২—৩, ৫—৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। পুথি সুপ্রাচীন।

শেষ,—

রথে নঞা কুসধ্বজ চলিল সুমন্ত।
ব্যালিস বাজানা বাজে সুখের নাহি অন্ত॥
কেহ বলে সিদ্ধার্থের মুণ্ডে পড়ুগ বাজ।
কেহ ধিক্করে জজাতি মহারাজ॥
সুনিঞা সকল লোক ধিক ধিক বলে।
পবন সমান রথ সুমন্তের চলে॥
মুনি মুক্তা বিমানে সোভিছে ঝিলিমিলি।
ব্যালিস বাজনা বাজে পড়ে দামাসালি॥
সুমন্ত আইলা দেসে বেলা অবশেষ।
ঘোর ঘটা বাজনাতে পুর্ণ হৈল্য দেস॥
বাউবেগে বিমান সরজু হৈলা পার।
সমাচার পাইল রাজা লজ্ঘুস কুমার॥
বাদ্যভাণ্ড সহিত আইল মহিপতি।
দীর্ঘ হঞা কুসধ্বজে করিল প্রনতি॥
আনন্দিত হৈল রাজা সুমন্ত দেখিঞা।
আলিঙ্গন দিল রাজা বাহু প্রসারিঞা॥
রথ হৈতে কোলে কর্য়া নামাইল রাজা।
ভক্তিভাবে করিল মনিপুত্রের পুজা॥
কুসধ্বজে নেহালিঞা দেখে ভট্টারক।
দেখিঞা সিসুর রূপ লাগিল টাটক॥
সোনার পুতলি জেন সিদ্ধার্থের পুত্র।
চন্দ্রের সমান কান্তি কান্দে জজ্ঞসুত্র॥
ললাটের উপরে সুন্দর সুভ্র ফোটা।
ঝলমল করে সিরে তাম্বুবর্ণের জটা॥
চঞ্চল নয়ন দুটি চতুর্দ্দিগে ছুটে।
ঝলকে ঝলকে অগ্নি মুখে হৈতে উঠে॥
সুকোমল তনু তৈল্য তাম্বুল বিহিনি।
পরিধান করিয়াছে ... জিনি॥
বয়েস বৎসর আট জানে চারি বেদ।
সতন্ত করন সিসু বড়ই আবোদ॥
সুন্দর সরিরখানি বড়ই নির্ম্মল।
দেখিঞা রাজার আখি করে ছলছল॥
বাসা নিঞা ভূপতি দিলেন কুসধ্বজে।
আপুনি করিল পুজা মাল্য গন্ধরাজে॥
ভক্ষন করিতে দিল মিষ্টান্নসকল।
পান করিতে দিল পঞ্চ তির্থের জল॥
সিংহাসনে বসাঞা দিলেন নানাফুল।
আপুনি জোগায় রাজা কর্পুর তাম্বুল॥
গলায় দিলেন রাজা মুনি মুক্তা হার।
অঙ্গে অঙ্গে পরাইল নানা অলঙ্কার॥

* * * *

কৃতাঞ্জলি হৈল রাজা বসিষ্ঠের আগে।
কত জজ্ঞ সাঙ্গ হৈল আর বিধি মার্গে॥
বসিষ্ঠ বলেন পুর্ন্না দিব মহিপাল।
মুনিপুত্র নঞা কালি আসিবে সকাল॥
এত সুনি জজাতি গেলেন নিকেতন।
কিত্তিবাস গাইল আদ্যকাণ্ড রামায়ন॥*॥
ভবনে ভূপতি আস্যা বঞ্চিল রজনি।
অঙ্গখানি প্রভাতে উঠিলা নৃপমুনি॥
স্নান সন্ধ্যা করি রাজা সরজুর জলে।
পবিত্র হইঞা রাজা আইলা জজ্ঞসালে॥
একে একে মুনিগনে ভূপতি সম্ভাসে।
আসন করিল রাজা বসিষ্ঠের পাসে॥

কিঙ্করে আনিঞা দিলেন আওজন।
জজ্ঞকুণ্ডে মুনিগন করেন হবন॥
জব তিল মধু ঘৃত বস্ত্র পুষ্প গন্ধ।
হেম নারিকেল দিল জজ্ঞের নির্ব্বন্ধ॥
অনলে অ'হুতি মুনি ঢালে ঘনে ঘনে।
হন হন কর্য্যা অগ্নি উঠিল গগনে॥
দসদণ্ড নিবড়িল পুর্ন্নার শময়।
রাজাকে বলেন বানি মুনি মহাশএ॥
এই বেলা আন রাজা মুনির তনয়।
আসি জেন জজ্ঞকুণ্ডে সাস্তায় নির্ভয়॥
এত সুনি রাজা সুমন্তে আজ্ঞা দিল।
কুসধ্বজে আনিবারে সুমন্ত চলিল॥
সুমন্ত সারথি গিঞা বলে জোড়করে।
প্রবেস করহ আস্তা অগ্নির ভিতরে॥
সুনিঞা ত কুসধ্বজ হৈলা আনন্দিত।
সরজুর জলে স্নান করিল তুরিত॥
সুর্দ্ধিতা হইঞা সন্ধ্যা করিলা তর্পন।
পাড়ে উঠিঞা পরিল দ্বিজ উত্তম বসন॥
গঙ্গামৃতিকার ফোটা করিলেন ভালে।
তুলসিপত্রের মালা পরিলেন গলে॥
একান্ত হইঞা বিষ্ণুপদে দিঞা চিত।
জজ্ঞসালে কুসধ্বজ হল্যা উপনিত॥
আচম্বিতে অজোধ্যাতে হৈলা ধাওাধাই।
কুসধ্বজে দেখিবারে আইলা সভাই॥
নগরিয়া লোক কাঁন্দে মুখপানে চাঞা।
পিত্যা পুত্রে দিঞাছে আপন চক্ষু খাঞা॥
মরুগ সে মাতাপিতা বড়ই নির্দ্দয়।
কোন মতে হেন বাছা কর্য্যাছে বিক্রয়॥
এইরূপ কেহো কান্দে মায়াজালে।
তনু দিতে কুসধ্বজ চলে জজ্ঞসালে॥
হমহনি অগ্নির দেখিঞা লাগে ডর।
কুসধ্বজ ভাবেন গোবিন্দ গদাধর॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিত জিউন জুগে জুগে।
জার কির্ত্তি সুনিলে লোকে চমৎকার নাগে॥

(পৃ° ৭।১—৮।২)

যযাতির পালাটি প্রায়শঃ পৃথক্ পুথির আকারেই পাওয়া যায়।

২৩। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১২ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৫৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০—১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২০৫ সাল। সম্পূর্ণ। অক্ষর, পূর্ব্বাঞ্চলের। আদি,—

দসরথ মহারাজা সুর্য্যোকুলে জাত।
তেজ বির্য্য পরাক্রম জগতে বিক্ষাত॥
দান জজ্ঞ সিল ব্রত অজদ্ধার পতি।
চারি পুত্র সনে দসরথ নৃপতি॥
ইন্দ্র সম বিক্রম পালএ প্রজাগন।
মহাসুখে বৈসে লোক অজদ্ধা ভুবন॥
ধনু ভাঙ্গি বিহা করি জনকের দেস।
চারি ভাই নিজ রার্য্যে করিলা প্রবেস॥
কসল্যা সুমিত্রা ককই গন লইয়া।
চারি পুত্রবধু মিলা মঙ্গল করিয়া॥
চারি পুত্রবধু গেলা আপনার ঘর।
জয় মঙ্গলধ্বনি অজধ্যা নগর॥
মনে বড় আনন্দিত রাজা দসরথ।
নানা রত্ন দিয়া দ্বিজ সন্তাসে সমস্ত॥
রাজাগন প্রজাগন করিয়া বিদায়।
ককই মন্দিরে তবে রাজা চলি জায়॥
সিতা রামচন্দ্র হৈলা আনন্দিত মন।
বৈকণ্ট ভুবনে জেন লক্ষি নারায়ন॥

হেন কালে ভরথে বোলএ রাজা স্থানে।
মাতামহ সম্বাসিতে লৈয়া আছে মনে॥
ধাজা বোলে জায় তুমি না কর ব্যাজ।
তুমি চারি ভাই বিনে সুন্য মর রাজ॥
শ্রীরামের পাএ ধরি ভরথে বোলয়।
মাতুল আশ্রমে আজ্ঞা কর মহাসয়॥
রামে বোলে জায় ভাই আসিঅ সত্তরে।
একই সরির আমি চারি সহদরে॥
মাতামহ দেশে গেলা ভরথ সত্রুঘন।
বিদ্ধ রাজার সেবা করে শ্রীরাম লক্ষন॥
ভকত বছ্ছলা রাম কমললোচন॥
ধন্য ধন্য বোলে জত পাত্রমিত্রগন॥
সর্ব্ব রার্য্যোথণ্ডে মিলিয়া ধরি নাম।
সর্ব্ব কার্য্যো সিদ্ধি তবে হৈল মনস্কাম॥
প্রতি ঘরে সুবর্ন্নের কুম্ভ সারি সারি।
ইন্দ্র সম রার্য্যো দেখি অজধ্যা নগরি॥
স্থানে স্থানে সর্ব্ব রার্য্যে বান্ধিল তরূন।
নানা বাদ্য বায়ে তাতে সুনিতে অতুল॥
সঙ্ক সিংহনাদ বায়ে আর ঘনে ঘন।
গগন ভরিয়া উঠে ঘণ্টার বাযন॥
শ্রীরামের পুরি তবে দেখিতে সুন্দর।
বড় বড় ঘর সব সুভিছে বিস্তর॥
তিন সত ঘর আছে পুরির ভিথর।
চিত্রে বিচিত্রে ঘর সুভে মনোহর॥

এইথানে ভরতাদি ভ্রাতৃত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ পুরীর বর্ণনা আছে। তাহার পর,—

তিন কোটি ঘর সুভে অজদ্ধানগর।
পর্ব্বত সমান গড়ে বেড়িছে নগর॥
আছউক লংহিব কেও দেখি লাগে ভয়।
সত্রুর অভেদ স্থান বড়ই দুর্য্যয়॥
আনন্দে আছএ রাজা পরম সন্তসে।
অহনিসি রঘুনাথ থাকে তান পাসে॥
অনুক্ষন রামমুখ করে নিরক্ষন।
রামচন্দ্র বিনে তান আন নাহি মন॥
মন্ত্রনা করিয়া তবে সব প্রজাগনে।
হস্ত জুড় করি কহে নৃপতির স্থানে॥
বিদ্ধ বএস তুমার কহিল এথন।
রার্য্যো অধিকার তুমার কুন প্রয়জন॥
এতেকে আমারা সবে করি নিবেদন।
রঘুনাথ রাজা কর দেখি সর্ব্বজন॥
এত সুনি দসরথ আনন্দিত মনে।
প্রজাগন প্রসংসা করিলা ততক্ষনে॥
প্রজাগনের বাক্য রাজা হরসিত মনে।
কসল্যার পুরে রাজা গেলেন তথনে॥
কসল্যা সুমিত্রা আর কেকইর স্থানে।
জিজ্ঞাসা করিলা রাজা হরসিত মনে॥
শ্রীরামরে রাজা করিবারে লয় মন।
ধন্য ধন্য বোলি তারা বোলিলা তথন॥

মধ্য,—

নাচাড়ি॥

প্রানি দহে সদায় বনবাসে রাম জায়
পাথরে বান্ধিনু মর হিয়া।
মতি মর হৈল নাস পুত্র দিলু বনবাস
এই দুঃক্ষে মরিমু পুড়িয়া॥১॥
হাহা রে দারুন বিধি রামচন্দ্র হেন নিধি
দিয়া কেনে নিলে অকস্মাত।
হেন হৈল মর বুদ্ধি স্ত্রির বাক্যে হইলু বন্দি
আচম্বিত হৈল বজ্রাঘাত॥ ২॥
কি ক্ষেনে পাপিনি ঘরে কুন বুদ্ধি দিল মরে
কেনে সত্য কৈলু তাইর সনে।
কি মর বসতি বাস জিবনের নাহি য়াস
জখনে শ্রীরাম গৈলা বনে॥ ৩॥
কিবা হৈল মরে দিয়া কেমনে ধরাইমু হিয়া
কেনে মর হৈল মতিনাস।

আমার কর্ম্মের হিন বুঝিলু তাহার চিন্ন
নাচাড়ি রচিল কিত্তিবাস ॥ ৪ ॥

(পৃ০ ২৬।১—২৬।২)

ইহার পর রামচন্দ্রের বনগমন, গুহক-সমাগম, ভরদ্বাজ-আশ্রম-দর্শন, চিত্রকূটপর্ব্বতে অবস্থান, কাকের এক চক্ষু বিদ্ধকরণ এবং দশরথের মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে। অনন্তর কৌশল্যার বিলাপ,—

উঠ উঠ আরে প্রভু রে
উঠ প্রভু শ্রীরামজনক।
রামসোকে মৈলা তুমি কি কর্ম্ম করিমু আমি
কুন বুদ্ধি দিয়া জায় মক ॥ ১ ॥
উঠ প্রভু অজধ্যার নাথ।
সতিনির পুত্র জতেক কেকইরে পালিবেক
আমারে সপিলা কার হাথ ॥ ২ ॥
উঠ প্রভু প্রানের ইস্বর।
বিধি তুমা হৈলা বাম বনেতে পাঠাইলা রাম
এই বদ কেকই উপর ॥ ৩ ॥
উঠ প্রভু সুর্য্যবংসমনি।
তপস্যার কারন পুত্র পাইলা মহাজন
তার হস্তে না পাইলা আগুনি ॥ ৪ ॥
উঠ প্রভু বৈস সিংহাসনে।
রাজকাজ জথুচিত কেকইর কর হিত
আমি সব পালিবেক কুনে ॥ ৫ ॥
উঠিয়া শ্রীরামের কথা সুন।
হৈল দুক্ষ এত বড় মুই ত অভাগি দড়
মর দুক্ষ হইল দ্বিগুন ॥ ৬ ॥
উঠিয়া না কহ কেনে কথা।
তিন গৃহে তিন নারি গেলা প্রভু পরিহরি
আমি সব মরিমু সর্ব্বথা ॥ ৭ ॥
মহাসোকে করএ কান্দন।
সুমিত্রা লক্ষনের মায় কান্দে করি দির্ঘরায়
কিত্তিবাসে ভনে রামায়ন ॥ ৮ ॥

(পৃ০ ৩৮।১)

অন্ত,—

প্রজা সম্বদিয়া পুনি রামচন্দ্রে বোলে ॥
চল চল প্রজাগন না করিয় ব্যাজ।
আমার সপত জদি বোল আর কাজ ॥
রামবাক্যে প্রজা সবে তুলিলেক গায়।
শ্রীরাম লক্ষন সিতার বন্দিলেক পায় ॥
ভরথ সত্রুঘনে তবে শ্রীরাম বন্দিয়া।
সিতার চরন বন্দে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
রামচন্দ্রে লইলা বসিষ্ঠ পদধুলি।
সম্বাসিলা ব্রাহ্মনে আপনা গায় তুলি ॥
বিদায় করিলা তবে রাম হ্রিসিকেস।
কান্দিয়া কান্দিয়া প্রজা চলে নিজ দেস ॥
কত দিনে সর্ব্ব সুন্য গেলা অজদ্ধাত।
পাত্র মিত্র পুরহিত মিলিলা সভাত ॥
ছত্র নিয়া রাখিলেক সিংহদ্বারেতে।
নমস্কার ছত্রেতে করএ প্রজা জতে ॥
সিংহাসন রাখিলেক সোভা বিদ্যমান।
উপরে পানাই থৈল রাজার সমান ॥
পানাইতে প্রজাগনে করে নিবেদন।
এই মতে রার্য্যে আছে কেকইনন্দন ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের কণ্ঠে সরস্বতি।
অজধ্যাকাণ্ডের কথা হইল সমাপ্তি ॥

২৪। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩—৭৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আদি,—

মাএ মেলানি করি লড়ে দুই সহোদর।
রামে বিদায় হৈতে গেলা শ্রীরামের ঘর॥
দেখিলেন রামচন্দ্র জানকি সহিত।
নমস্কার হৈল ভরথ সান্তবিহিত॥
দুই ভাইকে দিলা রাম বসিতে আসন।
সিতা দেবি দিলা তাথে য়াসিষ বচন॥
আপনার কথা ভরথ কহেন রামের পাসে।
মাতামহের ঘর জাই বাপের আদেসে॥
মেলানি মাগিতে আমি আল্যাঙ তোমার স্থান।
আপনে জানিঞা কর আমার কল্যান॥
রামে বলেন জনকবাক্য কেহো নাহি হেলে।
পরম হরিসে জায় আসিহ কুসলে॥
জাইবারে রামচন্দ্র দিল অনুমতি।
লক্ষ্মন সন্তাসে তখন ভরথ মহামতি॥
জত দিন থাকিব আমি মাতামহের দেসে।
তাবদ থাকিহ তুমি শ্রীরামের পাসে॥
একচিত্তে ভাব্য তুমি রামের চরন।
আমার সংহতি জাব বির সক্রুর্ঘন॥
রামে প্রনমিঞা ভরথ করিল গমন।
পশ্চাতে নিলেন নাগ সুমিত্রানন্দন॥
হরিসে বিদায় কৈল রাজা দসরথে।
প্রভাতে মেলানি হয়্যা চড়ে গিয়া রথে॥
রথেতে চাপিয়া বির নড়ে সিঘ্রগতি।
কেকুএর দেস জান ব্রাহ্মনসংহতি॥
সক্রুর্ঘন কোঙর জান ভরথের দোসর।
পাছু লাগ নিল তবে জত অনুচর॥
পবনবেগে জায় রথ তারা হেন ছুটে।
কত নদ নদি পর্ব্বত এড়াল্য গুটে গুটে॥
কত দুর গিয়া পাইল কেকুইর পুর।
পাহাড় জঙ্গম ডাঙ্গা এড়াল্য প্রচুর॥
আনন্দে করিল মাতামোহ দরসন।
তা দেখিয়া তুষ্ট হল্য জত পাত্রগন॥
রাজ অন্তপুর তবে গেলা দুই ভাই।
তোথা গিয়া সন্তাসিল রাজ মহাদ্দাই॥
ভরত দেখিয়া খণ্ডে সভাকার দুখ।
দিনে দিনে ভরথ তোথা করে নানা সুখ॥
মাতামোহের দেস গেলা ভরথ সক্রুর্গন।
সকল বাত্রা পায় হোথা আকাসে দেবগন॥
মারিব রাবন রাম পাঠাইব বন।
ভরথ থাকিলে কায্য নহে সুযোভন॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিত সকল বুঝে কাজ।
রাবন মারি তুষ্ট করিব দেবের সমাঝ॥

মধ্য,—

রাগ পাহিড়া॥

মুছিয়া আখির পানি সুমিত্রা রাজার রানি
লক্ষনে আসিঞা কৈল কোলে।
চান্দ্র মুখ হেরি হেরি বদনে চুম্বন করি
নিস্বাস ছাড়িয়া কিছু বলে॥
পরিহরি জগজনে জাবে হে রামের সনে
ই সব সম্পদ থুয়্যা ঘরে।
নিছনি জাইএ তোর সফল জিবন মোর
তুমা পুত্র ধরিঞা উদরে॥
মনে না করিহ তাপ ছাড়্যা জাই মা বাপ
না দেখিব অজোধ্যা ভুবন।
জে তুমার বাপ মা তার সনে বন জা
অজোধ্যা হইব সেই বন॥
জেথানে করিবে বাসা ছাড়িয়া জিবনের আসা
রামের কহিল আবরন।

* * *

এই সর্ত্য করিহ পালন॥
পড়িয়া মঙ্গলবানি সুমিত্রা রাজার রানি
লক্ষনে দিলেন আসির্ব্বাদ।

মেলানি দিলাঙ বনে জাহ বাপু রাম সনে
ইথে মোর নাহিথ বিসাদ ॥
সুমিত্রার বোল সুনি আর [আর] জত রানি
সুমিত্রার বদন সভে আর[১] ।
বানিকণ্ঠ মনে মনে ইহা ভাবি রাত্রিদিনে
প্রানের লক্ষন ছাড়্যা জায় ॥ (পৃ° ৪৩।২)

কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথিতে মাঝে-মাঝে বাণীকণ্ঠ, মধুকণ্ঠ প্রভৃতির ভণিতা পাওয়া যায় ।

অন্ত,—

দিঘল দা হাথে করি জত বনঝোড়া ।
লেখা জথা নাহি জত চলে হাথি ঘোড়া ॥
সাল পিয়াল লোধ পথে জাইতে ঝুড়ে ।
ডালে মুলে বৃক্ষ কত সিকড় উপাড়ে ॥
থালি জুলি ভাঙ্গিয়া পথ করিল সোসরে ।
লক্ষ লক্ষ লোক বাছে পথের ঝিকর ॥
সন্য সামন্ত জায় আজ্ঞা সেনাপতি ।
রাউত মাহুত আজি পাইক পদাতি ॥
চালি ধনুকি লড়ে প্রচণ্ড প্রতাপ ।
বড় বড় বির চলে জেন কাল সাপ ॥
সাজ সাজ বলিঞা হইল গণ্ডগোল ।
না জানি নিশ্চয় বাজে কত ঢাক ঢোল ॥
দুন্দবি কাহাল বাজে দামায় ঘন কাঠি ।
উঠের পিঠে নানা জন্ত্র চলে কোটী কোটী ॥
সুবর্ন্ন কলস তাহে পতকা উড়্যা জায় ।
নত্তকে নিত্য করিছে গাএনে গিত গায় ॥
অষ্টসত রানি জায় ছাড়িয়া অন্তপরি ।
ছোট বড় লড়ে জত অজোধ্যা নগরি ॥
কৌসল্যা সুমিত্রা লড়িল দুই জন ।
কৈকৈ না জাতে চাহে লজ্জার কারন ॥

১। 'চায়' হইবে।

বসিষ্ট আদি চলিল জতেক মুনিগন ।
ব্রাহ্মনি সহিতে [জায় কতে] ক ব্রাহ্মন ॥
সুভক্ষনে রথে চড়ি ভরথ দেস ছাড়ে ।
ত্রিস জোজনের পথ দিবে জুড়ে ॥
কথক দুর গিয়া ভরথ বসিল দেয়ানে ।
হেন কালে বসিষ্ট কহে ভরতের স্থানে ॥
আপনে আসিয়া জদি বিধাতা … ।
… … … এই দেসে ॥
রার্ঘ্য সন্য কর্য্যা জাহ আপনার মনে ।
সন্যকার পায়্যা পাছে লেই অন্য জনে ॥
বাপের সত্য পালিতে রাম ফিরে বনে বন ।
আনি [তে] নারিবে কেহু দুখের ভাজন ॥
ভরত বলেন তুমি কিসের পুরুহিত ।
রাম আনিবারে কথা কহ অনোচিত ॥
তোমার চরনে আমি করি পরিহার ।
ই হেন কুচ্ছিত বোল না বলিহ আর ॥
জুক্তি দিয়া ভরথের নারিল রাখিতে ।
শ্রীরাম আনিতে তখন লড়িল তুরিত ॥
কৌসল্যা সুমিত্রা সঙ্গে নয়া সক্রুঘ্নন ।
শ্রীরাম আনিতে সভে চলিল কানন ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের সরষ বচন ।
রামচরিত্র সুনিলে পাপ হয় বিমোচন ॥

২৫। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫২। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, হুগলী

আদি,—

অজোর্ধ্যাকাণ্ডো লিক্ষ্যতে।
বের্দ্ধকালে দসরথের পাকেছে মাথার কেস।
সুক্ল মাল্য পরে রাজা সুক্ল সর্ব্ব বেস॥
হস্তি ঘোড়া নানা রত্ন দিয়া নানা ধন।
বিভার জৌতুক লয়্যা আইল দেবগন॥
রামের তরে জৌতুক দিলান দেবগন।
মহারাজা দসরথ অজোধ্যা ভুবন॥
জতো জতো রাজা আছে ভারথ ভিতর।
রাজচক্রবর্ত্তি তুমি সভার ভিতর॥
এক ভিক্ষ্যা চাহি আমরা তোমার ঠাঞি।
শ্রীরাম রাজা করিলে সভে তুষ্টু হইয়া জাই॥
পঞ্চদস বৎসরে রাম নানা বুর্দ্ধি ধরে।
তাড়কা রাক্ষসি বধ করে একশরে॥
সকল রাক্ষস আসি মুনিকে করে নাস।
এক বানে হেন রাক্ষস করিলা বিনাস॥
মহাদেবের ধনুক ছিলা জনকের ঘরে।
তাহা দেখি দেব দানব সভে কাঁপে ডরে॥
সংসারের রাজা আইল তাহে গুন দিতে।
গুন দিবার কাজ্জ থাকুক না পারে লাড়িতে
শ্রীরামচন্দ্র আসি গুন দিলেন ধুনুকে।
কন্যা দান কৈল জনক পরম কৌতুকে॥
ত্রিভুবন কাঁপে রাজা পরুসরামের বানে।
হেন পরুসরাম শ্রীরাম জিনিলেক রনে॥
জার বানে ত্রিভুবন কম্পিত বাসুকি।
হেন রাম রাজা হইলে নির্ভয়েতে থাকি॥
দেবগনের বাক্য সুনি হরিস অন্তরে।
জোড়হস্তে দেবগনে পরিহার করে॥
আজ্ঞা হউক রাজা করি দেহ সুভাক্ষনে।
শ্রীরাম রাজা হউক দেখি আপন নয়ানে॥
হেন কালে বসিষ্ট করিল সুভাক্ষান।
পুষ্যা নবমি বসন্ত মধুমাস নিয়ম॥
এতেক সুনিঞা সভে দিল অনুমতি।
অজুধ্যায় রাজা হন রঘুবংসের পতি॥
রাজা বলে অধিবাসের জত দির্ব্ব লাগে।
সকল দির্ব্ব আনিঞা জুগায় পাত্রভাগে॥
মঙ্গল দিব্য জত সাস্ত্রের বিধান।
সকল দির্ব্ব আনি দেহ বসিষ্টের স্থান॥
রাজা বলে কহি সুন সুমন্ত সারথি।
রথে চড়ি রামচন্দ্রে আন সিত্রগতি॥
রাজ আজ্ঞায় সারথি গেল রামের স্থানে।
তোমারে দেখিতে রাজা ডাকিলেন আপনে॥
রথে চড়ি রামচন্দ্র পিতার পদ বন্দে।
রামেরে নিহালে রাজা পরম সানন্দে॥
সিংহাসনে বসিলা রাম পরম কৌতুকে।
চন্দ্র সুর্য্য উদয় জেন দেখে সর্ব্বলোকে॥
রাজা বলে সুন বাপু রাজিবলোচন।
রাজা হইয়া করো বাপু রার্য্যের পালন॥
সহস্র বৎসর রার্য্য কৈনু কুতুহলে।
তোমা হেন পুত্র পাইলাম বহু তপের ফলে॥
মনেতে জানিল রাজা নিকট মরন।
মনের কথা কার তরে না কহে রাজন॥

মধ্য,—

তিন দিন ছিল রাম চণ্ডালের দেসে।
পাতকালে গঙ্গাপার জান বোনবাসে॥
প্রাতকাল নৌকা গোহা করিল সাজন।
পার করি দিল কুলে উঠিল তিন জন॥
মধে সিতা আগে পাছে জায় দুই বির।
দুই কোস পথ বাহি জান গঙ্গার তির॥
গঙ্গাপার কর‍্যা গুহা হৈয়্যা করপুট।
ভরদ্বাজের আশ্রম পর্ব্বত চিত্রকুট॥
রাম লক্ষন দুই ভাই দুর্জ্জয় বিক্রম।
উত্তরিলা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম॥

কোলাকুলি আলিঙ্গন দুই সহদরে।
রাম লক্ষন সিতা বন্দি গুহা আইল ঘরে॥
ভরদ্বাজের আশ্রমে শ্রীরাম উপনিত।
দুরে হইতে রূপ দেখি হইলেন চিন্তিত॥
অনুমান করে জত মনিকন্যাগন।
এমত অপূর্ব্ব রূপ না দিখি কখন॥
আগে পাছে পুরুস রূপের নাঞি সিমা।
মধ্যখানে কন্যা জেন সোনার পিতিমা॥
ভিক্ষুক ভিক্ষারি বুঝি আইসে বনপথে।
ভিখারি হইলে স্ত্রি আনিবে কেন সাথে॥
তিতিক্ষা করিয়া বুঝি প্রবেসিলে বন।
সে হইলে থাকিবে কেন হাথে শরাসন॥
রাজপুত্র হবে হেন দেখি রূপের ছটা।
সে হইলে থাকিবে কেন মস্তকেতে জটা॥
অরন্যে ভ্রময়ে ব্যাধ সহিত বনিতা।
তা হইলে থাকিবে কেন গলায় পইতা॥
মুনির আশ্রম পুন্যস্থল অনুপাম।
কে আইসে লখিতে নারি নবঘনস্যাম॥
মানকন্যাগন সভে করে অনুমান।
ভরদ্বাজের পুরে রাম বিষ্ণু অধিষ্ঠান॥
ভরদ্বাজ বন্দি রাম কহেন বিনয়।
মনি গোসাঞি সুনহ আমার পরিচয়॥
অজুধ্যায় স্থিতি আমার দসরথ পিতা।
অনজ লক্ষন সঙ্গে আর প্রিয়া সিতা॥
বাপের সত্য পালিতে আসিছি মুনিবর।
অরন্যে বঞ্চিতে হবে চোদ্দ বৎসর॥

(পৃ০২৭।২-২৮।১)

অন্ত,—

বটবৃক্ষে ডাকিয়া বলেন লক্ষন ধানুকি।
তুমি জান পিণ্ডি দিলা সিতা চন্দ্রামুখি॥
বট বৃক্ষ্য বলেন সুন ঠাকুর লক্ষন।
অমন সাক্ষি প্রভু আমি না দিব কখন॥

রামের বামে সিতা ডাড়ান আমি দেখিব নয়ানে।
তবে আমি তাহার সাক্ষি দিব বিদ্যমানে॥
বৃক্ষের কথা সুনিঞা সিতার আনন্দিত মন।
রামের বামেতে সিতা ডাড়াইল্যান তখন॥
জুগল রূপ বটবৃক্ষ দেখিয়া নয়ানে।
জোড়হস্তে বৃক্ষ্য বলে রাম বিদ্যমানে॥
তোমার চরনে প্রভু মোর নিবেদন।
চিন্তামনি নাম তুমি ধর কি কারন॥
দয়াময় নাম তোমার সর্ব্ব লোকে কয়।
দুখি দারিদ্রে তরায়্যা নাম দয়াময়॥
স্থাপর জঙ্গম আদি জতো জিবগন।
সর্ব্ব জিবেতে তুমি আছ নারায়ন॥
জগৎ সংসারের চিন্তা কর নাম চিন্তামনি।
সিতা পিণ্ড দিলা কিনা না জান রঘুমনি॥
চিন্তামনি নামে তোমার কলঙ্ক রহিল।
আজি হৈতে চিন্তামুনি নামটি তোমার গেল॥
আপ্তবিখ্যতি রাম হয়্যাছ আপনি।
মায়ায় মানুস হৈয়্যা কিছু নাঞিকো জানি॥
বালির পিণ্ড দিল সিতা আসিয়া এই স্থানে।
পিণ্ড খাইয়্যা গেল রাজা সর্গ ভুবনে॥
বৃক্ষের কথায় লজ্জ্যা পাইলান রঘুবর।
চিরজিবি হয় বট অক্ষয় অমর॥
বৃক্ষেরে বর দিলা সিতা পরম পিরিতি।
সুসিতল সুন্দর থাকুক তোমার জুতি॥
রাম বলে ধন্য ধন্য সিতা ত সুন্দরি।
তোমা হৈতে পিতা আমার গেল স্বর্গপুরি॥
এক রাত্রি বঞ্চিল রাম সেই তরূতলে।
প্রাতকালে তিন জন দক্ষিন দিগ চলে॥
পঞ্চবটি নামে তির্থ আছে বোনের ভিতর।
সেইখানে গেলা তবে রাম রঘুবর॥
পঞ্চবটিতে কুড়ে বন্দিলা লক্ষন।
বোনবাসে সেইখানে রহিলা নারায়ন॥

কিত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম সুভাক্ষন।
অজুধ্যাকাণ্ড সংপুর্ন্ন গাইলা রামায়ন॥
দুই কাণ্ড সুনিলে সকল বন্ধুজন।
ত্রিতিয় কাণ্ডে অরন্ত্যো সুনিহ সর্ব্বজন॥
ইতি অজুধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত॥

২৬। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ৯½ × ৩½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-৪২, ৪৫-৫১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৮৮ সাল (পৃ° ৩১।১)। খণ্ডিত।

আদি,—

সুমন্ত আনিয়া রাজা বলিলা বচন।
সিগ্রগতি আনহ বসিষ্ট তপধন॥
দেসে দেসে বার্ত্তা দেও জানাও সব প্রজা।
অদ্য রামের অধিবাস কল্লি হবেন রাজা॥
রাজা হইতে জে জে দির্ব্য লাগে আর।
সকল আনাও তুমি সাক্ষাতে আমার॥
জেন মতে আদেস করিলা নরপতি।
সকল কর্ম্ম করিলা সুমন্ত সারথি॥
আসীলা বসিষ্ট মুনি ব্রহ্মার নন্দন।
প্রনাম করিয়া রাজা দিলা সিঙ্গাসন॥
জোড়হস্তে নরপতি কহে মুনিপাষ।
কল্লি রাম হবেন রাজা [অদ্য] অধিবাস॥
এ কথা সুনিয়া মুনি হরসিত মন।
দেব(বেদ)ধনি তখনে করিলা তপধন॥
শ্রীরাম আনিয়া রাজা বোলিলা বচন।
রাজা হইয়া কর বাপু রাজ্যের পালন॥
রাজার বচনে রাম হরসিত মন।
সত্তরে চলিয়া গেলা মাত্রী দরসন॥
জোড়হস্তে রঘুনাথ কহে সব কথা।
রাজা হইতে আজ্ঞা মোরে করিছেন পীতা॥
শুনিয়া হইল রানির প্রসন্ন বদন।
শ্রীরাম ধরিয়া রানী দিলা আলিঙ্গন॥
আপনার শ্রী রাজা দিয়াছেন তোমায়ে।
রাজা হইয়া রাজ্য রক্ষ্যা কর সাবহিতে॥
এতেক সুনিয়া রাম প্রসন্ন বদন।
লক্ষনেরে সম্মোদিয়া বলিলা বচন॥
আমি রাজা হইব ভাই তুমী যুবরাজ।
ভরত ভাই করিবেন জত রাজকাজ॥
কনিষ্ট সত্রুঘন ভাই প্রানের দোসর।
সর্ব্বক্ষন থাকীবা ভাই আমার গোচর॥
এতেক বলিলা রাম লক্ষনের পাষ।
সত্তরে চলিলা রাম সিতার সাক্ষাত॥

(পৃ° ২।২-৩।২)

অন্ত,—

শ্রীরাম বোলেন মাতা স্থীর কর মন।
মির্থা ক[।]জে এত সোক পাও কি কারন॥
বিধবা লক্ষন মাতা কেন দেখা তোমারে।
বাপুর তত্য মাতা কহুক আমারে॥
এতেক শুনিয়া রানী রামের উত্তর।
তোমার কারনে রাজা মিত্তু কলেবর॥
এতেক শুনিয়া রাম হইল মুশ্চিত।
বাপু বাপু বলিয়া রাম পরিলা ভুমিত॥
আর না দেখীলাম বাপু তোমার চরন।
আর না শুনিলাম তোমার মধুর বচন॥
আমার কারন বাপু ছাড়িলা জিবন।
আমা দিয়া না হইল বাপু শ্রার্দ্ধ দাহন॥
পুত্রের আসা মুনিস্তে করে কি কারন।
আমি পুত্র হেতু কেবল তেজীলা জীবন॥
এতেক বুলিয়া রাম হইলা অচেতন।
সান্ত করিলা তবে বসিষ্ট তপধন॥

স্থির কর মহাপ্রভু না কর ক্রন্দন।
বিধাতা নির্ব্বন্দ কিছু না জাএ খণ্ডন॥
বিধির বিধাতা তোমী দেব নারায়ন।
আপ্ত বিস্বৃতি তোমী না জান কারন॥
মায়া ছাড়ি কর রাজার শ্রাদ্ধ তর্পন।
তোমী পুত্র হেতু হউক সর্গে আগমন॥

(পৃ° ৫০।২-৫১।১)

২৭। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৬×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৪১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ ১২ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ।

আদি,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি।
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কির্ত্তিবাশে।
অজোধ্যাকাণ্ড রচিতে করিল অভিলাশে॥
অজোধ্যাকাণ্ড য়ুনিলে ভাই পাসান বিদুরে।
জেই সন্তাপে রাজা দসরথ মরে॥
প্রাতস্নান করিল দসরথ রাজা।
দেবলোকের পিত্রিলোকের করিলেন পুজা॥
গৌর বর্ণ ধরে রাজা যুক্ল উত্তরি।
চন্দনে ভুশিত রাজা যুক্ল বস্ত্র পরি॥
বৃদ্ধকালে রাজার পাকিল মাথার কেশ।
সুক্ল মাল্য পরে রাজা যুক্ল সকল বেশ॥
রাজ্য রক্ষ্যা করে রাজা বশি সিংহাশনে।
চতুর্দ্দিগের রাজা আইল নৃপতি সম্ভাশনে॥
হস্তি ঘোড়া নানা দৃব্য রাজ অভরন।
রামে বিভার জৌতুক আনিল রাজাগন॥
দসরথে প্রনাম করে করি জোড়হাত।
মহারাজা দসরথ তুমি সভার নাথ॥
জত জত রাজা আছে পৃথিবি ভিতরে।
রাজচক্রবর্ত্তী তুমি সভার উপরে॥
এক দান মাগিতে রাজা বড় ভয় বাশী।
শ্রীরাম [রা]জা হইলে নিলয় হইয়া বশি॥
দসরথ বির্দ্ধমানে রাম পঞ্চঝুটি ধরে।
তারকা রাক্ষশি মরে শ্রীরামের সরে॥
রাক্ষশ সব আশিয়া মুনির যজ্ঞ করিত নাশ
হেন সব রাক্ষশে রাম করিল বিনাশ॥
মহাদেবের ধনুক ছীল জন[ক] রাজার ঘরে।
তাহা দেখিঞা দেবতা গন্ধর্ব্ব…ডরে॥

এই পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রথম পাতাখানি এক হাতের এবং বাকী সমস্ত পুথিখানি অপর হাতের লেখা। ইহার পর,—

সংসারের রাজা আইল তাহাতে গুন দিতে।
গুন দিবার কাজ থাকুক নারিল নাড়িতে॥
শ্রীরাম আসিয়া গুন দিলেন ধনুকে।
কন্যা দান করেন জনক পরম কৌতুকে॥
ত্রিভুবনের ক্ষেত্রি কাপে পরসুরামের নামে।
হেন পরসুরাম রাজাএ জিনিল শ্রীরামে॥
মনে আসয় করি সভে শ্রীরাম রাজা
করিয়া রাখি।
রামের নামে ত্রিভুবন কম্পিত বাসুকি॥
অন্তরে হরিস রাজা সুনিঞা সভার বচন।
বাক্য ছলে বুঝিল রাজা সভাকার মন॥

অন্ত,—

বিসিস্ট বিদায় হইলা শ্রীরামের স্থানে।
তিনজন নমস্কার হইলা মুনির চরনে॥
রায্যখণ্ড লয়্যা ভরথ আইলা নিজ দেসে।
অজোধ্যাকে আইলা ভরথ চারি দিবসে॥
অজোধ্যাকে আইলা ভরথ দিন অবসান।
উপবাসে রহিলা ভরথ নাঞি স্নান দান॥

পুরি সমেত কান্দিয়া পুহাইল রজনি।
প্রভাত সমএ ভরথ পাত্র মিত্র আনি॥
ভরথ বলেন বসিস্ট মুনি করহ অবধান।
জেস্ট থাকিতে কনেস্টে রাজা নাঞিক
বিধান॥
চরনপাদুকা রাম পাঠাইলা দেসে।
দুই পাদুকা রাজা করি যুক্তি মোর আইসে॥
বসিস্ট বলেন ভাল যুক্তি করিয়াছ মনে।
দুই পাদুকা রাজা করি রাখ্য কর সাবধানে॥
রত্ন সিংহাসনে পাতিলেন নেতের বসন।
ছত্র চামর তাতে করিল সাজন॥
চিত্র বিচিত্র তাতে সাজন নানা বেস।
তাহার উপর পাদুকা থুয়্যা করিল
অভিসেক॥
সকল মুনি লয়্যা করিল বেদধ্বনি।
অজোধ্যা নগরে তখন রামজয় সুনি॥
দণ্ডবত করিল ভরথ রাখ্য সমেতে।
পাদুকা রাজা করিয়া রাখ্য করিল ভরথে॥
রঘুনাথ করিয়াছেন জেমন আচার।
গাছের বাকল পরিয়া রহিল সংসার॥
অজোধ্যার জত লোক তপস্বির বেস ধরি।
চৌদ্দ বৎসর রহিলা গাছের বাকল পরি॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত করিল লোকের হিত।
লোক তরাইতে করিল রামায়ন গিত॥

২৮। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার—পুথির আড়া ও কাগজ দুই রকম; ২-১৭ পত্র পর্য্যন্ত ১১ৄ×৪ৄ এবং ১৮-৩৬ পত্র পর্য্যন্ত ১৩ৄ×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২—৩৬, প্রতি পৃষ্ঠায় ৮—১১ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আদি,—

প্রবাল পাথর দিল না জায় গনন।
নানা সামিগ্রে দিল কৈকৈ রাজন॥
বিদায় করিয়া দেন পুরাধা ব্রর্হ্মন॥
বিদায় হইয়া দ্বিজ জান নিজ ঘরে।
এস্যা উপস্তিত হল্যা অজুধ্যা নগরে॥
সিংহাসনে বস্যে আছে অজের নন্দন।
রাজার দুয়ারে বিপ্রে দিলা দরসন॥
মাধব নামেতে দুয়ারি আছে রাজার দুয়ারে।
হেন কালে ব্রার্হ্মন গেল তাহার বরাবরে॥
ব্রার্হ্মন বলেন দ্বারি যুন জে বচন।
এই কথা কহগা রাজার দরসন॥
এই কথা কহগা রাজার বরাবরে।
কৈকৈ রাজার পুরহিত আইল তোমার
দুয়ারে॥
মাধব নামেতে দ্বারি রাজায় নয়াঁয় মাথা।
কৈকৈ রাজার পুরহিত আইল তার যুন
কথা॥
এ কথা যুনিয়া রাজা করিছে আদেষ।
কি হেতু আইল দ্বিজ জানহ বিসেষ॥
এ কথা যুনিয়া দ্বারি করিল গমন।
সেই ব্রার্হ্মনের নিকটে জায়্যা দিল দরসন॥
গলে বস্ত্র দিয়া রাজা বন্দিল চরন।
কোথা হইতে মহাশয় করেছ গমন॥
আমারে পাঠাইলেন জে কৈকৈ রাজন।
চারি বংসে তোমার ঘরে জর্ন্মিয়াছেন
ভগবান॥
তাঁহাকে দেখিবেন কৈকৈ বলবান॥
দস সহশ্র ঘোড়া দিল সিন্দুর বরন।
অমুল্য পাথর দিল না জায় গনন॥
সুধাও আদি জতেক দিল বন্ধুজন।
সভাকার কল্যান কহিছেন ব্রার্হ্মন॥

দশরথ বলে তবে সুন মহাবলে।
সসুর সাসুড়ি আমার আছেন কুসলে॥
কুসলে আছেন তোমার সসুর সাসুড়ি।
ব্রাহ্মন বলেন রাজা নিবেদন করি॥
কুসলে আছেন তাঁর বন্ধুবান্ধবগন।
এ কথা সুনিয়া রাজার আনন্দিত মন॥
আমার হিয়ার হিয়া রাম নয়ানের [তারা]।
এক তিল না দেখিলে রাম হই হারা॥
রামের লাগিয়া হর গৌরি আরাধিল।
অনেক জতনে আমি রামধন পাইল॥
সসুরের বাক্য অন্যথা করিতে নারি।
ভরথ দিয়া তোষগা কৈকৈ অধিকারি॥
ভরথে ডাকিয়া রাজা করিছেন আদেষ।
মাতামহের দেষ জাও করিয়া সুবেষ॥

ভরথ ও শত্রুঘ্ন সকলের নিকট বিদায় লইয়া কেকয় প্রদেশে যাত্রা করিলেন। জরা-বার্দ্ধক্য জন্য দশরথ অনেক সময় অন্তঃপুরে থাকেন। রাম লক্ষ্মণের সাহায্যে সুচারুরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইত্যবসরে এক দিন প্রজারা রামকে রাজা করিতে হইবে বলিয়া মহারাজকে জড়াইয়া ধরিল। দশরথ সানন্দে স্বীকৃত হইলেন এবং অনুরূপ আয়োজনের আদেশ দিলেন।

অন্ত,—

এ কথা সুনিয়া রাম ক্রোধে সাত তাল।
বনেতে আসিয়া ভরথ বাড়ালি জোনজ্বাল॥
ক্রোধ জেই মাত্র করিলেন নারায়ন।
নিসব্দে রহিলেন তবে ভরথ বিচক্ষন॥
রাম বলেন সুন ভরথ রাজরিসি।
চন্দ বৎসরকে আমি চন্দ দণ্ড বাসি॥
পালন করিহ তবে জত মাতৃগন।
পালন করিহ জে অজুধ্যার প্রজাগন॥
বিদায় হইয়া চলিয়া জাও দেস।
এ স্থান ছাড়িয়া আমি জাই বনবাস।
এই কথা জেই মাত্র রামচন্দ্র বলে।
কান্দিতে লাগিলা রামের মাতৃ সকলে॥
একে একে বিদায় হইছেন মুনিগন।
বিদায় হইছেন ভরথ সত্রুঘন॥
রথেতে চড়েন সভে রামকে দেখিয়া।
কান্দিতে লাগিল সবে রামকে বেড়িয়া॥
অন্তরিক্ষে আইল রথ উপর গগন।
রাম বন্দ্যা কেন্দে জান ভরথ সত্রুঘন॥
জে দিন জেথানে রাম কর‍্যাছেন বিশ্রাম।
বিদায় হইয়া জান ভরথ বলবান॥
আসিয়া উত্তরিলেন অজুধ্যা নগর।
পাদুকা করিল রাজা রার্ষ্যের উপর॥
অনুক্ষন তাহাতে ভরথ ঢুলান চামর।
অনুচর হইয়া কার্য্য করেন নিরন্তর॥
রামের লাগিয়া ভরথ সদাই বিকল।
মিষ্ট দিব্য না খায় ভরথ বলবান॥
মিষ্ট দিব্য খাইলে পাছে পাসরিব রাম।
তিন অঙ্গুলে জব চুর্ন্ন গোমুতেতে মাথে।
তাহাই খাইয়া ভরথ আপন প্রান রাথে॥
ভরথ সত্রুঘন আইলা নিজ দেসে।
রাম লক্ষন সিতা তবে বনেতে প্রবেসে॥
বাল্মীক বন্দিয়া গান কিত্তিবাসে গায়।
অজুধ্যা কাণ্ড পুথি এত দুরে সায়॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্ব অধিকারি।
বদন ভরিয়া সভে মুখে বল হরি॥

২৯। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ৩১।

প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২১২ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আদি,—

জানকি অযোধ্যা আনি প্রভু রঘুবর।
আনন্দেতে রামচন্দ্র বঞ্চেণ বাসর॥
একত্রে সিতার সহ প্রভূ রঘুনাথ।
অঙ্গনে বেড়ান ধরি জানকির হাথ॥
কিবে সে রামের রূপ নবিন জৌবন।
নব দূর্ব্বাদল জিনি উর্জ্জল কিরণ॥
কর পদ কোকনদ রামরম্ভা উরু।
অঞ্জন[১] জিনিঞা নেত্র ইন্দ্রধনু ভূরু॥
পক্ক বিম্বফল জিনি সুরঙ্গ অধর।
গরুড় জিনিঞা নাশা অতি মনোহর॥
সুমেরুর শৃঙ্গ জিনি বক্ষ মনোহর।
কেশরি জিনিঞা কটী নাভি জে গভির॥
বাম দিগে কিবা সোভা জনককুমারি।
নব জলধর জেন পড়িছে বিজুরি॥
নিল বস্ত্র পরিধান নানা অভরণ।
কটাক্ষে হেরিঞা হরিছেন রামের মন॥
জতেক রামের মাতা ঝরকার পথে।
আনন্দ হইঞা সভে রামরূপ দেখে॥
স্বর্গ করতল হয় শ্রীরাম দেখিঞা।
দেখিছে রামের রূপ নঞান ভরিঞা॥
তিল আধ রাজা নাই রামে দেখি বাঁচে।
সারা দিন রামচন্দ্রে রাখে নিজ কাছে॥
অবন্তি নগরে হোথা কৈকৈ রাজন।
সুনিল রামের কির্ত্তি ধনুক ভঙ্গন॥
দেখিতে বড়ই ইচ্ছা হইল অন্তরে।
ডাকিঞা আনিল রাজা আপন কুমারে॥
সুনিলাম রাম নাকি ধনুক ভেঙ্গেছে।
পদরেণু দিঞা নাকি অহল্যা তেরেছে॥
সুনিলাম ভৃগুর দর্প হরিঞাছেন রাম।
কাষ্ঠকে কাঞ্চন কৈল দুর্ব্বাদলস্যাম॥
বৃদ্ধ হইলাম বাছা জাইতে নারিব।
রামকে আনগা বাছা নয়ানে দেখিব॥
দশরথে পত্র লেখে কৈকৈ রাজন।
কল্যান করিঞা পত্রে করিল লিখন॥
আমি সে শশুর তোমার তুমি সে জামাতা।
গুরু জনার বাক্য কভূ না কর অন্যথা॥
শ্রীরাম দেখিতে মোর বাঞ্ছা আছে মনে।
তিন দিনের তরে পাঠাইবে নারায়ণে॥
পত্র দিঞা পুত্রে সেহ বিদায় করিল।
দ্বাদস দণ্ডেতে সেহ অযোধ্যাকে আল্য।
রাজসভায় উপনিত হইল জাইঞা।
বসাইল দসরথ আদর করিঞা॥
পত্র দিঞা রাজপুত্র সভাতে বসিল।
পত্র পড়ি মহারাজা বিরস হইল॥
হেন কালে সভাতে আইল রঘুনাথ।
মাতুলে প্রণাম করেণ ভরথের সাঁথ॥
আসীর্ব্বাদ করে রামে রাজার নন্দন।
ইকি ভাগ্য মাতুল আল্যে আমাদের ভবন॥
কৈকৈ রাজার পুত্র প্রতি দশরথ কয়।
রামকে পাঠাতে আমি নারিব নিশ্চয়॥
ভরথ শত্রুঘ্ন বরং জান তোমার সাথে।
দিন কত বই পাঠাইব রঘুনাথে॥
সুনিঞা ভরথ হইল বিরস বদন।
বিরলেতে রাম সঙ্গে কহিছে বচন॥
না দেখি তোমারে ভাই রহিতে নারিব।
কদাচিত মাতামহো গৃহে নাহি জাব॥
শ্রীরাম কহেন ভাই সুনহ বচন।
নাহি গেলে কহ দেখি কহিবে কেমন॥

১। 'খঞ্জন' হইবে।

ভরথ কহে কুশপ্ন দেখিছি রঘুবর।
সেই হত্যে স্থির নয় আমার অন্তর॥
জেন য়েক রাজার দেশে এক রাজার
নন্দন।
অধিবাস হইল জেন পাইতে রত্ন সিংহাসন॥
সুত্র করে বান্ধা গেল হইল উল্লাস।
বিমাতা স্লার জেন দিলেক বনবাস॥
রাম কি জানি ফল পাছে হয় আপনা প্রিতি।
অতেব জাইতে মোর না হয় আমার মতি॥

মধ্য,—

সমস্ত দিবস গেল প্রবেশ রজনি।
সরজুর তিরেতে বসিলা রঘুমনি॥
কুশাসন বিছাইঞা দিলেন লক্ষ্মণ।
কার্ম্মুক সিয়রে রাম করিলা সয়ন॥
রামের চরণ সেবে জনকনন্দিনি।
চরনতলেতে সোন জনমদুখিনি॥
কতক্ষণে নিদ্রাগত হইল প্রজাগণ।
ধনুহাথে দাণ্ডাইঞা গোউরবরণ॥
হেনকালে লক্ষ্মণেরে নিদ্রা আকর্ষিল।
এল্যায় মাথার কেশ কার্ম্মুক খসিল॥
সচকিত হঞা বির আপনা সম্বরে।
ভূমে হত্যে কার্ম্মুক তুলিঞা ধরে করে॥
কোপেতে হইল বির অরুনলোচন।
অলস নিদ্রার আজি বধিব জিবন॥
ইহা কহি কার্ম্মুক ধরি জুড়িলেক বান।
নিদ্রা অলস আসি হইলা মুর্ত্তিমান॥
সম্বরহ কোপ তুমি গোউরবরন।
আমাদিগ্যে বধিবারে পারে কোন জন॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেস্বরে করি অধিকার।
নারি জাতি হই মোরা সুমিত্রাকুমার॥
তুষ্ট চিত্র হল মোর সর্ত্ত গুনে।
বর মাগ গোউরবরন জেবা লয় মোনে॥
লক্ষ্মন কহেন জদি বর দিবে মোরে।
ক্ষেমা দিতে হল্য তবে চোদ্দ বৎসরের তরে॥
নিদ্রা অলস কহে সুন সুমিত্রাকুমার।
আজ্ঞা কর কথন করিব অধিকার॥
লক্ষ্মন কহেন জথন সাঙ্গ করি বোন।
অজোধ্যায় রাজা হইবেন রাজিবলোচন॥
সেত ছত্র জথন ধরিব রাম সিরে।
সেই কালে অধিকার করিবে আমারে॥
নিদ্রা অলস্য ক্ষেমা দিয়া গেল।
চোর্দ্দ বৎসর লাগি বির নিস্কণ্টক হল॥
(পৃ° ১৫।২-১৬।১)

অন্ত,—

রাজনিত ভরথে সিখায় রঘুনাথ।
ভরথ শ্রবন করে জুড়ি দুটি হাথ॥
পুত্র সম প্রজাগনে করিবে পালন।
ছেষ্টের পালন কর্য্য দুষ্টের দবন॥
কদাচিত লোভ না করিহ পরধনে।
কদাচিত হতশ্রদ্ধা না কর্য্য ব্রাহ্মণে॥
মজ্যাদার অমজ্যাদা না কর্য্য কথন।
দারিদ্রে করিহ দয়া রাজার লক্ষণ॥
মায়ে হত্যে অধিক দেখিঅ পরনারি।
পালন করিহ প্রজা এই মত করি॥
ইহা কহি রামচন্দ্র প্রজাগন লঞা।
ভরথের হাথে হাথে দিলেন সুঁপিঞা॥
মিদু মন্দ হাসিয়া কহিল রঘুবর।
ভরথে লইঞা বঞ্চ এ চোর্দ্দ বৎসর॥
প্রজাগন কহে রাম তাহা নাঞি জানি।
পাদুকা হইল রাজা তোমার তুল্য গুনি॥
কেবল ভরথ মাত্র করিব পালন।
ইহা বলি বিদায় হইল সব প্রজাগন॥
সুমিত্রা কৌসল্যা কেকোই প্রভিতি।
পবোধিয়া বিদায় করিল রঘুপতি॥

বসিষ্ঠাদি মুনিগন ফিড়ে বাহুড়িঞা।
ভরথ বিদায় হইল কান্দিঞা কান্দিঞা॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম সুভক্ষন।
লক্ষি কৃপা করেন জেই সুনে রামায়ন॥*॥
জাত্রা কৈল সর্ব্বজন রাখি রঘুনাথে॥
প্রবেস করিল সভে পুরি অজোর্দ্ধাতে॥
রাজসিংহাসন তবে ভরথ য়ানিঞা।
পাদুকারে রাজা করে প্রজাগন লঞা॥
সেতছত্র ধরে সেই পাদুকা উপরে।
প্রজাগন প্রনমিল দিয়া রাজকর॥
পাদুকারে রাজা করি য়জোধ্যা ভুবনে।
ভরথ করিল বাস নন্দিগ্রামের বনে॥
বাকল পরিল যার জটা ধরে সিরে।
আসন সয়ন হৈল মিত্তিকা উপরে॥
বনচারি হঞা রহে ভরথ শত্রুঘ্নন।
নন্দিগ্রাম হত্যে করে প্রজার পালন॥
অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত কথা কিত্তিবাস কয়।
হরিধ্বনি বল সভে কাণ্ড হইল সায়॥

৩০। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫½×৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ২৮। প্রতি-পৃষ্ঠায় ৯—১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৫ সাল। সম্পূর্ণ। স্বর্গীয় যশোদানন্দন প্রামাণিক মহাশয়ের সংগ্রহ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া।

আদি,—

সদত আনন্দময় অযোধ্যা নগরী।
ইন্দ্রের অমরাবতী তাহা তিরস্করী॥
রাজা প্রজা পুরজন সুখী নিরন্তর।
এক তিল সম জায় শতেক বৎসর॥
ত্রিদশ ঈশ্বর রাম যুবরাজ হয়্যা।
প্রজার পালন করেন পৃথিবী সাসিয়া॥
পুরবাসী প্রজাগণ ইষ্ট মিত্র সনে।
রাম প্রতি অনুরক্ত অন্য নাহি জানে॥
সত্যবাদী জীতেন্দ্রিয় গুণের আলয়।
মধুময় রামচন্দ্র করুণাহৃদয়॥
অদ্ভুত লক্ষণ রামের অদ্ভুত চরিত্র।
দয়াবন্ত সত্যবন্ত পরম পবিত্র॥
গুনের মহিমা জত কে কহিতে পারে।
রূপের তুলনা নাহি এ তিন সংসারে॥
ভুবনমোহন রূপ প্রথম যৌবন।
শাস্ত্রবিদ্যা জত আছে সকল জ্ঞাপণ॥
যোগ্য পুত্র দেখি রাজা আনন্দহৃদয়।
রামে রাজা করিবেন ভাবিলেন নিশ্চয়॥
বশিষ্ঠ আনিতে দূত পাঠালেন আপনে।
সত্বরে লিখিলেন পত্র ইষ্ট মিত্র স্থানে॥
মনেতে ভাবয়ে রাজা রাম অভিষেক।
অবিরত দান রাজা দেন অতিরেক॥
সর্ব্বভূতকর্ত্তা প্রভু রাম নারায়ণ।
রাম রাজা হইবেন ভাবে সর্ব্বজন॥
দেশের জতেক লোক ভাবেন মনে মনে।
রামচন্দ্র মহারাজা হবেন কত দিনে॥
পুরোহিত প্রজাগণ ভাবি মনে মন।
মন্ত্রনা করিয়ে গেলেন রাজার সদন॥
রামচন্দ্র পুত্র তোমার পুজিত জগতে।
ত্রিদশের ভাগ্যোদয় জানিহ মনেতে॥
নিজ বলে সাগরন্ত পৃথিবী সাসিলে।
বেদবিধি দান ধর্ম্ম সকল করিলে॥
মনে লয় রামে রাজ্য কর সমর্পণ।
প্রজার বাঞ্ছা সিদ্ধ হয় শুনহ রাজন॥
পুরোহিতের বাক্য রাজা হৈল হরষিত।
তুমি সবে কহিয়াছ মনের বাঞ্ছিত॥

01.68

অবিলম্বে সুভক্ষণে সুভলগ্ন কর।
অভিষেক কর সবে রাম গুণাকর॥
আজ্ঞা পায়ে পাত্রগণ হরষিত মনে।
আনন্দিত হয়ে পড়ে রাজার চরণে॥

মধ্য,—

কেকই বলিল শুন ধর্ম্মশীল রাম।
সুমন্ত রাজারে কৈল তোমার প্রণাম॥
সত্য বাক্যে বদ্ধ হয়ে রাজা মহাশয়।
তোমার বিচ্ছেদে হৈলেন ব্যাকুলহৃদয়॥
রাজ্য ছাড়ি সীতা লক্ষ্মণ তুমি বনে জাবে।
আপনার মুখে রাজা কেমনে বলিবে॥
বিরলে বসিয়ে রাজা দুঃখ ভাবেন চিত্তে।
কি কারণে জাবে রাম রাজার সাক্ষাতে॥
তবে তোমার ইচ্ছা নহে রাজ্য ছাড়ি জাইতে।
বৃদ্ধকালে পিতৃসত্য বিফল করিতে॥
অধর্ম্ম অজস চাহ রাখিতে সংসারে।
তবে গিয়ে দরশন করহ রাজারে।
কেকইর নিষ্ঠুর বাণী শুনিয়ে শ্রীরাম।
পিতার চরণে কৈলেন সহস্র প্রণাম॥
রাজগৃহ প্রদক্ষিণ করি তিনজনে।
পুনরপি প্রণাম করিলেন সাবধানে॥
কেকই মাতারে প্রণমিয়ে বারে বারে।
চলি গেলেন তিন জন সুমিত্রার পুরে॥
(পৃ০ ১২।১)

জয় রঘুনন্দন অযোধ্যার প্রাণধন
তিলে আধ না দেখিলে মরি।
নয়নপুথলি রাম রূপ দূর্ব্বাদলশ্যাম
এবে কি না হলে বনচারি॥
অগ্রে আমি জদি জানি বৈরি মোর কেকই রাণী
তবে কেনে জাইব বিশ্বাস।
প্রকারে সত্য করাইল ধন প্রাণ সব নিল
রামেরে পাঠালে বনবাস॥

তুমি পুত্র গেলে বনে কি করিবে সিংহাসনে
রাজ্যখণ্ডে কোন প্রয়োজন।
এত বলি নৃপবর খেদান্বিত অন্তর
ঘন বলে না রহে জীবণ॥
শ্রীরাম পাঠায়ে বনে কান্দে রাজা রাত্রিদিনে
প্রবোধ না মানে কোন মতে।
কৌশল্যা সুমিত্রা রাণী কহিয়ে মধুর বাণী
নিবেদন লাগিলেন করিতে॥
পূর্ব্বে না চিন্তিলেন ধর্ম্ম ঘটিল এমত কর্ম্ম
বনে পাঠাইলেন রামধন।
বিধাতার মনে জাহা অবশ্য ঘটয়ে তাহা
শান্তনা করূণ নিজ মন॥
কীর্ত্তবাস পণ্ডিতে কয় রাম কেনে বনে জায়
রাবন দুরন্ত অতিশয়।
রাবনের বংশ জাবে ত্রিভুবনে জশ রবে
এই ভেবেছেন দয়াময়॥
(পৃ০ ১৪।২-১৫।১)

অন্ত,—

তস্য পর তুলসীকানন তথা হেরি।
জিজ্ঞাসিলেন রঘুনাথ কও দ্রুত করি॥
পিণ্ড প্রদানের কথা জান বিবরণ।
তুলসী কহিলেন জেমন কয়েছেন ব্রাহ্মণ॥
ক্রোধ করিয়ে সীতা কহিলেন তাহায়।
তব পত্র নারায়ণের বাঞ্ছিত সদায়॥
অপবিত্র স্থানে রবে দুঃখিত হইবে।
শ্রকাল কুক্কুর মূত্র পুরিষ তেজিবে॥
অবশিষ্ঠ বটবৃক্ষ আইলেন নিকট।
ভাবিয়ে বুঝিলেন সতী দেবীর শঙ্কট।
জথার্থ বচন সে কহিল বার বার।
পিণ্ড লইয়ে গেলেন জনক তোমার॥
ধনলোভে মিথ্যা প্রথম কহিলেন ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের অনুরোধে কহিলেন দুইজন॥

247649

আমি জদি মিথ্যা কই ভালো কর্ম্ম নয়।
অন্তর্যামি নারায়ণ জানেন তাহায়॥
শত কোটি জন্ম তপ করয় জে জন।
সত্যবাদী সম সে না হয় কথন॥
এত শুনি জানকী হরিষ হইলেন।
সন্তোষ হইয়ে দেবী তাহাকে কহিলেন॥
চিরকাল সুশীতল হইবে এমন।
নিপত্র না হবে শাখা তোমার কখন॥
সুশীতলে রাখিবে জে ছাবে তব তলে।
আনন্দেতে থাকিবে সর্ব্বদা পত্র ফলে॥
এইরূপে আশীর্ব্বাদ করিয়ে তাহায়।
বিদাই দিলেন তারে আনন্দ হৃদয়॥
কীর্ত্তবাস পণ্ডিতে কন অমৃত বচন।
মন দিয়ে শুন সবে গীত রামায়ণ॥

৩১। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪৯ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ৫৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮—১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৮ সাল। সম্পূর্ণ।

আদি,—

আদ্যকাণ্ডে রামের জন্ম সিতা দেবির বিভা।
অজধ্যায় বনবাস ভরথের রাজ্য দিয়া॥
হরি হরি বলরে সকল বন্ধু জোন।
অজধ্যাকাণ্ড অমৃতভাণ্ড করহ শ্রবন॥
রামচন্দ্র ছুবরাজ[১] দসরথ রাজা।
পুত্রের সোমান জে পালন করে প্রজা॥
অকাল মৃত্যু নাহি রাজ্যে জসের[২] নাহি ডর।
লোকের পরমাই দস হাজার বৎসর॥

মহারাজ দসরথ বড় পুন্নবান।
জার পূত্র আপুনি জর্ম্মেছেন ভগবান॥
অবতিন্ন হইয়াছেন ছাড়িয়া গোলোক।
রঘুনাথের জস কিত্তী ঘোসে তিন লোক॥
নয় বৎসরের কালে তাড়কাবধ করেন রাম।
পদরেণুতে মুক্ত কৈলেন অহল্যা পাসান॥
রাক্ষ্যস মারিয়া রাম মুনি জজ্ঞ্য রাখি।
ধনু[র্ভঙ্গ] করি বিভা করিলা জানকি॥
পথেতে ভৃগুর তেজ রাম নিলা হর্য্যা।
রামের জস কিত্তী লোক দেখে নয়ান ভর্য্যা॥
হস্তীনা নগরে রাজা কেকৈই নরবর।
অজধ্যা পাঠাইয়া দিল আপন কোঙর॥
রাজারে কহিও বাছা আমার আশীর্ব্বাদ।
বোলো তোমার পূত্র দেখিতে রাজা
করেছেন সাধ॥
বহুমুল্য ধন দিয়া পাঠাইল দুত।
জত্ন করিয়া তার আনিবে চারি ষুত॥
বিদায় হইল দুত রাজার সাক্ষাতে।
রথে আরোহন হয়্যা চলিল তুরিতে॥
অজধ্যাতে হস্তীনাতে তিন দিনের পথ।
পবন গমনে সারথী চালাইল রথ॥

মধ্য,—

পাত্র প্রজালোক জত করে হায় হায়।
অজধ্যা আন্ধার করে রাম বনে জায়॥
বালক বির্দ্ধ জুবা সব ছাড়য়ে নিশ্বাষ।
কোন বিধি করিলেক রামের বনবাস॥
সভে বলে কেকৈয়ের মাথায় পড়ুক বজ্জর।
রাম বনে পাঠাইল এ চোর্দ্দ বৎশ্বর॥
অজধ্যার ঘর দ্বার ফেলাব ভাঙ্গিয়া।
রাজ্য করুক দসরথ কেকৈইকে লয়্যা॥
আর কেহ বাস না করিব এই দেসে।
রামের সঙ্গেতে সভে জাব বনবাসে॥

১। ছুবরাজ = যুবরাজ; পশ্চিম রাঢ়ে প্রচলিত।
২। 'দস্যুর' হইবে বোধ হয়।

সম্বরিতে নারে কেহ নয়ানের জল।
নদনদি সরবরে সুখাইল জল॥
হস্তি দানা ত্যাগ কৈল ঘোড়ায় না খায় ঘাস।
রাম সোকে কান্দে সবে নিত্য উপবাস॥
পক্ষ সব ডালে বস্যা কর‍য়ে ক্রন্দন।
হায় রাম লক্ষন ডাকিছে সর্ব্বক্ষন।
কিত্তিবাশ গান মহামুনির পুরান।
যুনিতে অপুর্ব্ব কথা সুধার সমান॥
রাম কোন বনে জাবে রে কি হবে রে॥
আদিবাস করিলাম কাল শ্রীরামেরে দিতে ভাল
এই ছত্র নব দণ্ড।
কুজির সঙ্গে কুমন্তনা করি
কেকৈ হল পাশণ্ড॥
আনন্দিত প্রজা রাম হবে রাজা
পাত্র লোকের উল্লাস।
কেকৈ পাসণ্ডি পাসণ্ড হইল
রামকে পাঠায় বনবাস॥
এক পুত্র না ছিল চার পুত্র হল
দেব মুনি সভার বরে।
পাতিএ হাটখানি বসাতে নাহি পেলাম
দারুন কেকৈয়ের ডরে॥
রামকে দেখিতে বড় সাধ লাগে রে
* * * ।
এ ঘর সরবস সকলি দিব জে
মোর রামকে রাখিবে॥
আরে মোর রাম গুনের নিধিরে।
না ভাবি পরিনাম হারাইলাম রাম
বিবাদ লাগিল বিধিরে॥

ফের ধুয়া॥
আরে মেরে রাম চলেঙ্গে বনবাসে
হে ধিক জিবনং ধিক জিবনং॥

জো সিরমে হেম মুকুট বিরাজে
ঝলকত মুকুতাকি দাম।
সো সিরমে হাম তাত বহেঙ্গেহু
জটা বনা.নঙ্গে মের রাম॥
জো মুখমে পান মিঠাই না রুচে
ভোজন মমরিত বিলাস।
শো মুখমে কেশে ফল ফুল রুচঙ্গে
কেশে সহেঙ্গে পি.আশ॥
জো কটিতটমে হেম পাটি শোহে
নষ্ট মুরতি জুতি জাল।
শো কটিতটমে কেশে পরেঙ্গে রাম
বিপিনাক্রমিকা খাল॥
জো পগে হেম পুঞ্জনি শোহে
মৃণাল ক্রমেন্দু (?) লাজ।
শো পগনে রাম কেশে ফেরেঙ্গে হো
বিপিন কণ্টক বনমাঝ॥ *॥

নাচাড়ি॥
রানি ধরিয়া রাজার পায় শোকে গড়াগড়ি জায়
বনবাস জায় বাছা রাম।
তোমার কঠিন হিয়া দয়া নাহি মুখ চায়া
কেমনে ধরিবে নিজ প্রান॥
জানকি জনকযুতা কনক কমল লতা
দেখে প্রান ধরিতে না:পারি।
ভরথে রাজত্ত দেহ সম্পদ সকল লেহ
বাছারে না কর বনচারি॥
আমি জপি কাত্যায়নি রাজা হব রঘুমনি
তাহে বিধি হইলা নৈরাশ।
আমার মাথাটি খায়্যা কেনে সত্য বন্দি হয়্যা
কেন রাম পাঠাও বনবাশ॥
দুখের উপরে দুখ না দেখিব রামমুখ
শিতা মুখ না দেখি. আর।

আমার করম দোশে রাম জাবেন বনবাশে
অজধ্যা করিয়া অন্ধকার ॥
রানি পড়িয়্যা ধরনিতলে ভাশে নয়ানের জলে
উচ্চ্যশ্বরেতে কান্দে রানি।
নয়ানে বহিছে লোর ঘুন্ন হইল কোল
কিবা লয়্যা বরিব[১] রজনি ॥
রাম হেন গুননিধি দিয়া বঞ্চিত কৈল বিধি
শোকে রানি ছাড়েন নিশ্বাষ।
বাল্মিকের চরন শিরে করি বন্দন
নাচাড়ি রচিল কিত্তিবাশ ॥

(পৃ° ২১।২—২২।২)

৩২। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪$\frac{১}{৪}$ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল সন ১২৩৮ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

সর্ব্বাংশ ২৯ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

৩৩। রামায়ণ- অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪$\frac{১}{২}$ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৯ সাল। সম্পূর্ণ।

২৯ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

৩৪। রামায়ণ—অযোধ্যাকা ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২৩-২৭,৩০-৩৮, ৪৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৪ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। প্রাচীন পুথি।

আদি,—

বাপকে বৈল রাম মুনির বেস হঞা।
অন্তর পুড়এ রাজার শ্রীরাম দেখিঞা ॥
ধার্ম্মিক শ্রীরামচন্দ্র পরিল বাকল।
তভূ প্রান আছে মোর সরির ভিতর ॥
ক্ষেনে ২ কান্দে রাজা ক্ষেনে করে ধ্যান।
রামের বিজোগে মোর দগধে পরান ॥
কৈকৈর কার্য্যে রাম গেলা বনবাসে।
সারথি সাজিল রথ আখির নিমিসে ॥
রাজাএ গোচরে সারথি রথ সাজিয়া।
রাজা বলে রথ জাহ শ্রীরাম বহিয়া ॥
ভাণ্ডারিকে বৈল আন দিব্য বসন।
সিতার তরে আনহ নানা অভরন ॥
তাহা পরিঞা বন জাবেন জনকঝিয়ারি।
রাজার আদেসে অভরন আনিল ভাণ্ডারি ॥
সিতাকে সমর্পিল রত্ন রাজার আদেসে।
নানা রত্ন পরিয়া সিতা জিন হেন বাসে ॥
একে সুন্দরি সিতা অধিক সোভে বেসে।
পুন্নিমার চন্দ্র জেন হইল আকাসে ॥
সিতার মায়ামোহে রাজা সিতা কৈল কোলে
আতি স্নেহ হইল রাজা প্রিত বাক্য বলে ॥
রামকে দেখিহ সিতা চন্দ্র সমান।
রার্য্যহিন ধনহিন না কর্ব্য অল্প জ্ঞান ॥
স্বামি ছাড়িয়া স্ত্রির গতি নাহি আর।
স্বামি সেবা করিহ পালিহ বচন আমার ॥

১। বঞ্চিব' হইবে বোধ হয়।

রাজার বচন সিতা বন্দিলেন মাথে।
কৌসল্যাকে বলে গিঞা জোড় করি হাথে।
বৃদ্ধ গুরুজন তুমি বিসেসে তপস্বিনি।
তোমার অগ্রেতে আমি কি বলিতে জানি॥
সোক না ভাবিহ মনে ভাবিহ দেবতা।
ইহলোকে পরলোকে শ্বামি দেবতা॥
কি করিব পুত্র ভ্রাতি কি করিব বাপে।
শ্বর্গ নরক হএ আপন পুন্য পাপে॥
বাপ ভাই পুত্র ধন দিলে লেখা করে।
শ্বামি জত দেই তত কেহো দিতে নারে॥
পতি স্ত্রিএ এক কায় ইথে নহে আন।
সুখে সুখ দুঃখে দুখ মৈলে ছাড়ে প্রান॥

স্ত্রিগন লঞা ঘরকে আইলা রাজন।
রামের পাছে স্ত্রি পুত্র লঞা গেলা প্রজাগন॥
উলটীয়া চাহে রাম প্রজা সব দেখে।
রাম বলেন প্রজা কেন আস্তে এক মুখে॥
ধর্ম্ম ভএ রাম প্রজাকে দিলা দরসন।
রামের পাএ ধরি কান্দে সব প্রজাগন॥
নেউট নেউট রাম বলে প্রজাগনে।
ভরথ অনেক তোমার করিব পালনে॥
কল্যান চরিত্র ভরথ সুমতি সুস্থির।
অজানু বাহু ভরথ সুন্দর সরির॥
পৃতে ভরথ সভার করিব সন্তোষ।
লোক অপ্রমাদি ভরথ নাহি কোন দোস॥

মধ্য,—

ঘুচাঞা সকল লোক রাজা সুইলা খাটে।
কৌসল্যা বসিঞা আছে রাজার নিকটে॥
কৌসল্যা বলে কৈকৈর হৈল মনে সুখ।
আমার হইল ইবে আশ্বারিস (?) দুখ॥
একে সৌভাগ্যা আরে রাজার জননি।
দুর্ভাগ্য হইলাঙ আমি অনাথিনি॥
ভরথ হইথ রাজা রাম থাকিথ ঘরে।
ভিক্ষা করিঞা পুত্র পুসিত আমারে॥
সব অধিকার নিলেক বন পাঠালেক রাম।
জিবন না রহে প্রান নাহিক বিশ্রাম॥
জনকনন্দিনি গেলা গেলেন লক্ষ্মন।
জুড়াইতে ঠাঞি নাঞি সদাই তপ্ত মন॥
কবে দেখিব রাম কমললোচন।
মহাবলবান বাহু গজেন্দ্রগমন॥
ফলকালে বিধাতা কাটিলেক মুল।
রামের সোকে মরিলাঙ হইলু আকুল॥
এড়িয়া গেলা রাম মোকে দেখিব কত দিনে।
সকল সুখ এড়িয়া জুড়াইব কোন বনে॥

শেষ,—

কুড়া করি বুলে রাম লইঞা সিতায়ে।
লক্ষ্মন হোথা আছেন অন্য চিন্তায়ে॥
দস কৃষ্ণ মৃগ মারি আনিলা লক্ষ্মন।
কুড়া করি আইলা ছোঁহে আপন সদন॥
জোড়হাথে লক্ষ্মন বলে শ্রীরাম স্থানে।
মাংস দেখি শ্রীরাম তুষ্ঠ হইলা মনে॥
সিতাকে বলিলা মাংস করহ রন্ধন।
দেবতা পূজিয়া মাংস করিব ভক্ষন॥
রামের বোলে সিতা দেবি করিলা রন্ধন।
মধু সংজোগে মাংস খাইলা রামলক্ষ্মন॥
সেস মাংস কাককে দিলেন সুন্দরি।
লোটীঞা নিলেক এক কাক কামাচারি॥
সিতা দেবি নিবারে কাকে খায়ে মাংস।
আর সব কাক কেহো না পাইল অংস॥
সিতাকে কোপ করিঞা গেল নিজ বাসে।
ভোজন করি সিতা নিদ্রা গেলা রাম পাসে॥
তা দেখিঞা কাক আইল কোপমনে।
গাছের ডালে উড়িঞা বসিল ততক্ষনে॥

সিতার স্তন বিদারে কাক মাংস লোভি হঞা।
কোপ কন্নিঞা উঠিলা রাম স্তন দেখিঞা॥
নখাঘাত দেখিলা রাম স্তনের উপর।
সাত পাঁচ চিন্তেন রাম সিতা ফাঁফর॥
লাজে অধোমুখি হইলা জনকঝিয়ারি।
চতুর্দ্দিগে চাহেন রাম রোস বড় করি॥
কাক দেখিঞা বলেন ইহার কর্ম্ম নিশ্চয়ে।
সন্ধান পুরিঞা বান এড়েন রাম মহাশয়ে।
মন্ত্র পড়িঞা বান এড়েন সন্ধান পুরিঞা॥
ব্রহ্মার সদনে কাক গেল পলাইঞা॥
তথা না খণ্ডিল রামের বানের ভয়।
তথা হইতে কাক গেল ইন্দ্রের আলয়॥
তাহাঁ পাছু গেল শ্রীরামের বান।
তবে পালাইল কাক বরুনের স্থান॥
তথাহো না খণ্ডে রামের বানের ডর।
জমের ঠাই গেল কাক হইয়া কাতর॥
তথাহো না ঘুচে ডর সান্তাল্য পাতালে।
তথাহো দেখিঞা বান আইল রামের স্থানে॥
রামের সরন পসিল পড়িঞা রামের পায়ে
কাতর বোল বলে কাক হরিস্থ সিতায়ে॥
কাতর বোল বলে মোকে হয় কৃপাবান।
তুমি কোপ কৈলে মোকে কোথাহ নাহি স্থান॥
জে কর সে কর আমি কৈল অপ্রমাদ।
চরনে পড়িঞা বলোঁ ক্ষেম অপরাধ॥
রাম বলেন হইলে তুমি আমাএ সরন।
আমার ঠাঞি তোমার নাহিক মরন॥
কোপে বান এড়িল বের্থ নহে মোর বান।
এক অঙ্গ দিঞা রাখ আপন পরান॥
মনে গুনিঞা বলে কাক তেজিব লোচন।
এক আখিতে থাকীব সুন কমললোচন॥
এড়িলেন বান রাম কাকের বোল সুনি।
কাকের এক আখি নিল হাসে সিতা
গোসানি॥
মেলানি মাগি গেল কাক আপনার স্থান।
বনে বুলে রাম লক্ষ্মন হাথে ধনুক বান॥
এক দিগে বনে সুনি বড় উত্তরোল।
মহাসব্দ হইল জেন সাগরে কল্লোল॥
রাম বলেন লক্ষ্মন কিসের রোল সুনি।
রামের বচনে বির লড়িলা তখনি॥
পোথাথানের কথা সুনিলে সর্ব্বপাপ খণ্ডে।
হেন কবি[ত্ব] বারি হইল কিত্তিবাসতুণ্ডে॥

৩৫। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১১½×৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৪২, ৪৪-১০৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ৬—৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। হস্তাক্ষর পূর্ব্বাঞ্চলের।

আদি,—

৪২, ৪৪ পাতার অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৪৫।১ পত্রের আরম্ভ এইরূপ,—

বিনে রত্নে নাহি হএ মেদিনির দিপ্তি।
রাম বিনে অজধ্যার কি ছার বসতি॥
মুই ছার নারির বচনে হৈলু বন্দি।
বুঝিতে নারিলু মুই কার্য্যের সন্ধি॥
আর দরসন নাহি রামের সহিতি।
কহে কবি কিত্তিবাস মধুর ভারতি॥
এ বলিআ কান্দে রাজা রাম জাইতে পথে।
মহা সুখে[১] বিলাপ করয়ে দসরথে॥

নাচাড়ি। রাগ জথা॥

প্রান মর ধরাইতে না পারিল প্রানেশ্বরি॥
বনবাসে পুত্র গেল তেব প্রানি কণ্টে রৈল
পাথরে বান্ধিলু মর হিআ।

১। 'দুখে' হইবে।

মতি মর হৈল নাস পুত্রে দিলু বনবাস
এই দুক্ষে মরিমু পুড়িআ ॥ ধু ॥
হা হা রে দারুন বিধি রাম হেন গুননিধি
দিআ কেনে নিলে অকস্মাত ।
হত হৈল মর বুদ্ধি স্ত্রির বার্ক্যে হৈলু বন্দি
আচম্বিত হৈল বজ্রাঘাত ॥ ১ ॥
কি ক্ষেনে পাপিনি ঘরে কুন বিধি নৈল মরে
কেনে সত্য করিলু তাইর সনে ।
কি মর বসতি বাস জিবন মর নৈরাস
জেই ক্ষনে রাম গেলা বনে ॥ ২ ॥
কিবা হৈল মরে দিআ কেমনে ধরাইমু হিয়া
কেনে মর মতি হৈল নাস ।
মতি মর হৈল হিন বুঝিলু তাহার চিন্য
মধুরস গায় কিত্তিবাস ॥ ৪ ॥

মধ্য,—

নাচাড়ি ঝপলহরি ॥
সুন মাও দুর্ব্বাদিনি কেনে হেন কৈল্যে জানি
কেনে মর কৈলে সর্ব্বনাস ।
দসরথ হেন পিউ তাহান লইলে জিউ
রামচন্দ্র দিলে বনবাস ॥ ১ ॥
আপনা জননি হতে তাতে ভক্তি রঘুনাথে
কিবা সীতা লক্ষন তাতে ভিন্ন ।
সত্যে রাজা কৈলে বন্দি বার্য্য লইলে করি সন্ধি
দেস হনে খেদাইলে জন তিন ॥ ২ ॥
পঞ্চ সতে সত নারি তুই মৈদ্ধে পাটেস্বরি
কে তুরে না চায় তরে পাইআ ।
কি তর দারুণ মতি বদ কৈলে হেন পতি
বসীআছ তিন কুল থাইআ ॥ ৩ ॥
রাম লর্ক্ষন সীতা দসরথ হেন পিতা
বদ কৈলে এই চারিজন ।
সুন মাও চাণ্ডালিনি কেনে হেন কৈলে জানি
কুন মুখে বলিলে দারুন ॥ ৪ ॥
তর বুদ্ধিএ :: রিলে কর্ম্ম কেও নহি জানে মর্ম্ম
অপজস রাখিলে আমার ।
সংসারেত বাখান রামচন্দ্র মর প্রান
তারে তুই কৈল্যে বনাচার ॥ ৫ ॥
কসল্যা জে বড় রানি লক্ষনের জননি
তারা সে মরিবা পুত্রসোকে ।
পতি পুত্র ঘাতিনি স্ত্রি বদ কৈল্যে জানি
থাইবা তকে নরকের পুকে ॥ ৬ ॥
কিত্তিবাস কবি বলে দৈবের নিবন্দ ফলে
সুন সুন ভরথ সত্রুগন ।
অনুতাপ সব হর রাজার সংহার[১] কর
এই সব পুর্ব্ব নিবন্দন ॥ ৭ (পৃ°৭৫।১-২)

অন্ত,—

শত্রুগন আশীআ তবে রামের চরনে ।
প্রনতি ভথতি করি বন্দিল তখনে ॥
রাম রাম স্মরে বির অশ্রু হয় পাত ।
প্রনমহু রামচন্দ্র রঘুকুলনাথ ॥
শত্রুগন দেখী রাম শজলনয়ানে ।
দুই হস্থ পশারিআ তুলি লৈলা কুলে ॥
না কান্দ না কান্দ ভাই প্রানের শত্রুগন ।
স্বরির পুড়িব ভাই তুমার কারন ॥
শবের কনেষ্ট তুমী প্রান শহদর ।
ভরথ লর্ক্ষন হনে বেথিত তুমী মর ॥
জায় জায় আরে ভাই না কর বিলাপ ।
তুমার বিরহে মর হ্রিদএ বাড়ে তাপ ॥
তর্কশী আচার হইল ভরথ কুমার ।
তুমার উপরে হইল অজদ্ধার ভার ॥
পিরিতিপুর্ব্বকে জদি কহিলা বচন ।
রামের চরন বন্দি চলে শত্রুগন ॥
লর্ক্ষণ দেখীআ বির করিল প্রনাম ।
আজ্ঞা কর প্রান ভাই অজদ্ধাতে জাম ॥

১। 'সৎকার' হইবে।

লক্ষনে বলএ সুন ভাই বিরবর।
রাজাসুন্ধ হইআছে অজদ্ধানগর॥
ভরথ শত্রুগন গোহ অজদ্ধাতে জায়।
শত্রুগনে পানাই রামের লইয়া মাথাএ॥
গোহএ শ্রীরাম বান্দ চলিলা .....।
(পৃ° ১০৫।২—১০৬।১)

এই খণ্ডিত অযোধ্যাকাণ্ডের পুথিখানিতে ১৬টী ত্রিপদীর পদ আছে; তন্মধ্যে ৪৭।২ পত্রে রামদাসের, ৫২।২, ৭৮।২, ৮১।১, ৯৪।২, ৯৯।১, ১০০।২ পত্রে ভক্তদাস বা ভক্তদাস দত্তের এবং ৮৩।১ পত্রে অনন্ত আচার্য্যের ভণিতা পাওয়া যায়।

৩৬। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১২½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১,২৫,২৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। মাত্র তিনটি পাতা। সেই জন্য ইহা হইতে কিছু উদ্ধার করিলাম না।

৩৭। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৫৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ; শেষের পাতার অর্দ্ধাংশ নাই। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আদি,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি।
অথ আরন্যকাণ্ড লিক্ষতে॥
ভরথে বিদায় দিয়ে রাজিবলোচন।
চিত্রকুট পর্ব্বতে রহিলা তিন জন॥
প্রথম চোইত্র মাস বসন্ত সময়।
সুস্থ বিক্ষগনেতে নবিন পল্লবময়॥
নানা জাতি পুষ্প ফুটে গন্ধে আমোদিত।
কোকিল কুহুরে কত অলি গায় গিত॥
ভ্রমর ঝংক্কারে সব পুষ্পের উপরে।
সুগন্ধি মলয়া বাউ বনের ভিতরে॥
দেখিএ বনের সোভা হরসিতমনে।
বেহার করেন রাম জানকির সনে॥
কভু বিক্ষমুলে কভু পর্ব্বতগভরে।
কভু সন্থ মাঝে কভু সিংঙ্গের উপরে॥
কখন গাণ্ডিব হাথে লঞা রঘুনাথ।
ভ্রমন করেন ধরি জানকির হাথ॥
সন্ধাকালে বিক্ষমুলে আইল্যা দুর্ব্বাদল।
লক্ষন আনিল বনে দির্ব্ব পক্ক ফল॥
সেই ফল তিন অংস করিলা নারায়ন।
এক ভাগ দিল বোলে ধররে লক্ষন॥
হস্ত পাতি নিলা ফল জে আজ্ঞা বলিয়া।
দণ্ড চারি রহিলেন মুখ নিরখিয়া॥
খায় বলি আজ্ঞা নাই দিলেন নারায়ন।
তুনের ভিতরে ফল রাখিলা লক্ষন॥
কথো দুরে গিয়া কহেন লক্ষন ধনুকি।
খুধানলে প্রান জায় রাখ মা জানকি॥
জানকি স্বরনে তার ওদর পুরিল।
সুমিত্রাতনয় মনে আনন্দ হইল॥

মধ্য,—

বরিসা সময় হোল্য কৌসল্যাকুমার।
পক্ষ আদি কৈল সব বাসার সঞ্চার॥
কিছুমাত্র আশ্রয় না কৈলে রঘুমুনি।
শ্রীরামের আগে কহেন জনকনন্দিনি॥
জানকির বাক্য সুনি কন নারায়ন।
কুঠির বান্ধিবার জন্ত জানে কোন জন॥
রাজার তনয় আমি আছিলাম বনে[১]।
কপাল হইল ভগ্ন আইল নিজ্জনে॥
কোন জন্ত নাহি জানি জনকের ঝি।
আস্রয় জন্নে তোমারে[২] কৈলে হবে কি॥

১। 'আছিলাম ভুবনে' হইবে। ২। 'আমারে' হইবে।

শ্রীরামের বাক্যে কন জনকের ঝি।
কুঠি বান্ধিবার জন্ত আমি সিখেছি ॥
দেখিএ আইলাম জত মুনির কুঠির।
সেই মতে আশ্চর্য্য করিব রঘুবির॥
জানকির বাক্যে রামের আনন্দিত মন।
কাষ্ট আনিবারেতে চলিলা দুই জন ॥
আনিলা অপুর্ব্ব কাষ্ট শ্রীরাম ধনুকি।
কুঠির বান্ধিতে গিএ বসিলা জানকি ॥
করিলা অপুর্ব্ব কাষ্টে কুঠির নিম্মান।
দেখিএ কুঠির সোভা আনন্দিত রাম ॥
নিরক্ষিএ কুঠিরখান করেন নিরক্ষন।
জানকি জানেন জন্ত সুনহ লক্ষন ॥
লক্ষন কহেন সিতা লক্ষি অবতার।
বুদ্ধির সুধায় কি কৌসল্লাকুমার ॥

অন্ত,—

সঙ্কটে আছেন সিতা নিবেদি তোমাতে।
একক নারিবে প্রভু সিতা উদ্ধারিতে ॥
উপদেস কহি সুন রাজিবলোচন।
রিস্যমুখ পর্ব্বতে আছে সুর্জের নন্দন ॥
বালি রাজার ভাই সেই সুগিব নামেতে।
পর্ব্বতে আছএ তিহু বালির ভএতে ॥
তাহারে স্বহায় করে কোস্বল্লাকুমার।
তবে সে হইব প্রভু সিতার উদ্ধার ॥
সম্প্রতিক মিত্তুকাল উপনিত মোর।
পাদপর্দ্ম দেহ প্রভু মস্তক উপর ॥
পক্ষজাতি জ্ঞানহিন স্তুতি নাহি জানি।
আপনার গুনে কৃপা কর রঘুমুনি ॥
পুর্ব্ব পুন্ন ফল আর সিতার কৃপাতে।
বিরিঞ্চিবাঞ্চিত পদ দেখিল সাক্ষাতে ॥
জটাউর মাথে রাম দিলেন চরন।
সোকেতে হইলা রাম লোহিতলোচন ॥
অভয় চরন পর্দ্মে নেত্র স্থির হয়্যা।
জটাউ তেজিল প্রান শ্রীরাম বলিয়া ॥
সুর্জ্জ্য সম জোতি উঠে গগনমণ্ডলে।
চতুর্ভুজ হোএ গেল বৈকণ্ট নগরে ॥
আনিয়া অগোর কাষ্ট কৌসল্ল্যাকুমার।
জটাউ পক্ষের রাম করিলা সৎকার ॥
শ্চাদ্ধ কৈল্যা রাম বিবিদ বিধানে।
সোকাকুল দয়াময় জানকি বিহনে ॥
ভাই সঙ্গে করি রাম ছাড়িলা নিস্বাস।
আরন্ন্য কাণ্ডের কথা রচিল কির্ত্তিবাস ॥ * ॥
তার পর লক্ষনেরে কন রঘুবর।
জটাউ বলিল ভাই জে সব উত্তর ॥
চল ভাই লক্ষন সন্ধান করিয়া।
সুগ্রিব ভেটিব ভাই রিস্যমুখে গিয়া ॥
জে আজ্ঞা বলিয়া উঠেন সুমিত্রানন্দন।
দুই ভাই বনে বনে করিলা গমন ॥
পম্পা নদির তিরে উত্তরিলা রাম।
বিক্ষমুলে বসিলেন দুর্ব্বাদলস্যাম ॥
জলেতে কমল কত হয় বিকসিত।
নানা জাতি পক্ষ জত অলি গায় গিত ॥

(পৃ০ ৫৩।১-২)

৩৮। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫½ × ৪¾ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—২৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮—৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪০ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, ময়মনসিংহ।

আদি,—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমমিত্যাদি
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ত সুরচন।
অরণ্যকাণ্ডে সিতা দেবী হরিল রাবন ॥

সর্পনখার নাক জদি কাটীল লক্ষন।
বার্ত্তা পাইয়া হতাস হইল দসানন॥
সর্পনখা দেখি রাজা আয় সন হইল।
সিগ্রগতি পাত্র মিত্র ডাকিয়া আনিল॥
মহদর মহুপার্স আসিল সর্ত্তর।
ভিবিস্বনে আসিয়া ভেটিল লঙ্কেরশ্বর॥
অতিকায় ইন্দ্রজিত আইল দুই বির।
জার ভয়ে দেবতা গন্দর্ব্ব নহে স্তির॥
দেবান্তক নরান্তক আইল দুই জন।
কুম্ভ নিকুম্ভ আইল কুম্ভকর্ণের নন্দন॥
মাল্যবান আশীল রাক্ষস সেনাপতি।
খরের পুত্র মকরাক্ষ্য আইল সিগ্রগতি॥
পিতৃসুকে মকরাক্ষ্যের স্তির নহে মন।
সুকে তনু দহে বরি কান্দে অনুক্ষন॥
বিরভাগ মন্ত্রিভাগ জত লঙ্কাপুরে।
রাজার আজ্ঞায় সব মিলিল সর্ত্তরে॥
মন্ত্রিগন লৈয়া বৈষে রাজা দষানন।
মন্ত্রি সম্ভোদিয়া তবে বোলিল রাজন॥
রাবনে বোলোহে মন্ত্রি কহত সর্ত্তর।
কুন বোর্দ্ধি করি আমি বোল মন্ত্রিবর॥
দসরথের দুই পুত্র স্রীরাম লক্ষন।
বাপে খেদাইয়া দিছে ফিরে বনে বন॥
তপসির বেসে ফিরে ভাই দুই জন।
সর্পনখার নাক তবে কাটীল লক্ষন॥
এত অপমান আমা কেহ নাহি করে।
ভগনির দুঃক্ষ মর না শয় শ্বরিরে॥
কুলবতি নারি সবে দেখীব করিয়া।
লাজে অপমানে থাকে নাকে কাপড় দিয়া॥

মধ্য,—

আর কত দুর গেলা কমললুচন।
চক্রবাক দেখি রাম পুছিলা তখন॥
তুমি নি দেখিছ নিতে জনকনন্দিনি।
রামের বাক্য স্থান পক্ষি বোলিলেক বানি॥
জনকনন্দানী কেবা তারে নাহি জানি।
মর্ম্ম কথা বিবেচিয়া কহ পুনি সুনি॥
পক্ষির বচন সুনি বোলে চক্রপানি।
জনকনন্দিনি সিতা আমার ঘরনি॥
মৃগ মারিবারে গেলাম গ্রীহেত রাখিয়া।
আসিয়া না পাইল পুনি কৈল বিবেচিয়া॥
রামের কথায়ে পক্ষির উপহাস্ত হইল।
উপহাস্ত করি তবে কহিতে লাগিল॥
এক স্রি দুই জনে রাখিতে না পার।
স্রির উর্দ্দেসে দুই হইছ দেসান্তর॥
পক্ষিরূপে জর্ম্ম মর বিক্ষ ডালে থাকি!
একাস্বর পক্ষি আমি দুই স্রি রাখি॥
জিজ্ঞাসীলে কি বোলিবা ক্ষেত্রির সমাজ।
স্রি হারাইয়া পুছ নাহি বায লাজ॥
পক্ষির বচন সুনি কমললুচন।
মহাক্রোধ হইয়া রাম বোলিলা বচন॥
স্রি হারাইয়া আমি পুছিলাম তোমাতে।
উপহাস্ত করিতে তুমার লইলেক চিত্য॥
স্রি সঙ্গে বসীয়া আমা কর উপহাস।
স্রিগর্ব্ব রতিরস আজি হউক নাস॥
রজনিতে আহার করিবা দুই জনে।
কারে কেহ না চিনিবা আমার বচনে॥
উর্দ্দেস না পাইবা কেহ রাত্রির ভিতর।
রাত্রিতে বিছ্ছেদ হৈয়া থাকিয় অন্তর॥
রতিক্রড়া করি পক্ষি উড়িয়া আকাস।
ভুমিতে পড়িলে হৈয় রতি সঙ্গে নাস॥
সাপ পাইয়া পক্ষি তবে হইল মুসর্চিত।
রাম কম রাম কম পক্ষি বোলিল তুরিত॥
সাপ পাইআ পক্ষিবর চিন্তাজোক্ত হৈয়া।
রামেকে স্তবন করে ভুমিত পড়িয়া॥

না জানিয়া প্রভু আমী অপরাধ কৈল।
জেমত বোলিছি প্রভু তার সাস্তি হৈল॥
ভকতবৎসল প্রভু দয়ার নিধন।
পাতকি তরাইতে তুমার নাম নারায়ন॥
অপরাধ ছিল জত আমার অন্তর।
তোমা দরসনে গেল সুন গদাধর॥
পক্ষির স্তবনে রামের দয়া হৈল মনে।
পুনরপী বোলে প্রভু পক্ষিবর স্তানে॥
জে কথা বোলীছি আমী নাহিক খণ্ডন।
দ্বাপর জোগেত হইব ইহার মুচন॥
জাল দিআ ব্যাধে তুমা করিব বন্ধন।
সেহি হনে হইবেক পাপ বিমুচন॥
এহি মতে সাপ পাইয়া চক্রবাক রইল।
পুনরপী রঘোনাথ গমন করিল॥
পর্ব্বত কন্দর মাজে চাহিল বিচারী।
উদ্দেস না পাইল সিতা জনককুমারী॥
জেখানেত মহাঅরন্য দেখয়ে বিস্তর।
সেহিখানে বিচারহে দুই সুহৃদর॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ত সুরচন।
কাতর হৈয়া কান্দে কমললুচন॥

(পৃ॰ ১৭। ২-১৮।২)

সূর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন ও খর-দূষণের মৃত্যু সংবাদে রাবণের পাত্র-মিত্র লইয়া মন্ত্রণাতে পুথির আরম্ভ এবং জটায়ুর উদ্ধারে উহার সমাপ্ত। ১৩।১, ১৬।১ এবং ১৭।১ পত্রে অদ্ভুত আচার্য্যের ভণিতা আছে।

৩৯। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৬×৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—২৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৮ সাল। সম্পূর্ণ, কিন্তু কীটদষ্ট।

আদি,—

রাজ্যখণ্ড লয়ে দুঃখে রহিলেন ভরত।
রামচন্দ্র রৈলেন এথা চিত্রকুট পর্ব্বত॥
চিত্রকুট পর্ব্বতে অনেক মুনি বৈসে।
মুনির আশ্রয় হেতু রৈলেন সেই দেশে॥
মুনি সব কহেন কথা নানা বিবরণ।
বিস্ময় হইয়ে রাম ভাবেন মনে মন॥
বৃদ্ধ মুনি আনি রাম জিজ্ঞাসেন কারণ।
মুনি সব দেখি আমায় কহেন কি কথন॥
বিশেষ জিজ্ঞাসি না কহেন বিবরণ।
তথির কারণে আমার চিন্তাযুক্ত মন॥
না করিয়ে অপকর্ম্ম না করিয়ে দোষ।
তবে কেন মুনি সব আমাতে আক্রোষ॥
বৃদ্ধ মুনি হাসি তবে কহিলেন কারণ।
নিকটে রাক্ষস আছে অত্যান্ত দুর্জ্জণ॥
খর নামে রাক্ষস সেই থাকে এই স্থানে।
রাবনের ছোট ভাই সর্ব্বলোকে জানে॥
জে হইতে রাম আসেছ এ দেশে।
সে হইতে রাক্ষস অধিক আসি হিংযে॥
কুচ্ছিত রাক্ষস সব ভ্রমিছে সদায়।
ভক্ষণ করিছে মুনি জখন জারে পায়॥
তপস্যা করিতে না জাই বনান্তরে।
রাক্ষদের ভয় সদা জাগিছে অন্তরে॥
এই বণ তেজি সব জাব অন্য বন।
শূন্য বনে কেমনে থাকিবে তিন জন॥
তোমার সঙ্গেতে দেখি অপূর্ব্ব সুন্দরী।
অতয়েব রামচন্দ্র নিবেদন করি॥
মুনি সব সঙ্গে তুমি করহ গমন।
কি কার্য্য সাধিবে থাকি রাক্ষস ভবণ॥

এত বলি মুনি সব চলিলেন সত্বর।
বিধাতার নির্ব্বন্ধ রাম ভাবেন অন্তর॥
অরন্য কাণ্ডের কথা অমৃত কথন।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের অপূর্ব্ব রচন॥

মধ্য,—

জটায়ু নামেতে পক্ষি সেই বনে স্থিতি।
রাম সম্ভাষণে আইল শীঘ্রগতি॥
গরুড় নন্দন আমি জটায়ু নাম ধরি।
তোমার পিতার মিত্র পরিচয় করি।
শনির দৃষ্টেতে তার হৈল ঘোর দায়।
স্বর্গ হৈতে পতন হল প্রাণ তাহে জায়॥
শূন্য হৈতে হেরি রক্ষা কৈলাম ততক্ষন।
মিত্র বলি রাজা আমায় কৈলেন সম্ভাষণ॥
এত বলি পক্ষরাজ করিলেন প্রস্থান।
পিতার মিত্র জানি রাম করিলেন সম্মান॥

(পৃ০ ৭।১)

চেড়ী সব ডাকে রাবণ জার জেই নাম।
ধায়ে জায়ে চেড়ি সব করিল প্রণাম॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর আইল দুর্ভাষী দুর্ম্মুখা।
সীতার নাম শুনি ধায়ে আইল সুর্পনখা॥
অশ্বমুখী বজ্রবুকী আইল চিত্তক্ষমা।
ধার্ম্মীক ত্রিজটা আইল রাক্ষসী শরমা॥
ইঙ্গিত করিল রাবণ চেড়ি সবার কানে।
সীতা লয়ে রাত্রি দিন থাক অশোক বনে॥
কর্কশ বাক্য না বলিবে বাড়াবে পিরিতি।
ভালোমতে বুঝাইয়ে লবে অনুমতি॥
সীতার প্রতি জেই চেড়ি করে দুরাক্ষর।
সেই দিন আমি তায় পাঠাব যমঘর॥

(পৃ০ ২০।২-২১।১)

৪০। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫½ × ৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন১২৩৬ সাল। সম্পূর্ণ। স্বর্গীয় যশোদানন্দন প্রামাণিক মহাশয়ের সংগ্রহ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া।

আরম্ভটি ৩৯ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

মধ্য,—

অতপর রাবনের সিদ্ধ অভিলাস।
তপস্বী হইয়ে জাবে[১] সীতা দেবীর পার্শ্ব॥
চর্ম্ম পাদুকা পদে কান্ধে বান্ধে ঝুলি।
অঙ্গেতে গারুয়া বসন মাতায় শিথাচুলি॥
এক হাতে কমণ্ডল ছত্র আর হাতে।
তপস্বীর রূপে বেদ্ধ পড়িতে পড়িতে॥
ঘরে বসে আছেন তখন সীতা তো সুন্দরী।
সীতার রূপ দেখি রাবন আপনা পাসরি॥
রাবন বলে কন্যা কার কার প্রিয়তমা।
মনুষ্যের মূর্ত্তি দেখি কাঞ্চনপ্রতিমা॥
সুবলিত দুই স্তন শোভা করে হারে।
উত্তম পীত বস্ত্র শোভিত শরীরে॥
মুখ চন্দ্রিমা কিবা সুঠাম গড়ন।
ত্রিভুবন জিনি মুর্ত্তি সহাস্য বদন॥
শতদল ভাবি ভ্রমর ভ্রমে ঘনে ঘন।
মুকুতার পঁক্তি কিবা শোভিচে শ্রবণ[২]॥
রামরম্ভা জিনি তোমার কিবা উরুদ্বয়।
বনে কেনে একাকিনি কহিবে আমায়॥
বিষম কানন সব সিংহ ব্যাঘ্র বৈসে।
অবোলা হইয়ে আছ কেমন সাহসে॥

(পৃ০ ১৫।২)

১। 'জায়ে' হইবে। ২। 'দশন' হইবে।

রাবনের কোলে সীতা বলিলেন বচন।
তব মুখে বার্ত্তা পাইবেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
ব্যর্থ কভু নহে রাম সীতার বচন।
এখনি হইবে রাম আমার মরণ॥
রাম বলেন শুনহ জটায়ু পক্ষরাজ।
তুমি স্বর্গে গেলে আমি পাব বড় লাজ॥
আমার পিতার সহ হবে দরশন।
পিতারে না কবে সীতা লৈলেক রাবন॥
শুনিয়ে করিবেন পিতা আমায় তিরস্কার।
হেন পুত্র কেমনে রাখিবে রাজ্যভার॥
রাম রূপ হেরি পক্ষ তেজিল জীবণ।
পক্ষের কারণে প্রভু করেন ক্রন্দন॥

(পৃ০ ১৯।২)

৪১। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১২, ১৪-৪৯। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪২ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ, সীতা সহ রামের বন-বিহার প্রভৃতি অংশ ৩৭ সংখ্যক পুথির অনুরূপ। জয়ন্ত কাকের বিবরণটি উভয় পুথিতেই প্রায় একরূপ।

য়রূন উদয় হইল রজনি প্রভাত।
য়লস তেজিয়া গা তুলিলা রোঘুনাথ॥
সান সন্ধ্যা করেন রাম তমসার জলে।
পুনরূপি য়াইলা রাম বটবিক্ষতলে॥
জনকনন্দি[নি গেলা] করিবারে স্থান।
বিক্ষমুলে রহিল টাকুর লক্ষন॥
নামিলা জনকসুতা তমসার জলে।
য়ঙ্গের মার্জ্জনা সিতা করেন কুতুহলে॥
পড়েছে য়ঙ্গের বস্ত সলিল পাইয়া।
জয়ন্ত নামেতে কাক ছিলা বিক্ষেতে বসিয়া॥
সিতার স্থন দেখি তার ভম হইলা মন।
ফল ভমে আসিয়া বিস্তারি বদন॥
মুচ্ছিত হইলা মাতা জনকনন্দিনি।
রূধিরে ভিজিল য়ঙ্গ কান্দেন দুখিনি॥
কান্দিতে কান্দিতে সিতা করিলা গমন।
রামের নিকটে মাতা দিলা দরসন॥
কে করিল এমন জিজ্ঞাসে রোঘূনাথ।
সিতা কহে দুষ্ট কাক কৈল নখাঘা৩॥
বাঁম হস্তে ধনু ধরি উঠিলা তখন।
বান পতি কহিছেন রাজিবলোচন॥
সিরাম কহেন সুন ঔসিক নামে বান।
জেই স্থানে পাবে তার বধিবে পরান॥

ইত্যাদি—(পৃ০ ২।২)

কোন কোন পুথিতে কাকের বিবরণটি অযোধ্যাকাণ্ডের শেষে আছে এবং উহা অন্যরূপ। ৩৪ সংখ্যক পুথি দ্রষ্টব্য।

মধ্য,—

হেথা রাম জানকী সনে বসি পঞ্চবটির বনে
কুসাসন উপরে রোঘুবর।
সীতা কহেন জোড়পানি যুন প্রভু রোঘুমনি
আজি কেন কান্দিছে অন্তর॥
জে দিশে ফিরাই আঁখি সব অমঙ্গল দেখি
দস দিগ দেখি অন্দকার।
কেন প্রভু নারায়ন মন করে উচাটন
চিত্র স্থির না হল্য আমার॥
হেন মোর হয় মনে সারা দিন তুয়া পানে
চায়্যা থাকি না পালটি আঁখি।

নাচিছে দক্ষিন উরু স্ফন্দন করিছে ভুরু
কেনে হয় শ্রীরাম ধনুকি ॥
আজি রাত্রের সপ্নের বানি সুন প্রভু রোঘুমনি
নিবেদিএ তোমার চরনে।
জেন তুয়া সঙ্গ ছেড়্যা গেছি সিন্ধু পার হয়্যা
আছি এক সনায় ভুবনে ॥
সপ্ন দেখি সেই হতে প্রবধ না মানে চিতে
কান্দি কান্দি উঠএ জিবন।
মনে বড় ভয় আছে সঙ্গ ছাড়া হই পাছে
তেঞি মন করিছে এমন ॥
জনম অবধি দুখ কখন নাহিথ সুখ
অধিক কপাল মোর মন্দ।
দাসির বচন রেখ্য নঙন নিকটে থাক্য
দয়া না ছাড়িহ রামচন্দ্র ॥
আমারে বিভাহ করি হৈলে প্রভু জটাধারি
এই সব্দ হৈল অজুধ্যাতে।
প্রবেস করিলা বনে বিবাদ রাক্ষস সনে
আর কিবা আছএ ভাগ্যেতে ॥
বুনিঞা সিতা বানি কহিছেন রোঘুমনি
সুন সুন জনক ঝিআরি।
দুই ভাই য়াছি সাঁথে কানুক লইয়া হাথে
ভয় কিসের বুঝিতে না পারি।
চিত্র কেন নহে স্থির কহিছেন রঘুবীর
সুন শিতা তাহার বিধান।
বহুদিন আইল্যাম বনে বুঝি অজর্দ্ধা পড়েছে মনে
তেঞি হেন করিছে পরান ॥
ঘুচিল যে যব ক্লেষ বনবাশ হইল শেষ
শিতাকে প্রবোধেন রঘুবির।
হোথা চাপিআ পুষ্পকরথে মারিচে করিআ শাঁথে
হেন কালে আইল দশশির ॥
কুটির নিকটে গীআ বিক্ষ আড়ে দাণ্ডাইআ
রাম পানে ফীরাঅ নয়ন।
দেখে বসে রাম মৃগচামে জানকি লঞিআ বামে
বিস্মিত হইল দষানন ॥
লক্ষন কিঞ্চিত দুরে ধনুকে নিজুক্ত খরে
বশে জেন শিংহের শমান।
তাহা দেখি লঙ্কেশ্বর ভয় পাএ অন্তর
পেছবাতে মুদিআ নআন ॥
জুক্তি স্থির করে চিত্তে কিরূপে হরিব শীতা
মনে বড় পাইল তরাষ।
মারিচের পানে হেরি কহিছে প্রবন্ধ করি
রচিলা পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস ॥

(পৃ০ ৩১।২-৩২।১)

উদ্ধৃত ত্রিপদীটি ৩৭ সংখ্যক পুথিতেও আছে।

তৃষ্টাজুক্ত রামচন্দ্র হইয়া ব্যাকুল।
বৃক্ষমুলে বসিলেন হইয়া আকুল ॥
হেদেরে লক্ষন ভাই সুনহ বচন।
নির দিয়া প্রান রাখ গোউরবরন ॥
ভাঙ্গিয়া তরুর ডাল লক্ষন নিল হাথে।
মন্দ মন্দ বাউ করেন প্রভূ রোঘুনাথে ॥
শ্রীরাম কহেন ভাই সুনরে লক্ষন।
জল দিয়া প্রান রাখ সুমিত্রানন্দন ॥
লক্ষন রামের আগে জুড়ি দুটি হাথ।
নির আনিবারে জাই তৃদসের নাথ ॥
দ্রুত নির লয়্যা আইস কহেন নারায়ন।
জে আজ্ঞা বলিয়া চলেন ঠাকুর লক্ষন ॥
জল অন্যাসন করি চল্যাছে লক্ষন।
পর্ব্বত উপরে জল করেন নিরক্ষন ॥
নির দেখি হরসিত সুমিত্রা সন্তান।
বৃক্ষপত্র তুলি য়াধার করিলা নিস্মান ॥
পত্রে নির নঞিলেন সুমিত্রানন্দন।
বিক্ষ হইতে মৎসরঙ্গ করে নিরক্ষন ॥

মচ্ছ্যরঙ্গ পক্ষ তখন দেখিয়া লক্ষনে।
এই জল খাওাইবেন প্রভু নারায়নে॥
জটাউর নাল এই না হয় সলিলে।
অনেক য়পরাধ হবে ইহা না কহিলে॥
এত ভাবি মচ্ছ্যরঙ্গ গমন করিল।
আপনার মুখে করি আধার ছিড়্যা দিল॥
দেখিয়া লক্ষন বির কান্দিতে লাগিল।
বিধাতার কর্ম্মে পক্ষে আধার ছিড়িল॥
দেখিয়া লক্ষন বিরের ঝুরে দুনয়ান।
পুনর্ব্বার পত্র আধার করিলা নির্ম্মান॥
আধার করিয়া পুন জল হস্তে নিল।
পুনরায় মচ্ছারঙ্গ আধার ছেড়্যা দিল॥
তাহা দেখি লক্ষনের ধারা দুনয়ানে।
পক্ষ হয়্যা দুষ্‌খ দেই বিধির ঘটনে॥
রামের তরে নির নিলাম যুন দুরাচার।
বারে বারে য়াধার ছিণ্ড এ কোন বিচার॥
তবে রামের অনুজ নাম ধরিএ লক্ষন।
এক বানে লব তোমায় সমনভুবন॥
ধনুকে জুড়িলা বান সুমিত্রাসন্তান।
তাহা দেখি মোচ্ছ্যরঙ্গের উড়িল পরান॥
বিক্ষ হইতে লক্ষনের সম্মুখে দাণ্ডাল্য।
কৃতাঞ্জলি হয়ে পক্ষ কহিতে লাগিল॥
এত ক্রোধ খুদ্র পতি হইল তোমার।
অতএব জানিলাম নিধন আমার॥
দোস গুন বিচারহ সুমিত্রাসন্তান।
বিচার করিয়া তবে নিক্ষেপিবে বান॥
সয়ং ভগবান তিনি রাজিবলোচন।
পক্ষের লাল তিনি কেন করিব ভক্ষন॥
নির দেখাইএ য়ামি সুমিত্রাকোঙর।
সেই জল লঞা জায় রামের গোচর॥
সুনিঞা লক্ষন বির সান্ত হইলা মনে।
মৎস্যরঙ্গ জল দেখায় সুমিত্রানন্দনে॥
দি। সরোবরে পক্ষ জল দেখাইল।
পত্র য়াধার করি জল লক্ষন নিঞেন॥
জল নঞা দ্রুতগতি চলিল লক্ষন।
সঙ্গে সঙ্গে মৎস্যরঙ্গ করিল গমন॥
দুরে হৈতে জিজ্ঞাসা করেন নারায়ন।
এতেক বিলম্ব কেন প্রানের লক্ষন॥
সুনিঞা লক্ষন বির জুড়ে দুটি কর।
আধার ছিড়্যা দিল পক্ষ সুন রোঘুবর॥
আগে জল রামচন্দ্র করহ ভক্ষন।
তবে সব বাক্য পিছে করিব নিবেদন॥
জল নঞা রামচন্দ্র করিলা ভক্ষন।
লক্ষনে ডাকিয়া রাম করেন জিজ্ঞাসন॥
তাহা শুনি পক্ষরাজ সম্মুখে দাণ্ডাল্য।
কৃতাঞ্জলি হয়া পক্ষ কহিতে লাগিল॥
মোর অপ্‌রাধ ওহে সুন রোঘুবর।
পক্ষের নাল নঞাছিলেন সুমিত্রাকোঙর॥
সয়ং ভগবান তুমি জিবের জিবন।
পক্ষনাল খাবে তুমি রাজিবলোচন॥
নয়ানে দেখেছি আমি জটাউ সংবাদ।
অতএব য়াধার ছিণ্ডি এই য়পরাধ॥
লক্ষনের পত্র আধার ছিণ্ডিয়াছি আমি।
এই য়পরাধ মোর সুন রোঘুমনি॥
আশ্বাসিয়া রামচন্দ্র কহে পক্ষবরে।
নালের কথা কহ দেখি আমার গোচরে॥
রাম আগে পক্ষরাজ করে নিবেদন।
সিতা নয়্যা জেত্যেছিল লঙ্কার রাবন॥
পথ মর্দ্ধে পক্ষ সনে সংগ্রাম বাজিল।
রাবনের রথখান জটাউ গিলিল॥ ইত্যাদি

(পৃ° ৪৪।২-৪৫।২)

৪২। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-২, ৪-২৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১-১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৪ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান। আদি,—

দুই কাণ্ড পুথি গাইলাম রামায়ন ভিতর।
ত্রিতিয়াতে অরন্যাকাণ্ড যুনিতে সুন্দর॥
অমৃত সঞা[ন ?] জেন খায় ভাণ্ডে ভাণ্ডে।
তাহা চাহিতে সুনিতে লাগে অরণ্যাকাণ্ডে॥
ভরথ সত্রুঘন রহিল নিজ দেসে।
রাম লক্ষ্মন সিতা বনেতে প্রবেসে॥
একদিন পুষ্প তুলিতে গেলেন জানকি।
অবিচারা বানরা এস্যা মারিল ভাবকি॥
ভয় পাইয়া তবে সিতা দেবি চলে।
করুনা করিয়া পড়ে রামচন্দ্রের কোলে॥
রাম বলেন প্রানের সিতা সুনহ বচন।
করুনা করিয়া আইলা কিসের কারন॥
করুনা করিয়া তবে বলেন জানকি।
এই অবিচারা বানর মোরে মেয়্যাছি ভাবকি॥
এই কথা জেই মাত্র সিতা দেবি বলে।
অগ্নি ঘৃত দিবামাত্র রামচন্দ্র জলে॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া বলেন গদাধরে।
সিতারে কাড়িলি বা মরিবার তরে॥
এ কথা যুনিয়া তবে অবিচারা চলে।
রামের নিকটে জায়্যা করিছে সিওলে (?)॥
অবিচারা বলেন সুনহ রঘুমুনি।
সিতা লক্ষ্মি বলিয়া আমরা না জানি॥
অপরাধ ক্ষেমা কর যুন গদাধরে।
এই নিবেদন করি তোমার গোচরে॥
এ কথা যুনিয়া তবে হাসেন গদাধরে।
নিচিন্দা থাকগা এই বনের ভিতরে।
অবিচারা বলে তবে যুনহ গোসাঞি।
আমরা থাকিতে তোমার সিতার ভয় নাই॥
বিদায় হইয়া তবে বানোরের গমন।
সেই বনের মুনি লয়্যা সুন বিবরন॥

ইহার পর বিরাধ-বধ, ফল্গুতীরে দশরথ কর্ত্তৃক সীতা-প্রদত্ত বালুকার পিণ্ড গ্রহণ ও রামচন্দ্রের বনান্তরে ভ্রমণ বর্ণিত হইয়াছে। ৩৮ ও ৪১ সংখ্যক পুথিতে যথাক্রমে চক্রবাক ও মৎস্যরঙ্গ পক্ষীর উপাখ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে। আলোচ্য পুথিতে বক, চক্রবাক ও মৎস্যরঙ্গের বিবরণ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে পাওয়া যায়।

অন্ত,—

বনেতে প্রবেস করেন দুই সহদরে।
জেয়্যা উপস্থিত হইল জয়মুনির ঘরে॥
……জানিলেন তবে জয়মুনি বরে।
জার লাগীয়া তপস্যা করি তিনি এল্যান ঘরে॥
গলায় বাকল দিয়্যা রামচন্দ্র চলে।
লুটিয়া পড়িল গীয়া মুনির পদতলে॥
জাইয়া জে মুনিরাজ রাম করেন কোলে।
কত সত চুম্ব দেন বদনকমলে॥
জজ্ঞ অবসেসে ফল দিলেন তপধন।
ভক্ষন করিলেন আপনে নারায়ন॥
মুনির ঘরেতে রহিলেন শ্রীরাম।
বিশ্রাম করেন তবে দুর্ব্বাদলস্যাম॥
বালিমিক বন্দিয়া গান কিত্তিবাস গায়।
অরন্যাকাণ্ড পুথি হইল এত দুরে সায়॥
কিত্তিবাসের পুথি অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সম্পুর্ণ হইল অরন্যাকাণ্ড॥
ইতি অরন্যাকাণ্ড পুথি সমাপ্ত হইল॥

৪৩। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৪½ + ৪৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-২২। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৬-১৭ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ। ১ম ও শেষ পৃষ্ঠা কীটদষ্ট।

আরম্ভ ৩৭ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

মধ্য,—

তিন রাত্র বারানসে করিএ বিস্রাম।
চলিলা গঙ্গার পথে দুর্ব্বাদলস্যাম॥
কুন্তলে জটার দাম দক্ষিন কপালে।
বেষ্টিত হইলা তাহে কুসুমলতাজালে॥
নিল পদ্ম জিনি রামের সুকমল তনু।
দক্ষিনে বিচিত্র সর বামে দির্ব্ব্য ধনু॥
পরিধান বৃক্ষছাল ফলমুল আহার।
দুর্ব্বাদলস্যাম মুর্ত্তি অতি চমৎকার॥
নবজলধর রাম অঙ্গ অনুপাম।
রবির কিরনে তাহে ঘন বহে ঘাম॥
অরুন কমল পাএ কুসাঙ্কুর ফুটে।
পরিপুর্ন্ন করি তুন বান্ধিআছেন পিঠে॥
শ্রীরামের বেস দেখি জনককুমারি।
দুই নেত্রে বহে ধারা নিবারিতে নারি॥
ধিক ধিক বিধি তব এমন বিচার।
রাম বনগামি ভরথেরে রাজ্যভার॥
এই রামচন্দ্র দসরথের তনয়।
ইহারে এমত তব উপজুক্ত নয়॥
ভুবনে পুজিত দসরথ মহিপাল।
গ্রহরাজ জিনি জেবা ভুঞ্জে ঠাকুরাল॥
পৃথিবিতে জত জত আছএ ভুপতি।
জাহার আশ্রমে[১] আসি করে নিতি নিতি॥

হেন রাজপুত্র রাম কৌসল্যাকুমার।
এমন কঠিন দসা করিলে ইহার॥
এত দিনে কৈকৈইর পুর্ন্ন অভিলাস।
রাজ্য ধন লএ রামে দিল বনবাস॥
এত বলি কান্দে সিতা করি হায় হায়।
করিল এমন দসা ভরথের মায়॥
এতেক অক্ষেমা করি জনককুমারি।
দুই নেত্রে বহে ধারা নিবারিতে নারি॥
এইরূপে জান তিনে অঘোর কাননে।
গাণ্ডার মহিস সিংহ দেখেন নির্জ্জনে॥
লোহে পরিপুর্ন্ন নেত্র জানকির অতি।
ঘোর অন্ধকার বন পথ নাই তথি॥
শ্রীরাম বলেন কর পথের সোধন।
অতি ভয়ঙ্কর এই দেখিএ কানন॥
রাম আজ্ঞা পাইএ লক্ষন ধনুর্দ্ধর।
পথ উর্দ্ধারিলা বির এড়ি দির্ব্ব সর॥
হেথা সে রবির তাপে জনককুমারি।
ঘামে তোল ভোল[১] অঙ্গ সম্বরিতে নারি॥
মুনিকে অধিক অঙ্গ অতি সুকমল।
প্রচণ্ড রবির তাপে হএছে বিকল॥
সুকমল পাদপদ্মে পড়িছে রুধিরে।
চলিতে না পারি লক্ষন গোচর প্রভুরে॥
সিতারে প্রবোধ বাক্য কহেন লক্ষনে।
হের দেখ জানকি বসিব ঐথানে॥
এত সুনি লক্ষনের মোধর বচন।
ধিরে ধিরে পদ দুই করিলা গমন॥
লক্ষন কহেন প্রভু বৈস এই স্থানে।
ফুটীল সিতার পদ পথের পাসানে॥
সিরিস কুসুম অঙ্গে কিরন না সয়।
বিধি পৃতিকুল আছে আর কিবা হয়॥

১। 'অশ্রয়' বা 'আশ্রয়ে' হইবে বোধ হয়।

১। 'তোল বোল' হইবে; অর্থ আপ্লুত, স্নাত।

লক্ষনের বচন সুনিআ রঘুনাথে।
ক্রোদণ্ড হেলন দিএ দাণ্ডাইলা পথে ॥
সিতার রোদন দেখি কমললোচন।
রামের নঅনের জল না জাএ ধরন ॥
তোমারে কহিলাম সিতা চিত্রকুট পর্ব্বতে।
ফিরে ঘরে জায় তুমি ভরথের সাথে ॥
না সুনিআ বাক্য মোর সঙ্গেতে আইলে।
আর কত দুষ্‌খ বিধি লেখিল কপালে ॥
অতেব বদন তব হইল মলিন।
বিরূপ দেখিএ জেন সিসিরে নলিন ॥
চলিতে না চলে তব চরনকমল।
চলিতে হইল জেন পদ্ম উতপল ॥
কনক চম্পক চারু চরনকমলে।
রঙ্গিম হইল জেন মাখিল হিঙ্গুলে ॥
তাহাতে ঘর্ম্মের জলে ভিজিল বসন।
গয়াভূমি কত দুরে কহ সর্ব্বক্ষন ॥
এতেক নিষ্ঠুর বাক্য সুনিআ জানকি।
ধিরে ধিরে জান মাতা মনে বড় দুখি ॥
মনে দুষ্‌খ ভাবি রাম বাস বিক্ষমুলে।
দুই ধারা বহে রামের নঅনকমলে ॥
শ্রম নিবারনে বৈসেন কমলনআন।
মনেতে বিওগি প্রভু করিলা বিস্রাম ॥
দেখিয়া সিতার শ্রম সুমিত্রানন্দন।
জানকির অঙ্গে বাউ দেন ঘনে ঘন ॥
নবিন পল্লব ডাল বাউ দেন অঙ্গ।
শ্রম নিবারিএ সিতা উঠিলা তরঙ্গে ॥
শ্রম দুর গেল সিতা আনন্দ উল্লাষ।
আরন্যকাণ্ডের কথা রচেন কির্ত্তিবাস ॥

(পৃঃ ৪।২-৫।১)

অন্ত,—

তার পর লক্ষনেরে কন রঘুবর।
জটাউ বলিল ভাই জে সব উর্ত্তর ॥

চল ভাই লক্ষন সন্ধান করিয়া।
সুগ্রিব ভেটীব ভাই ঋস্যমুখে গিয়া ॥
জে আজ্ঞা বলিয়া উঠেন সুমিত্রানন্দন।
দুই ভাই বনে বনে করিলা গমন ॥
পম্পানদির তিরে উর্ত্তরিলা রাম।
বৃক্ষমুলে বসিলেন দুর্ব্বাদলস্যাম ॥
জলেতে কমল কত হয় বিকসিত।
নানা জাতি পক্ষগন অলি গায় গিত ॥
ডাহুকা ডাহুকি কত খঞ্জনা খঞ্জন।
গন্ধ লয়্যা মন্দ মন্দ বহিছে পবন ॥
চাহিল্যা জানকিনাথ কমলের পানে।
জানকির মুখপদ্ম পড়্যে গেল মনে ॥
কমল দেখিএ রাম করেন রোদন।
চন্দ্রমুখি কোথা গেল প্রানের লক্ষন ॥
আর মোর হেন ভাগ্য কত দিনে হব।
জানকির মুখপদ্ম নঅনে দেখিব ॥
প্রবোধ করেন রামে সুমিত্রাকুমার।
সুন প্রভু রামচন্দ্র বচন আমার ॥
বসিয়া রোদনে রাম কিবা হবে ফল।
গা তুলহ জাত্রা কর প্রভু দুর্ব্বাদল ॥
অনুমানে বুঝি এই ঋস্যমুখগিার।
ইহাতে সুগ্রিব আছে দেখা গিএ করি ॥
ইহা সুনি হাথেতে লইয়া ধনুসর।
উঠিলেন রামচন্দ্র পর্ব্বত উপর ॥
সুগ্রিব বসিএ ছিল পাত্র [চারি সনে]।
[সসঙ্কিত] হৈল দেখি শ্রীরাম লক্ষনে ॥
ভঙ্গ দিয়া উঠে গিয়া সৃঙ্গের উপরে।
নিরক্ষন করিতেছে দুই সহোদরে ॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম সুভক্ষন।
আরন্য কাণ্ডের কথা [করিল] রচন ॥

৪৪। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৪৩/৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-২, ৫-১৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আদি,—

ফগ্‌গ পার হইয়া চলিলে [ন] তিন জন।
বোনবাস বঞ্চেন রাম মুনির আশ্রম॥
ভ্রমন করেন রাম মুনির আশ্রমে।
দেখিয়া রামের গুন তুষ্ট মুনিগনে॥
মুনিপত্নি সঙ্গে সিতা থাকেন হরিষে।
মুনিপত্নিগন তখন সিতারে জিজ্ঞাসে॥
মুনিপত্নিগন বলেন সুন দেবি সিতা।
কাহার বহুয়ারি তুমি কাহার দুহিতা॥
রঘুনাথ বিভা তোমায় করিল কেমনে।
বোনবাসে আইলা তুমি কিসের কারনে॥
সিতা বলেন জনক পিতা মাতা তো পিথিবি।
দসরথের বহু আমি রামের মহাদেবি॥
রাজ্য সমেতে গিয়া জনক ঋসির সম্বাদে।
চারি পুত্র বিভা কৈল পরম সানন্দে॥
ভৃগুরাম নামে ক্ষেত্রি জানেত সংসারে।
নিরাহার তপকরে আরাধি সঙ্করে॥
তুষ্ট হইয়া সিব তাকে দিল সরাসন।
গাণ্ডিব লইয়া জেনে ই তিন ভুবন॥
তবে কতো দিনে আইলে মিথিলা নগরে।
জনকের ঘরে আসি দেখিল আমারে॥
আমার পিতাকে সেই জিজ্ঞাসে কারন।
তোমার কন্যার করিব আমি পানিগ্রহন॥
সুনিঞা আমার বাপ দিলা অনুমতি।
শিষু দেখি বিভা না করিল ভৃগুপতি॥
ভৃগুরাম বলে আমি জাই তপোবোনে।
বিভার জুগ্য কন্যা হইলে করিবো গ্রহনে॥
জনক বলেন তুমি তপে কৈলে মন।
কতো দিন রাখিব কন্যা করি নিবেদন॥
অজয় ধনুক তবে দিলা ভৃগুরাম।
ধনুক ভাঙ্গিবে জেই তারে দিবে দান॥
এত বল্যা তপস্যায় গেলা ভৃগুপতি।
অনেক দিন আছিলাম বাপের বসতি॥
কতো দিনে জনক রাজা আনিল দসরথে।
রাজ্যখণ্ড আইল রাজা চারিপুত্র সাথে॥
হরের ধনুক তবে ভাঙ্গিলা শ্রীরাম।
ক্ষুসি হইয়া পিতা আমার মোরে কৈল দান॥
উমিলা করিলা বিভা দেওর লক্ষন।
শ্রীরাম করিল আমায় পানিগ্রহন॥
কুশধ্বজ খুড়ার ছিল দুই নন্দিনি।
ভরথ সত্রুঘন কৈল বিভা পরমকামিনি॥
চারি পুত্র বধূ লইয়া সযুর আইল গ্রামে।
এইমতে মিলিলা মোরে ঠাকুর শ্রীরামে॥

মধ্য,—

রাত্রি প্রভাত হইল অতি বিহন বেলে।
স্নান করিতে গেলা রাম গে দাবরির কুলে॥
লক্ষন বির মাথে কৈল পানির কলসি।
স্নান কার আইল তবে সিতাত রূপসি॥
সরৎকাল গেল আইল হেমণ্ড প্রেবেস।
পঞ্চবটে রহেন রাম ছাড়িয়া নিজ দেস॥
চারি মাস উত্তর দিগে সিত বাতাষ বহে।
নূতন ফল এখন সর্ব্বলোকে খাএ॥
শুরস নারিঙ্গ ফল ষুমধুর পানে।
দেবলোক পিতিরিলোক তুষ্ট হয় দানে॥
উত্তর বাতাস বহে সিতল নদির পানি।
চন্দ্র উদয় করে জেন ধবল রজনি॥
পোন্নিমার চন্দ্র করে সংসার উজ্জ্বল।

(পৃঃ ১১।২)

৪৫। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

(গয়ায় পিণ্ডদান পালা)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ = ৪৯ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬৩ সাল। অসম্পূর্ণ ও কীটদষ্ট। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান। প্রথম পত্রের মাথায় ১২৫৭ সাল লেখা আছে।

নমস্কার শ্লোকের পরে কবিশেখরের ভণিতা যুক্ত একটী ত্রিপদী; তাহার পর পালা আরম্ভ হইয়াছে। শেষের পাতাখানি জোড়া দেওয়া।

৪৬। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

(গয়ায় পিণ্ডদান পালা)

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৪৯ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬৫ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি শ্লোক।

রাম বলেন দুষখু পাইলু লংঘি সভার বচন।
আমা নিতে ভাই বহু করিলা জতন॥
চিত্রকুট ছাড়িয়া চলিল তিন জন।
গয়াভূমে গিয়া রাম দিলা দরসন॥
বোনে বোনে ভ্রমন করিয়া তিন জন।
আচম্বিতে গয়াভূমে দিলা দরসন॥
রাম বলেন সিতা তুমি থাক য়েইখানে।
সামিগ্রি কিনিতে মোরা জাই দুই জনে॥
পিতাকে পিণ্ড দিব ফাল্গু নদির তিরে।
এইহাতে পিণ্ড দিলে রাজা জাবেন স্বর্গপুরে॥
সিতা বলে ষুন প্রভু করি নিবেদন।
পূর্ব্বকথা কহ প্রভু ষুনিয়ে কারন॥
কি নিমির্ত্তে গয়াভুম হইল এখানে।
ইহাতে পিণ্ড দিলে জায় বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
রাম বলেন ষুন সিতা আমার বচন।
পুর্ব্বকথা কহি আমি তাহে দেহো মোন॥
পূর্ব্বেতে এখানে নাম ছিলা গয়াসুরে।
অনেক রোন তার সঙ্গে কৈল পুরন্দরে॥
গয়াসুর নাম তার এইখানে ছিল।
ব্রহ্মাদি করিয়া সব দেবতা জিনিল॥
সত্য জুগে গয়াসুর রাজা পিথিবিতে ছিল।
নানা পুন্যজজ্ঞ করি স্বর্গির তেজিল॥
অস্বমেধ আদি করি নানা যজ্ঞ করে।
তাহার স্বরির হৈইলা অক্ষয় কলেবরে॥
প্রলয় স্বর্গির তার কাহাকে না মানে।
স্বরির সাধিয়া সেহ জিনল মরনে॥
মহা প্রতাপ তার কাহাকে না মানে।
একে একে জিনিল সকল দেবগনে॥
অষুর ভয়ে দেবগন রহিতে না পারে।
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া সভে স্তব করে॥
অষুর ভয়েতে গোসাঞী নাহি অব্যাহতি।
এই বার রক্ষা কর ষুন প্রজাপতি॥
সকল দেবতাগণের প্রভু দেখিয়া কাকুতি।
আপনি আইলা প্রভু লয়্যা পষুপতি॥
অনেক রোন কৈল তেঁহ গয়াসুর সনে।
তবু তো জিনিতে নারে ব্রহ্মা তিলোচনে॥
ব্রহ্মা [বলে] অষুর তুমি বড় বলবান।
তোমার সোমান কেহ নাহি পুন্যবান॥
ব্রহ্মা বলে গয়াষুর ষুনহ বচন।
তোমার উপর জজ্ঞ করিব এখন॥
ব্রহ্মার কথা ষুনিআ বলিছে গয়াষুরে।
জজ্ঞ করহ দ্বোহে আমার উপরে।

আমার উপর জজ্ঞ কর দুই জন।
তথাপি উহাতে মোর না হবে মরন॥
চিত হয়া গয়াসুর পড়িল সেথানে॥
জজ্ঞ করিতে বসিল ব্রম্ম্যা তিনলোচনে।
পিাথবিতে পাথর পর্ব্বত জত ছিল॥
গয়াষুরের উপরে সকল চাপাইল।
জজ্ঞ সয্য আনিয়া দেয় সব দেবগনে।
জজ্ঞ করিতে বসিলেন ব্রম্মা তিলোচনে॥
সকল দেবগনে পেয়্যা ব্রম্মা মহেশ্বর।
সভে একমন হয়্যা হৈলা বিস্বম্ভর॥
বিস্বম্ভর মুত্তি হয়া গয়াষুর উপরে।
সব দেবগন লয়্যা বসিলা পুরন্দরে॥
অগ্নি জালি জজ্ঞ করে ব্রম্মা তিনয়ান।
সিতল হয়্যা অগ্নি উঠে মুত্তিমান॥
অগ্নি মধ্যে ঘৃত ঢালি কলসি কলসি।
মুত্তমান হয়্যা ব্রম্মা জলে রাসি রাসি॥
অসুর উপরে জজ্ঞ.....জে করিল।
তথা অষুর তিলেক ভয় না করিল॥
সভে বলে গয়াষুর ইবে সে মরিল।
জজ্ঞ সাঙ্গ করি ফোটা কপালে পরিল॥
গয়াষুর বলে এই জজ্ঞ সাঙ্গ হৈল।
গা ঝাড়া দিএ বির তখনি উঠিল॥
গাচ পাথর পর্ব্বত পড়িল কত দুরে।
দেখি সব দেবগন হইলা ফাফরে॥
গয়াষুর বলে ষুন সকল দেবগন।
তোমাদের হাতে মোর না হবে মরন॥
এতেক ষুনিয়া দেবগনে লাগে ত্রাস।
অরন্য কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কিত্তিবাস॥

৪৭। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪৯ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২৯। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২২৪ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আদি,—

আরন্যকাণ্ডে সীতা চুরি করিল রাবন।
সীতা খুজি বেড়ান রাম ভাই দুই জন॥
যেমতে হইল হনুমান শঙ্গে দেখা।
কিস্কিন্ধাকাণ্ড সুন জাথে সুগ্রীবসনে শখা॥
শ্রীরামচারত্র সুন অমৃতের ভাণ্ড।
অবধানে সুন সভে কিস্কিন্ধা জে কাণ্ড॥
কিস্কিন্ধাকাণ্ড সুনিলে রামের পাই বর।
ঋস্যমুখে উঠেন রাম দুই সহোদর॥
দুই ভাই উঠিলেন পর্ব্বত উপরে।
তাহা দেখিয়া ভয় পাইল পঞ্চ জে বানরে॥
সুগ্রীব কহে হনুমান দেখ দুই ধনুকি।
এই স্থান ছাড়ি আস্য অন্য স্থানে থাকি॥
তপস্বীর বেস দুহাঁর দেখিতে সুন্দর।
আমারে বধিতে পাঠায় বালি জে বানর॥
মহাবুদ্ধি বানররাজা নানা যুক্তি ধরে।
আমারে বধিতে পাঠায় দুই তপস্বিরে॥
সুগ্রীবের বোলে ভয় পাইল বানরে।
লাফ দিয়া উঠে উচ্য বৃক্ষের উপরে॥
কোন বৃক্ষ সহিতে নারে বানরের ভার।
ফল ফুলে বৃক্ষ সব ভাঙ্গিছে আপার॥
উচ্য বৃক্ষে উঠি তখন দেখে হনুমান।
নবজলধর মুর্ত্তি বাকল পরিধান॥
নীল মেঘ জিনি রূপ কনকের আভা।
মেঘের উপরে যেন বিজুরির সভা॥
পৃষ্টদেশে তুনভার অতি সোভা করি।
বৈকণ্ঠ ছাড়িয়া বুঝি আইলেন হরি॥
হনুমান বলে রাজা না হবে কাতর।
বালি রাজার চর নহে জাথে তোমার ডর॥

পূর্ব্বে সুর্য্য স্থানে পড়ি পদ্ম জে পুরানে।
এমন কালেতে ব্রহ্মা আইলা সেই স্থানে॥
প্রণমিঞা সব কথা জিজ্ঞাসিলুঁ তাঁথে।
বিষ্ণুকে দেখিবে তুমী ঋস্বমুখ পর্ব্বতে॥
বুঝি সেই দীন রাজা উপনীত হইল।
বৈকণ্ঠনিবাসি হরি উদয় করিল॥
নহিলে এতেক রূপ ধরে কোন জন।
কোটি কোটি চন্দ্র সুর্য্য জিনিঞা কিরণ॥
দুর দৃষ্টী করি তুমি দেখহ রাজন।
আলা হল্য ঋস্বামুখ পর্ব্বতের বন॥
কোটি সরত চন্দ্র যেন উদয় করিল।
অঙ্গের ছটাতে সব তম দূর গেল॥
হনুমানের এই সব সুনিঞা বচন।
সুগ্রীবের দক্ষীন নয়ন করয়ে স্ফন্দন॥
সুগ্রীব বলে ধনু ধরে এ নহে তপসি।
তপস্বি হয়্যা ধনু ধরে বড় ভয় বাসি॥
তপস্বি হইয়া হাথে ধরে ধনুর্ব্বান।
কোন কার্য্যে দণ্ডক বনে কর্য়াছে পয়ান॥
মোর বোলে ধর তুমী তপস্বির বেষ।
নিকটে জিজ্ঞাস গিয়া শকল বিশেষ॥
কহিল সুগ্রীব জদি এতেক উর্ত্তর।
মনে মনে ভাবে তখন পবনকোঙর॥
পুনর্ব্বার বৃক্ষে হনু কৈল আরোহন।
একদৃষ্টী করি করে রূপ নিরক্ষন॥
হনুমান বলে রাজা সুনহ শ্রবনে।
নবজলধর মেঘ নামিঞাছে ভূমে॥
নীল মেঘের পাছে রাজা দেখ এক জন।
কনক চম্পক জিনি তাহার বরন॥
ভুবন মাঝে নাহি দেখি হেন রূপের ছটা।
মেঘের উপরে জেন বিজুরির ঘটা॥
সুন রাজা রবীসুত আমার বচন।
এত দিনে হৈল তোমার দুস্থ বিমোচন॥
সুন রাজা এত দিনে দুস্থ সব গেল।
গোলকনিবাসি হরি উদয় করিল॥
হেন কালে বৃক্ষ হৈতে নামি হনুমান।
রামচন্দ্র দেখিবারে করিছে পয়ান॥
তপস্বিরুপ ধরিয়া চলিল হনুমান।
সাহস করিয়া গেলা রাম সন্নিধান॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডীতের জন্ম সুভক্ষনে।
নঙন ভরি করে হনু রাম দরসনে॥

রাগ পটমঞ্জরি॥

হনু দুকর অঞ্জলি করি দোহাঁর বদন হেরি
সকরুণ অরুণ নঙান।
অঙ্গে অঙ্গ শঙ্কোচিয়া বয়ানে বিনয় হয়্যা
পুলক কদম্ব কত বান॥
কিবা অপরুপ দেখি নিমিখে নিধন আঁখি
হেরি ভেল মন মুরচিত।
জারে ভাবী যোগবলে দ্রিদয় কমল দলে
হেন রূপ দেখে আচম্বিত॥
দেখিআ [সে] গুনধাম নব দুর্ব্বাদলস্যাম
শ্রীবর্ছ লক্ষণ চিহ্ন দেখি।
মুখে না নিশ্বরে বানি পুর্ণব্রহ্ম অনুমানি
কত ধারে ঝুরে দুটী আঁখি॥
আহা গোসাঞি মহাশয় কাহাঁ আগমন হয়
দরসন দুর্ল্লভ তোমার।
ই হেন মোহন বেষে আলা বনচর দেশে
ঋস্বমুখে কেনে আগুসার॥
দেখি রাজনিত বেস কি কারণে জটা কেস
বাকল কেন তেজিয়া বসন।
বিসর্ন্ন নলিন আঁখি জলদ মিশাল দেখি
পুন্নিমার চন্দ্রবদন॥
কুবলয়দল জিনি ঢল ঢল তনুখানি
বক্ষে দেখি শ্রীবৎস লক্ষন।

গোলক ছাড়িয়া হরি আইলা ঋষ্যমুখ গিরি
সুগ্রীবের দুস্থ বিমোচন ॥
কি মোর ভাগ্যের লেখা ফলেতে পুন্নিত শাখা
উদয় হইল কোন তপে।
শিব শুক আদি ব্রহ্মা যেরূপ বুঝিয়ে তোমা
ধ্যান করি সদা রূপ জপে ॥
আজি শুভ দিন অতি সুপ্রভাত হইল রাতি
আসয় করিছে মনে মন।
এ মোর লুবুধ আঁখি দুটি পাদপদ্ম দেখি
নিতে চাই চরণে শ্বরণ ॥
সুনিঞা হনুর বোল লক্ষণ হৈল উর্ত্তরোল
রামের মনে হইল উল্লাস।
পুরিব মনের আস যেন প্রভু তেন দাস
নাচাড়ি রচিল কীর্ত্তিবাস ॥
(পৃ° ২।১)

অন্ত,—

পক্ষ বলেন সুন তোমরা জত বানরগণ।
মোর পৃষ্ঠে আসী সভে কর আরোহন ॥
পার হয়্যা বধিব লঙ্কার অধীকারি।
রাবন মারী উর্দ্ধারিব রামের সুন্দরি ॥
জাম্বুবান বলেন পক্ষ বুর্দ্ধো বৃহস্পতি।
আমার বচন তুমি সুনহ সম্পাতি ॥
শ্রীবন্ধু নাই দেখ অনেক বৎসর।
বাপে পোয়ে তোমরা দেশ লড়হ সর্ত্তর ॥
হিমালয় পর্ব্বতে তোমার বন্ধু বান্ধব বৈসে।
পিতা পুত্রে জাহ তুমী তাহার উর্দ্দেসে ॥
নৌতন বল হইল পক্ষের নৌতন শরির।
বানরে দেখায়্যা দিল সমুদ্রের তির ॥
বাপে পোয়ে পক্ষরাজ গেলেন উর্ত্তর।
কটক লয়্যা অঙ্গদ গেল দক্ষীন শাগর ॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডীত কৈল দেবতার বরে।
কিস্কিন্ধা কাণ্ড শাঙ্গ হইল এত দুরে ॥

৩।২,৫।১ ও ১১।২ পৃষ্ঠায় মধুকণ্ঠের ভণিতা আছে।

৪৮। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৬ × ৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১৭। প্রতিপৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩১ সাল। সম্পূর্ণ; কীটদষ্ট। স্বর্গীয় যশোদানন্দন প্রামাণিক মহাশয়ের সংগ্রহ।

আদি,—

দুই ভাই উঠিলেন পর্ব্বতশেখরে।
ভয় পায়্যা বানরগন পলাইল ডরে ॥
সুগ্রিব বলেন দেখ আসাছে ধানুকী।
এ পর্ব্বত ছাড়ি অন্য পর্ব্বতেতে থাকী ॥
হনুমান বলে এখন কী ভাব অন্তর।
বালি রাজা নাহি আইসে কারে তোমার ডর ॥
হইলে চঞ্চল অতি লোকে উপহাসে।
না জানি করিলে কর্ম্ম দুখ পায় শেষে ॥
ভালো মন্দ জানি আমি না হও অস্থির।
স্থির হও রাজা জানি কেবা দুই বির ॥
সুগ্রিব বলে ধনু করে দেখিতে তপস্বী।
তপস্বীর হস্তে ধনু মনে ভয় বাসী ॥
তপস্বীর বেশ ধরে কাহার কুমার।
শীঘ্র করি হনুমান জান সমাচার ॥
কৃর্ত্তবাস পণ্ডিতের মধুর বচন।
মন দিয়ে সুন সবে গিত রামায়ন ॥ * ॥
কামরূপি হনুমান তপস্বী হইল।
তপস্বীর বেশ ধরি সম্ভাষে চলিল ॥
জোড়হাত করি হনু কৈল নমস্কার।
হাতে ধনুর্ব্বান দেখি তপস্বী আকার ॥
চন্দ্র সুর্য্য জিনি তেজ দেখি দোঁহাকার।
কোথা হইতে আইলেন কহিবেন সারর্দ্ধার ॥
বিশম দণ্ডক বন সিংহ ব্যাঘ্র বৈসে।
নির্ভয় হইয়া আইলেন কেমন সাহশে ॥

কোন কার্য্যে আইলেন বানরের দেশ।
বানরের দেশে কেনে করিলেন প্রবেস॥
পম্পা নদির কুলে পর্ব্বত ঋর্য্যমুখে।
বাসা করি রহিয়াছে বানর কটকে॥
সুগ্রিব নামে বানররাজা সর্ব্বলোকে জানি।
হনুমান নাম আমার সুন বিরমনি॥
মৈত্রতা করিতে সুগ্রিবের অভিলাস।
তে কারণে আইলাম তোমা দোঁহার পাশ॥
রাম বলেন লক্ষ্মন সুন হনুর বচন।
মম কার্য্য সিদ্ধ হবে হেন বুঝি মন॥
রাম বলেন হনুমান করহ গমন।
সুগ্রিবের সহিত করাহ দরসন॥

মধ্য,—

তিন দিগের জদি আইল বানরগন।
দক্ষিন দিগেতে বানর করিল গমন॥
দক্ষিন দিগেতে জায় মনে নাহি ত্রাস।
বিন্দু পর্ব্বতে জাইতে হইল এক মাস॥
মাসেক অধিক হৈল ভাবিল অন্তর।
জিবনের আসা ছাড়ে শকল বানর॥
বিসম গহন বন বড়ই দুর্দ্দেশ।
হেন বনে বানর কটক করিল প্রবেশ॥
সকল বানর গেল বনের ভিতর।
তথা আছে এক রাক্ষস অতি ভয়ঙ্কর॥
ধাইয়ে রাক্ষস আইল বানর মারিবারে।
রোসিল অঙ্গদ বির জায় যুঝিবারে॥
অঙ্গদ বলয়ে এই লঙ্কার রাবন।
তোহর সন্ধানে ভ্রমি জত বানরগন॥
অঙ্গদ রাক্ষস দুই জনে হুড়াহুড়ি।
হুড়াহুড়ি ছাড়ি দুই জনে জড়াজড়ি॥
আঁচর কামড়ে দোহে হইল জর্জ্জর।
পদাঘাত করাঘাত হানয়ে বিস্তর॥
বজ্রমুষ্টি মারে অঙ্গদ রাক্ষসের বুকে।
অচেতন হৈল রাক্ষস রক্ত উঠে মুখে॥
রাক্ষস বধিয়ে বানর হৈল সবে সুখি।
বনের মধ্যে নাহি পাইলেন সিতা চন্দ্রামুখি॥
অবশেষে বানর কটক বৈসে বৃক্ষতলে।
সকল বানরের প্রতি অঙ্গদ বির বলে॥
মাসেক অধিক হৈল নহিল গমন।
সিতা দেবি না পাইলে কি ভাবিছ মন॥
জন্তপি সন্ধান করি সিতা দেবি পাও।
রাজার হস্তেতে তবে মরন এড়াও॥
অতএব সকল বানর করহ সন্ধান।
নতুবা একে একে লব সভার পরান॥
রাজপুত্রের বাক্য শুনি জত বানরগন।
সন্ধান করিতে লাগিল প্রানপন॥
লতা পাতা দেখিতে পাইল বিলম্বার।
চন্দ্র সুয্যের প্রকাশ নাহি মহা অন্ধকার॥
পৃষ্ঠাপৃষ্ঠি করি তবে সকল বানরে।
হনুমান বির জায় মহা অন্ধকারে॥
বানর সব বলে সুন পবননন্দন।
প্রকাশ পাইব গেলে কত জোজন॥
হনুমান বলে বানর না করিবে ত্রাশ।
অল্পক্ষন পরেতে পাইব প্রকাশ॥
সাত জোজন পথ গেল পাতালপুর।
রত্ন মন্দির দৃষ্টী হৈল কত দুর॥
সর্ন্ন অট্টালিকা কিবে অপুর্ব্ব গঠন।
মধ্যে সরোবর হেরি জুড়ায় নয়ন॥
পদ্মে আমদিত বিচিত্র ফুল ফল।
দেখিয়ে বানর হৈল আনন্দিত সকল॥
ঘরের মধ্যেতে এক কন্যা বসি আছে।
কন্যারুপে দিপ্তমান মন্দির হয়েছে॥
সকল বানর বন্দে কন্যার চরন।
জোরহাতে কহে কথা পবননন্দন॥

ক্ষুধিত তৃষিত মাগো যত বানরগন।
অতএব তোমার সবে লইলাম শ্বরণ॥
কার অট্টালিকা মাগো কার সরোবর।
কার ফুল ফল মাগো কহিবা সর্ত্তর॥
আপনি হন তুমি কোন দেবতা।
কার পত্নি হও তুমি কাহার দুহিতা॥
হাসিয়ে কন্যা তখন কহিছেন বানি।
হিমালয় পর্ব্বত আমি তাহার নন্দিনি॥
সয়ম্বরা নাম আমার হেমা আমার সখি।
সখির বচনে আমি এথা থাকী॥
ময় দানব রচিলেন এই গৃহবাস।
হেমার সঙ্গে ময় দানব করেন বিলাস।
রূপে গুনে দানবে মোহিত কৈল হেমা।
দিবারাত্র বিলাশ করে নাহি তার ক্ষেমা॥
দানবের কর্ম্মে হেমা পলাইল ত্রাশে।
ময় দানব গিয়াছে হেমার উর্দ্দেশে॥
হেন স্থানে আসিতে কে দিল উপদেশ।
এ হেন দুর্গম পথে করিলে প্রেবেশ॥
কোন কার্জ্যে বল সবে আইলে পাতাল।
ময় দানব আইলে ঘটীবে জঞ্জাল॥

(পৃ০ ১৩।২—১৪।২)

৪৯। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩¾×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৪ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

মধ্য,—

রামের করুনায় হনুমান হইলা
আপনে কহিল গিয়া রাজার গোচর
সুগ্রীবের আগে জায় পবননন্দন।
ক্রোধজুক্ত হয়্যা কিছু বলিল বচন॥
সুন্দরি লইয়া রাত্রদিন কর কেলি।
মধুপানে অচে [ত]ন রাজভোগে ভুলি॥
রাজ্যর চিন্তা এড়িলে রাজ্য হইল সুন্য।
পাত্রমিত্র দেখা না পায় খোয়াইলে আপন মান্য॥
রামের করুনা দেখি বুকে বাজে চির।
সোকেতে কাতর রাম প্রবধে নহে স্থির॥
সিয়রে অগ্নি জালিয়া নিশ্চিন্ত নিদ্রা মন।
মৈত্র করিয়া মৈত্র বধ করে কোন জন॥
তুমি জবে না জাইবে মারিতে রাবন।
রাম লক্ষন দুই জনে মারিবে বানরগন॥
রাজা রাজ্যের চচ্ছা এড়ি রাজ্যের নহে হিত।
জার প্রসাদে রাজ্য পাইলে লঙ্ঘিলে হেন মিত॥
শৃঙ্গার ছাড় রাম ভজ ছাড়হ কুমতি।
রাম বোধায়্যা কর্ম্ম কর তবে সে অব্যাহতি॥
সত্য খাইলে মিত অগ্নি করিয়া সাক্ষি।
ইহলোক পরলোক মুক্ত মৈত্র করিলে সুখী॥
রাজ্য অন্তপুরি পাইলে [illegible] আপন নারি।
সত্রুক্ষয় হইল এবে মৈত্রের উপকার করি॥
প্রান সংশয় করিলা করি রামের উপকার।
রামের কা[illegible] হেলা [illegible]ইবে বড় অব্যবহার॥
জত জ[illegible] [illegible]নর কটক বৈ[illegible] দেসে দেসে
ঝাট [illegible] পাঠাইয়া দেহ সিতার উদ্দেসে॥
দে[illegible] [illegible]নব গন্ধর্ব্ব রামের ডয়ে ভাগে।
[illegible] জিনিব রাম কোন কার্য্যের লেগে॥
[illegible] পানি আকা...কিবা পাতাল ভিতর।
[illegible]ঞ্চারিতে পারে গোসাঞি তাহাতে বানর॥
তোমার আজ্ঞা পাইলে সর্ব্বত্র সঞ্চারি।
আজ্ঞা কর চাহিয়া বেড়াই সিতাত সুন্দরি॥
নিল বিরে রাজা তবে করিল আদেস।
বানর আনিতে চর পাঠাও দেসে দেস॥

পঞ্চ দিনের ভিতর জে বানর না আইসে।
বানর বলিয়া তার না থুইব বংসে॥
রাজার আজ্ঞায় নিল বীর হইল তৎপর।
দেসে দেসে বানর আনিতে পাঠাইল চর॥
নিল বিরে বলিয়া রাজা গেলা অন্তপ্পুরি।
দুঃসহ বরিসা রাম সহিবারে নারি॥
সিতা বহি প্রভু রামের আর নাহি মনে।
কিত্তিবাসে গাইল বরিষা অবসানে॥

(পৃ০ ২৮।২-২৯।২)

রামকিরি রাগিণী

সাগরের পারে রাক্ষসের ঘরে
চিন্তিতে বিসম কাহিনি।
একেত্বর পরবাস সিতার জীবনে আস
চারি মাস বাত্রা নাহি জানি॥
অহে বানররাজ সাধিয়া দেহ রামের কাজ
ছার তুমি নারিব সমাঝ।
রাত্রি দিনে ক্রন্দন আহার পানি বর্জ্জন
কোন মতে রহিবে জিবন॥
কোন বোলে স্থির ন প্রবধবাক্য দিলে নহে
দেস বলিয়া ক গমন॥
সোকসিন্ধু কর পার বারে বার
সিতা দেবি হ উর্দ্ধ
তিন জন গুরি জবে এক করি
অজুধ্যাতে হাটী একবার॥
চতুদোলে ঝাট চড় মিত্র সম্ভাসনে ড়
আপনে দেহ তাহাকে আশ্বাস।
কিষ্কিন্ধ্যার পাচালি সরস নাচা
রচিল পণ্ডিত কিত্তিবাস॥

(পৃ০ ৩১।২)

লঙ্কার দুয়ারে আছে দেবি উগ্রচণ্ডা।
বাম হস্তে খর্পর দক্ষিণ হস্তে খাণ্ডা॥
চন্দ্র সূর্য্য জিনি দুই নয়ন উজ্জল।
রাঙ্গা মুখখানি জেগ জলন্ত অনল॥
লোলো জুভ্বা বিকট দন্ত পিষ্টে জটাভার।
হাঁড়িয়া মেঘের বর্ন্ন পর্ব্বত আকার॥
ব্রাঘ্য চর্ম্ম পড়িধান গলে মুণ্ডমালা।
মানিক কুণ্ডল কর্ন্নে জেন চন্দ্রকলা॥
চারি খান হস্ত জেন ঐরাবতের শুণ্ড।
সনার মুকুটে অতি সোভা করে মুণ্ড॥
ভয়ঙ্কর ঘোর মুর্ত্তি খাণ্ডা খর্পর হাথে।
সাবধান হয়ে জেও দেবির সাক্ষাতে॥

উগ্রচণ্ডার বর্ণনাটি প্রায়শঃ সুন্দরাকাণ্ডে পাওয়া যায়।

৫০। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৪০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৬-৮ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৪ সাল। সম্পূর্ণ।

আদি,—

মন্ত্র পেয়া প্রেমে পুলকিৎ হইল হনু।
পুলকে পুল্লিত হইলা বানরের তনু॥
কহেন রামের আগে জুড়ি দুটী হাথ।
একথা ভিত্তর রাখহ রোঘুনাথ॥
আমারে জেমন কৃপা হইলা রোঘুবর।
মোর সঙ্গে আছে এক সুগ্রীব বানর॥
লি রাজার ছট ভাই সুর্য্যের নন্দন।
জ্ঞা জদি কর তারে ডাকি ন॥
লেন বুন অঞ্জনাকুমার।
ম সে করিবে তাহা মোর অঙ্গিকার॥

হোতা পর্ব্বতের শ্রীঙ্গে সুগ্রিব বসীআ।
বিশ্বয় হএছে সেহ রাঘবে দেখিআ॥
না বুঝিআ ভঙ্গ দিয়া উঠিল পর্ব্বতে।
কে জানে কে জুক্তি করে হনুমানের সাথে॥
এই চিন্তা করে রাজা সুগ্রীব বানর।
ডাকিছে অঞ্জনাসুতা উর্দ্ধ করি কর॥
নাম রে সুগ্রীব রাজা সুভদিন হইল।
বিরিঞ্চি করএ জারে সে ধন আইল॥
চরনে করেছে জে জন অহল্যা তারন।
বাল্মিক আদি ধ্যান করে জে দুটী চরন॥
পালিতে পিতার সত্য আসিআছেন বনে।
রিশ্বমুখে আগমন তব ভাগ্যগুনে॥
আমার পুর্ব্বের পুন্য আছেন সঞ্চয়।
নেত্র ভরি দেখশীয়া কোসল্যাতনয়॥
সুগ্রীব বলেন মোর পত্রয় নহে মনে।
বৃক্ষমুলে কি জুক্তি করিলি কানে কানে॥
সিঅরে দারুন শত্রু বালি মহাবল।
সাগর অন্ত প্রীথিবি জাহার করতল॥
অতেব পত্যয় মোর না জন্মএ মনে।
চক্র করি ফেলে পাছে ব্যালের সদনে॥
হাশীয়া অঞ্জনাসুতা শুগ্রীবেরে কয়।
বুঝিলাম রাজা তোর সুর্দ্ধ চিত্র নয়॥
কল্পনা করিআ জদি কহিএ তোমারে।
অঞ্জনার সপতি তবে আছএ আমারে॥
কন জনা করে তোরে বিস্বাষঘাতকি।
তাহার সমান তবে নাহিক পাতকি॥
পর্ব্বত হইতে রাজা সুগ্রীব নাম্বিল।
আসিআ হনুর কাছে জিজ্ঞাসা করিল॥
আমারে দক্ষিন কর দেও জদি তুমি।
পত্রয় করিআ তবে সঙ্গে জাই আমি॥
হাসিয়া অঞ্জনাসুতা দেন দক্ষিন হাত।
ডর নাঞী মীলাইয়া দিব রঘুনাথ॥

মধ্য,—
বেল্যের গমন সুনি ডাড়াইল তারারানি
ক্রিতাঞ্জলি প্রতি প্রীতি কয়।
সয়নকালেতে ছিলাম কুসপন দেখিলাম
প্রাননাথ জুর্দ্ধে জায়া নয়॥
নাচিছে দক্ষিন ভুরু সঘনে কাপিছে উরু
অনল লেগাছে জেন বনে।
আমায় লাগে চমৎকার সব দেখি অন্ধকার
জেই চাহি তব মুখ প্রানে॥
কহিছেন তারা রানি সুন সপনবানি
জে সকল দেখি অকল্যান।
পর্ব্বত চলিয়া বুলে অনল উঠিছে জ[illegible]
প্রিথিবিতে রবির প[illegible]আন॥
কাল নারি দিগাম্বরি বাম ক[illegible] অসি ধরি
বুলে জেমন কিষ্কি[illegible] নগরে।
দেখিলাম চমৎকার [illegible]ভে করে হাহাকার
বজ্জা[illegible] [illegible]ড়াগে[illegible] মন্দিরে॥
সিবারব [illegible]নেতে মণ্ডুক রহির মাথে
রুধিরের নদি জেন জয়।
এই সব সপ্ন [illegible]দুখি ঝরিছে আমার আখি
ভুপ[illegible] [illegible]দুথে হয় ক্ষয়॥
বলি নাথ [illegible] পাসে তারাই সপ্ন সেসে
অপরূপ করি দরসন।
জটা [illegible] দুলে মাথে কোদণ্ড সভিত হাথে
পিষ্ঠ দেসে বান্ধা জেন তুন॥
কিবা রূপ অনুপাম নবদুর্ব্বাদলস্যাম
কমলনিন্দিৎ দুটী আখি।
শ্রীমুখমণ্ডল মাঝে মন্দ মিহু হাস্য সাজে
মন হয় নিত ভরি দেখি॥
রূপেতে করেছে আলা গলে দুলে পুষ্পমালা
কটীতটে বাকল বেষ্টীত।
নাভি জেন সরোবর রামরম্ভা উরুবর
পাদপদ্ম হিঙ্গুলমণ্ডিত॥

তব্ধ আড়ে ডাণ্ডাইয়া সুগ্রিবের শ্বহায় হঞা
কোদণ্ডে ছাড়াছে জেন বান।
সে অস্ত ছাড়িআ দিল তব বক্ষ্য বিদারিল
তুমি জেন তেজাছ পরান॥
তোমার চরন ধরি কান্দি হাহাকার করি
সে পুরুস করেন আশ্বাস।
অতি সে দয়ার সিন্ধু আমি বলি দিনবন্ধু
বৈকণ্ঠে তাহার হবে বাস॥
সুবুদ্ধি পুরুস তুমি অবলা জুবতি আমি
দেখ দেখি বিচার করিআ।
সমরে জে জন ফিরে সে কেনে পালটী ঘোরে
তাহে পুস্প মালা গলে দিআ॥
বলি নাথ তব পাসে সুগ্রিবের কে শ্বহাই আছে
... এত দর্প করি বুলে।
আমার বচন ... মন্দিরে বসিঞে থাক
সভ্য জাক ...রমণ্ডলে॥
তারার বচন সুনি ...হ বালি চুড়ামনি
আ[মা]রে ... জনে।
বলিএ তোমার কাছে ... আছে
মোর সংঙ্গে জি... রনে॥
ধরা জার করতল ...সিঅ সমুদ্রজল
সুমেরু উপারি বা... ...।
ভুপতি তারারে কয় সপ্পন কভু [সত্য] নয়
কেবা আছে আমারে মারিতে॥
জর্ক্ষ্য দর্ক্ষ্য কিন্নর জম বরুন ...রন্দর
কার সার্দ্ধে মোরে জিনে রনে।
বলিআ তোমার স্থান আমার জাবেক প্রা...
এহ বাক্য মনে কর কেনে॥
বালি কয় সুন সতি ফলিব সুগ্রিব প্রতি
তোমার সপ্ন মিথ্যা কথা নয়।
সংগ্রাম মণ্ডলে জাব একা পদাঘাত দিব
তারে নিব জমের আলয়॥
তারা কয় জোরহাথে জে আজ্ঞা করগা নাথে
অবলার চারা মাত্র নাই।
আমার বচন রাখ এক দণ্ড ঘরে থাক
তত্ত জান দুত পাঠাইআ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত ভনে বালি নাই বাক্য সুনে
দৈব কালে এমনি বুর্দ্ধি হয়।
তারা বাক না যুনিআ সমর প্রবেসে গিআ
মহাক্রোধে ইন্দ্রের তনয়॥
(পৃ০ ১৫।২-১৭।২)

অন্য,—

হেথা তিন দিগের বানর এসাছে ফিরিয়া॥
ভাবএ বানর জত তত্ত না পাইয়া।
কেমনে সুগ্রিবের আগে দাড়াইব জায়া॥
সম্বাদ না নয়া গেলে পরান হারাব।
কি করি সুগ্রিব আগে সমাচার দিব॥
কেহ বলে থাক দেখি হনুর বাট চেয়্যা।
অবস্য আসিব সিতার সংবাদ লইয়া॥
হনু এলে সভে মেলি সেই সঙ্গে জাব।
সংবাদ পাইলে বাত্রা কে য়ার পুছিব॥
এত বলি বাট চেঞা আছে কপিগন।
রাম কাছে জাত্রা করে পবননন্দন॥
আসিঞা জানকিনাথে করিল প্রনাম।
সিতার সম্বাদ সুধ্যান কমলনয়ান॥
কহিছে অঙ্গদ বির সুন কমলআখি।
বিন্ধ্যগিরি পর্ব্বতে পড়িআ এক পাক্ষি॥
কুসসয্যা করি মোরা তেজিথাম জিবন।
সেই কয়া দিল জানকির অন্বাসনে॥
লঙ্কায় অশোক বনে আছেন জনকঝি।
পক্ষের বদনে এই তত্ত পেআছি॥
গড়ুরনন্দন সেই দিলেক পরিচয়।
সম্পাতি তাহার নাম সুন দয়াময়॥

সুর্য্যের তেজে তার পাখা পুড়া গেছে।
অচল হয়া পক্ষ্য তথা পড়ি আছে॥
সুনিআ জানকিনাথের হইল সঙরন।
জটাউর ভাই সুন্যাছিলাম বিবরনে॥
সুগ্রিব প্রিভিতি করি সকলের আনন্দ।
সম্পাতি নিকটে জাত্রা করেন রামচন্দ॥
উঠিল বানরদলে রামজয় ধনি।
রাম সঙ্গে চলে বানর সত অক্ষহিনি॥
ইতি॥ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত॥

৫১। রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩$\frac{1}{2}$ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৮৫-৯২,৯৪-১১০, ১১২-১১৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। অক্ষর ও ভাষা পূর্ব্বদেশীয়। পুথি সুপ্রাচীন।

পুথিখানিতে আরণ্যকাণ্ডের রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ হইতে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের অন্তর্গত সুগ্রীবের কটক সঞ্চয় পর্য্যন্ত আছে। ৯২।১ পত্রে আরণ্যকাণ্ড শেষ এবং ৯২।২ পত্রে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের আরম্ভ।

আরণ্যকাণ্ডের একটি নাচাড়ী এইরূপ,—

নাচাড়ি॥ পঠমঞ্জরি রাগ॥

সুবর্ন্ন হরিন মারি লক্ষ্মনেরে সঙ্গে করি
রাম আইল আপনা গৃহেত।
না দেখিয়া প্রানপৃয়া মস্তকেত হস্ত দিয়া
ডাকিলেন্ত এ দস দিগেত॥
সোকে সন্তাপিত হইয়া আপনা গৃহেত গিয়া
বিচারিয়া চাহিল মন্দির।
না পাইআ প্রানপ্রিয়া হাহা সিতা বলিয়া
ভূমিত পড়িল রাম বির॥
হাহা পৃয়া সুভদনি মোহোর কন্নের মনি
কি হেতু না দেয় দরসন।
মরিমু তোহ্মার সোকে উপায়ে বোলহ মোকে
দেখা দিয়া রাখহ জিবন॥
তোহ্মার বিরহবিসে সকল সরিরে সোসে
কথা কহিতে না আইসে মুখেত।
তোহ্মার বিচ্ছেদ সুলে জাইব আহ্মি রসাতলে
বল বুদ্ধি নাহিক আহ্মাত॥
হাহা আএ প্রানর পৃয়া কথা গেলা ছাড়িয়া
না জানি কি দেখা হয়ে আর।
দারুন বিধাতা নিষ্ঠুর তোহ্মা নিল বহু দুর
দস দিগ দেখম অন্ধকার॥
ফুকারি ফুকারি করি কান্দে রাম নরহরি
পড়ে জল স্যাম তনু ভরি।
জলবিন্দু পড়ে সারি স্যাম বক্ষস্থল ভরি
সিতাসোকে নিবারিতে নারি॥
কান্দে রাম রঘুবির ভুবনে না হয়ে স্থির
নয়নে বহে জলধারা।
দুর্ব্বাদলস্যাম গায়ে ধুলি গড়াগড়ি বাহে
নব মেঘে উদিত জেন তারা॥
তেজি দিব্য ধনু সর রঘুনাথ ধনুর্দ্ধর
ভুবনেত বাহে গড়াগড়ি।
কোন অপরাধ দেখি আয়ে পৃয়া চন্দ্রমুখি
অরন্যেত গেলা মোরে ছাড়ি॥
বাপের আদেস হতে চলি আইলুম বন পঁথে
তাহাতে বিধাতা হইল বাম।
লোকেত কুকির্ত্তি থুইলুম পত্নি রাখিতে না পারিলুম
মুঞি পাপি রঘুবংস রাম॥
হারাইলুম বুদ্ধিবল সকল বৃক্ষের তল
একে একে করিলুম বিচার।
থেনে রাম গৃহে আইসে ক্ষেনে ক্ষেনে দ্বারে বৈসে
নাম ধরি ডাকে বার বার॥

আয়ে মোর লক্ষ্মন ভাই তুহ্মি বিনে বুদ্ধি নাই
কোন হেতু না চাহ জানকি।
না দেখি সিতার মুখ সর্ব্বাঙ্গে জন্মিল দুঃখ
অগ্নি জেন লাগিল সরিরে।
দুই ভাই কোলাকুলি ভূমিত বাহে গড়াগড়ি
বিলাপন্ত রঘুবংস বির॥
ক্ষেনেক চৈতন্য পাইয়া ধনুসর হাতে লইয়া
বিচারিতে লাগিলেক বন।
জেই দিগে পক্ষি উড়ে সেই দিগে ধায়ে লড়ে
চাহিবারে জানকি সুন্দরি।
দুই দিগে দুই জন বেড়িয়া বিচারে বন
না দেখিয়া ডাকে নাম ধরি॥
পসু পক্ষি জাকে দেখে তাতে পুছে রঘুনাথে
তুহ্মি নি দেখিছ মোর সিতা।
রূপে বিদ্যাধরি সমা গুনে বুড় মনোরমা
মহারাজা জনকদুহিতা॥
বিচারিতে বন পঁথ রঘুনাথ মহাসর্ত্ত
জটাউ সহিতে দরসন।
জটাউ জটাউ করি ডাকে রাম নাম ধরি
জটাউয়ে মেলিল নয়ন॥
বার্ত্তা কহে খগপতি সুন রাম মহামতি
রাবনে হরিল তোহ্মার নারি।
জুদ্ধ কৈলুম প্রানপন দেখিলেক দেবগন
হরি নিল কনক লঙ্কাপুরি॥
এহি কথা সম্বিধান জটাউ তেজিল প্রান
না জানিল লঙ্কা কোন দিগ।
বিচারি অগাধ বন দৈবজোগে আগমন
গেলেন পর্ব্বত ঋস্যমুখ॥
হইল নিদাগ কাল রঘুনাথ মহিপাল
জানকির সোকে হৃত চিত্ত।
সুইয়া থাকেন * * * * *
তা দেখিয়া লক্ষ্মন হতাস।
কহেন লক্ষ্মন বির দুনয়নে বহে নির
উঠ উঠ প্রভূ রঘুনাথ।
তোহ্মার সিতার তরে সমুদ্র বান্ধিমু সরে
অগ্নিবিষ্টি করিমু লঙ্কাত॥
জদি পাম রাবন লাগ জেহেন খুধার বাগ
লাগ পাইলে ধরিমু তাহারে।
ইন্দ্রজিত আদি করি সকল সংগ্রামে মারি
জানকিরে আনিমু লিলাএ॥
সুনিছি সাস্ত্রের বানি কহিছে বসিষ্ট মুনি
কর্ম্মভোগ ভোগিলে সে জাএ।
এ সকল কথা সুনি * * *
কহিতে লাগিল ধিরে ধিরে॥
কুবের বরুন জম সেহ নহে মোর সম
গোষ্ঠির তিলক তুহ্মি বির।
প্রভাত সময়ে গেলা প্রচণ্ড নিদাগ বেলা
জানকির সোকেত হতাস।
প্রচণ্ড ধনুক হাতে বিচারিতে বন পঁথে
চলিলেক রাম হৃসিকেস॥
কহে কির্ত্তিবাস কবি শ্রীরামের পদ সেবি
ভারথি দেবির বরে।
কলিকালে মহামন্ত্র অবতার রামচন্দ্র
কলি ভব তরিতে কারন।

(পৃ° ৮৮।১—৮৯।১)

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের আরম্ভ,—

রামায়ন মহাসাস্ত্র বাল্মিকি রচিল।
কির্ত্তিবাস কবিয়ে তাহা প্রচ[া]রিত কৈল॥
লোক তরিবার হেতু পাঁচালি প্রকাস।
যে যে [জ]ন সুনে সর্ব্ব পাপ হয়ে নাস॥
হনুমানে কহিল জদি রামের বিবরন।
উল্লসিত হইল সব বানরগন॥
আহ্মা সমারে এবে প্রসন্ন হইল বিধি।
বড় ভাইগ্যে পাইলা তুহ্মি রাম গুননিধি॥

বানরের [দুখ] দেখ বিজুত আকার।
পরম সুন্দর হইল শ্রীরাম অবতার॥
মনুস্য বেস ধরি দেখিতে সুন্দর।
শ্রীরাম সম্বাসা কর সুন নৃপবর॥
পাইদ্যার্ঘ লও তুহ্মি কুল বেবহার।
রাম হতে হৈব তোহ্মার রার্জ অধিকার॥
লইল অনেক দ্রব্য দিব্য পুষ্প ডালি।
শ্রীরাম পাসেত সুগ্রিব করিল সিয়লি॥

(পৃ° ৯২।২)

;—

খর্প পয়ার॥

না কান্দ কান্দ মিতে চির্ত্তে দেও থেমা।
মনুস্য না হও তুহ্মি দেব চন্দ্রিমা॥
কুল সিলে বিক্রম জানহ ভাল মতে।
কোহ্ন দেসে গেলে রাবন না পারে
এড়াইতে॥
জথা তথা জাএ রাবন নাহিক এড়ান।
সংসারের বানর আনি লইমু পরান॥
রার্জ্য হারাইল আহ্মি হারাইল নারি।
বানর জাতি হইয়া আহ্মি সকল পাসরি॥
ত্রিভূবন মৈদ্ধে মিত্র তুহ্মি সে পুজিত।
স্ত্রি লাগি কান্দ মিত্র না হয়ে উচিত॥
আপনে শ্রীরাম তুহ্মি না চিন আপন।
ত্রিভুবনে স্ত্রি তরে কান্দএ কোন জন॥
চিন্তিতে চিন্তিতে মিত্র অধিক সোক বাড়ে।
সোকে পাগল হইলে লহ্মিএ তারে ছাড়ে॥
সত্য করিল আহ্মি অগ্নি করি সাহ্মি।
মুঞি আনিয়া দিমু সিতা চন্দ্রমুখি॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের পাঞ্চালি নির্ম্মান।
জেই জনে সুনে ভাল পরলোক পরিত্রান॥

(পৃ° ৯৪১-২)

৫২। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩১-৫৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, ১৬৩১ শকাব্দা। অসম্পূর্ণ। হরফের ছাঁদ পূর্ব্বদেশীয়। লিপিকর মুসলমান।

মধ্য,—

নাচাড়ি॥

হনুমন্তে কহে কথা রামক নয়াই মাথা
সুগ্রিব সহিতে কপিগন।
বসি হরসিতমনে সুন প্রভু সাবধানে
কপি সনে দক্ষিনে গমন॥
সকল পৃথিবি চাইল পাতালেত প্রবেসিল
না দেখিল জনকনন্দিনি।
পাতাল হোন্তে উঠিয়া সমুদ্রের তিয়ে গিয়া
সমুদ্রের মহাসব্দ সুনি॥
জ্ঞাতির জে সমাজ বুলিলেক যুবরাজ
কোন জনে সাধিবা রাম কাজ।
সতেক জোজন সার কোন মতে হৈবা পার
অঙ্গদের উপজিল লাজ॥
সর্ব মন্ত্রির প্রধান কহিলেক জাম্ভুমান
কার্য্য সিদ্ধি কর হনুমানে।
জন্ম কথা সুনি সার বিক্রম বাড়ে আহ্মার
লম্পে গেলু লঙ্কার ভুবনে॥
বাইউতে করিয়া ভর উঠিলু গগন পর
পরিক্ষিতে আইল নাগিনি।
অন্যে অন্যে দুই জন সরির বাড়ে অনুক্ষন
সতেক জোজন পরিমানি॥
মুখের ভিতরে গেলু কন্নপথে বাহের হৈলু
আহ্মা দেখি বলিলা বচন।

সুন বির হনুমান রাক্ষসে পাইব অপজান
পরিক্ষিলু ইন্দ্রের কথন ॥
মৈনাক জাই সম্বাসি মিলিলা আসি রাক্ষসি
তবে তারে করিলু সংহার।
তবে লঙ্কা পরবেস চাহিলু সকল দেষ
উর্দ্দেস জে না পাইলু সিতার ॥
রাবনের ঘরে জাই আওয়াসে আওয়াসে চাহি
না পাইলু তোহ্মার বনিতা।
ইন্দ্রজিতের ঘরে গেলু আতকার গৃহ চাইলু
ঘরে ঘরে ফিরি চাইলু সিতা ॥
চিন্তাযুক্ত হইয়া প্রাচিরেত বসিয়া
একস্বর করিএ ক্রন্দন।
রাত্রি জাএ তিন প্রহর চিন্তি আহ্মি একস্বর
চলি গেলু অসোকের বন ॥
বৃক্ষের উপরে রৈলু খুদ্র কপিরূপ হৈলু
মনে কৈলু আইল দসানন।
হেন কালে দসানন মদনে মোহিত মন
দিয়টি ধরিছে নারিগন ॥
বসিলেক দসানন দিব্য এক সিংহাসন
চারি দিগে রমনি বেষ্টিত।
কেহ নাচে কেহ গাহে কেহ নানা বাদ্য বাহে
রাজা হৈল মদনে মুহিত ॥
দসাননে মনে হাসি আদেসিল রাক্ষসি
আন সিতা আহ্মার গোচর।
সিতাকে জে আনিয়া সমুখেত রাখিয়া
জিজ্ঞাসএ মধুর উর্ত্তর ॥
অনেক প্রকারে পুছএ লঙ্কেস্বরে
তুহ্মি সিতা ভজহ আহ্মারে।
সুনি রাজার বচন সিতা হৈল ক্রোর্দ্ধ মন
সুন রাজা কহিএ তোহ্মারে ॥
রাজা হৈয়া কর চুরি হরি আন পরনারি
মর্ব্ব হৈয়া না কর বিচার।
পাপ মতি সর্ব্বক্ষন আহ্মা কর তাড়ন
রাম ছাড়ি গতি নাহি আর ॥
সিতার দড় বচন নৈরাষ হৈল রাবন
বিসম রাক্ষসি ডাকি আনে।
ঘরে গেল রাবন আদেসিয়া দাসিগন
রাক্ষসিএ মারএ পরানে ॥
সিতাএ করে ক্রন্দন হা হা রাম লক্ষ্মন
স্বামি জার ত্রিভুবনপতি।
নিত্য করে তাড়ন রাক্ষসের দাসিগন
সিতার জে দেখিলু দুর্গতি ॥
ত্রেম্র্বত না গনএ দাসি সবে জত কহে
সিতা ভাবে তোহ্মার জে আষ।
ফুলিয়া জে গ্রাম সার নিত্য বহে গঙ্গাধার
পাচালি রচিল কির্ত্তিবাষ ॥
(পৃ° ৩৫।১-৩৬।১)

হনুমান্ আনীত সীতার চূড়ামণি দর্শনে
শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ—
নাচাড়ী ॥

হাতে চুড়ামনি লৈয়া হা হা সিতা বুলিয়া
রঘুনাথ পড়িল ভূমিত।
একত্রে আছিলু দুই তোহ্মা বিধি নিল কই[১]
এ বুলিয়া হৈল মুর্চ্ছিত ॥
কণ্টে হার না রাখিয়া দুই সরির একএ হৈয়া
এবে বিধি করিল অন্তর।
ধরা সিন্ধু অন্তর তুহ্মি রৈলা একস্বর
অনাথ হৈয়া কান্দ নিরন্তর ॥[২]
আএ পৃয়া সুবদনি মোর কণ্টহারমনি
মোরে তুহ্মি হৈলা অপ্রসন।
হা হা পৃয়া সিতা সতি তোহ্মার এত দুর্গতি
চারিভিতে মারে রাক্ষসগন ॥

১। কই—কোথায়।
২। মহানাটকের "হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে" ইত্যাদি শ্লোক তুল°।

সোকাকুলে প্রান দহে মোর প্রান কেন্দে রহে
আর নি হইব দরসন।
কৈক্কা দানের কালে জনক রাজাএ বোলে
জত্নে সিতা করিবা পালন॥
কাপুরুস হাতে পড়ি মহাসোকে পুড়ি মরি
রাক্ষসেরে আনি দিলু ডালি।
সিতার মাথার মনি লৈয়া হৃদের উপরে থুইয়া
দুই ভাই কান্দএ আকুলি॥
রাম সোকাকুল মন সুগ্রিবে করে ক্রন্দন
সর্ব কপি লাগিল কান্দিতে।
কত ক্ষন গণ্ডোগল কপি সন্তে করে রোল
সব্দ গিয়া উঠিল স্বর্গেতে॥
ধয্যবন্ত লক্ষ্মন সান্ত করে কপিগন
অকারনে করএ ক্রন্দন।
শ্রীরামেরে সান্ত কৈলা সুগ্রিবেরে বুঝাইলা
সান্ত কৈলা জত কপিগন॥
বার্ত্তা পাইয়া হরসিত চলিলেক ত্বরিত
বানরের নাহি ওর পার।
সুন্দরাকাণ্ডে অতি হিত কিত্তিবাস পণ্ডিত
রচিলেন্ত লাচাড়ি পয়ার॥

(পৃ° ৩৭।১-২

শেষ,—

এক লম্পে দুই [জন] উঠিল গগন।
সেহি লম্পে পড়ে গিয়া লঙ্কার ভুবন॥
সুভক্ষনে দুই ভাই লঙ্কায় প্রবেস।
রামের পাছে পার হৈল কপি অবশেষ।
চৌ(রা)সি হাজার রাজা বলবন্ত অতি
পার হৈল লঙ্কাত জতেক সেনাপতি॥
জেই কুলে সিতাদেবি সেই কুলে রাম।
পর্ব্বত সিন্ধু অন্তর ছিল হৈল এক গ্রাম।
গৌড়মণ্ডলে বৈসে ফুলিয়া গ্রামে ঘর।
গঙ্গাকুলে বৈসে জল খাএ নিরন্তর॥
কিত্তিবাসে রচে গিত অমৃতের খণ্ড।
এতদুরে সমাপ্ত সুন্দরার জে কাণ্ট॥

ইতি সুন্দরাকাণ্ট সমাপ্ত॥ লিখিতং শ্রীসাহ মোহাম্মদ সুভমস্তু সকাব্দা ১৬৩১ তেরিখ ২৬ জিলকাজ মাহে ১৭ মাঘ॥

৫৩। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ আকার, ১০, × ৪৯ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-১৮, ১৭-৩২। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৪২ সাল। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

মনে মনে চিন্তে বির গাছের উপর।
কোন উপাএ জাব আমি সিতার গোচর॥
বানর হঞ্যা কহোঁ বানরের কথা।
মোর কথা না বুঝিলে হাসিবেন সিতা॥
বানর হঞ্যা কহোঁ জবে মনস্তের বানি।
রাক্ষস বলিআ ডরাইব সিতা ঠাকুরানি॥
নানা মূর্ত্তি ধরে দারুন নিসাচর।
বানরমূর্ত্তি ধরিয়া বেড়ায় লঙ্কেশ্বর॥
রামদুত লঙ্কাতে সুনিব রাবন।
আমার মরনে হব সিতার মরন॥
নেউটীয়া জাই জবে সিতা অদর্শনে।
সিতা দেবি মরিবেক রাক্ষসের তর্জ্জনে॥
কি বলিয়া সিতা দেবি করিমু সম্ভাসন।
সিতা অসম্ভাসে গেলে সিতার[১] মরন॥
আমার অপিক্ষায় আছে বানর সমুদ্রের তিরে।
সাহস করিয়া আইলাও লঙ্কার ভিতরে॥

১। 'রামের' হইবে।

জে হকু সে হকু কহোঁ মনন্তের বানি।
আপনা আপুনি কহিব রামের অপুর্ব্ব কাহিনি॥

মধ্য,—

অহে বানর সুন মোর দুঃখের কাহিনি।
স্ত্রি হঅ্যা এত দুক্ষ কেহ না পায়ছে
জত দুর সঞ্চরে লোন পানি॥
সয়ম্বর কারনে আইল রাজাগনে
কাহাকে না মজিল মোর মন।
উপজিয়া সুর্জ্য বংষে দুই ভাই বান কর্সে
তথা আসি দিল দরসন॥
বিভাহের কৌতুক মহেষের ধনুক
নাড়িতে নারিল দসমুখে।
দেখিয়া কমলমুখ মোর মনে বড় সুখ
হেন রাম ভাঙ্গিল কার্ম্মকে॥
বিসম কঠোর ধনু রাম কমলতনু
মনে আমি চিন্তি নিরবধি।
রূপেতে মজিল মন ভাঙ্গিলেক সরাসন
বিভা কৈল রাম গুননিধি॥
পতিব্রতা নারি হঅ্যা স্বামির বাক্য লংঘিয়া
এখন চিন্তিএ মনে মনে।
পুরি হইতে বার্য্যাইতে না লয় প্রভুর চির্ত্তে
না রহিলাঙ প্রভুর বচনে॥
জনমে জনমে পুন্য আরাধিয়া রামচন্দ্র
তেঞি পাইলু হেন পতি।
কেমনে বলিব এথে রাক্ষসের ভয় পথে
কেন আসিব রাক্ষস সংহতি॥
বিভা হইতে প্রভুর বাষে আছিলাঙ দস মাষে
চন্দ্দ বৎসর বনবাস।
বিসম রাক্ষসের চেড়ি সদত মারএ বাড়ি
তাহে মোর নিত্য উপবাস॥
জনকনন্দিনি বিষ্ণুর ঘরনি
কপটে ভাঙ্গিল[১] নিসাচরে।
সুন্দরকাণ্ডে সুন্দরগিত কির্ত্তিবাস পণ্ডিত
রচিল পোতার অনুসারে॥

(পৃ০ ৫।২-৬।১)

কান্দে সিতা করিয়া ব্যাকুলি।
রামের মহাদেবি হঅ্যা লোটাইএ ধুলি॥
সিতা কান্দে উভরায় কেহ নাঞি পাতিআয়
চারিভিতে রাক্ষসগন।
লক্ষ্মনের বচন স্মরি কান্দে সিতা সুন্দরি
বের্থ নহে দেয়রের বচন॥
প্রভু রহিলা সিন্ধু পার দেখা না হইল আর
না দেখিলাঙ কৌসল্যা সাসুড়ি।
সুর্জ্য বংসের বহুআরি আছে তারা ঘরাঘরি
অভাগিনি হইল দেসান্তরি॥
সুন্দর বদন না কৈল নিরক্ষন
না সেবিলু প্রভুর চরন।
প্রভুর মধুর কথা আর না সুনিব সিতা
আজি নিশ্চয় সিতার মরন॥
সিতার ক্রন্দনে কান্দে পবননন্দনে
রাম বলি ছাড়এ নিস্বাস।
সরস্বতির চরন সিরে থুঅ্যা অনক্ষন
নাচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাস॥ (পৃ০ ৭।১)

৯।২-১০।১ পত্রে হনুমানের ফলভক্ষণ উপাখ্যানটি পাওয়া যায়; উহা বাস্তবিকই হাস্যোদ্দীপক।

কমললোচন করি নিবেদন
জেমন পর্ত্তন লঙ্কা।
দুর্জ্জয় রাক্ষষে কৈলাঙ বিনাসে
কাহারে না কৈলাঙ সঙ্কা॥

১। 'ভাঙ্গিল' হইবে।

সাগর তরিল সেনাপতি মাইল
প্রাচিরে কৈলাঙ প্রবেসে।
সুহ্ন কাঞ্চন ঘর পোড়াইলাঙ বিস্তর
সম্পদে সে কোটী রাক্ষসে॥
হাথে মোর ধরি কান্দে দসগিরি
সুন হে রঘুর নন্দনে।
আপন বিক্রম কথা কহিতে উচিত নহে
সঙ্গে না ছিল অন্য জনে॥
এই পোতার সার রামায়ন অবতার
সুনিসে বাড়এ অভিলাস।
জেই জন সুনে ভনে বর দেন নারায়নে
নাচাড়ি রচিল কিৰ্ত্তিবাস॥
(পৃ০ ২৪।১-২)

৫৪। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ৮০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৭৩ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান মেদিনীপুর।

আদি,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি।
পিতাপুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
কটক লয়্যা অঙ্গদ গেলা দক্ষিন সাগর॥
তর্জ্জে গর্জ্জে বানরগন ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর পাথার দেখিয়া গুনিলা প্রমাদ॥
দিগবিদি[গ] নাঞি জানি আকাসমণ্ডল।
কল্লোল হিল্লোল করে সাগরের জল॥
জলজন্তু কল্লোল করে সাগরের পানি।
ত্রিভুবনের ছায়া জেন দৈব দাপুনি॥
বড় বড় ঢেউ আইসে পর্ব্বতপ্রমান।
সাগরের জল দেখি উড়িল পরান॥
সাগর দেখিয়া বানর পাইল তরাস।
মহাবির অঙ্গদ কটকে দিছেন আস্বাস॥
বিসাদে বিক্রম টুটে বিসাদে সে মরি।
বিসাদে বিক্রম কৈলে সর্ব্বত্রেতে তরি॥
দেব দানবের পুত্র তোমরা দেব অবতার।
কোন কার্য্যে গন জে সাগরে হব পার॥
সুখে আহার কর সভে নিদ্রায় দেহ মন।
প্রভাতে করিহ সভে সাগর তরন॥

মধ্য,—

পঠমঞ্জরী॥

পবন তোমার বাপ ইন্দ্র সম পরতাপ
বলে তুমী বাপের সমান।
তুমি যদি কর মন হেলে জিন ত্রিভুবন
ডিঞাইবে সতেক যোজন॥
হনুমান কেন নাঞি কর রাজকাজে
জ্ঞাতি জনে নহে সুখী লোকে জবে নাহি লেখি
কি করিব বিক্রম তেজে॥
সুগ্রিব বানররাজে নিশ্চিন্দ তোমার কাজে
প্রধান তুমী পবননন্দন।
তুমি বির অবতার বানরের নিস্তার
কিসে গনি শতেক যোজন॥
পৃথিবিতে মহাবির উত্তম পুষ্ট শরীর
আরে তাকে বিচারে পণ্ডিত।
কর তুমী সাহস ভূবনে থাকুক যস
রাম লক্ষনের কর হিত॥
জাম্বোবানের সুনি বোল বানরের উত্তরোল
হনুমান হইলা হরিসে।
হনুমান কৈল সাহসে নাচে বানর আউদড় কেসে
নাচাড়ি রচিল কিৰ্ত্তিবাসে॥ (পৃ০ ৬।২)

হনুমানের আম্র ভক্ষণ লঙ্কা দগ্ধের পর বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে গ্রাম্য কৌতুকের একটু নমুনা আছে। (পৃ০ ৪১।১)

হেন হেতু না ভাব মনে রামের বিসম বানে
সঘনে কাটিব তর মাথা ॥ ৬ ॥
আমারে দেখায় লোভ আচম্বিত পাইবে দুগ
এক গুনে নহে প্রভু সম।
সুন্দরে সুন্দর বর দুসরে কুসমসর
রনে প্রভু অজয় বিক্রম ॥ ৭ ॥
পাসরিলে সর্ব্ব কথা আমার বাপের তথা
রাজচক্র মনের কৌতুক।
মর সম্বর কালে মরি গেলে অপমানে
না পারিলে লাড়িতে ধনুক ॥৮॥
হেন দন্ত প্রভু রামে তুমি লইয়া ভুজ বামে
হেলাএ দিলা তাতে গুন।
ইঙ্গিতে মারিলা টান ভাঙ্গি হৈল দুইখান
তুমি বুঝ কতেক নিপুন ॥ ৯ ॥
হেন জনের স্ত্রি আনি আর বোল দুষ্ট বানি
আপন জিবনে লাগে চলি।
প্রভু বিষ্ণু অবতার সাগর হৈবা পার
দস মুণ্ড কাটি দিবা বলি ॥ ১০ ॥
এত সুনি দুরাক্ষর. ক্রোধে কাপে লঙ্কেসর
সিতা তেজিল মৃত্যুভয়।
নারি সবে কানাকানি হাসে মন্দোধরি নারি
কিত্তিবাস পণ্ডিতে কহয় ॥ ১১॥

(পৃ° ২১।২-২২।১)

সুন্দরাকাণ্ডের এই পুথিখানিতে দশটি ত্রিপদীর পদ আছে। কৃত্তিবাসী সুন্দরাকাণ্ডের কোন পুথিতে এতগুলি ত্রিপদী দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

শেষ,—

পয়ার ছন্দ ॥
আগে জায় বিভিসন লৈয়া পঞ্চ জন।
বিস্ময় করয়ে রাম দেখি বানরগন ॥
তার পাছে চলিলেক নল বানর।
দস কটি বানর লড়ে তার অনুবল ॥
তার পাছে লড়িল মৈন্দ সেনাপতি।
এগার কটি বানর লড়ে তাহার সংহতি ॥
দিবিধ বানর লড়ে তার সহদর।
দস কটি বানর লড়ে তার অনুবল ॥
ত্রিস কোটি বানর লৈআ নিল সেনাপতি।
একাদস কটি বানর লড়ে তাহার সংহতি ॥
দস কটি বানর লৈআ কুমুদ জুত্থাপতি।
নৈ কটি বানর লৈআ চলে সিগ্রগতি ॥
এগার কটি বানর লৈআ গয় সেনাপতি।
দস কটি বানর লৈআ চলে গুবাক্ষ সংহতি ॥
পঞ্চদস কটি বানর লৈআ ধুম্রাক্ষ কর্কসন।
দুই কটি বানর লৈআ চলিলা পবন ॥
সত কটি বানর লৈআ চলে সতাবলি।
বিস কটি বানর লৈআ চলিল কেসরি ॥
ছত্রিশ কটি বানর লৈআ চলে ইন্দ্রজান।
ইত্যাদি ইত্যাদি।
তার পাছে অঙ্গদ চলে বালির কুঅর।
তার পাছে রাম লক্ষন সুগ্রিব বানর ॥
পার হৈআ রঘুনাতে প্রসংসে নল নিল।
ধন্য বিশ্বকর্ম্মার পুত্রে সাগর বান্ধিল ॥
পার হৈলা রামচন্দ্র সুস্থ সমুচ্চায়।
সর্ব্ব সুস্থে মিলিআ করএ জয় জয় ॥
জয় জয় সব্দ হৈল সর্গ ভুবন।
রামের উপর পুষ্পবিষ্টি করে দেবগন ॥
সর্গে দুন্দুভি বাজে নাচে দেবগন।
অখনে দেবের বৈরি হৈব মরন ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের অমৃতের ভাণ্ড।
এই হনে সমাপ্ত হৈল সুন্দরকাণ্ট ॥
ইতি সুন্দর কাণ্ট সমাপ্ত ॥

৫৬। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৭ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫-৩৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৮৫ সাল। অসম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

মোর বাপের মুর্ত্তি দেখিতে ভয়ঙ্কর।
এক লাফে চড়িলা বাপু হাথির উপর।
দুই চক্ষু খোদে তার নখের আঁচড়ে।
দুই হাথে তার দুই দন্ত উপাড়ে॥
তার দন্ত উপাড়িআ তার পেটে দিল দাঁত।
দাঁতের ঘায়ে হাথির বাহির হৈল্য আঁত॥
হাথি মারি বাপু গেলা মুনির সমাঝ।
মুনি সব বলেন হাথি মাল্য বানররাজ॥
জে হাথি আসিআ মুনি সব মারি।
হেন হাথি মারিলেক বানর কেসরি॥
আপনার মুখে তপস্যা কর মুনিগন।
এক বানর রাখিল সকল মুনিগন॥
এতেক শুনিআ মুনির হরসিত মন।
বর মাগ বানররাজ শুনহ বচন॥
কেসরি বলিল জদি বর দিবে মোরে।
ত্রিভুবন বিজয় হব আমার কুঙরে॥
মুনি বলে কেসরি তোমারে দিলাম বর।
সংসার বিজয় হব তোমার কুঙর॥
বর পাইয়া মোর বাপ হৈল্য নমস্কার।
মলয়া পর্ব্বতে গেলা জথা পরিবার॥
অঞ্জনা বানরি জর্ম্মিলা বানরকুলে।
জত কিছু বল মোর মনে নাহি লয়ে॥
অঙ্গদের তরে দিব অভরন দান।
সুগ্রিবের তরে ঘুচাব অভিমান॥
অন্তরিক্ষে জাব পবনে করি ভর।
এক লাফে পড়িব গিআ লঙ্কার ভিতর॥

'জত কিছু বল মোর মনে নাহি লয়ে' পঙ্‌ক্তিটি লিপিকরের মনে হয়। সম্ভবতঃ হনূমানের জন্মবৃত্তান্ত তাঁহার ভাল লাগে নাই। এইখানে খানিকটা ছাড় হইয়াছে।

মধ্য,—

করুনা লাচাড়ি॥

পাঁচিরে চড়িল হনু জিনিঞা ত রন।
পুত্রসোকে অচেতন রাজা দসানন॥
অচেতন রাবন রাজা হারাইল ছন্ন[১] মতি।
কোপে কুড়ি আঁখি রাজার লোহেতে বেষ্টিত॥
ইন্দ্র জিনিতে পারে পুত্র জন্ম ধরিআ আনে।
হেন পুত্র পড়িআ গেল বানর বেটার রনে॥
অক্ষয় করিআ তারে ডাকে লঙ্কেশ্বর।
কোথা আছ পুত্র কেন না দেও উত্তর॥
আমার সংহতি পুত্র আ গুআন রনে।
তোমা সংহতি করিআ আমি জিনিলাঙ
দেবগনে॥
ইন্দ্রজিত সোসর তুমি জানে তিন লোকে।
পরলোক গেলে পুত্র আমা দিআ সোকে॥
চিন্তিতে চিন্তিতে হিআ নহে পাসরন।
কুড়ি চক্ষুর লোহে রাজার তিতিল বসন॥
সচেতন হৈআ রাজা সভারে নিহালে।
পঞ্চ পাত্র কম্পিত জত আছে সভাতলে॥
ধিক জাউক বৃথা নাম ধরি লঙ্কেশ্বর।
লঙ্কা আসি মজাইল একটা বানর॥
রাজারে না রা কাড়ে কোন পাত্রগন।
মেঘনাদ বলিআ রাজা ডাকিল রাবন॥
মেঘনাদ বলিআ রাজা চাহে চতুর্ভিতে।
জোড়হাথে সমুখে দাণ্ডাইল ইন্দ্রজিতে॥

১। 'ছন্ন' শব্দটি বেশী আছে।

আইস্ত আইস্ত বাপু বলিআ ডাকে লঙ্কেস্বর ।
নিচ্ছিন্তে আছ তোমার ভাইকে মারিলেক
বানর ॥
বাপের দুলাল তুমি কুমার মেঘনাদ ।
সহোদর মরনে তোমার না দেখো বিসাদ ॥
দেবগন জিনিলে তুমি সংসারে বিদিত ।
ইন্দ্র বন্দি করি তোমার নাম ইন্দ্রজিত ॥
হাথে ধরিআ রাবন পুত্র করি কোলে ।
কোলে পুত্র করিআ তিতিল আঁখির জলে ॥
বিলম্ব না কর বাপু লড় হে সত্তর ।
বানর বান্দিআ আন আমার গোচর ॥
উঠিআ ইন্দ্রজিত বাপের বন্দিআ চরন ।
রথখান সারথি জোগাএ ততক্ষন ॥
সুন্দরাকাণ্ডে গাইআ দিল সুন্দর কাহিনি ।
ইন্দ্রজিত চলিল বাপকে করিআ মেলানি ॥

(পৃ০ ১৯।২-২০।০)

পুথির শেষের দিকের লেখা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে ।

৫৭। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস ।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩১ সাল। সম্পূর্ণ।

আদি,—

চারি কাণ্টে গাইয়া গিত রামায়ন ভিতর ।
পঞ্চমে সুন্দরাকাণ্ট সুনিতে সুন্দর ॥
পিতা পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উর্ত্তর ।
কটক লইয়া অঙ্গদ গেলেন দক্ষিন সাগর ॥
লম্ফ দম্ফ বানরগন ছাড়ে সিংহনাদ ।
সুমুদ্রের জল দেখি গুনিছে প্রমাদ ॥
দিগ্‌দিগ নাহি জ্ঞান আকাসমুণ্ডলে ।
হিল্লোল কল্লোল করে সাগরের জলে ॥
জলজন্তু ভয়ঙ্কর সুনি দেখি লাগে ডর ।
মেঘের হিল্লোল জিনি গর্জ্জিছে সাগর ॥
জলজন্তু দেখি যেন পর্ব্বত আকার ।
দেখিয়া বানরগন লাগে চমৎকার ॥
সাগরের কুলে নিস বঞ্চে সর্ব্বজন ।
পর্ব্বতের ফল ফুল করিল ভোজন ॥
ফল ফুল খায়্যা বানর ছাড়ে সিংহনাদ ।
সুখে নিদ্রা জায় সভে ঘুচিল বিসাদ ॥
হেন মতে নিস গেল হইল প্রভাত ।
উর্দ্ধহাথে বানরগন ডাকে রঘুনাথ ॥
সারি দিয়া যোড়হস্তে জত বানরগন ।
অঙ্গদে প্রনাম করে এই সর্ব্বজন ॥
সারি দিয়া রহে বানর অঙ্গদের আগে ।
অঙ্গদ বলেন সুন জত বিরভাগে ॥
সিতার উদ্ধার হেতু সুগ্রিব আদেসে ।
চারিদিগে গেল দুত চলি এক মাসে ॥
মাসেক নিয়ম নিয়ম গেল বিরগন ।
মাসের উর্দ্ধেক হইলে সংসয় জিবন ॥
খুজিতে দক্ষিন দেশ মোর অঙ্গিকার ।
লঙ্কায় খুজিতে হবে সাগরের পার ॥
সাগর লঙ্ঘিতে শক্তি ধরে জেই জন ।
বিদায় হইয়া শীঘ্র করহ গমন ॥
আসি সুর্জ্জ্য হেন তেজ জেই বির ধরে ।
ইন্দ্রর হাথের বজ্র পারে আনিবারে ॥
চন্দ্রের সিতল রস জেই খাইতে পারে ।
ব্রহ্মার হাথের বেদ পারে আনিবারে ॥
এত কর্ম্ম করিবারে জাহার শকতি ।
লঙ্কাপুরি যাইবেক সেই ব্যাকতি ॥

সেই বির সুগ্রিরেরে সত্যে করিবে পার।
সেই বির শ্রীরামেরে[১] করিবেন উর্দ্ধার॥
তাহার প্রসাদে সভে হই সুখি।
তাহার প্রসাদে স্ত্রি পুত্রের মুখ দেখি॥

মধ্য,—

তত্তোক্ষনে দেবগন সভে আনন্দিত মোন
হনুমানে ধরি দেয় কোল।
অলঙ্ঘ সাগরে পার তোমা বিনে কেবা আর
জাইতে পারে হেন লয় মন॥
সুগন্ধি কুসুমমালে গাঁথি দিল হনুর গলে
প্রধান রামের জতো জন।
হনুমান বলে সুন সকল বানরগন
রামনাম করাহ শ্রবন॥
রামনাম করি সার সাগর হইব পার
কোন ভয় নাহিক আমার।
পিথিবি ভাসেন জলে মোর ভরে কুর্ম্ম টলে
সহিতে নারিবে মহাভার॥
পর্ব্বতে সহিবে ভার পাতালে সিকড় জার
উহাতে উঠিয়া দিব লাফ।
রামনামের ধ্বনি সিংহনাদ শব্দ সুনি
উঠে সবে হইয়া এক চাপ॥
সর্গেতে দুন্দুবি ধ্বনি আনন্দিত সুর মুনি
কৌতুকে দেখিতে আগুসার।
পাতালেতে নাগগন সভে স্ববির্ষয় মন
গন্ধর্ব্ব অসুর চমৎকার॥
হনুমান মহাবির পর্ব্বত উপরে ধির
খরির বাড়ায় ততক্ষন।
দিঘেতে জোজন শত হইল পর্ব্বত মত
প্রস্তে আড়ে এগার জোজন॥
পঞ্চাষ জোজন লেজ বাউপুত্র ধরে তেজ
সিংহনাদে ত্রিভুবন কাঁপে।

১। 'সীতারে' হইবে।

উর্চ্চ লেজ সারি কান উঠে বির হনুমান
দক্ষিন মুখে এক লাফে॥
মুখে বলে রাম নাম পবননন্দন ধাম
বাউ ভরে সর্গের উপর।
ক্ষিতি টলমল করে বাসুকি কাপয়ে ডরে
টল টল করয়ে সাগর॥
অঙ্গদ আদি জাম্বুবান একাদেষ্টি সভে চান
বাউ জিনি ধায় মহাবিরে।
দেখি আনন্দিত মন সকল বানরগন
বৈসে সভা সাগরের তিরে॥
কির্ত্তিবাস রটে গান চলে বির হনুমান
আ[কা]সের নক্ষত্র জেমন।
প্রলয় জলদিজলে হনুমান মহাবলে
রাম রাম করএ শ্রবন॥
(পৃ০ ৬।২-৭।১)

হনুমানের ফলভক্ষণ উপাখ্যান অংশে ৫৩ সংখ্যক পুথির সহিত অনেকটা মেলে।

লঙ্কার রাজদরবারে হনুমানের পরিচয়,—

রাবন নিকটে গেল পবননন্দন।
রাজা পাছ করিয়া বির বসিল তখন॥
রাবন বলে বানরজাতি বেড়ায় বনে ডালে।
রাজসভায় বানর বসেছে কোন কালে॥
প্রহস্ত বলে বানরা রে তুই কোন জন।
রাজা পাছু করিয়া বসিলি কি কারন॥
হনুমান বলে রাজা নাম কোন জন ধরে।
শ্রীরাম রাজা পিথিবির অজধ্যানগরে॥
প্রহস্ত বলে বানরা তুই কাহার অনুচর।
কাহার বোলে আইলি হেথা লঙ্কার ভিতর॥
হনুমান বলে তোকে কি দিব পরিচয়।
তোর রাবন রাজা সেই কোথা রয়॥

১। 'স্মরণ' হইবে বোধ হয়।

দড়ি ধরিয়া প্রহস্ত ফেরায় হনুমানে।
ফিরিয়া দেখ হনুমান রাজা দসাননে॥
রাবনের পানে চাহিয়া হনুমান বলে।
তুঞি রাবন রাজা দেখেচি কোন কালে॥
ইন্দ্রের নন্দন ছিল বানরের রাজা বালি।
একবার দেখেআছি তাহার কক্ষতলি॥
আর বার দেখিআছি য়জুনের ঘরে।
হাথে গলায় বান্ধিয়া থুইল ঘোড়াসালে॥
পৌলস্ত মুনি আসিয়া ঘুচাইল বন্ধন।
আর বার দেখিআছি বলি রাজার ভুবন॥
সেইরূপ দেখি তোরে করি অনুমান।
দস মুণ্ড কুড়ি আখি হাথ কুড়িথান।
হাসিতে লাগিল রাবন হনুমানের বচনে।
হনুমানেরে জিজ্ঞাসা করেন দসাননে॥
কাহার বোলে আইলি তুঞি রাক্ষষের দেসে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কেবা পাঠায় মানুসে॥
স্বরূপেতে জদি বম্নিষ তবে ঘুচাইব বন্ধন।
মিথ্যা জদি বলিস তোর বধিব জিবন॥
হনুমান বলে মোরে পাঠাইল মানুসে।
তার বোলে লঙ্কায় আমি করিলাম প্রবেসে॥
(পৃ০ ৩০।১-২)

অন্ত,—

পার হইয়া চলিল রাম সহিত লক্ষন।
পশ্চাতে সুগ্রিব রাজা রাক্ষস বিভিসন॥
ডাহিনদিগের পাছু চলে মন্ত্রি জাম্বুবান।
আগে আগে ধাইয়া চলে বির হনুমান॥
চলিল অঙ্গদ বির লইয়া সেনাগন।
এক চাপে চলে ঠাট মেঘের বরন॥
রাম জয় বলিয়া ছাড়য়ে সিংহনাদ।
সুনিঞা রাক্ষসগন গুনিছে প্রমাদ॥
রাবনেরে কহে গিয়া জত নিসাচর।
আইল শ্রীরাম পার হইয়া সাগর॥

সুনিয়া রাবন রাজা চারি ভিতে চায়।
ভশ্বলোচন দেখি রাজা ডাকিল তাহায়॥
শ্রীরাম আইসে লঙ্কায় বানর লইয়া।
সবগুলা ভশ্বস্ত করে দেহো উড়াইয়া॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চলিল সত্তর।
চক্ষে ঠুলি দিয়া উঠে রথের উপর॥
চর্ম্মে ঢাকা রথখান আইসে ধাইয়া।
জাঙ্গালের উপরে রথ লাগিল আসিয়া॥
বিভিসন বলে প্রভু করি নিবেদন।
জুঝিবারে আইল বির ভশ্বলোচন॥
শ্রীরাম বলে মিতা কি হবে উপায়।
কেমনে বানরগন ইথে রক্ষা পায়॥
এতো সুনি বলিলেক রাক্ষস বিভিসন।
ধনুকের গুনে তুমি জোড়হ দর্পন॥
দর্পনে দখিতে পাবে আপনার মুখ।
আপনি হইবে ছাই দেখহ কৌতুক॥
এতো সুনি রঘুনাথ আনন্দিত মোন।
ব্রহ্ম অস্ত্রে কুটি কুটি শ্রজিলে দর্পন॥
রথ য়াগুলিয়া তার রহিল দর্পনে।
ঘুচাইয়া চক্ষের ঠুলি চাহে চারিপানে॥
আপনার মুখ দেখে দর্পন ভিতর।
ভশ্ব হয়া উড়ে গেল সেই নিশাচর॥
দেখিয়া রাক্ষসগন মনে লাগে ভয়।
হইল প্রথম রনে শ্রীরামের জয়॥*
পার হইয়া লঙ্কায় উঠিলা নারায়ন।
রাম জয় বলিয়া ডাকে জত বানরগন॥
দুরে ছিলান সিতা দেবি দুরে ছিলান রাম।
দুই জনে আসিয়া হইল এক স্থান॥
পোহাইতে আছে জখন রাত্রি প্রহর ডেড়।
রামের কটকে লঙ্কাপুরি কৈল বেড়॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্র বিচক্ষন।
সুন্দরাতে সুন্দর গিত করিল রচন॥

এই পঞ্চদস্ত সুন্দরাকাণ্ড হইল সমাপ্ত।
তার পরে লঙ্কাকাণ্ড হইবে আরম্ভ ॥

বলা বাহুল্য, শেষের দুই পঙ্‌ক্তি লিপিকরের।

৫৮। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫¾ × ৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫২। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮-৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪০ সাল। সম্পূর্ণ, কীটদষ্ট। স্বর্গীয় যশোদানন্দন প্রামাণিক মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত।

আদি,—

চারিকাণ্ড পুস্তক গাইলাম রামায়ণভিতর।
পঞ্চমে সুন্দরাকাণ্ড সুনিতে সুন্দর ॥
পিতাপুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
বানর সব চলি গেল দক্ষিন সাগর ॥
তর্জ্জণ গর্জ্জণ করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর দেখিয়া বানর গনিল প্রমাদ ॥
দিগাদিগ বোধ নহে আকাশমণ্ডল।
কলরব করে সব সাগরের জল ॥
বড় বড় ঢেউ আইসে পর্ব্বতপ্রমান।
নিরখিয়ে বানরের উড়িল পরাণ ॥
বিসাদ ভাবিয়ে বানর রহিল সে স্থান।
এইরূপে দিবৈরাত্রি হইল অবসান ॥
প্রত্যুষে সকল বানর ভাবি মনে মন।
অঙ্গদের নিকট সব করিল গমন ॥
অঙ্গদ বলেন শুন সকল সেনাপতি।
অত[:]পর আমাদের হইল এই গতি ॥
দৈবে নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম না জায় খণ্ডন।
কোন বীর ঘুচাইবে এসব জাতন ॥
ব্রহ্মার হস্তের অমৃত আনিবে।
বজ্রধারি হৈতে বজ্র কাড়িয়া লইবে ॥
যম হৈতে যমদণ্ড লইতে জে পারে।
সে জন জাইতে পারে সাগরের পারে ॥
সীতার বার্ত্তা আনি কে করিবে সব সুখী।
তাহার প্রসাদে স্ত্রী পুত্রের মুখ দেখি ॥

মধ্য,—

রাক্ষসেরে আজ্ঞা দিল কুমার ইন্দ্রজিত।
বানর বান্ধি পিতার নিকট পাঠায় তুরিত ॥
এতেক বলিয়ে বীর গেল আগুয়ান।
দুই লক্ষ রাক্ষসে বেড়িল হনুমান ॥
কোপে তোলপাড় করে হনুর চারিভিতে।
চল্লিস জোজন বীর হইল আচম্বিতে ॥
দুই লক্ষ রাক্ষসেতে টানাটানি পাড়ে।
চল্লিস জোজন বীর তিলে নাহি নড়ে ॥
হনুমানের মূর্ত্তি দেখি রাক্ষসের ত্রাস।
রাক্ষসের ত্রাস দেখি হনুমানের হাস ॥
রক্তচক্ষু করিয়ে রাক্ষস পানে চায়।
পলায় রাক্ষস সব তুলা জেন বায় ॥
হনুমান বলে শুন জত নিসাচর।
সকল রাক্ষস তোরা আমায় কান্ধে কর ॥
জ্বর জ্বর হয়েছি আমি ইন্দ্রজীতের বাণে।
কান্ধে করি লয়ে চল রাবণ বিত্তমানে ॥
রাক্ষস বল জাইতে বল তোমার গোচর।
এক চাপড়ে পাঠাও পাছে যমের ঘর ॥
হনু বলে এখন না মারিব সবাকারে।
বুঝাইতে জাই কেবল রাবণ বর্ব্বরে ॥
এই সত্য আমার ভাই সভার গোচরে।
দোহাই শ্রীরামের জদি এখন মারি তোরে ॥
তবে জদি আমার কথা না শুনে রাবন।
তখন তোমাদের আমি বধীব জিবন ॥
এত শুনি কাছে গেল জত নিসাচরে।
বাঁসেতে বান্ধিয়ে নিল কান্ধের উপরে ॥

দুই লক্ষ রাক্ষসেতে কান্ধে করি নিল।
সাঙ্গিতে বসিয়ে বীর আনন্দে চলিল॥
জাইতে জাইতে বির দিতেছে দাবড়ি।
ধীরে ধীরে চলে জেন টলিয়ে না পড়ি॥
মনে মনে হাসে তবে পবনকুমারে।
প্রস্রাব করিয়ে দিল কান্ধের উপরে॥
রাক্ষস বলে দেখ দেখ দেবতা বুঝি বর্ষে।
হনু বলে দেবতা নয় মুতেছী ভাই ত্রাসে॥
আছাড়িয়ে হনুমানে ফেলিল তথায়ই।
হনু বলে আমায় আর কেন মার ভাই॥

(পৃ০ ২৪.২-২৫।১)

দুই লক্ষ্য রাক্ষসে ধরিল হনুমানে।
গড়ের বাহির লয়ে চলিল তখনে॥
পুরের জতেক নারি ধায়িল তখনে।
কেমন বানর গিয়ে দেখিব নয়নে॥
লেজে অগ্নি দিয়ে গলায় দিল ডোরি।
আগে পাছে হনুমানের চলে সারি সারি॥
লঙ্কাপুরেতে তবে চলে গলি গলি।
হনুমানে দেখি নারি দেয় হুলাহুলী॥
হাসি হাসি হনুমানে বলে নারিগন।
চন্দন মালায় কিবে হয়েছে ভুসন॥
হনুমান বলে ইহা নাহি জান নারী।
রাবনের কন্যা আছে পরমসুন্দরি॥
কুলিন ভাবিয়ে বিভা দিবে তো আমারে।
বিভা নাহি করি তেঞি বান্ধে আমা তরে॥
এই দেখ বরমালা দিয়াছে আমারে।
ইন্দ্রজীত শ্যালক আমার হইল তাত পরে॥
এত শুনি হাসি বলে জত নারিগন।
ঠাকুরজামাই হইলে নাচ ত এখন॥
হনু বলে দণ্ড চারি থাক সর্ব্বজন।
নানামত প্রকারে দেখাব নাচন॥
ধুলা কর্দ্দম দেয় হনুর শরীরে।
হাসিতে লাগিল বীর পবনকুমারে॥
গলি গলি লয়ে ফিরে চাতরে চাতরে।
ধায়ে চেড়ি বার্ত্তা কহে সীতার গোচরে॥
জে বানরের সঙ্গে তুমি কহিলো তো বানি।
লেজে অগ্নি দিয়ে তারে করে টানাটানি॥
বার্ত্তা শুনি সীতা দেবী মরণ হেন গুণে।
অগ্নি জালিয়ে পূজেন বিবিধ বিধানে॥
পিতৃকুলে সসুরকুলে জেবা হৈলেন রাজা।
ঘৃত দুগ্ধ দিয়ে তোমায় সবে কৈলেন পূজা॥
সকল ছাড়িয়ে রাম হইলেন ভিখারি।
ভিকারিণী হৈলাম আমি হয়ে রামের নারি॥
একমনে বাক্যে আমি জদি হই সতি।
তোমার ঠাঞি বানর আমার পাবে অব[্যা]হতি॥
এতেক বলিয়ে সীতা করেন ক্রন্দন।
ডাক দিয়ে সীতাকে বলেন দেবগন॥
ডাক দিয়ে বলেন ব্রহ্মা দেবি শিতা।
হনুমানের কারন তুমি না করিহ চিন্তা॥
হনুমানের কারন তুমি না করিবে শঙ্কা।
এখনি পোড়াবে হনু কনক পুরি লঙ্কা॥
কৌতুক দেখিতে আইলাম জত দেবগন।
হরিস বিশাদ তুমি হও কি কারন॥
ক্রন্দন সম্বরেন সীতা ব্রহ্মার আশ্বাসে।
সুন্দরাকাণ্ডে গাইলেন পণ্ডিত কৃত্তবাসে॥

উদ্ধৃত অংশে গ্রাম্য কৌতুকের অবতারণা আছে।

অন্তে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক দেবীপূজা বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণতঃ লঙ্কাকাণ্ডে রাবণবধের পূর্ব্বে দেবীর অকাল-বোধন-প্রসঙ্গ পাওয়া যায়।

৫৯। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৫ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আদি,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি—

কিষ্কিন্দা হইতে জাত্রা করিলেন রাম।
মাল্যবানেতে থানা দিল দুর্ব্বাদলস্যাম॥
রহিল বানরগন পর্ব্ব [ত] ঘেরিয়া।
বিরদর্পে বুলে বানর রাম নাম লইয়া॥
লাঙ্গুড় ঠেকিল সব গগন উপর।
কেসরি গজ্জিয়া জেন হুঙ্কারে বানর॥
হেথা মৃগচম্মে বসি কৌসল্যানন্দন।
বাম দিগে জাম্বুবান দক্ষিনে লক্ষ্মন॥
করযোড়ে সুগ্রিব দাণ্ডায়া বামভাগে।
নল নিল কুমদ জত বির ভাগে॥
পিতাপুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তব।
আর জত বীর গেলা দিগদিগান্তর॥
সিতা অন্যাসনে গেলা রাঘবে বন্দিয়া।
সুগ্রিব রাজার ভাগে পতিজ্ঞা করিয়া॥
সপ্ত দিগ সপ্ত সর্গ করিব ভ্রমন।
সপ্ত পাতাল সপ্ত সর্গ এ চোদ্দ ভূবন॥
ইথি মর্দ্ধে জানকিরে জেথানে পাইব।
সভার পতিজ্ঞা মিতার বাত্তা এনে দিব॥
রাজা বলে সপ্ত দিন জদি হয় পার।
সবংসে মারিবে সভা নাইখ নিস্তার॥
গলায় পাতর বান্দি ফেলাব সাগরে।
এই বাক্য কয়্যা রাজা দিলেক বানরে॥
মন অতি য়ধিক গতি উঠিল বানর।[১]
পবন আস্তয়ে জেন ছুটে জলধর॥
আকাস উপরে ডাকে রাম জয় ধ্বনি।
বরিসা সমএ জেন গজ্জে কাদম্বিনি॥
তারপর অঙ্গদে ডাকেন রোঘুবর।
বিরবংসে জন্ম তুমার বেল্যের কঙর॥
করেছি দারুন কম্ম তোর পিতা বধ।
প্রানের য়ধিক তোরে বাসি রে অঙ্গদ॥
স্বরমে করহ পার সন্যগন লয়্যা।
সিতা অন্যাসন কর আমা পানে চেয়্যা॥
সিতার বিরহে মোর ব্যাকুল অন্তর।
সভার স্বরন নিলাম সুন রে বানর॥
হইলাম জানকিহারা পঞ্চবটির বনে।
বিধুমুখি দিবস রজনি পড়ে মনে॥
হায় কোথা ছাড়ি গেলা জনকদুহিতা।
কে মোর কাড়িয়া নিল চন্দমুখি সিতা॥
উঠিল অঙ্গদ বির জুড়ি দুই কর।
নফর থাকিতে কেন ভাব রোঘুবর॥
সুমুর্দ্র লংর্ঘিয়া জাব লয়া সন্যগন।
অবস্য করিব জানকির অন্যাসন॥
এত বলি রামচন্দ্রে করিল প্রনাম।
উঠিল বানরগন ডাকি রামনাম॥

মধ্য,—

ত্রপদি॥

বিরলে অসকবনে ধারা বহে দু নয়ানে
কহিছেন জনকনন্দিনি।
উঠিল দারুন সোক বিদারিয়া জায় বুক
রিদএ উঠে জলন্ত য়াগুনি॥

১। ৬০ সংখ্যক পুথিতে 'মনকে অধিক গতি ছুটিল বানর।'

ওরে বাছা হনুমান জুড়াক আমার প্রান
শ্রীরাম বলিয়া কাছে বৈস্য।[১]
কৌসল্যা রাজার রানি পূজা করে কাত্তায়নি
মোর মনে হব পাটেশ্বরি।
বিধি সঙ্গে ছিল বাদ না পুরিল মনে সাদ
প্রাননাথ হৈল বনচারি॥
জানকিনাথের সাথে আইলাম কাননেতে
মুনিগৃহে করিয়া ভ্রমন।
আসি পঞ্চবটির বনে কুড়া বান্ধি তিন জনে
মহন মুরতি রাক্ষসেরে দিলাম দান॥
বিধি মোরে হোল বাম হেলায় হারালাম রাম
হরিনি কণ্টক হল্য মোরে।
সনার কুরঙ্গ দেখি ভুলিল আমার আঁখি
তেজ্ঞি সে হারালাম রঘুবরে॥
বনে কান্দি রাত্য দিনে পিত্যাসা না ছিল মনে
রাম সঙ্গে হব দরসন।
তোমারে দেখিয়া হনু জুড়াল্য আমার তনু
মিলাইবে সে দুটি চরনে॥
জনমদুখিনি সিতা নাঞি তার মাতাপিতা
আছিলাম জনকের ঘরে।
ধনুক ভাঙ্গিলা রাম দুর্ব্বাদলশ্যাম
বিভাহ করিলা নাথ মোরে॥
উঠএ দারুন দুখ বিদরিএ জায় বুক
মনে পড়ে রাজিবলোচন।
যুন বাপু হনুমান কবে মিলাইবে রাম
জুড়াইবে আমার পরান॥
ইত্যাদি ইত্যাদি (পৃ° ১৭।১-২)
ত্রিপদি॥
মরনসংবাদ পেআ রাবন মুছিৎ হআ
পড়ে রাজা অবনিমণ্ডলে।
বক্ষে মারি করাঘাত কান্দিছে লঙ্কার নাথ
মাল্যবান করে গীআ কোলে॥
হায় মোর কি হইল বানর কণ্টক হইল
প্রবেশীল অশ্বের কানন।
উঠএ দারুন দুখ বিদরিএ জায় বুক
কোথা গেলে প্রানের নন্দন॥
অক্ষয়কুমার বিনে অন্ধকার রাত্র দিনে
কি করিআ বাচিব পরান।
বদন উজ্জল বিধু গৃহেতে দারুন বধু
কে করে তাহার পরিত্রান॥
রাজার করুণা যুনি আইল মন্দোদরি রানি
শতিনি করিএ শব শাথে।
নেত্রে বেএ পড়ে ধারা জেন মন্দাকিনির পারা
ধরে আশী রাবনের হাথে॥
কহে রানি মন্দোদরি হরিলে রামের নারি
কার বাক্য না যুনিলে কানে।
বৈকণ্ঠ ছাড়িয়া হরি জন্ম নিল জটাধারি
পুর্ন্ন ব্রহ্ম অজোদ্ধা ভুবনে॥
ধরা জার করতল হরিলা ভৃগুর বল
তাড়কার বধিল জিবন।
অহল্যারে পদ দিলা পাসান মানব হইলা
হরধনু করিল্যা ভঞ্জন।
কোদণ্ড করিআ করে মারিচ রাক্ষস মারে
বালিবক্ষ বিদারিল বানে॥
দুন্দবি পঞ্জর তলে সপ্ততাল বিন্ধে বানে
তার নারি হরিআছ কেনে॥
সাগর তোমার বল শীন্ধু তার করতল
শরেতে ঘুশীআ নিল নিরে।
চৌদলেতে আরোপীআ এই বেলা শীতা লআ
ফিরিআ দেহ রঘুবরে॥
যুন্যাছি ত্রিজটার ঠাঞি সিতার মাতাপিতা নাই
জজ্ঞভুমে সিতার জনম।

১। এই দুই পঙ্‌ক্তি পরবর্ত্তী যোজনা মনে হয়। ৭২ সংখ্যক পুথিতে এই দুই পঙ্‌ক্তি নাই।

নিদ্রাগত সীতা থাকে শ্রীরাম বলিআ ডাকে
পতিব্রতা জানকির ধম্ম ॥
মন্দোদরি কহে ভাশা তোমার ভগ্নীর নাসা
কাটীআছে সিরামের ভাই।
ওহে রাজা দশাননে বিচার করহ মনে
জানকীর কিছু দোশ নাই ॥
ষুন রাজা নিবেদী তোমার অভাব কি
দশ হাজার কন্যা জার ঘরে।
অতুল সম্পদ জার এমন দুম্মতি তার
শে কেন পরের নারি হরে ॥
হইবেক সর্ব্বনাশ এশেছে রামের দাশ
আরম্ভ করেছে তেঁহ রন।
কিত্তীবাশ পণ্ডীতে কঅ রাবন বুঝিবার নয়
ভালে উঠে কুড়িটা নআন ॥

(পৃ° ২৭।১-২৮।১)

পুথির শেষভাগে বানরসৈন্যসহ শ্রীরামের ঙ্কা প্রবেশ বর্ণিত হইয়াছে।

৬০। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন১২৪৭ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আদি, মধ্য, অন্ত ৫৯ সংখ্যক পুথির অনুরূপ। কেবল কৃষ্ণমোহনের ভণিতাযুক্ত দুইটি পদ অতিরিক্ত আছে। তন্মধ্যে একটি এইরূপ,—

তৃপদি ছন্দ ॥

বাত্রা কহে হনুমান জুড়াক সভার প্রান
জিজ্ঞাসেন রাজিবলোচন।
জানকির বাত্রা কহ মিনি মুলে কিনে নেহ
সর্ত্ত কহ পবননন্দন ॥
করজুড়ে হনুমান বাত্রা সুন নারাঅন
সুন রাম জতেক কাহিনি।
পাইআ তুমার বর লঙ্ঘি হেন সাগর
পথে বিপদ সুন রোঘুমোনি ॥
সুরসা সাপিনি বলে সর্গ মর্ত্ত মুখ মেলে
ভাবি রাম তুমার চরন।
সান্তাই সাপিনি পেটে বারি হোই কর্ম্ম বাটে
তুসিলাম সুরসার মন ॥
মৈনাখে অঙ্গুল দিঅে গেল পর্ব্বত জুরিয়্যা
সুজ্যবংষে সাগর সির্জ্জন ॥
মৈনাখে সন্তোস করি সিঙ্ঘিকা রাক্ষসি মারি
দেখি রাম লঙ্কা জে ভুবন ॥
সনার পাচির পরে উগ্‌র্গচণ্ডা আসি মোরে
কহে বানি তর্জ্জন বচনে।
পরিচয় দিয়ে তারে শ্রীরাম পাঠাল্য মোরে
খুসি হৈল্যা রাম নাম ষুনে ॥
সমপ্রিঅ্যা লঙ্কাপুরি চলিলা কৈলাসগিরি
মোরে দিঅ্যা আসিস বচন।
সনার আআরি ঘর দেখি অতি মনহর
ভাবি রাম রাজিবলোচন ॥
দস হাজার রানিগনে বান্ধিজটে দুই জনে
বান্ধি রাজা মন্দদরি সনে।
কুম্ভুকর্ন্ন আদি করি খুজি সব লঙ্কাপুরি
বসি ভাবি দ্বার দক্ষিনে ॥
অগর্ম্ম ইসান কনে চলিলা অসক বনে
দেখি রাম জনকনন্দিনি।
ব্রিঘত মুরতি হঅ্যা অসক বনেতে রঅ্যা
ডাকেন সিতা রাখ রোঘুমুনি ॥
অম্ব্‌বন নিধন করি অক্ষয় কুমারে মারি
বান্ধে মোরে ইন্দ্রজিতার বানে।
ঘ্রিত বস্তু নেঞ্জে দিঅ্যা দিল অগ্নি জালাইঅ্যা
উঠে অগ্নি উপর গগনে ॥

পড়াই সনার লঙ্কা তিল আধ নাই সঙ্কা
পড়াঅ্যা করিলাম ছারখার।
অসোক বনেতে গিঅ্যা মাত্র বাত্রা জানাইঅ্যা
নিসানা নইলাঙ রোঘুবর॥
জানকি দিলেন মুনি লেহ রাম রোঘুমুনি
আনন্দিত শ্রীরামলক্ষনে।
কিষ্ণমোহনের আস বন্দিআ সে কিত্তিবাস
মস্তিগন ডাকেন নারাঅনে॥

(পৃ° ৩১।২)

৬১। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৬৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫১ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ ৫৪ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

মধ্য,—

ত্রিপদি॥

জনকনন্দীনি সিতা শ্রীরামের বনিতা
তুমি গিয়া দেহ ত আশাযে।
ভয়ঙ্কর রাক্ষসি দেখি মনে ভয় বাশী
পাছে সিতা মরেন তরাসে॥
কে দেয় আহারপানি জাগিয়া পোহান রজনি
জেন ব্যাঘ্রকোলেতে হরিনি।
রামচন্দ্রে কর সুখি যুগ্রিব রাজারে দেখি
জেন যুখে বঞ্চেন রজনি॥
সাগর হইয়া পার বানরে করে নিস্তার
রাম যুগ্রিব হরিষ অপার।
শাগর হইয়া পার সিতারে কর উদ্ধার
তব জষ ঘুসিবে শংসার॥
এত বলি কোপিগন সবে আনন্দিত মন
হনুমান ধরি দেয় কোল।১
অলংঘ্য সাগরপার তোমা বিনা কেবা আর
জাইতে পারি বলে হেন বোল॥
যুগন্ধি কুসুম মালে গাঁথিয়া দিলেক গলে
প্রধান বানর জত জন।
হনুমান বলে যুন সকল বানরগন
রাম নাম করহ স্মরন॥
রাম নাম করি সার সাগর হইব পার
কোন ভয় নাহিক আমার।
পৃথিবি ভাশএ জলে মোর ভরে কুর্ম্ম টলে
সহিতে নারিবে মহাভার॥ (পৃ০৯।১-২)

ত্রিপদি॥

রামের অঙ্গরি পেয়ে সিতা মনে দুখি হয়ে
শোকাকুলে কান্দিয়া বিকল।
কপালে কঙ্কনাঘাত ঘন বলে প্রাননাথ
বুক বহি পড়ে য়স্ত জল॥
আমার প্রানের নাথ কোমললোচন।
বিধি মোরে হৈল বাম মৃগ বধে গেলা রাম
সন্য ঘরে হরিলা রাবন॥
কান্দি সিতা বলে রঘুমনি।
যোগসিদ্ধ মহারাজা দেবলোকে করে পূজা
আমি সিতা তাহার নন্দিনি॥
হরধনু ভঙ্গ করি মোরে বিভা কৈলা হরি
বড় ভাগ্যে পাইনু শ্রীরাম।
মোরে বিভা কৈলা রাম আইলেন অজোধ্যাধাম
বিধাতা শ্রীরামে হৈল বাম॥
সষুর আনন্দমতি রাজা করি রঘুপতি
ত্রিভুবনে জয় জয় ধ্বনি।
কৈকয়ি পাসণ্ড হয়ে বনে দিল পাঠাইয়ে
সত্য পালিবারে রঘুমনি॥

১। ইহার পর ৫৭ সংখ্যক পুথির সহিত অনেকটা মেলে।

ধনুর্ব্বান লয়ে হাথে লক্ষন আইল সাথে
বাঁসা কৈল পঞ্চবটী বন।
বনে জত দুখ পাই না কহি রামের ঠাই
মুখ হেরি জুড়ায় জিবন॥
তিলার্দ্ধেক জদি রাম না থাকেন নিজ ধাম
মন মোর উচাটন করে।
নিরক্ষিলে চাঁদমুখ হৃদয়ে বড়ই ষুখ
সজ্যা করি কুসের উপরে॥
লঙ্কাপুরে অষ্ট মাস না থাকি প্রভূর পাস
হিয়া ষুস্থ হইল আমার।
রামপদ না দেখিয়া কান্দয়ে আমার হিয়া
রহিলাম সাগরের পার॥
বল বাপু হনুমান কেমন আছেন রাম
আমার বিরহে পোড়ে মন।
হনু বলে ষুন মাতা কি কব রামের কথা
প্রবোধিতে না পারে লক্ষন॥
কি কহিব বিধাতারে সকলি করিতে পারে
মিন নাহি জল ছাড়া বাঁচে।
কিত্তিবাস কহে বানি না কান্দিহ ঠাকুরানি
পূন জাবে শ্রীরামের কাছে॥
পবননন্দন ষুনহ বচন
ত্বরায় আনহ রাম।
বহু দিন হৈলে কাতি দিব গলে
লুকাবে জানুকি নাম॥
অশোককাননে চিন্তি রাত্রদিনে
ভূমেতে লিখি শ্রীরাম।
লিখিতে লিখিতে দেখি আচম্বিতে
নবদুর্ব্বাদলশ্যাম॥
প্রভূর অঙ্গরি দেখি চক্ষু ভরি
আজি মোর ষুপ্রভাত।
অষ্ট মাস মোরে শাগরের পারে
রাখিলেন রঘুনাথ॥

রাবনের চেড়ি মারে সভে ঘেরি
কেমনে ধরিব প্রান।
রামে জদি দেখি তবে প্রান রাখি
ষুন বাপূ হনুমান॥
দেবর লক্ষন কিসের কারন
তর্ত্ত নাহি মোর করে।
মোর দুখ শেষ বুঝিনু বিশেষ
বিধি মিলাইল তোরে॥
ষুন হনুমান কহি তব স্থান
জত দুখ আমি পাই।
হেন অষ্ট মাস নিত্য উপবাস
কহিও প্রভূর ঠাই॥
রাক্ষসের ঘরে প্রান কাঁপে ডরে
নারির কতেক প্রান।
বিসম রাক্ষস বচন কর্কস
সদা করে অপমান॥
প্রভূ নারায়ন বধিয়া রাবন
উদ্ধার করুন মোরে।
প্রজাধ্যানগরে গিয়া নিজ ঘরে
প্রনাম করিব তারে॥
কিত্তিবাস কয় না করিয় ভয়
লঙ্কাজয়ি হবে রাম।
অশোকের বনে ভাব নারায়নে
মুখে বল রাম নাম॥ (পৃ০ ২৯।২-৩০।২)

শেষ ৫৭ সংখ্যক পুথির অনুরূপ। পুষ্পিকার পর,—

তোমার চরনে এই নিবেদন রাম।
ধন পূত্র লক্ষি দিয়া পূরায় মনস্কাম॥
ইহা বিনে অন্য কিছু নাহি প্রয়োজন।
মনের মানস পূর্ণ কর নারায়ন॥
তব পদে ভক্তি সদা মাগি এই বর।
মরনে স্বরন দিও রাম গদাধর॥

এই স্বহাজ্য কোর রাম বাপের ঠাকুর।
অশেষ পাপে মুক্তি করি লবে নিজ পুর॥
রাম রাম প্রভু রাম কোমললোচন।
কৃপা কর রামচন্দ্র লইলাম স্মরণ॥
তোমা বিনে অকিঞ্চনে নাহি কেহ আর।
অন্তকালে ও পদে মতি রাখিবে আমার॥
এই নিবেদন মোর ষুন নারায়ন।
গঙ্গাজলে রাম বলে ত্যজি এ জীবন॥

৬২। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-৪৯,৫১-৫৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৫ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

আরম্ভ,—

করেছি দারুন কর্ম্ম তোর পিতা বধ।
প্রানে[র] অধিক তোরে বাসিরে অঙ্গদ॥
সরমে করহ পার সন্যগন নঞা।
সিতা অন্যসন কর আমা পানে চেঞা॥
সিতা বিরহে মোর ব্যাকুল অন্তর।
সভার স্বরন নিলাম সুন রে বানর॥
হইলাম জানকিহারা পঞ্চবটি বনে।
বিধুমুখি সিতারে মোর তাই পড়ে মনে॥

ইহার পর ৫৯ সংখ্যক পুথির সহিত অনেকটা মেলে।

মধ্য,—

বসিলেন দুই জনে ডাকি নিজ মুণ্ডগনে
প্রধান প্রধান জুথে জুথে।
সুগ্রিবেরে শঙ্গে করি গমন করিলা হরি
মাল্যবান গিরি করি হাথে॥
চাহিঞা সুগ্রিবের পানে ধারা পড়ে দু নয়নে
কহিতে লাগিলা রঘুবর।
তোমার স্বহায় মিতা উদ্ধার করিব সিতা
তবে স্থির আমার অন্তর॥
শ্রীরামে[র] করিব কাজ কহে সুগ্রিব মহারাজ
তুমি জার সঙ্গে রঘুবর।
কপিদল সঙ্গে লব সুমুদ্র তরিঞা জাব
স্ববংশে বধিব লঙ্কেশ্বর॥
প্রভু তোমার চিন্তা কি সিতার তত্ত্ব পেঞাছি
উদ্ধারিব জনকনন্দিনি।
আমার বচন রাখ দিন কর মুন্তি ডাক
উঠে সভে দিঞা জয়ধ্বনি॥
কপিগন লাখে লাখে ব্রহ্মার নন্দন ডাকে
প্রস্ত কর মুণ্ডি জম্ববান (?)।
মান্দি ক্ষেন গুনে দিল কটকে আনন্দ হইল
ধনু লঞা গা তুলিলা রাম॥
জাত্রা করি রঘুবির চলিলা শাগরতির
পরিহরি গিরি মাল্যবান। (পৃ° ৩৮।১)।

অন্ত,—

মান্দি ক্ষেন গননা করিলা জাম্ববান।
কোদণ্ড করিঞা স্কন্দে গা তুলিলেন রাম॥
অজানলম্বিত ভুজ নিলকান্তি তনু।
নিতম্বে বাকল সাজে রামরম্ভা জানু॥
কোকনদ জিনি পদ নোখচন্দ সাজে।
হেরিঞা রামের রূপ বিধু পড়ে লাজে॥
গোউর বরন শঙ্গে সুমিত্রাকিশোর।
হেরিঞা দোহার রূপ আনন্দে বানর॥
সাজিল বানর জত গাছ পাথ[র] হাথে।
ভল্লুক বানর শব চলে চতুর্ভিতে॥
নল নিল প্রভিতি আর হরিতাল বরন।
নানা বর্ন্নের মেঘ জেন ছাইল গগন॥

শেই মেঘ মদ্ধে রামচন্দ হইলেন চন্দ।
দেখিঞা সুগ্রিবের কত হইল আনন্দ॥
উদয় করিল বিধু কি কহিব কথা।
সুমিত্রানন্দন তাথে বিদু [্য]তে[র] লতা॥
জাঙ্গালে চরন দিলা কৌশল্যাকিশোর।
আপনাকে ধন্য মানে বশএ বানর॥
অঙ্গে অঙ্গে বানর শব হঞা মেলামেলি।
গগনে লাঙ্গুড় উঠে রামজয় ধর্বনি॥
চলিল বানর জত নহি লেখা জোখা।
লাঙ্গুড় উটেছে জেন দেখিতে পতকা॥
জলধর গজ্জে জেন ডাকিছে বানর।
শব্দ প্রবেশিল গিঞা লঙ্কার ভিতর॥
প[া]চিরে উটিঞা জত রাক্ষশ দেখিল।
সাগর করিঞা বন্ধ রাঘব আইল॥
সুমুদ্র হইঞা পার রাজিবলোচন।
সুভদিনে লঙ্কা প্রবেসিল নারায়ন॥
পড়িল বানর জত লঙ্কার ভিতর।
ঘের ঘের সব্দ করে ডাকিছে বানর॥
বানরের সিংহনাদে টলে লঙ্কাপুরি।
মৃগচম্ম পাতিঞা বশিলা জটাধারি॥
সুমুখে সুগ্রিব রাজা বামে জম্বুবান।
রামের দক্ষিনভাগে ব্যেলের শস্তান॥
কৃতাঞ্জলি রাম আগে অঞ্জনানন্দন।
রাঘবে ঘেরিঞা আছে জত কপিগন॥
কেহ বলে বিলম্বে আর প্রওজন কি।
এককালে ধরি লঙ্কায় রসাতলে নি॥
কেহ বলে ভাঙ্গ বেটার কনক পাচির।
কেহ বলে পড় লঙ্কায় ধর দশসির॥
কেহ বলে একবার রামের আজ্ঞা নিব।
চার দণ্ডের মদ্ধে লঙ্কা সমুদ্রে ডুবাব॥
এই জুক্তি করে শব জতেক কপিগন।
হেরিঞা আছএ শব রামের বদন॥
সুমুদ্র করিঞা বন্ধ রাম হইলা পার।
ঘেরিল কনক লঙ্কা কৌশল্যাকুমার॥
বশিলা জানকিনাথ লঙ্কার ভিতরে।
সুন্দরাকাণ্ডের কথা শাঙ্গ এত দুরে॥

৬৩। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-৬, ৮-৫৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬২ সাল। খণ্ডিত।

মধ্য,—

রাক্ষষ দেখিলে নর ভয়ে জেন জরে।
একেশ্বরি জানকি রাক্ষসিগন মারে॥
ঝরেতে ব্যাকুলি জেন কলার বালুরি।
সিতার দুর্গতি করে রাবনের চেরি॥
রাক্ষসের ভক্ষ নর ভুঞ্জে ব্যবহার।
কোথাহ নাহিক দেখি হেন অনাচার॥
মার কাট চেরি সব তাহে নাই ডর।
রাম ছারি কেহ নহে প্রানের ইশ্বর॥
কোথাএ আছেন রাম কোমললোচন।
তি[ি]ন প্রভু বিনে মোর অভাগ্য জিবন॥
ধুলায় ধুসর হয়্যা উটিলা সত্তরে।
বিক্ষডাল ধরি সিতা কান্দে উশ্চস্বরে॥
হনুমান আছেন সিংসপা বিক্ষডালে।
রাম বলে জানকি কান্দেন তার তলে॥
কোথা গেলে রামচন্দ কৌসল্যা সাশুরি।
অপমান করে মোর রাবনের চেরি॥
ভাগ্য[ব]ন্ত লোক দেখে কোমললোচন।
সেই প্রাননাথ সনে নাহি দরসন॥
কত পাপ করিলাম পাপের নাই অবসান।
তেই সে চেরির হাথে এত অপমান॥

প্রান ছারিতে চাহি না হয় বাহির।
আর কত দুঃখ সব মানুস স্বরির॥
আজু জদি প্রভু মোর লঙ্কাপুরে এসে।
রাক্ষস করেন খেয় চক্ষুর নিমিসে॥
কত কত রাক্ষসেরে করিলা সংহার।
দুঃখিনি জানকি ডাকে না কল্যা উর্দ্ধার॥
আমি এত দুঃখ পাই রাম জদি ষুনে।
লঙ্কা খণ্ড খণ্ড করে ফেলে এক বানে॥
ষভাগিনি স্থি আমি বর দুরাচারী।
তেই ষপমান করে রাবনের চেরি॥
আমার চক্ষুর জল নাহিক বিশ্রাম।
এইমন লঙ্কাপুরি করূন আমার রাম॥
শ্রীরামের বানে হউক রাক্ষস সংহার।
রাক্ষসের চিতাধুমে হউক ষন্দকার॥
ষুকিনি গিধিনি ছাআ করূক আকাষে।
শ্রীগাল কুকুর তুষ্ট রাক্ষসের মাংসে॥
কেহ জদি এসে থাকে রামের ষনুচর।
এই দুঃখ কহো গিআ রামের গোচর॥
সিতা লক্ষি সাপ দেন হয় বিপরিত।
ষুন্দরায় রচে কিত্তিবাষ পণ্ডিত॥

(পৃ০ ১৬।১-১৭।১)

ধিক ধিক ধিক জন্ম ধিক তোর পরাক্রম
ধিক তোর কুলের ষাচার।
ব্রহ্মবংসে জন্ম জার এমন তার কদাচার
ষপজস ঘোচএে সংসার॥
মারিচ বদন দিআ পলালি পরান লয়্যা
সন্ত ঘরে সিতা কৈলি চুরি।
ভুবন বিনাষে জে শ্রীরাম পুরূষ সে
সোষক হয়্যা সিংহি কৈলি বৌরি॥
তোরে আমি দেখি জেন ক্ষুদ্র পিপিলিকা হেন
মাকরের ডিম্ব লঙ্কাপুরি।
মারিআ হাতের কাতা ছিরে পেলি দষ মাথা
সিতা নিআ প্রভুর বরাবরি॥
দসানন তুই পাপি মুই একেলা কপি
রন কর বুঝি তোর বল।
ষাপনার ভুজবলে চরনপ্রভাব তলে
বল লঙ্কা নেঙ রসাতল॥
লঙ্কা নি নাঙ্গুরে জরি নিমিসে সাগর তরি
বল জাই রঘুনাথের আগে।
রামের আজ্ঞা পাইলাম জিজ্ঞাসিআ আইলাম
পাসরিলাম তোর বাপের ভাগ্যে॥
হনুর বচন ষুনি পার্থ মিত্র কানাকানি
আর লঙ্কার নাহিক নিস্তার।
বিবিসনে লাগে সঙ্কা নিশ্চএ মজিল লঙ্কা
কিত্তিবাষের লাচারি ষুসার॥

(পৃ০ ২৯।১)

শেষ,—বানরসৈন্য সহ রামচন্দ্রের লঙ্কা-প্রবেশ এবং যুদ্ধে ভস্মলোচনের অধীন রাক্ষস-সেনার পরাভব। ইহার পর একখানি বিচ্ছিন্ন পত্রে নিম্নলিখিত লাচাড়ীটি আছে,—

ষুন প্রভু দেব রাম বিভিসন মোর নাম
রাবনের কনেষ্ট সহদর।
বৈদেহি দিবার তরে অনেক বুঝালাম তারে
হিত না ষুনিল লঙ্কেস্বর॥
মোর বাক্যে কোপে জলে কাটীবারে খর্গ তোলে
তুমী তায় রাখিলে আমারে।
লাথি মাইল মোর বুকে লঙ্কা ছাড়ি মনদুঃখে
আইলাম তোমার বরাবরি॥
মনেতে করিল আস হইব তোমার দাষ
ছাড়িলাম গৃহ ষুত নারি।
লোকমুখে ষুনি আমী দয়ার সাগর তুমী
গুননিধি দিনে দয়া করি॥
রাবন করিতে নাস ছলে আইলে বনবাস
অনাথপালন গুননিধি।

তোমার নামের গুনে সমনে দমন মানে
এ নামে বঞ্চিত কারে বিধি ॥
বিভিসনের স্তব ষুনি তুষ্ট রাম গুনমুনি
ক্ষনে মনে করেন বিস্বাস।
জেবা জনে ষুনে ভনে বর দান নারায়নে
লাচারি রচিল কিত্তিবাষ ॥

৬৪। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৫১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল সন ১২৬৭ সাল (১১১৩ সালের পুথি দেখিয়া লিখিত)। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

মধ্য,—

আমার বচন ষুন রাজিবলোচন।
জুক্তি বোলি ডাক দেখি পবননন্দন ॥
হনুমান বিনে কেবা লংঘিবে সাগর।
সুনিআ আস্যাজ্য কথা কহে রঘুবর ॥
বড় বড় বির জার নারিল লংঘিতে।
হনুমান কেমনে যাইবেক সমুদ্রপারেতে ॥
মন্তি বলে জন্মকথা সুন রঘুবর।
জে কালে জন্নম হৈল হনুমান বানর ॥
পঞ্চ দিনের জখন হৈল হনুমান।
অঞ্জনা বানরি গেলা করিবারে স্নান ॥
পর্ব্বতে সুতিএ ছিল মহাবির হনু।
প্রাতঃকালে অরুন উদয় হই[ল] ভানু ॥
ক্ষুধাএ পিড়িত হএ পবননন্দন।
লম্ফ দিএ উঠে বির লক্ষেক জোজন ॥
ধরিল সুষ্যের রথ আপনার তেজেতে।
চমৎকার হৈল সুষ্য লাগিল ভাবিতে ॥
তোমার নামের গুনে সমনে দমন মানে
এ নামে বঞ্চিত কারে বিধি ॥
বিভিসনের স্তব ষুনি তুষ্ট রাম গুনমুনি
ক্ষনে মনে করেন বিস্বাস।
জেবা জনে ষুনে ভনে বর দান নারায়নে
লাচারি রচিল কিত্তিবাষ ॥
ইন্দের সদনে গিআ কহে দিবাকর।
আর কে জন্মিল রাহু সংসার ভিতর ॥
ধরিল আমার রথ আসি বিমানেতে।
এন ষুনি দেবরাজ চাপি ঐরাবতে ॥
হাতে বজ্জ করি ইন্দ লড়িল সঘনে।
উপনিত হৈলা আসি হনুমানে স্থানে ॥
সিন্দুরে মণ্ডিত দেখি করিকুম্ভস্থল।
হনুমান বলে পারা পাকা বিম্বফল ॥
ছাড়িআ সুয্যের রথ ধরি কোরিগুণ্ড।
নখে করি বিদারিএ মাতঙ্গের মুণ্ড ॥
মহাকোধে পুরন্দর ধেনুক টানিল।
আকন্না পূরিএ বান হনুরে মারিল ॥
আকাসমণ্ডল হৈতে পড়ে হনুমান।
চুন্ন হএ গেল দেহ বাজি ইন্দবান ॥
শ্চান করি অঞ্জনা আসি পুত্রেরে দেখিঞা।
বজ্জাঘাতে অঙ্গ ভঙ্গ রএছে পড়িআ ॥
অস্তি চর্ম্ম কোলে করি করএ রোদন।
শ্বরন করিল তবে দেবতা পবন ॥
অঞ্জনার স্মরনে পবন মলয় ছাড়িআ।
দুজনে রোদন করে হনুমানে নঞা ॥
পবন বলএ মোর যোগ্যি পুরন্দর।
উনুপাচাস্ব কৈল্য মোরে গর্ভের ভিতর ॥
পুতের উপরে মোর করে বজ্য বিটি।
তবে শে পবন আজি নাসে ব্রহ্মার ছিটি ॥
এত বলি উনুপচাস নিল কুড়াইয়ে।
মরিচে সকল জিব বাউ বর্দ্ধ হএ ॥
সুনিএ নারদের মুখে ব্রহ্মাদি দেবতা।
বাহনে চাপিএ জান হনুমান জোথা ॥
হংস্বের উপরে ব্রহ্মা হয়া আরুহন।
বৃসবে চাপিয়া জাত্রা করে পঞ্চানন ॥
সিংহের উপরে চাপি চলিলা পাব্বতি।
মউর উপরে চলে কাতিক সেনাপাত ॥

মুসক উপরে জাত্রা করে লম্বোদর।
মগরবাহনে জান জলের ইশ্বর॥
ছাগল উপরে অগ্নি হয়া আরোহন।
মহিসবাহনে চাপি চলিলা সমন॥
গরুড় উপরেতে চলিলা গদাধর।
উপনিত হৈলা সব পবন গোচর॥
ব্রহ্মা বলে তব পুত্র দিব বাঁচাইঞা।
শৃষ্টি রক্ষা কর তুমি বাউকে ছাড়িআ॥
এত বলি অস্তি চর্ম্ম করি একত্তর।
কুমণ্ডলের জল দিল হনুর উপর॥
জয়ধ্বনি দিআ গা তুলেন হনুমান।
দেখিএ আনন্দ কত অঞ্জনার প্রাণ॥
একে একে বর দেন জত দেবগণ।
ব্রহ্মা বলে ব্রহ্মঅস্তে না হবে মরন॥
গোবিন্দ বোলিলা মোর সুদরসন হতে।
না হবে তোমার মিত্যু আমার কৃপাতে॥
আনল বলিছে যুন হনু মহাবল।
তোমার পরসে আমি হই[বি] সিতল॥
বোরুন বলেন যুন অঞ্জনানন্দন।
জলনিধির জলে তোমার না হবে মরন॥
সিব বলেন যুল হৈতে পাবে পোরিত্তান।
ইন্দ্রবজ্রে না মরিবে যুন হনুমান॥
প[া]র্ব্বতি বলেন যুন মোর অসি হৈতে।
না মরিবে হনুমান আমার কৃপাতে॥
জম বলেন দণ্ড অস্তে না হবে মরন।
মোর বানে মিত্যু নাহি কহে সড়ানন॥
এত বোলি বর দিলাম জত দেবগনে।
সুনাইলা জাম্বুবান রাজিবলোচনে॥
সিযুকালের পরাক্রম যুন রঘুবর।
লম্ফ দিএ ধরেছিল দেব দিবাকর॥
এখন দিগুন বল করে দিলে রাম।
আপুনি দিএছ জারে তারকব্রহ্ম নাম॥

সুনিয়া মন্ত্রির কথা রামের উলাস।
সুন্দরাকাণ্ডের কথা রচেন কিত্তিবাস॥*॥
উঠিএ জানকিনাথ চান হনু পানে।
আসিএ অঞ্জনাসুত বন্দিলা চরনে॥
বানর করিয়া কোলে ধরি দুটি হাত।
ছল ছল আখি দুটি কহে রঘুনাথ॥
তিভুবনে ক্ষাতি রাখ অঞ্জনাকুমার।
নিতান্ত জানিহ হনু ভরসা তোমার॥
জানকির বাত্রা আন ধুমুদ্র লংঘিএ।
মিনি মূলে দুটি ভাইকে লইবে কিনিএ॥
জানকির বিরহে মোর বিদরএ মন।
সিতা বিনে অন্দকার এ তিন ভুবন॥
এত সুনি হ[নু]মান কহে জোড় করে।
ভিত্যাকে এমন কর কোন কার্য্যের তরে॥
(পৃ° ৩১২-৫।১)

পসু জাতি অল্প ফলে তৃপ্ত হবে কেনে।
শ্রীরামের অন্ন পানে চাহে ঘনে ঘনে॥
এবারে গুরুর ফল কি জুক্তি করিব।
ক্ষুভার লালসা অতি রহিতে নারিব॥
পিতা সম রামচন্দ্র পুত্র সম আমি।
খাইব তোমার অন্ন ক্ষেমা কোর তুমি॥
এত বোলি অন্ন মুখে ফেলি দিল।
সে বারে বানরের কণ্টে আঠি জে লাগিল॥
পড়িএ অবনিতলে রামগুন গায়।
উদরে নামিল আঠি করে হায় হায়॥
(পৃ° ১৯।২)।

হোথা রাজা রাক্ষসে সুধায় দসানন।
জাঙ্গাল ভাঙ্গিএ মেলি কতেক জোজন॥
রাক্ষস বলেন রাজা সুন লঙ্কেস্বর।
জে পর্ব্বত আনিআছে এক এক বানর॥
এক লক্ষ রাক্ষস ধরি নাড়াতে নারিলাম।
রাত্রে গীয়া এক জোজন জাঙ্গাল ভাঙ্গিলাম॥
রাবন বলিছে ধিক রাক্ষসের বল।
এত কাল রাজ্য ভোগে পুষিলাঙ নিস্ফল॥

আজি রাত্রিকালে রথে আপুনি সাজিব।
চারি দণ্ডে সমস্ত জাঙ্গাল ভাঙ্গি দিব॥
দিন গেল রাত্রি হইল সাজিছে রাবন।
বাজিছে দামামা বাদ্য সুখি দসানন॥
সাজায় পুষ্পক রথ কাঞ্চন তার নাম।
ব্রহ্মার নির্ম্মীত রথ অতি অনুপাম॥
সনার কলস সব রথর্ধজে সাজে।
চৌদিগে রথখানার জয়ঘণ্টা বাজে॥
রজত কিংকিনি রথে রাঙ্গা পাটের দড়া।
চৌদিগে নির্ম্মিত রথে নেতের পাছড়া॥
দস মুণ্ডে মকুট পরিল দসানন।
সর্ব্বাঙ্গে পরিল রাজা রতন অভরন॥
দস হাতে দস ধনু পীস্‌টে বান্ধা তুন।
রথের উপরে চাপে রাজা দসানন॥
নয় লক্ষ রাক্ষস সাজিল রাজার সাথে।
রাত্রিকালে জায় রাজা জাঙ্গাল ভাঙ্গিতে॥
নিদ্রাগত হএ আছে জত কপীগন।
রথ হইতে জাঙ্গালে নাম্বিল দসানন॥
কুড়ি হাতে করি জেই ধরিল সিখর।
ষুল হাথে করি আসি ডাড়াল সঙ্কর॥
দেখি প্রনাম করে লঙ্কার ইস্বর।
জাঙ্গাল উপরে তুমি কি লাগি সঙ্কর॥
ষুলপানি বলে সুন রাজা দসানন।
জাঙ্গালের রক্ষক দিলেন রাজিবলোচন॥
হাসিছে রাবন রাজা সুনি হরের কথা।
মানুসের স্বহায় তুমি দেবাদি দেবতা॥
এত সুনি সদাসিব রাবনেরে কয়।
রামচন্দে বুঝিলাম না জান পরিচয়॥
পুন্নব্রহ্ম রামচন্দ লক্ষি জনকঝি।
রাম মন্ত্রে উপাসক আমি হইছি॥
জাঙ্গাল ভাঙ্গিতে সক্তি নাহিক তোমার।
লঙ্কা মুখে ফেরে জায় না থা[ক]হ আর॥

দসানন বলে বুঝি মোরে হলে বাম।
ভোজবিদ্যা দি তোমায় ভুলাইল রাম॥
সুন সদাসিব ভলা যেমন তোমার লিলা
না হইলে মোরে কিপাবান।
দেখিয়া বৈরির বল বেলা পেঞা কৈলে ছল
মত্ত্বি ধরি ভয় দেখা ান॥
রাবন তোমার ভক্ত ভ.ুনে ইহা তিজ্ঞ[গ]ত
তাথে তোমার এ‍েক ছলনা।
হেন সেব ক ঘৃনা করি ভাসাইলা লঙ্কাপুরি
তোমায় আর সেবিব কোন জনা॥
লয়্যাছিলাম পদছায়া জানিলাও ভতে [কি] দয়া
বুঝিলাম ঠাকুরালিপনা।
কোলাস গিরি চাড়িয়া বিপক্ষের পক্ষ হঞা
জাঙ্গালে বসিয়াছ থানা॥ ইত্যাদি।
(পৃ° ৪৬।১-২)

শেষ ৬২ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

৬৫। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪$\frac{1}{2}$×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১৫, ১৭-৪১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৩-১৪ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

মধ্য,—

অন্ত[ঃ]পুরে জানকির না পেএ সন্ধান।
চঞ্চল হইল মনে পবনসন্তান॥
হনু বলে আইলাম সুমুদ্রের পার।
সিতা না দেখিএ দেখি কুচ্ছিত আকার॥
চোরের মত এস্যেছিলাম চোরের মত জাব।
বিরূপনা লঙ্কাপুরে কিছু জানাইব॥
জুবতির জটে জটে করিএ বন্ধন।
রাবনের কেসে বান্ধে পবননন্দন॥ (পৃ° ৭।১)

বিরবাহু সুবাহু ঘর তাহার দক্ষিনে।
তার পর গেল বির অতিকাভুবনে॥
বিরলে বসিএ বির রাম নাম ডাকে।
দাণ্ডাইএ হনুমান দেখিল তাহাকে॥
তার পর গেল বিভিসনের ভুবনে।
দ্বারে আরোপিত জার তুলুসিকাননে॥
দ্বারেতে আছএ লেখা শ্রীরামের নাম।
বৈষ্ণবের চিহ্ন সব দেখে হনুমান॥ (পৃ॰ ৭।২)
নিদ্রা হৈতে উঠিএ বসিল দশানন।
রমনির জটে জটে করিছে বন্ধন॥
জটে জটে বান্ধা জত আছএ জুবতি।
দেখিএ আস্রর্জ্য ভাবে লঙ্কার ভুপতি॥
এমন আস্চজ্জ কর্ম্ম করে কোন জন।
উগ্রচণ্ডা দ্বারি জার চোকী দেবগন॥ (পৃ॰৮।২
মন্দোদরি বলে রাজা কহিএ তোমারে।
মন্দবাক্য কভু না বলিবে জানকিরে॥
সিবমন্তে পাসউকভজহ সঙ্করে।
রামমন্ত্র জপেন সিব কহিএ তোমারে॥
গুরুর গুরু পরমগুরু তাঁর বিবাহিতা।
সাস্তের [সিদ্ধান্ত] সিতা তব গুরুমাতা॥
জানকি আনিয়া হৈল কর্ম্ম অদভুত।
লঙ্কা মর্দ্ধে অবস্য এসেছে রামদুত॥ (পৃ॰ ৯।১)
সুনি ক্রোধে পুর্ন্ন হএ লঙ্কাঅধিপতি।
বিভিসনের বক্ষস্থলে মারিলেক নাথি॥
রামকে ডাকিয়া ভুমে পড়ে বিভিসন।
বর্জ্জপদাঘাতে পড়ে হএ অচেতন॥
পদাঘাতে বিভিসন হইল কাতর।
অচেতন হএ পড়ে অবনি উপর॥
অতিকা আসিএ বিভিসনে কোলে নিল।
নেতের বসনে তার অঙ্গ মুছাইল॥
বৈষ্টব পরসে তার হইল চেতন।
অতিকা কহিল খুড়া না কর রোদন॥
পদাঘাত নয় তোমার ছত্রদণ্ড হল্য।
অতপর রাবনেরে কমণ্ডা ত্যাগিল॥ (পৃ॰ ৩০।১)

৬৬। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৫-৫১। প্রতি পত্রে ১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

মউর উপরে কাত্তিক দেবসেনাপতি॥
মুসক উপরে জাত্রা করে লম্বোদর।
মকরবাহনে জান দেব জলেস্বর॥
ছাগল উপরে অগ্নি হএ আরহন।
মহিস উপরে চাপী চলিলা সমন॥ ইত্যাদি।

এই অংশে ৬৪ সংখ্যক পুথির সহিত মিল আছে।

মধ্য,—

পথে পথে আভরণ পেলি আইস তুমি।
কুড়ায়া তোমার হার রেখাছিলাম আমি॥
সে হার দিলাম আমি রাজিবলোচনে।
চিনিতে তোমার হার দিলেন লক্ষনে॥
লক্ষন বলেন প্রভু সুন রঘুমুনি।
আভরনের মর্দ্ধে আমি নেপুর মাত্র চিনি॥
চরনের ধুলা নিতে মোর অধিকার।
চরন দেখিয়া মাএর হইতাম নমস্কার॥
ডালে হইতে হনু কহে সুন জনকঝি।
রামমুখে তারকব্রহ্ম নাম পেয়্যাছি॥
সুগ্রীরের সঙ্গে রাম মৈত্র করিয়া।
বলিবক্ষ বিদারিলা ধনুর্ব্বান নিয়া॥
সুগ্রীবে রাজত্র দিয়া কিস্কিন্দানগরে।
একত্র হয়াছে জড় জতেক বানরে॥

সত অক্ষহিনি বানর ভালুক জুথে জুথে।
মাল্যবানে থানা দিল সুগ্রীব সহিতে॥
চৌদিগে বানর গেল তোমার অন্যাসনে।
সমুদ্র হইতে পার নারে কোন জনে॥
শ্রীরামচরন বলে তরিলাম আমি।
দুখ সব তোমার না ভাবিহ তুমি॥
পরিচয় পেয়া মাএর হিদয় জুড়ায়।
ধরিয়া তরুর ডাল বানরে সুধায়॥
মৃতদেহে প্রানদান কে করিলি মোর।
জনমে জনমে ধার না সুধিব তোর॥
কাতরে জানকি বলে মোর বাক্য রাখ।
জুড়াক পরান আমার রাম বল্যা ডাক॥
এখন পৃত্তয় মোর নাহি লয় প্রানে।
রাক্ষসে দারুন মায়া নানা জন্ত জানে॥
জদি ভুলাইতে আইল্যা দুখিনির মোন।
তোরে পাঠাইয়া জদি দিলেক রাবন॥
কল্পনা করিয়া জদি বসিআছ আসা।
ডালে হইতে ভূমে পড় হয়্যা ভস্মরাসী॥
জদি নাথের দুত বট রামের কিঙ্কর।
নাম সুনালি জেন জুড়াল্য অন্তর॥
উল্যাসে সংবাদ লয়া আইলি মোর ঠাঞি।
চারি জুগে অমর হও মিত্তু হবে নাঞি॥
রামপাদপদ্রে জদি থাকে মোর মোন।
এড়াবে সমন দায় পবননন্দন॥
সুনি প্রেমে পুলকিত হইয়াছে তনু।
অশ্রুজলে পরিপুর্ন্ন মহাবির হনু॥
শ্রীরাম জানকি বল্যা ডালেতে বসিয়া।
অসোকের বৃক্ষ হইতে পড়ে গড়াইয়া॥
জানকির পাদপদ্রে পড়ে গড়াইয়া।
াণ্ডায় অঞ্জনাসুত কৃতাঞ্জলি হয়া॥
বঘতপ্রমান দেখি বানরের গা।
ানেতে বিস্ময় হয়্যা ভাবে সিতা মা॥

রামতর্ত্ত দিলেক ইহার এই কলেবর।
কেমনে লঙ্ঘিয়া আইল বিলঙ্ঘ সাগর॥
জানকি বলেন জদি বট রামদুত।
দেখিয়া তোমার অঙ্গ লেগেচে অদ্ভূত॥
প্রাননাথ সঙ্গে জদি হয়্যাছে দরসন।
বল দেখি রামচন্দ্রের কেমন বরন॥
এত সুনি কহিতে লাগীল হনুমান।
কহি রামের পরিচয় কর য়বধান॥
আজানুলম্বিত ভূজ অতি য়নুপাম।
সিরেতে চাঁচর জটা দুর্ব্বাদলস্যাম॥
পদ্রকে জিনিয়া দুই নয়ান কোমল।
ইন্দধনু ভুরুভঙ্গি করে টলটল॥
সুমেরুসিঙ্গ জিনি বক্ষ নাভি গাভির।
অতি সে দয়ার নিধি তোমার রঘুবির॥
সিতার পৃত্তয় হয় সুনি বিরের কথা।
এবারে জিজ্ঞাসা করেন রামচন্দ্র কোথা॥
হনু বলে মাল্যবানে আছেন রঘুনাথে।
ভালুক বানর সব সুগ্রীবের সাথে॥
জানকি জিজ্ঞাসা করেন পবননন্দনে।
কি চেষ্টা দেখেন রাম কও বিবরনে॥
হনু কহে সুন মাতা জনকের ঝি।
তব নাম করেন রাম ইহা সুনেছি॥
জানকি বলেন বাপু কহ দেখি সুনি।
আর কে তার সঙ্গে আছে একা রঘুমুনি॥
কান্দিছে অঞ্জনাসুত সুন মোর বচন।
রাম সঙ্গে আছে তার অনুজ লক্ষন॥
সুনিয়া নয়ানজলে ভাসে জনকঝি।
দেওরের তত্ত বাছা তোরে জিজ্ঞাসী॥

(পৃ০ ১৪-১।২, ১৫-১।)

শেষ ৬২ সংখ্যক পুথির সহিত মিলে।

৬৭। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২-১৯, ৩৬-৪৫, ৪৭-১১২। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

মধ্য,—

দুর কর অভিমান দেহ রে অভয় দান
শুন বাছা পবননন্দন।
এই সব সেনাপতি দেবতার পুত্র নাতি,
জত দেখ তর্জ্জন গর্জ্জন॥
সাগর তরিবার বেলে কেহো ত না মাথা তুলে
সভাকার বুঝিলাম *।

* * * * * *
* * * * ॥

সঙ্কটে করিতে পার তুমা বিনে নাঞা আর
একে একে বুঝিলাম বিচার।
অশিম বিক্রম তুমি * * পবনগামি
তাহে তুমি রুদ্র অবতার॥
সর্গ মর্ত্ত নাগপুরি ত্রিভুবনে গতি করি
তুমা এসব নাঞি আঁটে।
সতেক জোজন সার হেলায় হইবে পার
এনা কি বিসম বড় বটে॥
তুমি ত প্রধান বির পরম ধাম্মিক ধির
পরম পণ্ডিত গুনবান।
এই জে বানরবৃন্দু সভাকার তুমি হন্দু
কেহো নহে তুমার সমান॥
উঠ উঠ কোপীরাজ চিন্তহ রামের কাজ
ষুগ্রিবেরে সত্যে কর পারে।
থণ্ডাহ শিতার ভয় সভে জেন ধন্য কঅ
জস জেন ঘুসয়ে সংসারে॥
আমার বচন রাখ ঝাঁট জেয়্যা শিতা দেখ
সভাকার মন কর ষুখি।
তোমার বাপের পুন্যে দেসে জাই সব জনে
রোঘুনাথের চাঁন্দমুখ দেখি॥
অঙ্গদে এতেক বলি করিছেন কলাকলি
দেখিআ হাশিলা জাম্বুবান।
বানকণ্ঠে কহে পুন মন দিয়া সভে শুন
হনুমানের জন্মের বাখান॥

(পৃ॰ ৪।২-৫।১)

উদ্ধৃত পদটি বাণীকণ্ঠের রচনা। এ ব্যক্তি কে, জানিবার উপায় নাই।

ভয়ঙ্কর রাক্ষশি দেখিআ ত ভয় বাশি
তাথর ভিতরে জনকনন্দিনি।
কে দেই আহার পানি জাগি পুহায় রজনি
জেন হরিনিকে বেড়িল বাঘিনী॥
হনুমান চল বাছা শিতার উর্দ্দেসে।
অনাথিনি দেবি শিতা সোকে হয়্যা দুখিতা
বেড়িআছে দুরন্ত রাক্ষসে॥
শ্রীরাম লক্ষন খুসি ষুখি সিতা চন্দ্রামুখি
বানররাজ ষুগ্রিব হব খুসি।
আমা সভার বোল রাখ আর কোন জনা দেখ
তুমি গেলে সভে হব ষুখি॥
তুমি সাগর হইলে পার বানর কটকের নিস্তার
রাম লক্ষন হরিস অপার।
সিতা দেবির উদ্ধার রাবনের ঘুচে অহঙ্কার
তুমার জশ ঘুশিব সংসার॥
জল স্থল অন্তরিক্ষে জে তুমা হইতে দেখে
সে সকল পড়য়ে তরাসে।
সুন্দরাকাণ্ডের সুন্দর গিত সর্ব্বলোক হরশিত
রচিল পণ্ডিত কির্ত্তিবাস॥

(পৃ॰ ৬।১-২)

৬১ সংখ্যক পুথির 'জনকনন্দীনি সিতা

শ্রীরামের বনিতা' ইত্যাদি ত্রিপদীটির সহিত উদ্ধৃত অংশের কতক মিল আছে।

বাছা হনুমান সেল রহিল ঋদিমাঝে।
আর না দেখিল রাম লুকাল্য জানকি নাম
পরিনামে বুঝিলাম কাজে॥
কাহারে কহিব ইহা কহিতে বিদুরে ইহা[১]
মন দিআ শুন হনুমান।
জনম ভরিআ দুখ কোন কালে নাহি সুখ
কত সহে অবলার প্রান॥
ছিলাম বাপের ঘরে সে দুখ কহিব কারে
হরধনু পন কৈল পীতা।
প্রভু আসি মুনিসঙ্গে জজ্ঞ রাখিবার রঙ্গে
বিভা কৈল অভাগিনি সিতা॥
সসুরমন্দিরে বাস সভে ছিল দস মাস
চোদ্দ বৎসর বসি বনে।
তাহে বিধি হল্য বাম মৃগছলে গেলা রাম
সৈন্য ঘরে হরিল রাবনে॥
বিধি বড় নিদারুন অতিসয় নিকরুন
বনে মোরে না দিল শুআস্ত।
কনকের মৃগি হয়্যা
ইহার পর ৪৬ সংখ্যক পত্রের অভাব।
পঠমঞ্জরি রাগ॥
রাজারে নোঙাইয়া মাথা যুক সারন কহে কথা
শুন হে লঙ্কার লঙ্কেস্বর।
এ কথা কহিব কায় কেবা পতিত জায়
জলনিধি উপরে পাথর॥
সিন্ধুমধ্যে ভাসে শিলা বানর চাপে গুলা গুলা
থিয়ারিআ জেন খেলা করে নাঅ।
বানর দির্ব্ব কাচুটি ধরে পারিজাতমালা পরে
পঞ্চস্বরে গিত গেয়্যা বেড়ায়॥

বানরের নেঙ্গুড়গুলা জেন দেখি মেঘমালা
এক চাপে ভেদিল গগন।
শুর্জ্জ ছাড়ি নিজ কান্তি পলাইলা নিসাপতি
কম্পিত হইলা তারাগন॥
ঘরপড়া জেন ঠান কোটি কোটি বলবান
দাণ্ডাইয়া আছে রামের পাসে।
জবে দেই রাম আজ্ঞাখানি শুমেরু ভাঙ্গিআ য়ানি
রামচন্দ্র না করেন প্রকাসে॥
পুর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিন বড়ই আশ্চর্য্য কথন
সাগর পরিক্ষা লক্ষ জোজন।
নদ নাদ কন্দ রন জত জত ফিরি বন
সর্ব্বত্রে দেখি বানরগন॥
বানর বড় বলবান পর্ব্বতে দেই টান
উপাড়য়ে সর্ব্ব মহাবল।
অচল কুচল নাড়ে সৃঙ্গে গগন জোড়ে
গজ খায়ে মন্দাকিনির জল॥
জাঙ্গাল বান্ধে নল নিল অতুল বিক্রমসিল
পর্ব্বতগুলা বাম হাথে লোফে।
আড়ে দস জোজন জাঙ্গাল পত্তন
পাথর বৈশায় কাঁপে কাঁপে॥
দুই চরের বোল ষুনি ত্রাসিত নৃপমনি
কি বলিলি শুক সারন।
হেন বোল প্রকাস [হৈল তোর মতি নাস]
কিম্বা পথে দেখিল সপন॥
দ্বাদস ষুর্য্যের উদয় তবে পরতিত হয়
প্রত্যক্ষে দেখাব নয়নে।
সপ্ত সাগর একি কালে জদি হয় নিজ্জলে
তবে ত এ কথা প্রমানে॥
রাজা কঅ এ কথা শুনি পবন ডাকিআ আনি
পুষ্পক রথ করহ সাজন।
দুই চর জত কঅ মোর মনে কিছু [না] লয়
ইহা [আমি] দেখিব নয়ানে॥

১। হিআ বা হিয়া।

রাজা উঠিআ আইল সৈর্য্য বির্জ্জ অঙ্গে হইল
নিস্তেজ হইল ঘুচিল মনের আনন্দ।
কির্ত্তিবাস কবি কঅ মনে রাজা পেয়্যা ভয়
দেখিতে নাড়িলা সেতবন্ধ॥
(পৃ০ ১০৫।২-১০৬।২)

সেতুবন্ধনে পুথি শেষ হইয়াছে।

৬৮। রামায়ণ—সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১-২, ১৫-৪৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৬৬ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

মধ্য,—

হিত বুঝাইতে হইলাম লাথির ভাজন।
সবংসে রামের হাথে তোমার মরন॥
পূর্ব্বকথা কহি ভাই তাহে দেহ মন।
বনজুয়া হাথি বনে চড়ে নিতি নিতি॥
পোষনিয়া হাথি দায় তাহার সংহতি॥
পোষনিয়ার দেখাদেখি পৈষে কাটগড়া।
তখন বেদেতে বান্ধে পায়ে দিয়া দড়া॥
জ্ঞাতির মিসালে হৈল জ্ঞাতির বন্ধন।
তোমার সঙ্গেতে আমী মরি কী কারন॥
জমের দ্বারেতে তুমি রহিলে বন্দন।
মরনকালে স্বোঁরিহ আমার বচন॥
এ ধন সম্পদ পায়্যা মর্ত্ত হইলে তুমি।
রামের স্বরন নিতে এই জাই আমী॥
তবে জদি কৃপানিধি কৃপা নাই করে।
রামনাম লয়্যা প্রান তেজিব সাগরে॥
তথাপী তোমার সঙ্গে না রহিব এথা।
পতিতে স্বরন রাম দিবেন সর্ব্বথা॥
স্বরনপঞ্জর রামচন্দ্র গুননিধি।
চরনে স্বরন নিব জনম অবধি॥
অনাথপালন দয়া অপার মহিমা।
ব্রহ্মা আদি দেবগন দিতে নারে সিমা॥
সভামধ্যে ডাক দিয়া বলে বিবিসন।
ইহার মধ্যে আমার সঙ্গি হবে কোন জন॥
জে জাইবে মোর সঙ্গে বড়ই সেয়ান।
ঘর সব রক্ষা পায় তাহার পরান॥
রাম জারে সদয় সাফল তার তনু।
সাক্ষাত পাইল পবনের পুত্র হনু॥
নল আনল পাত্র ভিম সম্পাতি।
ডাক দিয়া বলে তারা জাইব সংহতি॥
সেইখানে ছিল তার পূত্র তরন।
পিতা পূত্রে লই গিয়া রামের স্বরন॥
কুপিল শুনিয়া পূত্র পিতার উত্তর।
তোমা হেন নহি আমী প্রানেতে কাতর॥
জ্ঞাতি ছাড়িব আর লঙ্কার আওয়ায।
মানুষের স্বরন নিব লোকে উপহায॥
বিবিসন বলে পূত্র জিয়ন্তে মলি।
আজি হইতে তর্পনের দিব তিলাঞ্জলি॥
তার পর বিবিসন গেল মায়ের স্থানে।
হিত বুঝাইতে লাথি মারিলে রাবনে॥
লঙ্কা হৈতে খেদারিয়া দিলেক আমারে।
স্বরন লইতে জাই রাম বরাবরে॥
নিকষা বলেন বাছা শুন বিবিসন।
রন্ধন করিয়া দি করহ ভোজন॥
উৎকট সময় জাকু বেলা অবসানে।
তবে সে জাইয় প্রভু রাম দরসনে॥
জোড়হাথে জননিরে করে নিবেদন।
সকল ভুঞ্জিব যুথ রাঘবমিলন॥
মায়ের চরন তবে করিল বন্দনা।
স্ত্রীর নিকটে গেল জেথানে সরমা॥
হিত বুঝাইতে লাথি মারিলে আমারে।
রামের স্বরন নিব কহিল তোমারে॥

জাবত লঙ্কায় রাম নাহি আনি আমী।
তাবত সিতার প্রান রক্ষা কর তুমি ॥
সরমা সুন্দরি বলে সুন প্রানপতি।
রাঘবচরন বিনা অন্ত নাই গতি ॥
সুভক্ষণে বিবিসন রথে গিয়া চড়ে।
কিত্তিবাষ বলে লঙ্কায় দায় পড়ে ॥

(পৃ° ৩৪।১-৩৫।১)।

৬৯। রামায়ণ--সুন্দরাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩৯ × ৪৯ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৩০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ।

হনুমানের জন্ম-বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ। ৬১ সংখ্যক পুথির সহিত মিল আছে।

পূর্ব্বকথা কহি তাহা কর অবধান।
স্বর্গে বিদ্যা[ধরি পুষ্পগন্ধা] তার নাম ॥
তার কন্যা হইল নামে অঞ্জনা বানরি।
বিদ্যাধরি কন্যা সেই পরমসুন্দরি ॥
অঞ্জনার রূপের কথা বড়ই অদ্ভুত।
রূপে আলো করে জেন পড়িছে বিদ্যুৎ ॥
মলয়া পর্ব্বতে আছে কেসরির ঘর।
অঞ্জনা লইয়া কেলি করে নিরন্তর ॥
ইচ্ছারূপে ধরিতে হইল মানুসি।
পর্ব্বত উপরে আছে পরম রূপসি ॥
চৈত্র মাস প্রবেস জবে বসন্ত সময়।
হেন কালে পবন গেল পর্ব্বত মলয় ॥
তথায় বসন্ত বায়ু বহিছে পবন।
কামেতে জর্জ্জর হইল অঞ্জনার মন ॥
সন্ধান না পায় পবন কেসরি দুর্জ্জয়।
পবন চাহিয়া তার না পায় সময় ॥
মলয় বসন্তে হৈল অঞ্জনা ব্যাকুল।
ঋতুস্থান করিতে গেল নম্মদার কুল ॥
সন্ধান পাইয়ে তথা গেল ত পবন।
ঝরে বসন উরাইয়া দিল আলিঙ্গন ॥
অঞ্জনা বলেন পবন কৈলে কোন কম্ম।
কোন কার্য্যে নষ্ট কৈলে পতিব্রেতা ধম্ম ॥
দেবতা হইয়া তুমি কর হেন কাজ।
বানরি করিলে ইচ্ছা নাহি কিছু লাজ ॥
কেসরি জানিলে মোর সংসয় জীবন।
সাপিব তোমারে আমি শুনহ পবন ॥
পবন বলে আর কিছু না বল অঞ্জনা।
রমনির রূপে নর পাসরে আপনা ॥
দেবে মহাপাপ হয় পর-স্ত্রি গমনে।
জাতি কুল বিচার তার করে কোন [জনে]॥
দুঃখ সম্বরিয়া তুমি জাহ নিজ ঘরে।
মহাবির জন্মাইবে তোমা [র] উদরে ॥

শেষ,—

কাপিছে সকল অঙ্গ তোমার তরাসে।
কেমনে কহিব কথা মনে নাহি আইসে ॥
রূসিয়া বলিছে তবে রাজা লঙ্কেস্বর।
সত্ত কথা কহ মোরে কিছু নাহি ডর ॥
হনুমান বলে সুন দিই পরিচয়।
সূর্য্যবংসে অজোধ্যায় রাম মহাসয় ॥
দুর্জ্জয় রাক্ষস হৈল ভুবনে অজয়।
ইন্দ জম কুবের জাহারে করে ভয় ॥
দেবগনে ধরি সদা করে অপমান।
ক্ষিরদসয়নে ছিলা প্রভু ভগবান ॥
কান্দিয়া দেবতাগন কহে তার ঠাই।
রাক্ষসের হাতে প্রভু আর রক্ষা নাই ॥
দেবগনের দুঃখ দেখি প্রভু নারায়ন।
রাক্ষস নাসিতে জন্ম নইলা আপন ॥
চারি অংসে জন্ম লয়ে দসরথের ঘরে।
লক্ষিরূপা সিতা ছিলা মিথিলা নগরে ॥

বিবাহ করিয়া রাম প্রভু নারায়ন।
ছল করি সন্ত পালিবারে আইলা বন॥
নাসিতে রাক্ষসকুল প্রভু গদাধর।
বাস কৈলা পঞ্চবটির বনের ভিতর॥
হাতে ধনুর্ব্বান সদা সহিতে লক্ষন।
জার নাম শুনি ভয় করয়ে সমন॥
মৃগ মারিবারে বনে গেলা রঘুবর।
সিতা চুরি কৈলে তুমি পায়ে সর্ব্ব ঘর॥
দেখাদেখি হইলে জানিতে দসানন।
এক বানে দেখাইতেন জমের ভুবন॥
বালি রাজা আছিল বানরের অধিপতি।
সুগ্রিব তাহার ভাই কিস্কিন্দা বসতি॥
বালি রাজা সুগ্রীবের রাজ্য নাহি দিল।
সুগ্রিবের নারি বলে কারিয়া নইল॥
বালির ভয়তে সদা সুগ্রিব আকুল।
কান্দিয়া ফিরয়ে বনে খায় ফল মুল॥
রিস্তমুখ পর্ব্বতে রহিলা বহু দিন।
বালির ভয়েতে বসি কান্দে রাত্রিদিন॥
সিতা খুজি ফেরেন রাম সেই তো কাননে।
পর্ব্বত উপরে দেখা হইল দুই জনে॥
আপনা আপন দুঃখ কহে দুই জন।
মৈত্রতা করিল দোহে হরসিতমন॥
পিতিজ্ঞা করিয়া রাম কহেন সুগ্রিবেরে।
বালি মারি রাজ্য আমি দিবজে তোমারে॥

৭০। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১৪$\frac{3}{4}$×৪$\frac{3}{4}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩০২। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৭৪ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, মেদিনীপুর।

আদি,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি শ্লোক।

ক্ষিরোদ পন্নগ সিজে শ্বেত সপ্ত দ্বিপ মাঝে
গুপ্তবেসে ছিলা নারায়ন।
অমরের স্তুতি পায়্যা সুর্য্যকুলে পদ্ম হয়্যা
জন্মিলা রাবণসংহারন॥
বালক কালের লিলা যজ্ঞ রাখিবারে গেলা
হরধনু ভাঙ্গী আচম্বিতে।
খণ্ডিলে জনকভিত রঞ্জিলে জানকিচিত
ভৃগুর রুন্ধিলে স্বর্গপথে॥
পরসিয়া পদরেনু পাসানে মানুসতনু
কৃপায় চণ্ডালে কৈলে সখা।
পিত্রিবাক্যে গেলা বন উদ্ধারিলে কপীগন
পাপের নাহিক জার লেখা॥
হেন কপী সংহতি বন্ধ কৈলে নদিপতি
ত্রিভুবনে জয় জয় ঘোষে।
কপিগন নল হেতু সাগরে বান্ধিলে সেতু
জলেতে পাসান তরু ভাসে॥
মারিয়া অশেষ বৈরি অজোধ্যায় দণ্ডধারি
বেদবতি নয়্যা অনুবণ।
অনাথ জনার বন্ধু কেবল করুনাসিন্ধু
তুমী প্রভু সেবকবৎসল॥
ধ্যানে কিঞ্চিত ধ্যান যোগী হৈলা পঞ্চানন
নারদ বিনাতে গুন গায়।
ব্রহ্মা আদি জত দেবে উ পদপঙ্কজ সেবে
কপীরা পরমপদ পায়॥

তুয়া পদ অর্ঘ্য জল ক্ষাতি গঙ্গা মহিতল
ত্রিপথগামিনি নাম ধরি।
পরসিলে বিন্দু জল ইন্দ্রপদ করতল
হেলায় সমনভয় তরি॥

চরনকমল রাঙ্গা তাহাতে মৃনাল গঙ্গা
হরসীরে মালতির মালে।
তুয়া কিত্তিল া অই বাল্মিকি বাখানে তাই
প্রসাদে রাখিহ পদতলে॥

পরবর্ত্তী ত্রিপদীটিও প্রসাদ দাসের ভণিতাযুক্ত। তাহার পর,—

মঙ্গল রাগ॥

প্রনমহো রাম দসরথের কুমার।
লক্ষ্মন কনেষ্ট জার অংশ অবতার॥
জনকনন্দি[নি] সীতা লক্ষ্মী মুর্ত্তিবতি।
বন্দিব চরণ তার করিয়া ভকতি॥
ভরথ সত্রুঘ্ন বন্দো দুই সহোদর।
অঞ্জলি করিয়া বন্দো বাল্মিকি মুনিবর॥
মহামুনি বাল্মিকি বন্দো হাথে করি তাল।
শ্লোকছন্দে রামায়ন রচিল রসাল॥
অবতার হৈতে ছিল সাটী হাজার বৎসর।
ভবিস্বতি পুরান কৈল বাল্মিকি মুনিবর॥
সে সকল কবিত্ত লোকে বুঝিতে বিসম।
কিত্তিবাস করিল সরস মনোরম॥
ফুলিয়ার মুখটী পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।
জাহার প্রসাদে রামায়ন হইল প্রকাস॥*॥
যোড়হাথে বন্দো হনুমানের চরন।
হনুমান বন্দিয়া গাইব গীত রামায়ন॥
আদিকাণ্ডে রামের জন্ম সিতা দেবীর বিভা।
রার্য্য হারাইলা রাম অজোধ্যা আসিয়া॥
অরন্য[১] কাণ্ডে করিলা রাম প্রবেস কাননে।
অরন্যকাণ্ডে সিতা চুরি করিল রাবনে॥
কাণ্ডে কাণ্ডে রঘুনাথের সর্ব্ব অপচয়।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে মৈত্রলা ও কটকসঞ্চয়॥
সুন্দরাকাণ্ডে সেতুবন্ধ গীত মনোহর।
কটক সহিত পার হল্যা রঘুবর॥

১। 'অযোধ্যা' হইবে বোধ হয়।

পাঁচ কাণ্ডে গাইল গিত নানা রসভাস।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইব গীত বন্দিয়া কীত্তিবাস॥*॥
রঘুবর সুন্দর রাম হে রাম
নবদুর্ব্বাদলস্যাম রাম॥
সুন্দরাকাণ্ডে গাইল গীত সুন্দর কাহিনি।
লঙ্কাকাণ্ডে সুন কটকের হানাহানি॥
বন্দ গেল সাগর কটক হইল পার।
দিনে দিনে রাবনের টুটে অহঙ্কার॥
অহঙ্কার টুটে রাজার বাড়ে অভিমান।
অভিমানে খসিল হাথের গুয়া পান॥
ফাফর হইল রাবন রাজা মনে মনে গুনে।
সুক সারন দুই চরে ডাক দিয়া আনে॥
তোরে বা। সুক সারন মন্ত্রির প্রধান।
রামের কটক চচ্চিয়া আইস মোর স্থান॥
(পৃ০ ২।২—৩।১)

অই দেখ লঙ্কেস্বর বসিয়াছেন রঘুবর
নাল কলেবর সুসোভন।
অঙ্গদ চাপীছে হাথ বিরাসনে রঘুনাথ
অই দেখ বামেতে লক্ষ্মন॥
সুগ্রিব দাক্ষনভাগে জাম্বুবান রামের আগে
অই দেখ বির হনুমান।
কেসরি কুমুদ পাসে বসিয়াছেন হরিসে
বির সব পর্ব্বত প্রমান॥
মায়া মারিচের চাম তাহার উপরে রাম
অই দেখ হাথেতে কোদণ্ড।
বিভিষন রামের কাছে নানা মত যুক্তি দিছে
বুঝিলাঙ লঙ্কা লণ্ডভণ্ড॥ ইত্যাদি।
(পৃ০ ৭।১)

ভাল্লুক বানর লয়্যা সাগরের পার হয়্যা
রাহলেন জলানিধি তিরে।
রাক্ষস পাইল সঙ্কা কম্পমান হৈল লঙ্কা
দেখিলেক অন্তরিক্ষচরে॥

ততক্ষনে সাজিল ধাড়ি গদা টাঙ্গী নিল বাড়ি
বান এড়িল্যাঙ খরসান।
স্বামি তোর বড় বির রনে নাহি হৈল স্থির
কাটীয়া করিল দুই থান॥
ভয়ানক হয়্যা মন পালাইল লক্ষ্মন
রঘুনাথের হের দেখ মাথা।
সুগ্রিব অঙ্গদ বির বিভিষন অস্থির
অঙ্গদ দেখিয়া পালা ব্যথা॥ ইত্যাদি।
(পৃ০ ১৪।২—১৫।১)
মায়ের বচন সুনি দসানন বলে বানি
সুন সর্ব্ব পাত্রমিত্রগন।
ই তিন ভুবনমাঝে দেব দৈত্য যত আছে
কারে না ডরায় দসানন॥
আপনার বাহুবলে সংসার জিনিল হেলে
চন্দ্র সুর্য্যে সঙ্কা নাহি করি।
সে মোরে দেখায় ডর জত বলি নিসাচর
বানরে বেড়িল তব পুরী॥
রাম সে মানুসজাতি তাকে কেন মোর ভিতি
সীতা কেন সমর্পিব তারে।
আপনি করিয়া রন বিনাসিব কপীগন
শ্রীরামে পাঠাব যমপুরে॥ ইত্যাদি
(পৃ০ ২০।২)
যোড়হাথে হনুমান কর রাজা অবধান
সর্ব্বকথা কাহ তোমার ঠাঞি।
আছিল্যাঙ দ্বারে দ্বারি কোন জন করিল চুরি
জদি জানি তোমার দোহাই॥
দ্বারে ছিল্যাঙ একেশ্বর মায়া পাতে নিসাচর
সে কথা কহিতে ভয় করি।
সঙ্গে ছিল বিভিষন জারে কৈলে অপেক্ষন
তাহার সন্ধানে হৈল চুরি॥
বসিষ্ঠের রূপ ধরে দণ্ড কমণ্ডলু করে
আমার সমুখে উপনিত।
নানা জত্ন কৈল মোরে রাম দেখিবার তরে
বিভিষন আইল ঝটীত॥ ইত্যাদি
(পৃ০ ১৯০।১)
সুন সুন মহাঁসয় করি আমি পরিচয়
প্রথমেতে ... ...।
কহি কথা অকপটে জন্মিনু অঞ্জনাপেটে
মহাবলি পবন মোর পীতা॥
কর তুমী অবধান নাম মোর হনুমান
সুগ্রিব রাজার সঙ্গে থাকি।
বালি সহোদর তার নিল রার্য্য অধিকার
সুর্য্যসুত হেলা বড় দুখি॥
বালির পাইয়া ত্রাষ ঋষ্যমুখে কৈলা বাস
সে পর্ব্বতে বালি জাত্যে নারে।
সাঁপ দিল এক রিসি অতেব নির্ভয়ে বসি
নিবেদিল তোমার গোচরে॥ ইত্যাদি
(পৃ০ ২২৯।১)
সোকভরে মন্দোদরি রাবনের পায়ে ধরি
বিলাপ করএ নানা ভাঁতি।
বিসম রামের সরে গেলে প্রভু কোথাকারে
শরীর লোটায় তোমার খিতি॥
তোমার গমন সুনি প্রভা হরে দিনমনি
চন্দ্র নাহি জায় সিরোপরি।
সেই মুণ্ড ভুমিতলে শ্রীরামের বানজালে
দেখি প্রান ধরিতে নাঁপারি॥
চন্দন তিলক ভালে সোভে দস কপালে
তাহে বহে সোনিতের ধার।
সীরেতে মকুট সোভা নানা জাত ফুল আভা
কি হইল জ্জিদয়ের হার॥
কেবা নিল কর্ন্নভূষা হিন হৈল তব দসা
ভূমিতে সয়ন কি কারন।
সোনার পালঙ্কমাঝে থাকিতে রাক্ষসরাজে
নানা পুষ্প তাহে সুসোভন॥ ইত্যাদি
(২৫৭।২)

মস্ত,—

চতুর্দ্দিগে হর্ষে করে জয় জয় রোল।
নানা বাদ্য বাজে রার্য্যে লোকের গণ্ডগোল॥
গন্ধর্ব্বে গীত গায় নাচে বিদ্যাধরি।
আনন্দে পুর্ন্নিত রাগ্য অযোধ্যা নগরি॥
স্বর্গে দুন্দুভি বাদ্য বাজায় দেবগন।
বসিষ্ট মুনি লক্ষনে করিলা আলিঙ্গন॥
দেয়ান ভাঙ্গীয়া উঠিলা কমললোচন।
আপন আপন বাসায় গেলা সর্ব্বজন॥
সুনিতে কৌতুক বড় রাম অবতার।
ইহা ত সুনিলে নাহি যমের অধিকার॥
দস হাজার বৎসর ছিল লোকের জিবন।
জ্যেষ্ট থাকিতে নহে কনেষ্টের মরন॥
ব্রাহ্মন সুনিলে পায় ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান।
বেদবিহিত পায়্যা হয় বিপ্রের প্রধান॥
জার চরিত্র সুনিলে লোকে পাইব নিস্তার।
লোক নিস্তারিতে কৈল রাম অবতার॥
ক্ষেত্রি সুনিলে হয় পৃথিবির রাজা।
মহারাজা হইয়া পালয়ে সর্ব্বপ্রজা॥
বৈস্য সুনিলে হয় মহাধনে ধনি।
লক্ষ্মি অনুগত তাহে হয়েন আপুনি॥
বন্ধ্যা সুনিলে হয় সেই পুত্রবতি।
বিধোবা সুনিলে হয় পরমমুকতি॥
সধবা সুনিলে হয় সোহাকে আগুলি।
দুর্ব্বল সুনিলে হয় বলে মহাবলি॥
যে বাঞ্ছা করিয়া মনে যেই জন সুনে।
সেই বাঞ্ছা পুর্ন্ন হয় রামায়ন শ্রবনে॥
মুনির বাক্য মিথ্যা নয় পুর্ন্ন হয় কাম।
ইহা জানি অহর্ন্নিসি বল রাম রাম॥
সতি শ্রী সুনিলে সেই কভু নহে রাণ্ড।
এত দুরে সাঙ্গ হৈল পোথা লঙ্কাকাণ্ড॥
কৌসল্যানন্দন সেই জানকীজিবন।
সেই পদে মতি অতি করিয়া স্থাপন॥
লিখিলাঙ পোথা দোস ক্ষেমিবে আমার।
মনিনাঞ্চ মতিভ্রম আমি কোন ছার॥

৭১। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১০২; ২৩ সংখ্যক পাতা দুইখানি। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৪ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১১৯৫ সাল।

আদি,—

প্রথম লঙ্কাকাণ্ড অঙ্গদের রায়বার।
শ্রীরাম লক্ষ্মনেতে মন্ত্রনা কৈলা সার॥
সুগ্রিবে বোলেন শুন বচন আমার।
মিতা কোন বির পাঠাব লঙ্কা করিতে রায়বার॥
সুগ্রিব বোলেন জাইবেন পবননন্দন।
তাহা সুনি বলিছে তবে বির জাম্বুবান॥
রাবণ বলিবে এই বেটা বই বির নাহি আর।
তেই শে কারণে বেটা আইশে বারেবার॥
হনুমাম বলি ঘৃর্ন্না করিবে রাবণ।
রায়বার করিবে অঙ্গদ বালির নন্দন॥
অঙ্গদ বলিঞা তবে ডাকিলা গদাধর।
আইলা অঙ্গদ বির বিক্রমে বিসাল॥
ধাইঞা প্রনাম করিল গিঞা রামের চরণে।
কোন আজ্ঞা কর প্রভু রাম নারায়ণে॥
শ্রীরাম বোলেন আইশো বাছা বালির নন্দন।
তুমি গিঞা ভর্চ্চিআ ত আইসো গা রাবণ॥
আমার আরতি জায় লঙ্কার ভিতরে।
মোর সিতা হরিলে পাপিষ্ঠ লঙ্কেশ্বরে॥

অভয় মানিঞা আইলাম সাগরের জলে।
শেই সাগর পার হৈলাম বড় পুন্যফলে॥
এবে কোন বির তার করিবে নিস্তার।
কাটিঞা ফেলিব তার দশ মুণ্ড কর॥
তুমি জে অঙ্গদ হয় বুদ্ধে বৃহস্পতি।
লঙ্কাতে দিলাম তোরে প্রথম আরথি॥

মধ্য,—

ধন্য মাল্যানি বোলে পুত্র করিঞা কোলে
রাবণ রাজার পাটেশ্বরি।
ওরে পুত্র অতিকায় তোরে জুদ্ধ না জুয়ায়
বিষ্ণু আইলা রামরূপ ধরি॥
তোর পিতা অবোধা না সুনে কাহার কথা
পাপবুদ্ধে হরে পরনারি।[১]
হস্তি সিংহের আগে জুদ্ধ করে ছাগ বাঘে
নাহি দেখি নাহি সুনি কানে।
কুম্ভকর্ন্ন দুর্জ্জয় জম জারে করে ভয়
শে পড়িল রঘুনাথের বাণে॥
সপনে দেখিল আমি লক্ষ্মণবানে মৈলে তুমি
বের্থ নহে আমার সপন।
সাত পাচ পুত্র নাই তুমি মাত্র মোর ঠাই
প্রান রাখ সুনহ বচন॥ ইত্যাদি

(পৃ॰ ২৪।১—২)

সিতাসিরে দিঞা দুই হাত কোথা গেলা রঘুনাথ
আমারে করিঞা অনাথিনি।
বড় আমার ছিল সাদ এবে হৈল পরমাদ
আমি এবে হৈলাম একাকিনী॥
খাট পাট সিংহাসন তাথে তোমার সয়ন
এখন কেনে লোটায় ভূমিতলে।
বিস বরিসন হৈল দুই ভাইএর প্রাণ গেল
বড় দুঃখ আমার কপালে॥

বিধি সঙ্গে বাদ ছিল রামধন কাড়ি নিল
আর আমার হবে কোন গতি।
ধুলাএ ধোশর গা মুখেতে নাহিক রা
নিশব্দ হইলা দুই ভাই॥
আরে নিদারুণ বিধি হারাইলাম গুণনিধি
আমার কপালে ছিল এই।
মাতা পিতা কেহো নাঞী নাই সহোদর ভাই
আমি আর জাব কার কাছে।
ত্রিজটার হাতে ধরি বিস্তর মিনতী করি
মোর ভাগ্যে কত দুঃখ আছে॥
জদি আজ্ঞা দেহ তুমি বিশ খাঞা মরি আমি
এই দণ্ডে জাই রামের পাশ।
সিতার করুনা সুনি ফাটিছে পাশানখানি
নাছাড়ি রচিলা কির্ত্তীবাশ॥*॥

(পৃ॰ ৩৪।১—২)

দশ মুণ্ড কুড়ি কর স্তুতি করে লঙ্কেশ্বর
তুমি রাম শাক্ষাত নারায়ণ।
ইন্দ্র বরুণ জম জিনিল আমি ত্রিভুবণ
তুমি মোরে কৈলে নিপাতন॥
তুমি নিলা মূর্ত্তু সর চমকিত কলেবর
ত্রাসে ফেলিলাম ধনুর্ব্বাণ।
নিশ্চয় হৈল মরণ শাক্ষাতে আইলা জম
রামরূপ মনে করি ধ্যান॥
মুদি কুড়ি নয়ন রাম জপে রাবণ
পুলকে পুন্নিত হৈল অঙ্গ॥ ইত্যাদি।

(পৃ॰ ৮২।১)

কান্দে রানিগণ দিঞা আলিঙ্গন
কান্দে মন্দোদরি সতী।
এ রূপ জৌবণ সব অকারণ
তোমা বিনে পাই গতি॥

১। এইখানে দুই পুঙ্‌ক্তি ছাড় হইয়াছে মনে হয়।

শুন প্রাণেশ্বর দেহ ত উত্তর
প্রাণ পোড়ে মুখ চাঞা।[১]
দেবতার নারি স্বর্গবিদ্যাধরি
সে কারণে কৈলা বিভা॥
[স]কল আপণ নহিল রাজণ
কান্দে মুখে দিঞা মুখ।
হা নাথ বলি কান্দে ভুজে ভুজ বান্ধে
দেখিঞা বিদরে বুক॥
কোন নারি বোলে দেহ প্রভু কোলে
কেহো করে হাহাকার।
করি স্মঙরন জালি হুতাশন
জাইব সঙ্গে তোমার॥ ইত্যাদি
(পৃ° ৮৩।২)

অন্ত,—

হনুমান দেখি সিতা হাথে নিলা হার।
হারের মুল্য দিতে নাঞী জগত সংসার॥
রত্নমুল্য[২] হার সেই অমুল্য পাথর।
হার দেখি বানর সব হইলা ফাফর॥
বানরগন বোলে কাকে হবে সম্মান।
কোন বির পাইবেক সিতা দেবির দান॥
রামের মোন বুঝি সিতা হইলা লর্জ্জিত।
হাথে হার করিঞা সিতা হইলা রামের ভিত॥
সিতার মুখ দেখি রাম রাজা হাঁসে।
হার দেও সিতা জাহাকে মোন আসে॥
বলে সিংহ বির বুদ্ধে বৃহস্পতি।
তার প্রসাদে আমি পাইলাঙ ঐবাহতি॥
পাত্র মধ্যেত পাত্র বিরমধ্যে বির।
সর্ব্বময় মন্ত্রি বির বুদ্ধে গভির॥
জোড়হাথে আগাইলা বির হনুমান।
বহুমুল্য হার সিতা হনুকে দলা দান॥
হনুমানের গলে দিলা বহুমুল্য হার।
রামনাম না দেখিঞা ভাবেন আপার॥
হাথে করি হার বির ফেলাইলা জলে।
আসিঞা প্রনাম কৈলা রামপদতলে॥
রাম বোলেন সুন পবননন্দন।
কোথাএ রাখিলা হার কহত কারন॥
সুনিঞা রামের কথা বির হনুমান।
হারমধ্যে নাই প্রভু তোমার এক নাম॥
হনুমান মুখে সুনি এতেক বচন।
হনুমানের গলে ধরি রাম দিলা আলিঙ্গন॥
নানা রত্ন দান রাম দিলা পোরস্কার।
বানরেত সর্ব্ব কৈলা রামের ভাণ্ডার॥
জোড়হাথে বর মাগে বির হনুমান।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব রাক্ষস বিদ্যমান॥
তোমার গুণ প্রকাস হইবে এইখানে।
অনাহত গতি মোর হবে সেইখানে॥
সন্ধ্যা ভঙ্গ হইলে প্রভু না ভাবিহ রোস।
বিহান রামায়ন পঢ়ে তার এই[৩] দোস॥
দস দণ্ড পরে তোমার গুণ সেবি।
রোগ পিড়া না হইবে হবে চিরঞ্জিবি॥
জাবত পর্ব্বত থাকিবে সাগরের পানি।
চন্দ্র সূর্য্য জাবত থাকিবে দিবস রজনি॥
জুবরাজ হবেক সর্ব্ব ভোগে তুমি।
রোগ সোক নহিবেক বলিলাঙ আমি॥
হনুমানকে বর দিলা সিতা ঠাকুরানি।
নানা ভোগ তোমার আসিবে আপুনি॥
জথা তথা থাকিবেক হইবে নিরুগি।
দেবতায় তোমাকে জোগাবে উপভোগ॥
সভা তুষ্ট করেন রাম ধন দিঞা দানে।
সভা করি বৈসেন রাম দেব অধিষ্টানে॥

১। এইখানে খানিকটা ছাড় পড়িয়াছে।
২। 'রত্নময়' হইবে।
৩। 'বেই' বা 'জেই' হইবে।

সভা করি রামচন্দ্র করিলা দিয়ান।
চতুর্দ্দিগের মুনি আইলা করিতে কল্যান॥
কিত্তীবাস পণ্ডিতের অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইলা লঙ্কাকাণ্ড॥

৭২। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৪×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১১-৫২, ৬৯-১১৮, ১৬৩-২০৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১১ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২১৯ সাল। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

সিংহবাহনে আইলা দেবি ত পার্ব্বতি॥
আইলে দেবতাগন বসিলা শারি শারি।
গন্ধর্ব্ব গিত গায় নাচে বিদ্যাধরি॥
সভা মর্দ্ধে ভগবতি বসিলে এক ভিতে।
ক্রুধ করি গেলা গৌরি মহাদেবের ভিতে॥
ভাঙ্গড় ইস্মত সিব বেড়াও সমাণে।
কোন গুনে পুজি তোমায় লঙ্কার রাবনে॥
ধন জনে মজিল কনক লঙ্কাপুরি।
কেমনে কারে তুমি আছ অধিকারি॥
আপনার হাথে রাবন আপনি কাটে মাথা।
হেন সেবকে তোমার তিলেক নাহি ব্যেথা॥
রাবন হেন সেবকেরে তোমার নাহি দয়া।
য়ার কোন জন তোমার না লৈবে পদছায়া॥
এত জদি মহাদেবেরে বলিলা পার্ব্বতি।
পার্ব্বতির বচনে কুপিলা পসুপতি॥
বামা জাতি স্ত্রি তোমার কারে নাহি সঙ্কা।
আপনি জুদ্ধ করিয়া রাখ কনকপুরি লঙ্কা॥
তপ করিয়া মৈল রাবন দস হাজার বৎসর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর॥

মধ্য,—

বারমাসিয়া ফল ছিল সুগ্রিবের পাষে।
প্রসাদ দিল সুগ্রিব রাজা জতো মোনে আইষে॥
পাকা ডালিম দিল বিদারিত সাক্ষি।
বাঙন নারিকেল দিল আসি হাজার কান্দি॥
হাড়িয়া হাড়িয়া তাল দিল খাইতে মধুর।
অমৃত সমান দিল ক্ষির খাজুর॥
নিয়ংশ আম্র দিল খাইতে রসাল।
বিঘত প্রমান কোব দিল হাজার কাঠাল॥
নানা বর্ন্নে ফল দিল পিণ্ডল বর্ন্নে রাঙ্গা।
মধুপান করিতে দিল আসি হাজার ডোঙ্গা॥
সেহ সব ডোঙ্গার কি কহিব বাখান।
পচিশের বন্দো জেন ঘর একখান॥
রাজপ্রসাদ জত রাজার ঠাঞি পায়।
তিন লক্ষ বানরে অঙ্গদের বোঝা বয়॥
পরামানিক বানর পাইয়া কত করে দান।
কতো দিয়া বির বোঝারূস করিল সম্মান॥
আপন থানায় গেল বির দক্ষিন দুয়ার।
কিত্তিবাস রচিল অঙ্গদ রায়বার॥

(পৃ০২১।১-২)

অঙ্গদে দেখিয়া বির ইন্দ্রজিত রোষে।
গালাগালি পাড়ে এখন জত মনে আইসে॥
আমায় বাপকে গালি দিয়া পালাইলে ডরে।
তোর মা সঙ্গি করিল জিয়ন্ত ভাতারে॥
বাপ মরিলে তোর মাকে নিল আনে।
ধিক ধিক বানরা তোর ধিক জিবনে॥
জার কারনে মৈল তোর বাপ বানররাজা।
প্রানে উঠাইয়া করিষ তার কাজ॥
জনা কত মারিল রাম আমার গ্যায়াতি।
সহিতে না পারি আমি ক্ষেত্রিজাতি॥

(পৃ০ ২৩।১)

রথ আইল রমনাঝে সোনার সহস্র ঘণ্টা বাজে
নানা সঙ্গে দেবের বাজন।
সোনার চাকা চারি ভিতে রথ আইল আচম্বিতে
পুলকিত সকল বানরগন॥
সোনার পুতলি চারি কোনে রথ আইল মধ্যস্থলে
চারি ভিতে সোনার চাঙ্গড়া।
রথখান সোনার চাকা সোনার থামে দিয়া ঢাকা
পবনবেগে গতি ষষ্ট ঘোড়া॥
জখন এড়ে ঘোড়ার বাগে কেহ নাহি পায় লাগে
ঘোড়ার মুখে সোনার কড়িয়াল।
স্বর্গে হইতে য়াইল রথ আগুলিয়া রহে পথ
মেঘে জেন পড়িছে বিজাল॥

(পৃ০ ১৬৪।২)

জয় জয় জয় রঘুনাথে।
দেব হরিসে ফুল বরিসে
পড়িছে রামের মাথে॥
বধিয়া বৈরি প্রচণ্ড রাম নাচেন কোদণ্ড
আনন্দে নাচেন প্রভু রাম।
জতেক দেবতাগন করে পুষ্প বরিসন
এতো দিনে পাইল পরিত্রাণ॥
সঙ্খ ঘণ্টা সর্গে বাজে আনন্দে দেবোতা নাচে
গন্ধর্ব্বে গিত নাটন।
জতেক অপছরা হাতে লইয়া অঘসরা
পুষ্পবিষ্টি করে দেবগন॥

(পৃ০ ১৭২।১)

রামের নিকট অঞ্জনার বিরুদ্ধে হনুমানের অনুযোগ প্রবন্ধটি কচিৎ কোন পুথিতে পাওয়া যায়। উহা এইরূপ, -

অকারনে তোরে আমি গর্ভেতে ধরিনু।
অঞ্জনাপুত্র তুমি নাম জার হনু॥
কহিলে সিতার কথা হরিল রাবন।
ধিক থাকুক জানকির ত্রেথায় জিবন॥
বিস্তর দুঃখ পাইয়া রাম বধিলে লঙ্কেশ্বরে।
রাম হইয়া জুদ্ধ করেন ধিক থাকুক লক্ষ্মনেরে॥
জাহার বানের মুখে নিকলে আনল।
এক বানে বধিতে নারিলে রাবন মহাবল॥
সুনিঞা রামের নিন্দা কিছু নাহি বলে।
হনুমানের অঙ্গ ভেজে নয়ানের জলে॥
কান্দিতে কান্দিতে হনু করিল গমন।
রঘুনাথের আগে গিয়া দিল দরসন॥
রাম বলে হনুমান কান্দো কি কারনে।
হনুমান কান্দো কেনে কহ বিবরনে॥
হনু উঠিয়া বলে রাম নিবেদন করি।
তোমায় মন্দ বলিয়া গালি দিল ত বানরি॥
আজ্ঞা কর রাম উহার লইব জিবন।
রাম বলেন স্থির হয় পবননন্দন॥
হেন কথা মুখে বাপু না বল কখন।
কেন গালি দিল তার জানি বিবরন॥
এ কথা বলিয়া রাম করিলা উঠানি।
মলয়া পর্ব্বতে গেলা রাম রঘুমনি॥
বসিয়াছে অঞ্জনা প্রগাণ্ডশ্বরির।
অঞ্জনারে দেখিয়া ত্রাস পাইলা রঘুবির॥
রামকে দেখিয়া অঞ্জনা করিলা প্রনাম।
রাম বলে তোমার পু[ত্র] বির হনুমান॥
সার্থক পুত্র তুমি ধরেছ উদরে।
এমত বির আমি না দেখি সংসারে॥
রাম বলেন অঞ্জনা কহি তোমার স্থানে।
কেন মোরে গালি দিলে কিসের কারনে॥
অঞ্জনা বলে আরে সুন হনুমান।
মাএর দোষ কহিতে হয় রাম বিদ্যমান॥
হনু বলে এখন কপট কথা ছাড়।
রামচন্দ্র হইতে মোর মা বাপ কি বড়॥

বানরি বলে তবে সুন নারায়ন।
জে লাগিয়া গালি দিলাম সুন বিবরোন॥
আপনে রাম তুমি বিষ্ণু অবতার।
তবে কেনে এত দুঃখ পাইলে আপার॥
কোপদৃষ্টে রাবনে চাহিতে রঘুনাথে।
সবান্ধবে রাবন তবে হইতে নিপাতে॥ ইত্যাদি

(পৃ° ১৮৮।১-২)

শেষ,—

[কুবের] বলেন রথ তোরে নিলেক রাবনে।
রথের উপর পুত্রবধু কর্য্যাছে গমনে॥
* * রাম করিল অবতার।
রামের সেবা করিলে রথ তোমার উর্দ্ধার॥
জখন রঘুনাথ করিবেন সর্গ আরহন।
তথ[নি] তুমি আমার ঠাঞী করিহ গমন॥
চলিল রথখান কুবিরের আদেষে।
গেল আইল রথখান চক্ষের নিমিষে॥
কুবিরের আজ্ঞায় রথ করিল আগুসার।
শ্রীরামের স্থানে রথ আইল পুনুর্ব্বার॥
কুবিরের কথা কৈলা জোড় করি হাথ।
সুনিঞা হাসেন রাম রঘুবংষের নাথ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভূ না জায় খণ্ডন।
ঐ রথে পিতা পুত্রে হইবেক রন॥
অন্তরিক্ষে রহে রথ রামের আদেসে।
আজ্ঞা হইলে আইশে জায় চক্ষের নিমিষে॥
শ্রীরামের আগে রথ রইল অজধ্যায়।
নিরবধি রঘুনাথের চন্দ্রমুখ চায়।
একেতো রামের গুনে কি দিব তুলনা।
হাজার[১] গুনে পাষান মানবি কাষ্ট হল সোনা॥
কিত্তিবাষ রচিল গিত অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত হইল লঙ্কাকাণ্ড॥

এই অবধি লঙ্কাকাণ্ড সমাপ্ত হইল।
অতঃপর শেষকাণ্ডে উত্তরা রহিল॥
কিত্তিবাষ পণ্ডিতের মধুর বচন।
শ্রীরামের পিরিতে হরি বল সর্ব্বজন॥

৭৩। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-২৪০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৯ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, মেদিনীপুর।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি—
বান্ধা গেল শিন্ধু রামচন্দ্র হইলা পার।
বানরে ঘেরিল গিয়া লঙ্কার দুয়ার॥
ফাঁফর হইয়া রাবন ভাবে মনে মনে।
ষুক শারন পাত্রে রাজা ডাক দিয়া আনে॥
ষুক শারন বলি তোরা মন্ত্রির প্রধান।
বানর কটক চচ্যা আইশ্য শাবধান॥
গাছ পাথরে বান্ধা গেল শাগর গম্ভির।
তিভুবনে হেন কর্ম্ম করে কোন বির॥
রাম লক্ষন বিভিশন ষুগ্রিব নৃপতি।
ভাল মতে জানি আইশ্য জত শেনাপতি॥
কে একে জানিবে কাহার কত বল।
কটকের বল বুদ্ধি বুঝিবে শকল॥
বল বুদ্ধি বিক্রম জার জতেক মন্ত্রনা।
কোন খানে কোন বির দিয়া আছে থানা॥
কেবা কোন অস্ত্র ধরে কার কি বাশনা।
আচম্বিতে আশি পাছে রনে দেয় হানা॥
রাজার কাছে রাজপাত্র কোন জনা থাকে।
বিচার করিয়া মনে দেখিবি শভাকে॥

১। 'জাহার' হইবে

রাজার চরন চর বন্দিলেন মাথে।
রাজার আদেশে জায় কটক দেখিতে ॥

মধ্য,—

যুক শারন দুই চর ত্রাশে কাঁপে থরহর
বানরে বেড়িল জল স্থল।
দুর্জ্জয় শমর ধির প্রতাপে প্রচণ্ড বির
পদভরে মহি টলবল ॥
যুন রাজা লঙ্কেশ্বর আমরা তোমার চর
মিথ্যা বাক্য কভু নাহি বলি।
জে দেখি রামের বান কার নাহি পরিত্রান
লঙ্কায় পড়িল আথালি ॥
বশি আছেন রঘুনাথ অঙ্গদ চাপিছে হাথ
যুগ্রিবের উরূপএ শিরে।
শ্রীরামের চরন চাপিছেন দুই জন
কেশরি আর হনুমান বিরে ॥ ইত্যাদি।
(পৃ° ৪।১-২)

মায়ামুণ্ড করি কোরে কান্দে শিতা উর্চ্চশ্বরে
দুগ্‌র্গম শাগর হইলা পার।
জে মৈত্র শঙ্গে আইলে শেহ ত ছাড়িয়া গেলা
অভাগিনির নহিল উর্দ্ধার ॥
হরি হরি কেবা কার শত্ত পক্ষ আপনার
প্রান দিব গরল ভুখিয়া।
অগ্নিকে নাহিক ডর কঠোরি করিব ভর
কান্দে শিতা মুর্চ্ছিত হইয়া ॥
দুরন্ত দৈবের গতি বিদেশে হারালাম পতি
ভাই বন্ধু কেহো কার নয়।
শম্পদের ভাগি বটে জখন পরান ছুটে
মিত্যুকালে কেহ নাহি রয় ॥ ইত্যাদি।
(পৃ° ১৬।১-২)

বুড়ি[র] বচন জদি হইল অবশান।
রনের শন্দি পেয়্যা বলে বুড়া মাল্যবান ॥
শাত তাল গাছ রাম বিন্ধে এক শ্বরে।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষশ জার এক বানে মরে ॥
বাহুবলে মারিলা রাম বালি জে বানর।
জার তেজে বান্দা গেল অলংঘ্য শাগর ॥
রামের বিক্রম যুনি রাক্ষশ তরাশি।
তুমি জত বিক্রম কর শভে হিন বাশী ॥
অহঙ্কার না করিহ তোরে বলি হিত।
বিপরিত অমঙ্গল দেখি নিতি নিত ॥
ঘোড়ার পেটে গাদা জর্ম্মে নেউলে ইন্দুর।
হস্তিতে বিরাল হয় সুকরে কুকুর ॥
মাতঙ্গ ছাড়িল দানা অশ্ব ছাড়ে ঘাশ।
কন্দনের ধারাতে তিতিল দুই পাশ ॥
আহার করিতে তারা জদি করে শাদ।
অল্প আহার কৈলে গুলা গুলা নাদ ॥
সুকুনি গিধিনি জত ডাকে পেঁচা পাখি।
রাত্তযোগে নিদ্রা গেলে দু[:]সপন দেখি ॥
প্রিতি দ্বারে উগী পাড়ে কাল এক বুড়ি।
বিপরিত হাসি ভুমে জায় গড়াগড়ি ॥
মিনি ঝড়ে বিক্ষ পড়ে শহিতে নারে ধরা।
গগন হইতে পড়ে রকতের ধারা ॥
মহাসব্দ করি উঠে সাগরের পানি।
এ শব লক্ষনে রাজা বৈরি নাই জিনি ॥
বিরূপাক্ষ বলে বুড়া মনের পরিতাপে।
তপ্ত তৈলে জল হেন রাবন হেন কোপে ॥
(পৃ° ১৯।২-২-।১)

পুছে রাজা লঙ্কেশ্বর তুমি কার কোঙর
হয়্যা আইলে শ্রীরামের চর।
কহ আমি মহাবির ডাক ছাড় গভির
কিবা নাম ধরিশ বানর ॥
আমার নাম অঙ্গদ যুন ওরে রাক্ষস
ঘন ঘন পাশর আপনা।
বালি নামে যেই জন আমি তার নন্দন
জার হাথে পেলে বিড়ম্বনা ॥

রাক্ষস জাতি নিশাচর না চিন আপন পর
তোর ভাইকে রাম কৈল মিত।
শ্রীরামের আজ্ঞাকারি দিল তারে লঙ্কাপুরি
বিভিসনে করিয়া পুজিত॥
রামের বিক্রম যত তোমাকে কহিব কথ
বিদিত হইব কালি তোরে।
এক বানে তোরে মারি পাটাইব জমপুরি
কার বাপে কি করিতে পারে॥
(পৃ০ ৩১।১)
শিতা রথের উপরে চাড়ি জেথানে শ্রীরাম পড়ি
কান্দে শিতা মুর্চ্ছিত হইয়া।
পুরুশ পরেশ তুমি অবলা জুবতি আমি
মড়া হয়্যা রহিলাম পড়িয়া॥
ভালে মারে করাঘাত কোথা গেলে প্রাননাথ
গলিয়া গলিয়া পড়ে হিয়া।
তুঁশেতে অনল ফেলি তাহে দিল ঘৃত ঢালি
অন্তরেতে উঠিল জলিয়া॥
রামের বদন দেখি কান্দে শিতা চন্দ্রমুখি
এ রূপ জৌবনে দিলে দুখ।
দাড়িম্বের ফল জেন আপুনি বিদরে হেন
তেমত বিদরে মোর বুক॥ ইত্যাদি
(পৃ০ ৪৭।১)
অতিকা লক্ষনে রন দেখি চিন্তে দেবগন
শ্রীরাম দাণ্ডাল রনস্থলে।
দেব দানব কিন্নর গন্ধর্ব্বাদি বিদ্যাধর
সূর্য্য দেখে গগনমণ্ডলে॥
অতিকা জে মহারথি ভয় পাইল ক্ষিতিপতি
মহাবির রনেতে প্রচণ্ড।
অক্ষয় শন্ধান লক্ষন বিরের বান
কাটীয়া করিল খণ্ড খণ্ড॥
লক্ষন বলেন বির রনে কত যুষ্ঠির
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমার নাম।
আমি জুঝি ভুমিতলে তুমি রথের উপরে
তেই তোরে বিধি হইলা বাম॥
অতিকা বলে লক্ষন যুন মোর বচন
ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম তব জ্ঞান।
রাম বিরের চুড়ামুনি রনের ভেদাভেদ জানি
বৈরি বল হইতে পারে প্রান॥
অতিকা কৈল জোড়হাত যুন হে জানকিনাথ
রনে শাক্ষি হয় নারায়নে।
আমি বৌরির নন্দন ভাই তোমার লক্ষন
অস্ত্র বাটী দেহ ত আপনে॥
তুমি জান শব কর্ম্ম তৈলক্ষ্য উর্জ্জল ধর্ম্ম
ধর্ম্ম বিনে অন্য নাহি গতি।
তুমি শভাকার প্রান গোলোকের ভগবান
রনে শাক্ষি হয় রঘুপতি॥ ইত্যাদি—
(পৃ০ ৯৩।১)
বিরবাহু রনস্থলে বিনয় করিয়া বলে
নিবেদন করি শভাতলে।
দেবগনে স্তুতি করি ছাড়ান গোলোকপুরি
মায়ায় জন্ম দশরথের ঘরে॥
বিশ্বামিত্র মহাঋশি অজোধ্যা নগরে আশি
তোমায় মাগিল নিপবরে।
রাজার ঠাঞি তোমা পেয়ে চিত্তে আনন্দিত হয়্যা
নয়্যা গেল মিথিলা নগরে॥ ইত্যাদি
(পৃ০ ১৭৮।১)
রাম জুড়িলেন মিত্তুশ্বর কাঁপে রাবন থরহর
ত্রাশেতে ফেলিল গাণ্ডিবান।
কুড়ি চক্ষে বহে বারি লঙ্কাপুরের অধিকারি
রামচন্দ্রে করএ ধিয়ান॥
দশ মুণ্ড কুড়ি কর স্তব করে লঙ্কেশ্বর
তুমি শে শাক্ষাত নারায়ন।
কুবের বরুন জম জিনিলাম ত্রিভুবন
তুমি মোরে কৈলে নিপাতন॥ ইত্যাদি
(পৃ০ ২০৪।১)

রাঘবের ধর্ম্ম দ্বিজ দুস্‌খিতের দান।
দিয়া সভাকার রাম পুরিলা শম্মান॥
রামচন্দ্র করিলেন শভার পুরস্কার।
জোড়হাথে স্তুতি করে পবনকোঙর॥
লক্ষন ধরেন ছত্র রামের উপর।
শত্রুঘন শ্যাম অঙ্গে ঢুলায় চামর॥
অহর্নিশি প্রজাগন নিরখএ আশি।
অজোধ্যাতে উদয় হইল রামশশি॥
ঘুচিল দুখির দুখ রাম আগোমনে।
আনন্দে ভাশিল সব পশু পক্ষগনে॥
[illegible] পুষ্প বৃক্ষে ফুটাল নানা ফুল।
মধুপানে মকরন্দ[১] হইল অনুকুল[২]
বশিষ্ট বামদেব সে কুলের পুরহিত।
সদাই আসিয়া কহেন পুরানসঙ্গিত॥
অপছর্ব্বি কিন্নরি মগ্ন সদা নির্ত্তগিতে।
আনন্দে উছর্ব্ব সদা হয় অজোধ্যাতে॥
হইল অজোধ্যাপুরি বৈকণ্ঠ সমান।
কির্ত্তিবাস কৈল লঙ্কাকাণ্ড সমাধান॥

৭৪। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১৫৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি।
সাতকাণ্ড পোঁথা গাই রামায়ন ভিতর।[৩]
সুন্দরাকাণ্ডের গিত সুনিতে কাহিনি।
লঙ্কাকাণ্ডে সুন সকল বিরের হানাহানি॥
বন্দ গেল সাগর কটক হৈল পার।
দিনে দিনে রাবন রাজার টুটে অহঙ্কার॥
চিন্তিত রাবন রাজা শুনে মনে মনে।
ডাক দিঞা আনে চর সুক সারনে॥
রাজআজ্ঞা পাইঞা তখন সুক সারন নড়ে।
রাজব্যবহারে চর দণ্ডবৎ করে॥
আইস আইস সুক সারন চরের প্রধান।
রামের কটক চীনিঞা আইস সাবধান॥
গাছ পাথরে বন্ধ গেল সাগর গম্ভির।
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম করে কোন বির॥
বল বুদ্ধি রামের কত বিক্রম মন্ত্রনা।
ভালমতে চর্চ্চিঞা আইস জনে জনা॥
রাম লক্ষন চর্চ্চিহ সুগ্রিব বিভিসনের মতি।
ভাল মতে চর্চ্চিহ সভে আছে কতি কতি॥
রামের আগে থাকে পাত্র কোন জনা।
কোনখানে বানর লঞা করএ মন্ত্রনা॥
কোনখানে থাকে বানর কোথা খায় পানি।
লঙ্কা চাপিঞা কবে করিবেক উঠানি॥
রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাথে।
রাজাকে প্রনাম করি চলিলা হরিসে॥

মধ্য,—

সুন রাজা লঙ্কেশ্বর আমীত তোমার ভয়
মন্ত্রনা করিএ উচিত।
বৈরি রাম মহাসয় লঙ্কার দেখি সংসয়
রাখিতে নারিবে কোন জনে॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব আমী কটক চিনি সর্ব্ব
আমাকে না চিনে কোন জন।
বিসম বানরগোলা বরএ কটকে খেলা
দেখিতে মুর্চ্ছিত হয় ততক্ষনে।
দেখিঞা রামের রূপ চিন্তিতে বিদরে বুক
দেখিল রাম বিষ্ণু অবতার। ইত্যাদি

(পৃ° ৮।১)

১। 'মধুকর' হইবে। ২। 'আকুল' হইবে। ৩। ইহার পরের পঙ্‌ক্তিটি ছাড় হইয়াছে।

রাক্ষস জাতি নিশাচর না চিন আপন পর
তোর ভাইকে রাম কৈল মিত।
শ্রীরামের আজ্ঞাকারি দিল তারে লঙ্কাপুরি
বিভিসনে করিয়া পুজিত॥
রামের বিক্রম যত তোমাকে কহিব কথ
বিদিত হইব কালি তোরে।
এক বানে তোরে মারি পাটাইব জমপুরি
কার বাপে কি করিতে পারে॥
(পৃ০ ৩১।১)
শিতা রথের উপরে চাড়ি জেথানে শ্রীরাম পড়ি
কান্দে শিতা মুর্চ্ছিত হইয়া।
পুরুশ পরেশ তুমি অবলা জুবতি আমি
মড়া হয়্যা রহিলাম পড়িয়া॥
ভালে মারে করাঘাত কোথা গেলে প্রাননাথ
গলিয়া গলিয়া পড়ে হিয়া।
তুঁশেতে অনল ফেলি তাহে দিল ঘৃত ঢালি
অন্তরেতে উঠিল জ্বলিয়া॥
রামের বদন দেখি কান্দে শিতা চন্দ্রমুখি
এ রূপ জৌবনে দিলে দুখ।
দাড়িম্বের ফল জেন আপুনি বিদরে হেন
তেমত বিদরে মোর বুক॥ ইত্যাদি
(পৃ৹ ৪৭।১)
অতিকা লক্ষনে রন দেখি চিন্তে দেবগন
শ্রীরাম দাণ্ডাল রনস্থলে।
দেব দানব কিন্নর গন্ধর্ব্বাদি বিদ্যাধর
সূর্য্য দেখে গগনমণ্ডলে॥
অতিকা জে মহারথি ভয় পাইল ক্ষিতিপতি
মহাবির রনেতে প্রচণ্ড।
অক্ষয় শন্ধান লক্ষন বিরের বান
কাটীয়া করিল খণ্ড খণ্ড॥
লক্ষন বলেন বির রনে কত ধুষ্টির
ধার্ম্মিক বলিয়া তোমার নাম।
আমি জুঝি ভুমিতলে তুমি রথের উপরে
তেই তোরে বিধি হইলা বাম॥
অতিকা বলে লক্ষন ষুন মোর বচন
ধম্ম কি অধর্ম্ম তব জ্ঞান।
রাম বিরের চুড়ামুনি রনের ভেদাভেদ জানি
বৈরি বল হইতে পারে প্রান॥
অতিকা কৈল জোড়হাত ষুন হে জানকিনাথ
রনে শাক্ষি হয় নারায়নে।
আমি বৌরির নন্দন ভাই তোমার লক্ষন
অস্ত্র বাটী দেহ ত আপনে॥
তুমি জান শব কর্ম্ম তৈলক্ষ্য উর্জ্জল ধর্ম্ম
ধর্ম্ম বিনে অন্য নাহি গতি।
তুমি শভাকার প্রান গোলোকের ভগবান
রনে শাক্ষি হয় রঘুপতি॥ ইত্যাদি—
(পৃ০ ৯৩।১)
বিরবাহু রনস্থলে বিনয় করিয়া বলে
নিবেদন করি শভাতলে।
দেবগনে স্তুতি করি ছাড়ান গোলোকপুরি
মায়ায় জন্ম দশরথের ঘরে॥
বিশ্বামিত্র মহাঋিশি অজোধ্যা নগরে আশি
তোমায় মাগিল নিপবরে।
রাজার ঠাঞি তোমা পেয়ে চিত্তে আনন্দিত হয়্যা
লয়্যা গেল মিথিলা নগরে॥ ইত্যাদি
(পৃ০ ১৭৮।১)
রাম জুড়িলেন মিত্তুঞ্জয় কাঁপে রাবন থরহর
ত্রাশেতে ফেলিল গাণ্ডিবান।
কুড়ি চক্ষে বহে বারি লঙ্কাপুরের অধিকারি
রামচন্দ্রে করএ ধিয়ান॥
দশ মুণ্ড কুড়ি কর স্তব করে লঙ্কেশ্বর
তুমি শে শাক্ষাত নারায়ন।
কুবের বরুন জম জিনিলাম ত্রিভুবন
তুমি মোরে কৈলে নিপাতন॥ ইত্যাদি
(পৃ০ ২০৪।১)

শেষ,—

রাঘবের ধর্ম্ম দ্বিজ দুস্থিতের দান।
দিয়া সভাকার রাম পুরিলা সম্মান॥
রামচন্দ্র করিলেন সভার পুরস্কার।
জোড়হাথে স্তুতি করে পবনকোঙর॥
লক্ষন ধরেন ছত্র রামের উপর।
শত্রুঘন শ্যাম অঙ্গে ঢুলায় চামর॥
অহর্নিশি প্রজাগন নিরথএ আশি।
অজোধ্যাতে উদয় হইল রামশশি॥
ঘুচিল দুখির দুখ রাম আগোমনে।
আনন্দে ভাশিল সব পশু পক্ষগনে॥
সুরুক পুষ্প বৃক্ষে ফুটাল নানা ফুল।
মধুপানে মকরন্দ[১] হইল অনুকুল[২]
বশিষ্ট বামদেব সে কুলের পুরহিত।
সদাই আসিয়া কহেন পুরানসঙ্গিত॥
অপছর্ব্বরি কিন্নরি মগ্ন সদা নির্ত্তগিতে।
আনন্দে উছর্ব সদা হয় অজোধ্যাতে॥
হইল অজোধ্যাপুরি বৈকণ্ঠ সমান।
কির্ত্তিবাস কৈল লঙ্কাকাণ্ড সমাধান॥

৭৪। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১৫৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। অসম্পূর্ণ।

আরম্ভ,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি।
সাতকাণ্ড পোঁথা গাই রামায়ন ভিতর।[৩]
সুন্দরাকাণ্ডের গিত সুনিতে কাহিনি।
লঙ্কাকাণ্ডে সুন সকল বিরের হানাহানি॥

বন্দ গেল সাগর কটক হৈল পার।
দিনে দিনে রাবন রাজার টুটে অহঙ্কার॥
চিন্তিত রাবন রাজা গুনে মনে মনে।
ডাক দিঞা অ নে চর সুক সারনে॥
রাজআজ্ঞা পাইঞা তখন সুক সারন নড়ে।
রাজব্যবহারে চর দণ্ডবৎ করে॥
আইস আইস সুক সারন চরের প্রধান।
রামের কটক চীনিঞা আইস সাবধান॥
গাছ পাথরে বন্ধ গেল সাগর গম্ভির।
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম করে কোন বির॥
বল বুদ্ধি রামের কত বিক্রম মন্ত্রনা।
ভালমতে চর্চ্চিঞা আইস জনে জনা॥
রাম লক্ষন চর্চ্চিহ সুগ্রিব বিভিসনের মতি।
ভাল মতে চর্চ্চিহ সভে আছে কতি কতি॥
রামের আগে থাকে পাত্র কোন জনা।
কোনখানে বানর লঞা করএ মন্ত্রনা॥
কোনখানে থাকে বানর কোথা খায় পানি।
লঙ্কা চাপিঞা কবে করিবেক উঠানি॥
রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাথে।
রাজাকে প্রনাম করি চলিলা হরিসে॥

মধ্য,—

সুন রাজা লঙ্কেশ্বর আমীত তোমার চর
মন্ত্রনা করিএ উচিত।
বৈরি রাম মহাসয় লঙ্কায় দেখি সংসয়
রাখিতে নারিবে কোন জনে॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব আমী কটক চিনি সর্ব্ব
আমাকে না চিনে কোন জন।
বিসম বানরগোলা করএ কটকে খেলা
দেখিতে মুর্চ্ছিত হয় ততক্ষনে।
দেখিঞা রামের রূপ চিত্তিতে বিদরে বুক
দেখিল রাম বিষ্ণু অবতার। ইত্যাদি

(পৃ° ৮।১)

১। 'মধুকর' হইবে। ২। 'আকুল' হইবে।
৩। ইহার পরের পঙ্‌ক্তিটি ছাড় হইয়াছে।

রাত্রি পোহাইতে জখন আছে [ডণ্ড] ডেড়।
হেন সময়ে লঙ্কাপুরির চতুর্দ্দিগে বেড়॥
কনকপুরিতে নিদ্রা জায় কারু নাই সাড়া।
গায় গায় বানর উঠিল জেন সার পিপিড়া॥
আগে মহিন্দ্র দিবিধ উঠিল বানর এক চোটে।
লঙ্কার বাহিরে জে ছিল তাহার ঘর লুটে॥
উর্ত্তরের সেনাপতি উঠে সতবলি।
সাগরের ঢেউ জেন কটকের কলকলি॥
সুসেন বৈদ্য লঙ্কা বেড়ে রাজার সসুর।
চর্দ্দ হস্থির মুণ্ড মুটকিতে করে চুর॥
বিসম ভল্লুক ভাই নঞা কুড়া কুড়া।
তাহার পাছ লঙ্কা বেড়ে জাম্বুবান বুড়া॥
অঙ্গদ বানর বেড়ে বালির নন্দন।
জাহার বোলে উঠে বৈসে সকল বানরগন॥
তার পাছে লঙ্কা বেড়ে রাক্ষস বিভিসন।
বিস্তর সঙ্গ নহে তারা সভে পঞ্চ জন॥
হনুমান বেড়ে লঙ্কা বানরে বাখানী।
জার ভএ লঙ্কার লোক না খায় অন্ন পানি॥
বামে সুগ্রীব রামের দক্ষিনে সহদর।
লঙ্কায় উঠিলা রাম তৈলক্ষসুন্দর॥

(পৃ° ১৩।২-১৪।১)

রনে আইলা রাবন লইঞা কুমারগন
রাক্ষস সব করিঞা সাজন।
চড়িঞা বিচিত্র রথে আইলা রামের অগ্রতে
চমকিত দেখি বানরগন॥
রাম বামহাথে গাণ্ডিব করি ডাকেন মৈত্র মৈত্র করি
সুন মিত্য বিভিসন রাক্ষস।
অন্ধকার চতুর্ভিত সুর্য্য নহে প্রকাসিত
রনস্থলে আইলা কোন জনা॥
বিভিসন বোলেন রাম রথ দেখি অনুপাম
নবদণ্ড ধরে দেবগন॥

(পৃ° ৪৬।১)

রনে পড়িলা মেঘনাদ হৈল এত পরমাদ
জেই পুত্রে জিনে পুরন্দর।
নর বানরের বানে হেন পুত্র মরে রনে
কেমতে ও জিবেক লঙ্কেশ্বর॥
রাবন কুড়িহাথে মারে তালি লোটাঞা বেড়ায় বলি
হাহাকার করে দস মুখে।
কুড়ি নয়ানের জল করে জেন ছল ছল
কান্দে রাজা পুত্রসোক দুখে॥
ইন্দ্র জোম বন্দি করে ঐরাবতের পৃষ্ঠে চড়ে
দেবগন জাহাকে বিস্মিত।
পুত্র নাগফাস জানে বন্দি করে দেবগনে
ইন্দ্র জিনি নাম ইন্দ্রজিত॥
রাবন ক্ষেনে ক্ষেনে মোহ জায় ক্ষেনে চেতন পায়
কান্দে রাজা এড়িঞা নিস্বাস।
সরস্বতির চরন করিঞা বন্দন
লাচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাস॥ (পৃ° ১০২।১)
পড়িল দস সির দেবতা হইলা স্থির
আনন্দে সভে বেড়ান নাচিঞা।
দেবতা করএ নিত্য গন্ধর্ব্বে গাএন গিত
প্রভু রামের জয় জয় দেখিঞা॥
বলিছেন বজ্রপানি পোহাইল রজনি
পড়ি গেল সভার দুর্য্যয়।
সভার পরিত্রান করিলেন ভগবান
আর কাহকে নাহি ভয়॥
সর্গ্রে দুন্দবি বাজে দেখি নাচেন দেবরাজে
নাচিছেন সকল নাচনি।
বাল্মিকের চরন করিঞা স্মঙরন
নাচাড়ি রচিল কির্ত্তিবাস॥ (পৃ° ১৩৯।২)

শেষ,—

বসিঞা আছেন চাণ্ডাল রাম করিঞা ধ্যান।
লাফ দিঞা সেইথানে নাম্বিলা হনুমান॥
রাজ অভরণ গোহকের গলে পুষ্পের মাল।
হনুমান কথা কন সুনেন চণ্ডাল॥

শক্র মারিঞা আইসেন রাম অজদ্ধা নগর।
সঙ্গে লঞা আসিছেন রাক্ষস বানর॥
রাম সিতা দেখিতে তুমি কর আগমন।
রামের সেবক আমার নাম হনুমান॥
রাম লক্ষন সিতার বার্ত্তা জানাইল সর্ত্তর।
পবনের পুত্র মুঞি জাতিএ বানর॥
সুগ্রিবের পাত্র আমী রামের কিঙ্কর।
তোমাকে বার্ত্তা দিতে মোরে পাঠাইলা গদাধর॥
হরিসে পুছেন গোহক গদ গদ ভাসে।
এমত দিবস হবে আমার রাম আসিবেন দেসে॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত গান করে হাত ধরি।
বাল্মিক মুনির চরনে নমস্কার করি॥*॥

নাছাড়ি॥

রাম আইলা দেসে নগরে পড়ে সাড়া।
দাম গুড়ুগুড়ু বাদ্য বাজে নাচে চণ্ডালপাড়া॥
রাম আইলা দেসে হনুমানের মুখে সুনি।
মৃত সরিরে জেন সঞ্চরে পরানি॥
জগাই মাধাই দুটী ভাই নাচে পুলক হঞা।
গোহক চণ্ডাল নাচিছেন করতালি দিঞা॥

৭৫। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

১২৮।২ সংখ্যক পত্রে অদ্ভুতাচার্য্যের ভণিতা পাওয়া যায়। উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ।০—৮।৵০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। হরপের ছাঁদ পূর্ব্বাঞ্চলের অনুরূপ। প্রদাতা, স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

আরম্ভ,—

বানরে বেড়িয়া তবে দুই চর ধরে।
বিভিসনের আজ্ঞায়ে সমাই তাকে মারে॥
আপনেহি বিভিসনে বোলে বানরেরে।
রামের সাক্ষাতে লও বান্ধি দুই করে॥
বসি আছে রামচন্দ্র ত্রলোক্যসুন্দর।
দক্ষিন পাসে বসি আছে সুগ্রিব বানর॥
বাম পাসে বসি আছে অনুজ লক্ষ্মন।
জোড়হাতে দাড়াই আছে জত বানরগন॥
হেন কালে দুই চর বান্ধিয়া বানরে।
রাজ ব্যেবহারে গিয়া দণ্ডবত করে॥
ডরে ডরাইয়া চর জিবনের এড়ে আস।
করজোড়ে কহে কথা শ্রীরামের পাস॥
কট চ চরিতে আমা পাঠাইল রাবনে।
মারিয়া আনিল মোরে রাজা বিভিসনে॥
আপনে বুঝিয়া ফল করহ উচিত।
রাবনের চর মুঞি কহিলুঁ বিদিত॥

মধ্য,—

সারনের কথা জদি হৈল অবসান।
সুক চরে কহে কথা রাজা বিদ্যমান॥
জতেক কটক রাজা দেখিল সারনে।
মুঞি জে দেখীলুঁ গোসাঞি কহোঁ বিদ্যমানে॥
ধুর্ম্ম ধুর্ম্মাক্ষ দেখীলুঁ ডাঙ্গর তার গলা।
রাজার প্রতাপ ধরে সুগৃবের সালা॥
কালা বর্ন্ন দেখি তার গায়ে লোমাবলি।
সূর্য্যের প্রতাপ ধরে বলে মহাবলি॥
অঞ্জনিয়া বানর ঘড় অঞ্জন আকৃতি।
লেখা জোখা নাই তার কটক জত ইতি॥
বিক্রমে বিসাল বৈসে নর্ম্মদার তিরে।
তথা হতে আসিছে ধুর্ম্মাক্ষ মহাবিরে॥
তোমার বিক্রম জত সংসারবিদিত।
ধুর্ম্ম ধুর্ম্মাক্ষ্যের বিক্রম বিসম চরিত্র॥
শ্রুতসেন সমে আছে কপি কুটি কুটি।
শ্রুতসেনের কটক গোশাঞি দেখীতে না আটি॥

ইত্যাদি (পৃ॰ ৩।১—২)

সুগৃব বানররাজা বির অবতার।
বানর হতে সর্ব্ব কার্য্য করহ বিচার॥
ব্রহ্মার আখি হতে জন্মিল কনকা বানরী।
অঙ্গুলি দিয়া ব্রহ্মা তাকে ভুমিতলে পাড়ি॥
কোন জাতি উপজিল ব্রহ্মা চাহে একদৃষ্টি।
সুন্দরি বানরি হৈল দেবতার তুষ্টি॥
বানরি সৃজিয়া থুইল আপনার পাসে।
দেবগন তথা গেল ব্রহ্মার সম্বাসে॥
বানরির রূপ দেখী দেবতা হবিলাস।
ব্রহ্মাতে জিজ্ঞাসা করে বচন প্রকাস॥
ব্রহ্মার গোচরে সবে পুছন্ত সাদরে।
কোন জাতি নারী গোসাঞি হেন রূপ ধরে॥
ব্রহ্মা বোলে তোমা তরে সৃজলুঁ বানরি।
তোমা দিলুঁ সুন্দরী নেও আপনার পুরি॥
মন্দার পর্ব্বতে দেবে লইয়া বানরি।
পর্ব্বতের মধ্যে গীয়া নানা কেলি করি॥
কেলি করিয়া গোসাঞি বানরি তোসে বরে।
মোর বির্য্যে পুত্র হৈব তোমার উদরে॥
দেব দানব গন্ধর্ব্ব পিচাস আর সর্প।
তৃভুবনে না সহিব তোর পুত্রদর্প॥
তার সনে রতি করি দেব পুরন্দর।
বানরি রমন করি তারে দিল বর॥
দুই পুত্র হৈব তোর অমক সংসর।
দুই পুত্র হৈব রাজা বানর উপর॥
কিস্কিন্দার রার্জ্য ভোগ করিব প্রচুর।
কিস্কিন্দার ফল মুল খাইব মধুর।
নররূপে রাম জবে আসিব সংসার।
একজন সোহাএ হৈয়া করিব উপকার॥

ইত্যাদি

(পৃ০ ৫।১-২)

বিসম বানর মেলা না বুঝি কপট কলা
বিদিত হইল ততক্ষন।
দেখীলুঁ জে রামমুখ হেরিতে বিধরে বুক
বুঝিলুঁ সাক্ষ্যাতে নারায়ন॥১॥
না দেখিলে নরবুলি দেখি সেই ক্ষনে ভুলি
তোমা ধাড়ি লৈছে রঘুবর।
ততপর রাজকাজে বুদ্ধিবলে মন্ত্রি সাজে
সুগৃব বানর ইশ্বর॥২॥
লৈক্ষ্য লৈক্ষ্য সেনাপতি সোত্তে নবদণ্ড ছাতি
রাজলক্ষি যিনি পুরন্দর।
দেব দানব বিক্রম জিনিতে নাহিক শ্রম
বানর দেখীতে ভয়ঙ্কর॥৩॥
সুনি রাজ সিংহনাদ রাক্ষসের পরমাদ
তোলপাড় করে লঙ্কা পুরি।
বানরবল প্রচণ্ড মেঘ [illegible] খণ্ড
দরসনে ততক্ষনে মরি॥৪॥
জেহেন সাক্ষাতে জম বিক্রমেত বিসম
আসিয়া বেড়িল লঙ্কাপুরি।
অনুপাম সর্ব্বগুনে সর্ব্ব তর্ত্ত জানে সুনে
কনিষ্ঠ লক্ষন অবতরি॥ ইত্যাদি

(পৃ০ ৭।১-২)

লাচারি ধানসি রাগ॥

অঙ্গদের বাক্য সুনি বোলে রাক্ষস চুড়ামনি
কেনে বেটা কর অহঙ্কার।
না বুঝিয়া বোল বোল নহি জান বলাবল
মোর হস্তে সভান সংহার॥
ইন্দ্র আদি দেবগন সহিতে না পারে রন
কেবা তোর শ্রীরাম লক্ষন।
দেখিয়া আমার রন কম্পমান ত্রিভুবন
সুন সুন বালির নন্দন॥
ব্রহ্মা করি আরাধন জিনিলুঁ জে ত্রিভুবন
কি করিব এ নর বানরে।
কুবের বরুন জম সেহ নহে মোর সম
ডরে সব খাটে মোর দ্বারে॥

মিত্র পুত্র করি তুমি এতেক সহিএ আমি
আর যদি বোল দুরাক্ষর।
তোকে মারি নিশাচরে পাঠাইব জম ঘরে
দোস নাই আমার উপর ॥

(পৃ০৪৩।১)

লাচারি ॥

চারি দিগে পাত্রগন মধ্যে কান্দে দসানন
ভ্রাতি সোকে দহে কলেবর।
ইন্দ্রে জারে করে ভিত পড়ে ভাই আচম্বিত
অনাথ হইল লঙ্কেশ্বর ॥
দুরে পালায়ে অভরন শোক বাড়ে দসানন
সিরের মকুট পেলে দুরে।
রত্নময়ে কলেবর অভরন সুন্দর
পড়িলেক ভু মর উপরে ॥
মিলিয়া জে পাত্রগন রাজা করে চেতন
সান্তাইয়া অনেক প্রকারে।
সুন রাজা দসানন ক্রন্দনে না কর মন
সুনিয়া হাসিব পুরন্দরে ॥
আছে জত কুমার মহাজুদ্ধে অনিবার
লঙ্কাপুরে আছে জুদ্ধাগন।
ভূভুবন জিনিবারে সে সকল বিরে পারে
কোন রাজা করহ ক্রন্দন ॥ ইত্যাদি

(পৃ° ৯৭।১)

শেষ,—

চলিলেক মকরাক্ষ্য করিবারে রন ॥
আনন্দিত হৈল তবে লঙ্কার ভুবন।
মকরাক্ষ্যের সন্যে করে গীত নাচন ॥
ভয়ে পাইয়া চন্দ্র সুর্জ্য মেঘের হৈল আড়।
সমুখ হইয়া জুঝে হেন সক্তি আছে কার ॥
ইন্দ্রে বোলেন সুন জত দেবগন।
এথাএ থাকিয়া আর কোন প্রয়োজন ॥
দেয়ান ভাঙ্গিয়া পলায়ে জত দেবগন।
রাক্ষ্যসে বানরে থানাত হৈল দরসন ॥
রাক্ষ্যসের সঙ্গ জদি পাইল বানর।
ধাইল বানর সব জমের দোসর ॥
চুলে ধরি রাক্ষসেক টানেন বানর।
আউলাইয়া কারোর জে খসিল কাপড় ॥
পলায়ে রাক্ষসসেনা না সহে সমর।
রাক্ষ্যস পলায়ে কুম্ভ চলিল সত্যর ॥

৭৬। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ, আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩-১৬,২০-১০৫,১০৮-১২৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

বানর বলে কবে ক্ষয়ে হবে এত বির।
কভু নাই দেখি হেন দুজ্জয় সরির ॥
জল স্থল দষ দিগ ছাইল বানর।
বানরের চাপ দেখি ত্রাষ লঙ্কেশ্বর ॥
দেখিয়া রামের কটক ছারিল নিস্বাষ।
লঙ্কাকাণ্ডে রচিস পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥*॥
সুন রাজা লঙ্কেশ্বর রামি ত তোমার চর
মিথা বাক্য কভু নাই বলি।
দেখিলাম রামের বান কার নাই পরিত্রান
লঙ্কা নয়্যা পরিল খনলি ॥ ইত্যাদি

মধ্য,—

সকল ছারিয়া রামের চরন করিলাম সার।
দয়াল শ্রীরাম বিনে গতি নাহি আর ॥ ধুয়া ॥
অঙ্গদ বলিছে সুন পাগল রাবন।
মন দিয়া সুন রে বলির উপাক্ষন ॥

বলি নামে দৈত্যপতি থাকে পাতালপুরি।
অখিলের নাথ হরি জাহার দুয়ারি॥
তাহার সমান কেবা আছে পুর্ন্নবান।
জাহার দুয়ারি অভিরথ ভগবান॥
তাহাকে জিনিতে জদি গেল দসানন।
দায় ছারি দিলা প্রভু দেব নারায়ন॥
বিষ্টুর মায়াতে বলি য়াছেন বন্দন।
বলির বন্দন দেখে হাসিচে রাবন॥
লঙ্কাতে য়ামার ঘর নাম দসানন।
বলিষ জদি তোর বেটা ঘুচাই বন্দম॥
রাবনের কথা ষুনি বলি দৈত্য হাসে।
তোমা হইতে য়ামার বন্দন নাহি খসে॥
তোমা হেন কটি রাবন কি করিতে পারি।
অখিলের নাথ হরি য়ামার দুয়ারি॥
রাবন বলে বলি তোর নারায়ন কোথা।
লাগি জদি পাই তার কেটে পেলি মাথা॥
রাবন বলিছে বলি তোরে কহি দর।
আমা হইতে তোর নারায়ন নহে বর॥
বিষ্টু নিন্দা বৈষ্টব কদাচ নাহি সুনে।
কোপিলেন বলি দৈত্য রাবনের বচনে॥
বিষ্টুকে জিনিতে পার এত তোর বল।
তোল দেখি এ ফগাছি লোহার সিকল॥
বলি দৈত্যমায়া রাজা নারিল বুঝিতে।
কুড়ি হাত বাড়াইল বন্দন খসাত্যে॥
বন্দনেতে হাথ জেই ঠেকালে রাবন।
দষ গলায় কুরি হাথে পরিল বন্দন॥
দষ মুখে কি কি বলি করিছে রাবন।
রাবন বলে মোরে ভাই বান্দে কোন জন॥
রাবন পরিল বন্দি বলি দৈত্য হাসে।
আপনি পরিলি বন্দি বিষ্টু নিন্দা দোসে॥
ডাক দিলে বলি রাজা মিরাঘোরে তরে।
ঘোরা চোরা বেটাকে বেন্দ্যা থোগা ঘোরাসালে॥

এ কথা সুনিয়া তবে মিরাঘোর চলে।
চুল্যে ধর‍্যা রাবনে বান্দিল ঘোড়াসালে॥

(পৃ° ২২।২-২৩।১)

নাকের রক্তেতে কুম্ভুকর্ন্ন বির তিতে।
দুই পাষ তিতিল দুই কর্ন্নের রকতে॥
নাক কান নাহি বিরের বর হইল লাজ।
কোন মুখে ভেটিব লঙ্কার মহারাজ॥
আপনার বাহুবলে ভুবন জিনিলু।
আমি হেন বির হয়্যা নাক কান হারালু॥
জত বল বিক্রম মোর সব হইল মিছ্যা।
বানর বেটা করিলেক নাক কান বোচা॥
ফিরিয়া আইল বির সংগ্রামের স্থলে।
জতেক বানর পায় ধর‍্যা ধর‍্যা গেলে॥

(পৃ° ৫৩।২-৫৪।১)

ব্রথা কেনে জুদ্ধ করি লক্ষনের সনে।
য়াপন মরন কথা কহিব লক্ষনে॥
য়স্ত বানে মিত্তু নাই সুনহ লক্ষন।
ব্রহ্ময়স্ত্র বানে মোরে কর নিপাতন॥
য়তিকার বচনে লক্ষন না করিলা য়ান।
তুনে হৈতে বাহির কৈল ব্রহ্ময়স্ত বান॥
য়তিকা দেখিল বান লক্ষনের হাথে।
রামময় য়তিকা সব লাগিল দেখিতে॥
দষ দিগ নেহালে নেহালে বিক্ষ পাত।
জে দিগে য়তিকা চায় সেই দিগে রঘুনাথ॥
ভয় পাইয়া য়তিকা বির মুদিল নয়ান।
য়ন্তরে দেখিছে রাম দুর্ব্বাদলসাম॥
লক্ষন এরিল বান কি কহিব কথা।
বানেতে কাটিয়া পারে য়তিকার মাথা॥
ঠিকরিয়া পরে মুণ্ড রামপদতলে।
পদতলে পরে মুণ্ড রাম রাম বলে॥
য়তিকার মুণ্ড রাম করিলেন কোলে।
সত সত চুম্ব দিল বদনকমলে॥

অতিকায় মোহে রামের প্রান বিকল।
চক্ষের লোহে রামের তিতিল বাকল॥

(পৃ° ৬৩।২-৬৪।১)

রামজয় সব্দ জদি সুনিলে রাবন।
সন্ত লঙ্কা দেখি মন করে উচাটন॥
ক্ষেনেক মধুর হাস ক্ষেনে চমকিত।
রঘুক্ষন কাল জম দেখে চারি ভিত॥
নিকটে বসিআ আছে পুত্র মেঘনাদ।
রাবন বলিছে বাছা দেখহ প্রমাদ॥
বিবিসন বলিলেক সিতা দিতে রামে।
তাহার বচন আমি না সুনিলাম কানে॥
তুমি রামি বই লঙ্কায় বির নাহি য়ার।
তুমি থাকিতে রামি জাব নহে ত বিচার॥
এতেক সুনিআ বির কহিছে পিতায়।
এক নিবেদন বাপা বলিএ তোমায়॥
বারে বারে মারি আমি শ্রীরামলক্ষন।
সুনিয়াছ মরিলে কে পায় ত জিবন॥
মরিলে না মরে বৈরি পায় ত নিস্তার।
হেন রাম কেমনে রামি করিব সংহার॥
বারে বারে আসি আমি রন করি জয়।
কোন বার হবে আমার জিবন সংসয়
রাম লক্ষন মরিবে না লয় মোর চিত্তে।
বাপের আজ্ঞা ইন্দ্রজিত না পারে লংঘিতে॥
রাপনার সাজ করে পিতার সাক্ষাতে।
পরিপাটি পাগরি তুলিয়া দিল মাথে॥
পাটের চালনা পরে সোনার কিনারি।
সোনার কিঙ্কিনি তায় শোভে সারি সারি॥

(পৃ° ৭৬।২)

কেন রামি রাইলাম বনবাসে।
দেসেতে মরিল পিতা রাবনে রানিলে সিতা
লক্ষন ভাই হারালাম বিদেসে॥

মরিল লক্ষন ভাই য়ার মোর কেহ নাই
ধর্ম্ম সরির গুনর্নিধি।
রাবনের সক্তিসেলে বিদেসে প্রান হারাইলে
এখন করিব কোন বুদ্ধি॥
ভাএর রঙ্গের জুতি জেন সুবর্ন্নের কান্তি
তিভুবন জিনিয়া মহিমা।
সুমিত্তার প্রানধন তুমি ভাই লক্ষন
সোকে মজায়্যা গেলে রামা॥
পিত্রিবাক্যে তিন জনে প্রেবেস করিলাম বনে
বিধাতা করিল তাহে রান।
জতেক বানরগনে তারা জাবে নিজ স্থানে
তোমার সোকে না রাখিলাম প্রান॥

ইত্যাদি। (পৃ° ৯১।১)

তোমা হেন গুনমুনি রস্ত সাস্ত সব জানি
স্তির সঙ্গে গমন বিদেসে।
রাজ্যের * * হয়্যা বনেতে ভমন জেয়্যা
ধরি জটা তপস্বির বেষ॥
রাম হেন গুননিধি সেবিতে না দিল বিধি
মোর সম নাহি রভাগিয়া।
এ বর সন্দেহ মনে রাম পাটাইয়্যা বনে
মোর মা কেমনে ধরে হিয়্যা॥
সিতা হেন গুনবতি পতিব্রথা সুর্দ্ধমতি
তারে দুঃখ দিলেক বিধাতা।
বিসম রাক্ষসপুরি দেখিলে তখনি মরি
কেমনে প্রাম ধরিবেন সিতা॥
ভাই গেল বনবাষ বাপের হইল নাষ
মোরে সাপ দিল কোম মুনি।
রাক্ষসে হরিলে সিতা লক্ষন ভাই গেল কোথা
দুঃখ দিলে কৈকৈ দারুনি॥
কান্দে ভরথ রামমোহে বাকল তিতিল লোহে
ভুতলে পরিল দুই ভাই।

ভরথের চরিত্র দেখি হনুমান হইল সুখি
কিত্তিবাসে এ রহস্য গাই ॥
(পৃ০ ৯৭।২)

দেবিকে তখন বির হনুমান বলে।
করিব তোম্মার পুজা পিথিবিমণ্ডলে ॥
বাম কান্দে লক্ষন নিল ডান কান্দে রাম।
মাথায় পিতিমা করি হনুর পয়ান ॥
ভদ্রকালি রাম লক্ষন আর হনুমান।
তিন জন উত্তরিল জথা গুপ্তগ্রাম ॥
থিরতরু বিক্ষ আছে অতি মনহর।
দেবির পিতিমা থুইল তাহার উপর ॥
রাবন বধিআ দেসে জখন করিব গমন।
সিদ্ধ পিটে মহারাজার করিব স্তাপন ॥
(পৃ০ ১০৯।২)

উদ্ধৃত কয়ঁ পঙ্‌ক্তিতে ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

শেষ,—

লঙ্কা বেড়িয়া বানর বেড়ায় কুটি কুটি ॥
খেত্যে খেত্যে জায় বানর হাথে গুয়াপান।
গা দোলায়্যা গা দোলায়্যা বানর সব জান ॥
রঘুনাথের সাক্ষাতে আইল বানরগন।
বানর দেখিয়া রাম হরিষ বিধান ॥
রাম বলে বুন জত বানরগন।
কালি কেমন যুথে রেখ্যেছিল মিতা বিভিসন ॥
তোমা হেন ঠাকুর প্রভু হইব যুগে যুগে।
নিত্য নিত্য জায় জেন কালিকার যুথে ॥
ভাল রাজা করেছ ধাম্মিক বিভিসন।
এমন মেনে থাই নাই জাবৃত জিবন ॥
ভাল ভাল যুন্দরি য়াছে বিভিসনর ঘরে।
দুই দুই নারি দিয়াছে একক বানরে ॥
জদি রঘুনাথ তোমার আজ্ঞা পাই।
সেই সব যুন্দরি লইয়া দেযকে পলাই
হাসিলেন রঘুনাথ বানরবচনে।
পাগল করেছে মিতা জত বানরগনে ॥
শ্রীরামে হাসিয়া কন মিতা বিভিসন।
আমি জে বলি কথা তাহা দিহ মন ॥
জেবা কছু বানরেরে খাওাইলে তুমি।
সেই সব দিব্য মিতা খাইআছি আমি ॥
বানরে দিয়াছ মিতা জেই অলঙ্কার।
সেই অলঙ্কার মিতা পরেছি তোমার ॥
বানর তুষ্টু হইলে আমার তুষ্টু হয় মন।

— —

৭৭। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি পত্রসংখ্যা, ৩—৫২। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০—১২ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। আরম্ভটি ৭৬ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

মধ্য,—

কাতর হইয়া কান্দে সিতা ত রূপসি।
সিতারে প্রবোধ দেন ত্রিজটা রাক্ষসি ॥
সিতা সুন এই রথ দেব অবতার।
অসুচি হইলে রথ না সহিত ভার ॥
স্বরূপেতে সিতা তুমি জদি হৈতে রাণ্ডি।
তোমারে ফেলিত রথ দৈবে নাই খণ্ডি ॥
ক্রন্দন তেজহ সিতা না ভাবিহ আন।
দিন কথ বই তুমি পাইবে শ্রীরাম ॥
এতেক বলিতে সিতা তেজিল ক্রন্দন।
রথ লয়্যা গেল পুনু অসকের বন ॥
জেই মাত্র গেল সিতা অসোকের গুড়ি।
সতেকে বেরিলসিয়া রাবনের চেরি ॥
অসকের বনে কান্দে নাহিক চেতনা।
সিতাকে পেতাতে আইল রাক্ষসি সরমা ॥
বুনি বুনি বলিয়া সিতারে লয়্যা তুলি।
ঝাড়িয়া গায়ের ধুলা সিয়ে বান্ধে চুলি ॥

সরমা বলেন দেবি না কর ক্রন্দন।
অবশ্য বাঁচিবে তোমার শ্রীরামলক্ষন॥ ইত্যাদি

(পৃ॰ ২৫।২—২৬।১)

ধাম্মিক বিভিসন দিআ গেল সাপ।
তে কারনে পাই আমি এত মনস্তাপ॥
ধাম্মিক ভাই ছিল ধম্মের সারথি।
রাজলক্ষি ছারিল তারে মাল্য লাথি॥
ক্ষুরি চক্ষু বহিয়া পরিছে লহধারা।
বাপের কান্দনে কান্দে কুমার তিসিরা॥
দেবান্তক নরান্তক অতিকায় বির।
বাপের ক্রন্দন ষুনি কেহ নহে স্তির॥
এই মত পুত্র সকলের হইল দুক।
য়তিকা বিক্রমে কহে বাপের সমুক॥
অনেক করিলে তপ হইতে অমর।
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর॥
অমর হইল খুড়া তপস্বার গুনে।
ব্রহ্মার প্রসাদে খুড়া সব সাস্ত জানে॥
সাস্ত অনুসারে খুড়া কহিলেন হিত।
ধাম্মিক খুড়া মোর বিচারে পণ্ডিত॥
তোমা হইতে ব্রথা খুড়া গৌরব রাখে।
হেন জনে লাথি মেলে সভাথণ্ড দেখে॥
আপদ পরিলে বুদ্ধি হারায় পণ্ডিত।
দুস্থ না ভাবিহ বাপ বুঝাইতে হিত॥
না কাদ না কাদ বাপা না ছাড় নিস্বাষ।
দেবতারা ষুনিলে করিবে উপহাষ॥
আজি [রন] করিবারে জাব চারি জন।
মারিব প্রধান য়ার জত কপিগন॥

(পৃ॰ ৪৬।২—৪৭।১)

শেষ,—

সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল বানি।
আগে বির ইন্দ্রজিত সাজিল আপনি॥
আগে পাছে বাজিলে রন টোপর।
সনার উপরে হাড় দেখিতে ষুন্দর॥
সোনাময় চালনা বান্ধিল কটীদেষে।
তুন গোটা কসিয়া বান্ধিল বাম পাষে॥
রাবনের দুখে হইল সুখের সমান।
সাজিয়ে সমরে জায় পুত্র প্রধান॥
হান হান কাট কাট রাক্ষসের রব।
ইন্দ্রজিত বিরে তাহা আনন্দ উচ্ছব॥
জুদ্ধ করিবারে জায় কুমার ইন্দ্রজিত।
যজ্ঞ সজ্য লয়্যা রাক্ষষ ধায় চতুর্ভিত॥
সর পত্র বিশ্রাইয়া ছাইল মেদনি।
মন্ত্র পর্য্যা যজ্ঞকুণ্ডে জ্বালিল য়াগুনি॥
রক্ত বস্ত্র রক্ত মাল্য জাবরায়্যা ঘৃতে।
দষ হাজার ব্রাহ্মন হোমের চতুর্ভিতে॥
য়াতব তণ্ডুল জব ষুনে পৌটি পৌটি।
ঘৃতে জাবরায়্যা ফেলে যজ্ঞের জত কাটি।
সহস্র সহস্র ঘড়া ঘৃত লয়্যা চলে।
ব্রহ্মা আসি মূর্ত্তিমান হইল হেন কালে॥
সাক্ষাত জে য়গ্নিদেব হইল য়দিষ্টান।
য়হে বির ইন্দ্রজিত বর মাগ দান॥
ইন্দ্রজিত বলিছে আমারে দেহ বর।
জুঝিয়া বধিএ জেন নর বানর॥
এ কথা ষুনিয়া ব্রহ্মা না করিলা য়ান।
বর দিয়া তাহারে হইলা য়দিষ্টান[১]॥
রথে য়ারহন করিল ইন্দ্রজিত
হাকারিয়া সন্ত ধাইল চতুর্ভিত॥
বর পাইয়া জুদ্ধে করিল গমন।[২]
দক্ষিন দুয়ারে ভাই কোন জন জাগে।
পরিচয় করহ দারুন নিসাভাগে॥

১। 'অন্তর্দ্ধান' হইবে বোধ হয়।
২। ইহার মেলকটি ছাড় পড়িয়াছে।

য়াছিল তারক বির রাত্রজাগরনে।
ডাকিয়া উত্তর করে মেঘনাদ সনে॥
য়ঙ্গদ ভুবরাজ জাগে ইন্দ্রর নাতি।
কোন পরিচয় চাহ নিশাভাগ রাতি॥
য়ঙ্গদের নামেতে য়ধিক কোপে জলে।
চখ চখ বানগুলা দক্ষিন দারে ফেলে॥
বিসকুণ্ডে ডুবাইয়্যা চক চক বান।
বানর বিন্দিয়া বির করে খান খান॥
মেঘের য়ারে থাকি জোঝে বির মেঘনাদ।

শ্রীরামচরণে ভক্তি রহুক শর্ব্বক্ষণ।
একমন হইয়া শোন গিত রামায়ণ॥
ভবশীন্ধু তরিতে তরনি রামনাম।
এ নামে পাষণ্ড জেবা বিধি তারে বাম॥
স্লোক ছন্দে বাল্মীক রচিল রামায়ণ।
পাচালী করি কীর্ত্তিবাষ বুঝাইল শর্ব্বজণ॥
বন্দ গেল শাগর কটক হইল পার।
দিণে দিণে রাবণ রাজার টোটে অহঙ্কার॥
চিন্তিত হইয়া রাবণ ভাবে মনে মনে।
য়ুক শারণ দুই চর ডাক দিয়া য়াণে॥
সুক শারণ বলি তোমা চরের প্রধান।
রামের কটক চশ্চীয়া আইশ বিদ্যমান॥
গাছ পাথরে বান্দা গেল শাগর গম্ভীর।
ত্রীভুবণে হেন কর্ম্ম করে কোন বির॥
শ্রীরাম লক্ষণ য়ার বিভিশনের মতি।
ভাল মতে জানিয়া আইশ জত শেনাপতি॥
রাজার বচণ চর বন্দিলেক মাথে।
রাজা ডাহিন করিআ[১] আশী চলে হরশীতে।

৭৮। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩, ১৫, ১৭, ১৯-২১, ২৪, ২৫, ২৯, ৩১ ৪৪, ৪৬—৪৮, ৫০, ৫১। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

নল নিল আদি করি জত শেনাপতি॥
বন্দনা গাহাতে মোর হইবে অমুক্ষণ।
শঙ্খেপে বন্দিব আমি ই তিন ভুবণ॥
বন্দনার মর্দ্ধে মোর জে দেবে এরায়।
কুটী কুটী প্রণাম মোর শেই দেবের পায়॥
আইশ বলি রঘুনাথ আশনে কর অদিষ্ঠান।
শংহতি করিয়া আন বির হনুমান॥
তোমার জন্ত্রে কেবল উপলক্য আমী।
আশনে আশীয়া রঘুনাথ অদিষ্ঠান হও তুমি॥
আশন ছারিয়া জদি থাক অন্ন ঠাই।
আর কি বলিব রাম তোমার দোহাই॥
শোন শোন ভক্ত লোক হইয়া একমন।
লঙ্কাকাণ্ডের কথা কহি শোন দিয়া মন॥

নাগপাশে মুক্ত হইল শ্রীরাম গোশাঞী।
রাম জঅ করিয়া শব্দ হইল তথাই॥
গরুড় হতে এড়াইলা দারুন বন্দন।
এক গুন ছিল বল হইল দিগুন॥
নাগপাশ মুক্ত হইলা জগতের নাথ।
গরুড়ের স্থানে রাম জোর করি হাত॥
বন্ধু নহো বান্ধব নহো নহো মোর মিত।
কি কারনে করিলা তুমী আমার এত হিত॥
কোন দেসে বৈস পক্ষী দেব অবতার।
কি কারনে মোর এত করিলা উপকার॥
গড়ুর বলেন রাম তুমী আমার মিত।

১। ডাহিন করিআ—প্রদক্ষিণ করিয়া।

তে কারনে করিলাম তোমার এত হিত ॥
সবংসে মারিলা যদি লঙ্কার রাবন।
তবে সে কহিব আমী এহার বিবরন ॥
এক বাক্য রাম আমী কহি তোমার স্থানে।
আর দুই বার বেটা যুঝিবে তোমার সনে ॥
তাহার যুদ্ধে সর্ব্বজন হইও সাবধান।
কি করিতে পারে তোমা রাক্ষস পরান ॥
এত বলি পক্ষিরাজ উরিল আকাষ।
রাম সম্বাশীয়া পক্ষি গেল নিজ দেশ ॥

(পৃ॰ ২৯।২)

শেষ,—

লাচারি ॥

আহা ভাই কুম্ভকর্ণ রে ॥ ধুয়া ॥
সুনিয়া রাবণরাজা করে আহাকার।
প্রাণের দোশর ভাই না দেখীলাম আর ॥
কাচা ঘুমে চেত্তাইয়া পাঠাইলাম তোমারে।
মোর দোশে গেলা ভাই তুমি জমঘরে ॥
ডাইন হাত পরিল মোর শুন্য হইল বুক।
বন্দু বান্দব কান্দে বৈরির কৌতুক ॥
জাহার শহাএ মুই জিনিলাম দেবগন।
কাচা ঘুমে চেত্তাইয়া বধিলাম জিবণ ॥
আজি সুন্য হইল মোর নিদ্রার চৌআরি।
বির শুন্য হইল মোর কণক লঙ্কাপুরি ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেব পুরন্দর।
সুখে নিদ্রা জাও আজু শভের ঘুচুক ডর ॥
দেব দানব জিনিলা ভাই বধিল মানুশে।
নিশ্চয়ে জানিলাম রাম বধিব শবংশে ॥
মরিয়া না মরে রাম দুর্জ্জএ হইল বৈরি।
নিশ্চয়ে জানিলাম মোর মজিব লঙ্কাপুরি ॥
বড় বড় বির পরিল লঙ্কাপুরির শার।
চিন্তিআ উপাএ মুই না দেখীলাম আর ॥
কুম্ভকর্ণ মরণে রাবণ জিবণের ছারে আশ।
রাবণ রাজার ক্রন্দন রচিল কিত্তিবাশ ॥*॥

পয়ার ॥

চিন্তীয়া রাবণ রাজা না দেখে নিস্তার।
হেন কালে আশীল রাজার ত্রীশীরা কুমার ॥
বাপ কাতর দেখা পুত্রের হইল দুঃখ।
ত্রীশীরা বিক্রম করে রাজার শমুখ ॥
ত্রীশীরার বিক্রম দেখীয়া রাজ [।] হরশীত।
আর তিণ পুত্র তাহার আশীল তরিত ॥
দেবান্তক নরান্তক অতীকায়া বির।
জাহার বানের তেজে পর্ব্বত জাএ চির।
রাজার আদেশ পাইয়া চারি কুমার লরে।
রাজ অভরণ তাহার সর্ব্ব অঙ্গে পরে ॥
নাণা অলঙ্কারে রাজা করিল ভুশীত।

৭৯। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৩½। ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৪৫, (পুথির দুই পাশ গলিয়া যাওয়ায় পাতা মেল করিতে পারা যায় নাই)। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

—রোল সুনিঞা রাবনের ধেয়ান।
অভিমানে খসে রাজার হাথের গুআ পান ॥
সমুখে আছিল রাজার সেনাপতি।
জুঝিবারে পাঁচে রাজা বেকতি বেকতি ॥
সপ্ত স্বর্গ জিনিল আমি সপ্ত পাতাল।
আমার নামে দেবগনের কাঁপে হালে হাল ॥
সকল দেব দানব আমাকে ডরেডরে থাটে।
ছার বানর বেটা আসিঞা এত দুর চাঠে ॥

জত জত লোক বৈসে এ তিন ভুবনে।
কোন জন স্থির হব আমার বিদ্যমানে॥
হেন জন কহী জে বলে মোর স্থানে।
বলিঞা জাইতে পারে আমার সন্নিধানে॥
ইন্দ্রজীত বলেঁ। বাপু হাথের ধর পান।
মুখের কালি ঘুচাহ বাপু সাধিঞা মান॥
ঘোড়া হাথি রথ নেহ সাজিঞা জুঝার।
একশ্বর মারিঞা দেহ চারি দুআর॥
অবধান করিঞা বাপু আপনে করহ রন।
আগু অঙ্গদ মারিহ পাছে আন জন॥
লড়ীল রে ইন্দ্রজীত বাপের আড়তি।
লেখা জোখা নাহি জত লড়ে জোদ্ধাপতি॥
ঘোড়া হাথি লড়িল করিঞা হুড়াহুড়ি।
নানা অস্ত্র লঞা পাইকের রড়ারড়ি॥
ইন্দ্রজীত জুদ্ধে লড়ে জয় জয় নাদে।
নানা রাজবাদ্য বাজে পঞ্চ সবদে॥
পর্ব্বতিয়া ঘোড়াতে বাজে সোনার বিঝুকি
খাণ্ডাইত জোদ্ধা [1] লড়ে জুঝার ধানুকি॥
কোঙর ভাগ পাত্রে ভাগ লড়ে সারি সার।
নানা রাজবাদ্য বাজে শুনিতে দুর্দ্দুরি॥
ঘোড়া হাথি রথের চাল জেন টভে সঞ্চরে।
চিত্র চণ্ডা ছত্র গগণমণ্ডল ভরে॥
কনক ঢুকিঞা জায় ভূমি আকাসে।
লঙ্কাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কাত্তিবাসে॥

(পৃ° ২৫।১)

মধ্য,—

বার করুণা রাগ॥
ভাল হএ রে হেহে।
না হা রে ওরে রাজা ও হয় হয় কৌশল্যানন্দন
রাম বান্দব হে॥ ধ্রু॥

বাপের ক্রন্দন শুনিঞা পোএর বড় দুখ।
ত্রিশিরা বিক্রম করে বাপের সমুখ॥
বিস্তর তপ কৈলে তুমি আমর হবার তরে।
তোমায় হৈতে বিভীষণ আমর ব্রহ্মার বরে॥
আমর হৈল বিভীষণ আপনার গুণে।
ব্রহ্মার প্রসাদে বীর সর্ব্ব সাস্ত্র জানে॥
হেন জনাকে লাথি মার সভার ভীতরে।
বৈরী তোলাইঞা আনে তোমার উপরে॥
সুভ দসা হইলে বুদ্ধি হএ বিপরীত।
বিপদ পড়িলে বুদ্ধি হয়এ পণ্ডীত॥
সাস্ত্রের অনুমানে বলে রাজ্যের হীত।
ধর্ম্মচরিত্র বিভীষণ বিচারে পণ্ডিত॥
তুমি পুজিত হৈলা অজয় সেলে।
তৃভুবন জিনিবারে পার তুমি হেলে॥
পুষ্পক রথ পাইলে ব্রহ্মার বরে।
অফুট কবচ সোভে তোমার কলেবরে॥
অজয় ধনুক ধর অজগর বান।
অজয় রাক্ষসের বৈরী না ধরে টান॥
খাণ্ডার চোট মার জদি পর্ব্বত কাটে।
হাথে জাঠা জুঝ জদি বৈরী নাহি আটে॥
কৌতুক করিঞা সেল দিল ময়দানব রাজে।
জারে সেল এড় তারে অবস্য বাজে॥
নরক অসুর জেন মারিল গদাধর।
অজয় অসুর জেন মারিল পুরন্দর॥
গরুড়ের মুখে জেন ছটপটায় সাপ।
রাম লক্ষ্মন মরিঞা তোমার খণ্ডাইবু তাপ॥
ত্রিশিরার বিক্রম রাবন পড়িহাসে।
মরিঞা জিল জেন রাবন রাজা বাসে॥
ত্রিশিরার বিক্রম শুনিঞা রাবন হরসীত।
আর তিন বেটা দর্প করে বিপরীত॥
দেবান্তক নরান্তক অতীকা বীর।
জার নামে দেব দানব রনে নহে স্থীর॥
চারি বেটা কোপে গর্জ্জে জেন কাল সাপ।
তৃভুবন সহিতে নারে জাহার প্রতাপ॥

অন্তরিক্ষ গতি সব যমের দোষর।
ব্রহ্মার বরে সর্ব্বশাস্ত্র তাহার গোচর॥
চারি বীরের বিক্রমে রাবন তৃভুবন জিনী।
চারি বীরের পরাজয় কথাও নাহি শুনি॥
রাজপ্রসাদ সে চারি বীরে পরি।
পুষ্প চন্দন পরে সুগন্ধি কস্তুরি॥
চিত্র বিচিত্র কেহো পরে রাঙ্গা পাটের খুনি।
মেঘডম্বর পরে কেহো নাম কালঝিনি॥
ধবল খুনি পরে কেহো নাম গঙ্গাজল।
সুবর্ন্ন রেখা পরে কেহো নেত পিয়ল॥
কনক কঙ্কন কারো সোভে ভুজদণ্ড।
সর্ব্বগাএ চন্দন লেপে দেখিতে সুরঙ্গ॥
কর্ন্নে কুণ্ডল সোভে জেন চন্দ্রের তার।
হৃদয়ে লম্বিত সোভে গজমোতি হার॥
নানা রত্নে রচিত কাঞ্চনের অভরন।
কর্ন্নে কুণ্ডল সোভে জেন সূর্য্যের কীরন॥
সুবর্ন্ন মানিকে সোভে অঙ্গুলে অঙ্গুরি।
শিরে জাপ্যমালা সোভে মাথার খোপরি॥
মাথায় মকুট নানা চিত্র শেখন।
নানা বর্ন্নে সোভা করে মাথার অভরন॥
সুবর্ন্নের সাহ্ন সোভে সুবর্ন্নের টোপর।
পারিজাত মালা সোভে গন্ধে [মনোহর]॥

(পৃ০ ৬৯।১-২)

৮০। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৬১-৯৪, ১১১-১১৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১২ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

——তপ করিলে লোকপাল।
তমু বলিতে নারিবে রাম মহীমা তোমার॥
তুমি সভারে জান রাম তোমারে কেবা জানে।
ব্রহ্মা মহেশ্বর তোমায় না পান ধেয়ানে॥
এত স্তব করিল জদি রাবননন্দন।
বলিতে লাগিলা রাম প্রসন্ন বদন॥
রাম বলেন জে দেখি আমি তোমার চরিত্র।
তোমারে মারিতে আমার নহেত উচিত॥
পুনুর্ব্বার বলে বির শ্রীরামের চরণে।
তুমি না মারিলে আমি তরিব কেমনে॥
তুমি জদি বধ মোরে আপনার হাথে।
সগ্গবাস জাইব চড়িয়া দিব্য রথে॥
রাম বলেন লক্ষ্মন আমি কভু নহি আন।
লক্ষ্মণের বানে পড়িলে পাইবে বিষ্ণুস্থান॥
আমিবধ্য নহ তুমি মারিব কেমনে।
লক্ষ্মণের বধ্য তুমি জুঝ তার স্থানে॥
সন্তুশ্‌ট হইল বির শ্রীরামের কথায়।
জে আজ্ঞা বলিয়া হাথ দিলেন মাথায়॥
লাফ দিয়া অতিকা চড়িল গিয়া রথে।
প্রচণ্ড ধনুক বান লইলেক হাথে॥

মধ্য.—

বিভিসন বলে সুন কমললোচন।
অক্ষয় কবজ জানে রাবনের নন্দন॥
অক্ষয় কবজ আছে অতিকার গলে।
অতিকার মরণ হয় তাঁহাই আনিলে
আখি ঘুরাইয়া কহে পবননন্দন।
এতক্ষণ না বলিষ চণ্ডাল বিভিসন
হনুমান বলে সুন রাম গুনমুনি।
আজ্ঞা কর অক্ষয় কবজ আমি আনি॥
শ্রীরাম বলেন বাছা উপজুক্ত হয়।
তোমার বিক্রমে আমার সর্ব্বত্রে জয়॥

প্রণাম হইল বির শ্রীরামের পায়।
তপস্বির বেস ধরিয়া রণস্থলে জায়॥
সিরে জটা ধরিলেক দুর্ব্বল সন্যাসি।
অন্তবাড় লাগিয়াছে দেখি উপবাসি॥
রক্তবসন পরিধান কুমণ্ডল হাথে।
তৈলবর্জ্জিত তনু খিন জেন অতিথ তাথে॥
রক্তচন্দনের ফোটা লল্লাটে সোভিত।
রুদ্রাক্ষির মালা গলে দুলিছে লম্বিত॥
হাথে নিল জাপ্য মালা চক্ষে প্রেমধারা।
তন্ত্র মন্ত্র কিছু নাহিক মুখ নাড়া সারা॥
অতিকার কাছে বির উর্ত্তরিল আসি।
অতিকা প্রণাম করে দেখিয়া সন্যাসি॥
হাথ তুলিয়া অতিকারে করেন কল্যাণ।
পুত্রসোক পাইয়া আমি আইলাম তোমার স্থান॥
বারাণসে ঘর আমার দেসান্তরে ফিরি।
বৃদ্ধকালে তনু খিন পুত্রসোকে মরি॥
ব্রাহ্মণি আমারে গালি দেয় অভিরত।
দেসান্তরে ফিরিয়া তুমি পাপ করিলে কতো।
হইলে পুত্র জমে লয় তোর অপকর্ম্মে।
পাপে জর্ম্মাইলে পুত্র মরিল বিধর্ম্মে॥
ব্রাহ্মনির বচনে আমার হইল রোস।
তুমি কর ঘরে পাপ মোরে দেহ দোষ॥
একাকিনি ঘরে থাকি পাপে দিলে মন।
তোর পাপে জায় পুত্র জমের ভূবন॥
চারি পুত্র তিন কন্যা লয়্যা গেল জমে।
পুত্রসোকে প্রাণ দহে কান্দি রাত্রিদিনে॥
গুরুভক্তি ধর্ম্মসিল দেখিলাম তোমারে।
পুত্র রক্ষার হেতু এক ভিক্ষা দেহ মোরে॥
সন্যাসির কথা সুনি বলে অতিকায়।
কোন ভিক্ষা দিলে তোমার পুত্র রক্ষা পায়॥
সন্যাসি বলেন তুমি ধর্ম্মসিল অতি।
পরম বৈষ্ণব দেখী বিষ্ণুতে ভকতি॥
সন্যাসি বলেন আগে সত্য কর তুমি।
পুত্র রক্ষার হেতু তবে দান মাগি আমি॥
অতিকা বলেন সত্য করিলাম না করিব আন।
জাহা চাহ তাহাই তোমারে দিব দান॥
অক্ষয় কবজখানি আছে তোমার গলে।
ব্রহ্মবধ রক্ষা পায় তাহাই দান দিলে॥
এত সুনি অতিকা ভাবেন মনে মন।
ব্রহ্মবধ রক্ষা পায় আমার কারন।
ব্রাহ্মনেরে রক্ষা কর্য্যা আমি জদি মরি
জিবন সার্থক হয় জাইব স্বর্গপুরি॥
মরণের ভয় জদী দান নাহি দিব।
সত্য লঙ্গিলে তবে নরক ভূঞ্জিব॥
এত বির অতিকা মনেতে তোলপাড়ে।
অক্ষয় কবজ বির গলে হইতে ছিঁড়ে॥
প্রনাম করিয়া দিল সন্যাসীর হাথে।
সন্যাসি পাইয়া তাহা বন্দিলেক মাথে॥
অতিকার ঠাঞি বির হইয়া বিদায়।
রনস্থল হইতে রামের কাছে জায়॥

(পৃ॰ ৬৩।২—৬৪।২)

সাক্ষাতে অগ্নি মোরে হয় বিদ্যমান।
ইন্দ্রজিতের সমুখে কে হইবে আগুয়ান॥
চারি দুয়ারেতে আছে জতেক সেনাপতি।
সকল ঠাট মা রয়া পাড়িব আজিকার রাতি॥
এত জদি মায়ের তরে দিল পাতিয়ান।
দুই লক্ষ রাণ্ডি আসিয়া হইল বিদ্যমান॥
সারি দিয়া রাণ্ডি সব জোড় করিল হাথ।
আমরা কিছু বলি সুন রাক্ষসের নাথ॥
আমরা আসিয়াছি কিছু বলিবার তরে।
হৃদয় বাক্য নাহী বলি তোমার মায়ের ডরে॥
বন্ধু বান্ধব পড়িল জতেক খামীলোক।
জুদ্ধ করিয়া মরিল তারা বড় পাইনু সোক॥

কান্দিবার বেলা নাহি রাণ্ডি সভের মেলা।
জাবদ না হয় রাণ্ডের ভোজনের বেলা ॥
ভোজনকালে রাণ্ডি সভের বাজে হুড়াহুড়ি।
এক রাণ্ডের তরে চাহি লক্ষ্যে লক্ষ্যে হাঁড়ি ॥
রাত্রিদিনে কান্দে রাণ্ডি দুঃখ ভাবে চিত্রে।
তোমার স্ত্রি সঙ্গে থাকুক জর্ম্ম আইয়াতে ॥
লক্ষ্মি সিতাদেবি জাইবেন রামের সাত।
কোন স্ত্রির সক্তি পাইব রঘুনাথ ॥
নয় হাজার দেবের কন্যা স্বর্গবিদ্যাধরি।
জর্ম্ম আইয়াতে থাকুক আসির্ব্বাদ করি ॥
সুর্পনখার রাণ্ডি দেখ অই তোমার পিসি।
রাক্ষসি হইয়া ও জে হইল মানুসি ॥
অতি বড় জানে রাণ্ডি কুলের কাঁথার।
এথা হইতে ধরিতে গেল রাম ভাতার ॥
আপনা না জানে রাণ্ডি পাকিল মাথার কেশ।
রাম ভাতার ধরিতে রাণ্ডি ধরে নানা বেস ॥
ভাল করিল লক্ষ্মণ ঠাকুর দর্প করিল চুর।
নাক কান গেল এখন হয়্যাছে খুখুর ॥
সঙ্করে কি করিবে আর কি করিবে পার্ব্বতি।
এক রাণ্ডে মজাইল লঙ্কার বসতি ॥
পার্ব্বতি সঙ্কর পুজে রাজাত রাবন।
এখন তারা রাখিতে না পারে দুই জন ॥
এতেক বলিয়া কান্দে বিরভাগের রানি।
ধারা শ্রাবন জেন রাণ্ডের চক্ষে পড়ে পানি ॥
রাণ্ডের ক্রন্দনে ইন্দ্রজিতের বিসাদ।
রাণ্ডের প্রবোধ দেয় কুমার মেঘনাদ ॥

(পৃঃ ৩৯১—২)

চারি দুয়ারের ঠাট পড়িল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাখা গেল হনুমান রাক্ষস বিভিসন ॥
অজয় অমর হইল বির ব্রহ্মার বরে।
দুই বির রক্ষা পাইল এতেক মান্তরে ॥
চিন্তিয়া গুনিঞা দোঁহে জুক্তি করিল সার।
কেবা মরিল কেবা আছে করি আসই বিচার ॥
হাথেতে দিয়টি করিয় দুই মহাবিরে।
বানর কটক দেখিয়া বেড়ায় চারি দুয়ারে ॥
সুগ্রিব পড়িয়াছে লয়্যা রাজ্যখণ্ড।
ছত্তিস কুটির সেনাপতির গড়াগড়ি জায় মুণ্ড ॥
দক্ষিণ দুয়ারে পড়িয়াছে অঙ্গদের থানা।
মহিন্দ্র দিবিন্দ্র অঙ্গদ পড়্যাছে তিন জনা ॥
পুর্ব্ব দুয়ারে পড়িয়াছে নি.. সেনাপতি।
আসি কুটি বানর পড়্যাছে তাহার সংহতি ॥
পশ্চিম দুয়ারে গেল দুই মহাজন।
রাম লক্ষ্মণ পড়িয়াছেন হয়্যা অচেতন ॥
সম্বাদ প্রবোধ নাহি দুই ভাই মুর্চ্ছিত।
নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে নাহিক সম্বিত ॥
চারি দুয়ারে বেড়াইয়া নিখড়ি করিল দুইজনে
সাটি সহস্র বানর পড়িয়াছে ইন্দ্রজিতের বানে ॥
হাথেতে দিয়টি করিয়া দেখে জাম্বুবান।
চক্ষু মিলিতে নারে বুড়া করিছে ধেয়ান ॥
জাম্বুবান বলে মোর বুকে লক্ষ্য বান।
চক্ষু মিলিতে নারি মোর কপালে পড়ে টান ॥
অনুমানে জানিনু তুমি বিভিসন।
বিভিসন আসিয়াছ আমা সম্ভাসন ॥
ধার্ম্মিক পণ্ডিত তুমি লোকবৎসল।
হনুমান বিরের তুমি কহত কুসল ॥
বাপ পবন জার মা ত অঞ্জনা।
হেন বির এড়ায় জদি এসব জন্ত্রনা ॥
বিভিসন বলে তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি।
ইন্দ্রজিতের বানে তোর ছন্ন হইল মতি ॥
সুগ্রিব রাজা পড়্যাছে অঙ্গদ ইন্দ্রের নাতি।
রাজার তরে বুড়া তোর নাহি অব্যাহাত ॥
রাম লক্ষন পড়িয়াছেন জগতে বাখান।
হেন সমে না চিন্ত তুমি রামের কল্যান ॥
এবে সে জানিনু ভল্লুক তোমার চরিত্র।

হনুমান বই তোমার কে করিবে হিত ॥
জাম্বুবান বলে মোর বুদ্ধি নাহি টুটে।
হনুমান জিইলে সভার জীবন নেউটে ॥
অচেতনে বানর সব আছি বা না আছি।
তেঞ্চি আগে আমি হনুমানের বার্ত্তা পুঁছি ॥
বিভিসন বলে তুমি ব্রহ্ম গেয়ান।
তোমা সম্ভাসনে আসিয়াছে হনুমান ॥

(পৃঃ ৭০।২-৭৫।১)

শেষ,—

পাক্ষিসেল আরম্ভ ॥

বিরবাহু পড়িল জদি স্তুনিল রাবণ।
সিংহাসন এড়িয়া বৈসে বিরসবদন ॥
অভিমানে ধ্যানে বৈসে লঙ্কার অধিকারি।
ঘরে ঘরে কান্দে সব বিরভাগের নারি ॥
কেহ বলে ভাই মোর পড়িল সহোদর।
কেহো বলে খামি পড়িল সংগ্রাম ভিতর ॥
কেহ বলে বন্ধু বান্ধব পড়িল গেঁয়াতি।
কেহ বলে পুত্র মোর পড়িল জুদ্ধপতি ॥
খেজান সুর্পনখা তোর মুণ্ডে পড়ুক বাজ।
আমা সভার রাণ্ডি করিয়া সাধিলি কোন কাজ ॥
সুর্পনখা রাণ্ডি আইল রাক্ষস বিনাসে।
সকল রাক্ষস খাইয়া রাবন খাইবে সেষে ॥
রাবন হেন কুপুরুষ জথা নাহি দেখি।
সেই দেসে গিয়া বল বঞ্চিব সব সখি ॥
ত্রিলোকের কলরব উঠিল গভির।
অভিমানে জুঝিতে রাবন চলে ধিরে ধির ॥
কোপানলে জায় রাজা জুঝিবার মনে।
সর্ব্বাঙ্গ ভুসিত রাজার নানা অভরনে ॥
কুটি কুটি অস্ত্র সাজিল দুই পাসে।
দস হাজার স্ত্রি আসিয়া রাজারে বেউসে ॥
জুঝিবারে জায় রাজা পরম কোরধে।
হেন কালে মন্দদরি রাবনে বিরোধে ॥
আপন কুবুদ্ধে রাজা করিলে সর্ব্বনাষ।
এখন রামের সিতা দিয়া রাখ গ্রিহবাষ ॥
মরন নিকট তাহার কি করে ঔসধে।
না রহে রাবণ মন্দদরির বিরোধে ॥
রাবন বলে জে জে বির ধনুক ধরিতে জানে।
ছোট বড় বির সভে চল আমার সনে ॥
রাজাখণ্ড লইয়া পড়ে জুঝিবার সাড়া।
ঘরে ঘরে পাইক লড়ে জাঠি ঝগড়া ॥
এগার সত বিহন্দের বাহির হইল রাবন।
সাজন রথ—

৮১। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১২১/২ × ৪১/২ ইঞ্চ। পত্রসংখ্যা ১—৯, ১১, ১৩—৪০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। অক্ষরের ছাঁদ পূর্ব্বদেশীয়।

আরম্ভ,—

রাঘবং রামচন্দ্রঞ্চ রাবণারিং র[ঘু] পতিং।
রাজীবলোচনং রামং তং বন্দে রঘুনন্দনং ॥
কটক হইল পার দিবা অবসানে।
রাম আগে দাণ্ডাইআ রহে সুগ্রিব আপনে ॥
জুড়হস্তে বলে তবে মন্ত্রি জাম্বুমান।
এক নিবেদন করি কর অবধান ॥
সিন্ধু বান্ধি পার হইলা কমললচন।
অবেস্য পাইব বার্ত্তা রাজা দসানন ॥
সাগর হইলা পার সকল কটক।
কুন বির আজি রাত্রি হইব রৈক্ষক ॥
জাম্বুমানের বাক্য সুনিআ রঘুনাথ।
মৈক্ষ মৈক্ষ বির সব আনিলা সাক্ষাত ॥
রাম বলে সুন তরা মৈক্ষ সেনাপতি।
কুন বিরে কটক রাখিব আজি রাত্তি ॥

কটক রাখিতে ভার করে যেই জন।
সেই বিরে করোক আজি রাত্রি জাগরন॥
মধ্য,—

নাচাড়ি॥ পঠমঞ্জরি॥

কান্দে [রাজা] বিভিসন।
কান্দে বির মাথে দিআ হাত।
সর্ব্ব সুন্য ছাড়ি কথা গেলা রঘুনাথ॥১॥
সরন লইলু প্রভু বড় আসা করি।
ত্রিভুবনে স্থান নাহি রাবন আমার বৈরি॥২॥
কথা গেলা প্রভু রাম ত্রিদেস অধিপতি।
মুই অধম কথা গিআ করিমু বসতি॥৩॥
তুমার চ[র]ন বিনে গতি নাহি আর।
কি ডুসে ছাড়িলা মরে না দেখি নিস্থান[১]॥৪॥
ডুস্ট সহদর মর রাজা লঙ্কেশ্বর।
স্ত্রি পুত্র ছাড়িআ প্রভু হইলু দেসান্তর॥৫॥
কান্দে রাজা বিভিসন করিআ ভথতি।
সত্রু মারি আইস প্রভু রাম রঘুপতি॥৬॥
কিত্তিবাসে বোলে সুন রাম রঘুপতি।
ভএ কান্দে বিভিসন কর অব্যাহতি॥৭॥

পদবন্ধ॥

রাম রাম ডাকি কান্দে রাজা বিভিসন।
রাক্ষসে হরিআ নিল শ্রীরাম লক্ষন॥১॥
কেমতে হরিআ নিল মনে ভাবি চায়ে।
সর্জ্জা বিচারিআ রামের কিছু নাহি পায়॥২॥
ধনুবান দেখে রামের সয়নের স্থান।
কান্দি কান্দি চলে জথা আছে হনুমান॥৩॥
বিভিসনে বোলে সুন পবননন্দন।
গড় বান্ধি বসি আছ কুন প্রয়জন॥
নিদ্রা অচেতন হইছে জত সেনাপতি।
সয়নের স্থানে না দেখীলু রঘুপতি॥
মিত্তুবত হইআ আছে জত সেনাগন।
সর্জাতে না দেখিলু মুই শ্রীরাম লক্ষন॥
বিভিসনের বাক্য সুনি পড়ে ব্রর্জ্জাঘাত।
হনুমান বিরে কান্দে মাথে দিআ হাত॥
সাহস করিআ মুই লঙ্গিলু সাগর।
রাখিতে নারিলু মুই রাম রঘুবর॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ত বিচক্ষন।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল হনুমানের কান্দন॥

নাচাড়ি॥

কান্দে বির হনুমান প্রভু রাম করি ধ্যান
কথা গেলা কমললচন।
কেনে বিধি হেন কৈলা কে তুমা হরিআ নিল
না দেখীলে তেজিমু জিবন॥১॥
সর্ব্ব রাত্রি জাগরন কেনে কৈলু অকারন
কি বলিবা সুর্জ্জ্যের নন্দন।
সুনি সব বিরগনে ভর্শিচবে জনে জনে
কলঙ্ক রহিল ত্রিভুবনে॥
লেঙ্গুড়ে বান্ধিলু গড় ত্রিভুবনে হইল ডর
সুবেলা পর্ব্বত জুড়িআ।
বাউ সঞ্চরিতে নারে পক্ষি জাইতে নাহি পারে
হেন গড়ে কে নিল হরিআ॥
কি করিমু কথা জাইমু কাতে জুক্তি জিগ্যাসীমু
কে মরে দিবেক উদ্দেসীয়া।
উদ্দেস না হএ জদি সুন প্রভু গুননিধি
প্রান দিমু অগ্নি প্রবেশীআ॥

(পৃ° ১৪।১—১৫।২)

নাচাড়ি॥ রাগ পঠমঞ্জরি॥

বান মারি বালি রাজ সুগ্রিবরে দিলা রাজ
সঙ্গে করি সব কপিগন।
সাগর বান্ধিলা সেতু রাবনের বধ হেতু
নিদ্রা তেজ কমললচন॥১॥

১। 'নিস্তার' হইবে।

শ্রীরাম দেখিআ কান্দে হনুমান নানা ছান্দে
বহু বহু দুক্ষ ভাবি মনে।
তুমি বিষ্ণু অবতার ত্রিভুবনে তুমি সার
বন্দি তুমি হইছ কি কারনে ॥২॥
সুর্জ্জ বংসের নাথ কেনে হেন বির্ত্তান্ত
মায়ানিদ্রা জায় কি কারন।
জর্ম্ম লভিলা হরি বধিতে দেবের বৈরি
আপনা পাসর কি কারন ॥৩॥
কবি কির্ত্তিবাসে ভনে সুন বির হনুমানে
বের্থা চিন্তা কর কি কারনে।
বসি এই সিঙ্গাসন মার অহিরাবন
উদ্ধার কর শ্রীরাম লক্ষন ॥

(পৃ' ২১।১--২)

৮২। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩৯ × ৫ ইঞ্চ। পত্রসংখ্যা, ৮-৯, ১১-৪৫, ৪৭-৫০; ইহার পর কএকখানি পত্রাঙ্কহীন পাতা আছে। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

—দেখি আপনি রাখিতে জায় কনকলঙ্কা ॥
আপনার দোষে সেই মজাইল পুরি।
আমি কি বলেছি আন রামের যুন্দরি ॥
তপস্যা করিল রাবণ দশ হাজার বৎসর।
অমর হৈতে ব্রহ্মার ঠাঞি মাগে বর ॥
দুরন্ত দেখিয়া ব্রহ্মা না কৈল অমর।
মারিবারে নিজজিল নর আর বানর ॥
আপনি জর্ম্মিলা বিষ্ণু দশরথের ঘরে।
কৌসল্যার গর্ব্ভে জর্ম্ম বিষ্ণু অবতারে ॥
জারে দরসন দিল অলংঘ্য শাগর।
পিষ্ট পাতিয়া নিল গাছ আর পাথর ॥
তারে বিপক্ষ দেখ সকল সংশার।
হেন কালে কিবা করিব নির্ভয় তার ॥
দৈবের নিবন্ধ কভু খণ্ডাইতে নারি।
আপনি রাখিতে জায় কনকলঙ্কাপুরি ॥
সঙ্করের বচনে অভয়া কোপে জলে।
আমি রাক্ষস রাখিব দেখি কেবা মারে ॥
দেবির কোপে ত্রিভূবন টলমল করে।
এক পা লাগিল গিয়া কুম্ভির উপরে ॥
লাফ দিয়া উঠে দেবী সিংহের উপর।
মাথার মকুট লাগে গগণমণ্ডল ॥
দেবা দেবীর কোন্দল দেখিয়া দেবগণ।
তবে না মরিল আর রাক্ষসের গণ ॥
রাবণের অনুকুল হইল ভবানি।
দেবি সম্বোধিতে জায় দেব শুলোপানি ॥
দেবের আদেশে নড়ে দেব মহেস্বর।
হেন কালে আইল নারদ মুনিবর ॥
নারদ বলেন মামা কোথাকে গমন।
স্ত্রীকে জে ভজে তার ব্রথাই জিবন ॥
আপন গৌরব কেন ঘুচাবে আপনি।
এক বোলে প্রবোধিয়া আনিব ভবানি ॥
নারদ বলে কোথাকারে করিয়াছ শাজ।
কৌতুকে হাসিছে সকল দেবের সমাঝ ॥
কি কারণে রামচন্দ্রে দিলে মনোস্তাপ।
সেই হেতু শিব তোমার হইতে চাহে বাপ
বিনোদরের পুত্রের শুনিয়া এত বানি।
কোপ তেজি ফিরিয়া আইল কাত্যায়নি ॥
পার্বতি সঙ্কর বৈসে দেবগণের পাষে।
দেবা দেবীর কোন্দল রচিল কির্ত্তিবাসে ॥

মধ্য,—

রণ জয় না হয় লক্ষণ ভাবেন মনে মনে।
হেন কালে লক্ষণের কানে কহেন পবনে

অক্ষয় কবজ আছে অতিকার বুকে।
তাহা না আনিলে বধ করিবে কাহাকে॥
ইহা বলি যাত্রা কৈল অদিতিকুমার।
শুনিয়া লক্ষণ বড় ভাবিত অপার॥
হেন কালে হনুমান জোড় করিয়া হাথ।
কি কারণে মলিন মুখ রঘুবংশনাথ॥
লক্ষণ বলেন শুন বাপু পবননন্দন।
রণ জয় না হয় তেই ভাবি মনে মন॥
অক্ষয় কবজ আছে অতিকার বুকে।
তাহা না য়ানিলে বধ কে করে উহাকে॥
হনুমান বলে ইহা বইতো নহে আর।
অক্ষয় কবজ এনে দিব আছে আমার ভার॥
এতো যুনি হাসিলেন লক্ষণ গুণমনি।
বুকে আছে কবজ কেমনে আনিবে তুমি॥
হনুমান বলে আমি জাই মহাশয়।
আসির্ব্বাদ কর জেন কার্য্য সির্দ্ধ হয়॥
পথে জেতে হনুমান ভাবে মনে মনে।
বানর বেশে গেলে মোরে কবজ দিবে কেনে॥
নানা মায়া ধরিতে পারে পবননন্দন।
সাক্ষ্যাত হইল জেন এক বৃর্দ্ধ ব্রাহ্মণ॥
কুস বোঝা লইল হাথে বালক পরিধান।
দির্ঘ নখ দাড়ি তপর্শি মুর্ত্তিমান॥
হাথে কুসের অঙ্গুরি মাথাতে চুল নাই।
নড়িভরে জাত্রা কৈল বৃর্দ্ধ জে গোশাঞি॥
জেথানে অতিকা আছে রথের উপরে।
সেইথানে জাত্রা কৈল পবনকোঙরে॥
ইত্যাদি (পৃ০ ৩৪।১)

রণ করিতে কে জাইবে ভাবে মনে মন॥
মকরাক্ষ মহাবিরে আনিল সত্তর।
মকরাক্ষ প্রণমিল রাজা লঙ্কেশ্বর॥
রাবণ বলে মকরাক্ষ তুমি যোদ্ধাপতি।
নর বানর মেরে রাখ লঙ্কার বসতি॥
সেই পুত্র সুজন কুলের অলঙ্কার।
পিতার শক্র বধ করে সাধে পিতার ধার॥
মকরাক্ষ বলে চিন্তা না কর রাজন।
এখনি মারিব শক্র শ্রীরাম লক্ষণ॥
রাবণ বলে বড় বীর তুমি মকরাক্ষ।
বড় প্রীতি পাইলাম শুনি তব বাক্য॥
মন্ত্রনাতে মন্ত্রি তুমি বলে বলবান।
লঙ্কাপুরে বির নাহি তোমার সমান॥
মনে মনে মকরাক্ষ ভাবিছে তথন।
নর বানরের যুদ্ধে সংশয় জীবন॥
কিন্তু এক সুমন্ত্রনা আছয়ে ইহার।
শুনিয়াছি রঘুনাথ বিষ্ণু অবতার॥
বড়ই ধার্ম্মিক রাম ধর্ম্মেতে তৎপর।
অস্ত্রাঘাত না করিবে গোরুর উপর॥
নব নব বৎস সব রথে লঞা তোলে।
রথের চৌদিগে ধেনু বান্দে পালে পালে॥
মনরথ হয় হস্তি দুর করে সব।
রথের জোগাণ দিল চারিটা বৃষভ॥ ইত্যাদি
(পৃ০ ৪১।১)

শেষ,—

রামের তরে বিরূপ আমি বলিব বিস্তর।
তবে জেন আমায় বধেন রাম ধনুর্দ্ধর॥
এত বলি বিরবাহু হইল আগুয়ান।
হস্তির উপরে চড়িয়া লইল ধনুর্ব্বান॥
আজি প্রাণ লইব তোর চোখ চোখ বানে।
জুর্দ্ধ না করিবে রাম ভয় পাইলে মনে॥
জত বড় যুবুর্দ্ধি তুমি তাহা আমি জানি।
স্ত্রী লইয়া অরূণ্যে ভ্রমিয়া বেড়ায় তুমি॥
স্ত্রীবধ কৈলে তুমি তাড়কা মারিয়া।[১]
তোমা হেন দুরহ বেটা সর্ব্বলোকে জানে।

১। ইহার পরের পঙক্তি ছাড় হইয়াছে।

রার্য্যে না থুইল বাপে পাঠাইল বনে ॥
ভরথেরে রার্য্য দিল সভা বিদ্যমানে ।
কোন লাজে অজুধ্যায় করিবে গমনে ॥
এতেক বিরূপ জদি বিরবাহু বলে ।
বিস্মৃত হইয়া রাম বলেন তাহারে ॥
স্তুতি করিয়া সব আমায় বল যে রাক্ষস ।
এখন কেনে বল বেটা বচন কর্কস ॥
বিভিষণ বলে গোসাঞী না জানহ তুমি ।
ইহার বিত্তান্ত গোসাঞি ভালে জানি আমি ॥
বিরবাহুর জত গুণ কহিতে না পারি ।
ইহা সমান সাধু লোক নাহি লঙ্কাপুরি ॥
রাম বলেন বিভিষণ সুনহ বচন ।
জুর্দ্ধ করিতে চাহে বির কি করি এখন ॥
বিভিষণ বলে গোসাঞি সকল জানি আমি ।
ইহার উত্তর শ্রীরাম কি বলিব আমি ॥
সন্মুখ হইয়া জেবা জুর্দ্ধ কতে চায় ।
তারে জুর্দ্ধ নাহি দিলে বড় দোস হয় ॥

(পৃ॰ ৫০।২)

৮৩। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১১৮-১৩৩, ১৩৯-১৫১। প্রতি পৃষ্ঠায় ১২-১৩ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আদি,—

—সারথী জোগায় ততক্ষন ॥
কনকে বাচত রথ মানিকের চাকা ।
রথের চতুর্দ্দিগে সোভে ধ্বজ পতকা ॥
সোনার মানুসের মুণ্ড চিহ্ন রথের ধ্বজে ।
চারি ভিতে পুষ্পের মালা সোনার ঘণ্টা বাজে ॥
রথের উপর চড়ে রাবন ধনুকে দিয়া চড়া ।
পবনবেগে সারথি চালাইয়া দিল ঘোড়া ॥
রনে প্রবেষ করিল রাবন দস কন্দে ।
দষ পাঁচ বানে রাবন সেনাপতি বিন্দে ॥
গন্ধমাদন সেনাপতি বানরে বাখানে ।
তারে বৈমুখ করিল আঠার গোটা বানে ॥
পাঁচাইষ বানে ফুটিল কুমুদ মহাবির ।
আসি বানে ফুটিল জাম্বুবানের শ্বরির ॥
ইন্দ্রগাল দধিগাল বিন্ধিল সর্ত্তরি বানে ।
দুই হাজার বানে সুগ্রিব বিন্ধিল রাবনে ॥
আসি বানে ফুটিল কুমার অঙ্গদ ।
একটী বানে নল বির হইল নিসব্দ ॥
জুগান্তরের অগ্নি জেন সংসার জে পোড়ে ।
রাবন দেখিয়া বানর কটক পলায় উভরড়ে ॥
সারথিরে আজ্ঞা দিল রাজা ত রাবনে ।
মিথা রনে কার্য্য নাহি বানরের সনে ॥
রথ চালাইয়া দেহ রাম লক্ষ্মনের কাছে ।
রাম লক্ষ্মন মারিয়া বানর মারিব পাছে ॥
রাবনের আজ্ঞা পাইয়া সারথি সাবধান ।
রথ চালাইয়া গেল রামের বিদ্যমান ॥

মধ্য,—

লাচাড়ি ॥

সোনার কলস চারি কোনে রন জাঠি মাঝখানে
চারি ভিতে সোনার আকড়া ।
রথের অশ্‌টখান চাকা সোনাখান লাগে ঢাকা
বাউ বেগে চলে অশ্‌ট ঘোড়া ॥
জখন করয়ে রাগ কেহ নাহি পায় লাগ
ঘোড়ার মুখে সোনার কড়িআলি ।
স্বগ্‌র্গ হইতে আইল রথ আগু ছাইল দেবপথ
মেঘে জেন পড়িছে বিজুলি ॥
রথ আইল রনমাঝে সত সহশ্র ঘণ্টা বাজে
বাজে নানা দেবের বাজন ।
নানা রত্ন চারি ভিত রথ আইল আচম্বিত
চমকিত হইলা বানরগন ॥

ইন্দ্রের মাতুলি রথে সোনার আকড়া হাথে
নানা অলঙ্কারে [বি] ভূসিত।
চড়িয়া ত দিব্য রথে রহিল রামের অগ্রেতে
সুন রাম জগতপুজিত॥
রাবন রথে তুমি খিতি দেখিয়া [ত] সুরপতি
রথ পাঠাইল তরাতরি।
লাফ দিয়া রথে চড় রাবন রাজা ঝাঁট মার
বিস্বয় কেন করহ মুরারি॥
সোনার টোপর অভরন গায় পরিয়া কর রন
ইন্দ্রের লহ ত ধনুক বান।
মাতুলিনামে আমি জানি সর্ব্বলোকে সভে চিনি
কেন গোঁসাঞি মনে চিন্ত আন॥
রাম বলেন বিভিসন মোর বাক্যে দেহ মন
কার রথ দেখি ত আকাসে।
বিভিসন বলে জানি আমি ইন্দ্রের রথ চড় তুমি
নাচাড়ি [রচি] লা কির্ত্তিবা[ে]স॥*॥
(পৃ° ১২৯।১)

সুবর্ণের পিঁড়িতে বসিলা চারি জন।
সোনার থালে অন্ন সিতা করেন পরিসন॥
শ্রীরামেরে অন্ন দিলা সুবর্ণের থালে।
তবে অন্ন দিলা সিতা ভরথের কোলে॥
রামের বামে বসিয়াছিলেন ঠাকুর লক্ষ্মন।
সোনার থালে অন্ন দিয়া সিতার গমন॥
ভরথের ডাহিনে বস্যাছেন শত্রুঘ্ন।
সোনার থালে অন্ন সিতা করেন পরিসন॥
নারায়ন বলিয়া অন্ন কৈলা নিবেদন।
হরসিতে চারি ভাই করেন ভোজন॥
জেঞি মাত্র অন্ন দিলা লক্ষ্মনের কোলে।
হেঁটমাথা করিয়া লক্ষ্মন রহেন ভূমিতলে॥
আকস্মাৎ হাঁসিয়া উঠিলেন লক্ষ্মন।
থাল আছাড়িয়া সিতা করেন গমন॥
মাথায় ঘা মারেন সিতা করেন ক্রন্দন।
আমারে দেখীয়া কেন হাঁসিলা লক্ষ্মন॥
কোন অপরাধ করিলাম দেওরের স্থানে।
আমারে দেখিয়া লক্ষ্মন হাঁসিলেন কেনে॥
কপালে ঘা মারেন সিতা কান্দেন উত্তরোলে।
হাঁসিয়া লক্ষ্মন হেঁট মাথা করেন ভূমিতলে॥
রাম বলেন সুন বলি ভাই রে লক্ষ্মন।
ইহার বৃত্তান্ত ভাই কহ বিবরন॥
লক্ষ্মন বলেন প্রভূ কর অবধান।
তোমার আগে মিথ্যা কহিব কভূ নহে আন॥
চৌদ্দ বৎসর বোনেতে ছিলাম তিন জন।
দেসে দেসে তিন জন করিলাম ভ্রমন॥
তপস্বি হইয়া ঠাকুরানি ফিরিলা বোনে বোন।
লক্ষ্মির দুঃখ দেখিয়া অধিক পোড়ে মন॥
অন্ন বেঞ্জন আমার আনিঞা দিলেন কোলে।
সেই দুঃখ খণ্ডরিয়া চাহিলাম ভূমিতলে॥
সুবেষ দেখিলাম আজি সিতা ঠাকুরানি।
বোনবাসের দুঃখ খণ্ডরিয়া হাঁসিলাম আপনি॥
সিতা ঠাকুরানির দুঃখে আমার উঠিল আগুনি
হেন হরিসে বিসাদ ক্রন্দন করেন কেনি॥
এই কথা সত্য গোঁসাঞি আর কথা নহে।
সিতার দুঃখের কথা লক্ষ্মন রামের আগে কহে॥
কহিতে কহিতে লক্ষ্মনের লোহে ভরে আঁখি।
সুনিঞা লক্ষ্মনের কথা রাম হইলা সুখি॥
ভোজন করিতে নিদ্রা হইল অধিষ্টান।
কথা কহিতে কহিতে লক্ষ্মনের হরিল গেয়ান॥
শ্রীরাম বলেন সিতা না কর ক্রন্দন।
তোমার দুঃখ খণ্ডরিয়া বিসাদ লক্ষ্মন॥
রাজমহিসি হইলে তুমি পরম সুবেসে।
লক্ষ্মির লক্ষ্যন দেখিয়া লক্ষ্মন ভাই হাঁসে॥
এত সুনি সিতাদেবি পৃত হইলা মন।
আকস্মাৎ হাঁসিলা লক্ষ্মন এই সে কারণ॥
(পৃ° ১৪৭।২-১৪৮।১)

হনুমান্ কর্ত্তৃক সীতাদেবী-প্রদত্ত হার-ছিন্নের উপাখ্যান নাই।

শেষ,—

সুগ্রীব রাজা দেখিয়া রামের হাস্য জে বদন।
হাথ পসারিয়া রাম দিলা আলিঙ্গন॥
আমার কারনে মিতা বড় পাইলে দুঃখ।
আর বার দেখাইয় তবে পাইব সুখ॥
বিভিসন দেখিয়া রাম করেন আদর।
আজি হইতে তুমি আমার ভাই সহোদর॥
চারি ভাই ছিলাম হইলাম পঞ্চজন।
পাঁচ ভাই একে ঠাঞী করিব পৃওজন॥
নানা ভোগ ভুঞ্জে ঠাট পাইয়া আদর।
দুই মাষ ছিল জক্ষ্য রাক্ষষ বানর॥
গোহা আসিয়া শ্রীরামেরে নোঙাইল মাথা।
উঠিয়া কোল দিলা রাম এ নহে অন্যথা॥
নানা রত্নে গোহারে রাম করিলা ভূসিত।
রঘুনাথের দান পাইয়া গোহা হরসিত॥
গোহা বলে রঘুনাথ সুন নিবেদন।
পুর্ব্ব জনমে আমি ছিলাম ব্রাহ্মন॥
লমুস মুনি নাম ছিল পুর্ব্ব জনমে।
ভর্গব মুনির কমুণ্ডুল চুরি করি……॥

(পৃ° ১৫১।২)

৮৪। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১১½ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩—২৮।১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৬ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, শ্রীহট্ট।

আরম্ভ,—

দেখিতে সুন্দর জেন চলিছে তিমির॥
রথখান সাজাইআ নিলেক সারথি।
সেই রথে চড়িলেক বির মহারথি॥
চলিবার কালে মনে হইল স্মরন।
মাওঁ সম্মাসিআ রনে করিমু গমন॥
শ্রীরাম সহিতে জুর্দ্ধ বড়ই বিসম।
লক্ষনে জানিএ তার বড় পরাক্রম॥
বিসেষে রামের হাতে জদি আজি মরি।
দিব্য রথে চড়ি জাইমু বৈকুণ্ড নগরি॥
এতেকে জানিএ আমি জিবন সাফল।
সমরে পড়িলে হৈব দেহার সাফল॥
এতো ভাবি চলে বির মাএর মন্দিরে।
সারথিএ রথ লৈআ গেল অন্তস্পুরে॥
মাএর নিকটে গিয়া রাবননন্দন।
ভক্তি করি মাএর চরন করিল মর্দ্দন॥
হস্থ জুড় করি বিরে লাগে বুলিবারে।
বাপে আজ্ঞা করিআছে জাইতে সমরে॥
আসির্ব্বাদ কর মাওঁ জুর্দ্ধে জাই আমি।
শ্রীরাম লক্ষন জেন আজি দিনে জিনি॥
হেন আসির্ব্বাদ মাওঁ দিবা থ আমারে।
এহি নিমিত্য আসিআছি তুমার গোচরে॥
পুত্রের বচন সুনি হৈমাবতি নারি।
গলাতে ধরিআ কান্দে পুত্র পুত্র বোলি॥
কার বুলে জাও পুত্র জুর্দ্ধের সাদে।
সব বির ক্ষেয় হইল শ্রীরামের বাদে॥
জুর্দ্ধে না জাইও পুত্র জুর্দ্ধ কর ক্ষেমা।
শ্রীরামের জুর্দ্ধ সুনি পাসরি আপনা॥
বির ক্ষেয় দেখি মর নিতি পুড়ে [মন]।
বির সবের নারি কান্দে প্রতি জনে জন॥
তর বাপ রাজা হৈআ ধর্ম্মে নাহি মতি।
বিনে দুসে হরিলেক রামের জুবতি॥
কবাট দিআ তুমি পুত্র থৈমু নিআ ঘরে।
কি করিতে পারে রাবন থাকিআ বাহিরে॥

আপনার প্রান রাখ প্রান বড় ধন।
শ্রীরামের জুদ্ধে তুমি না কর গমন॥
না জাহ না জাহ পুত্র দারুন সমরে।
জেই রনে জায় সেই ফিরি না আইসে ঘরে॥
(পৃ০ ৩।১-৪।১)

মধ্য,—

নাচাড়ি রাগ পঠমঞ্জরি॥
তুমি বৈকুণ্ঠের নাথ নিবেদন করু সাক্ষাত
তুমি কিত্তি বোলে সর্ব্ব জনে।
তুমি দেব হরি হর আমি জাতি নিসাচর
তারে আমি নইলু সর [ে]ন॥ ১॥
বানি কমলাপতি ত্রিদেসের অধিপতি
তুমা ভাবে দেব পুরন্দরে।
আমি ছারে কিবা জানি আপনে বৈকুণ্ঠমনি
তুমা গুন কে কহি [ে]ত পারে॥২॥
তুমি রাম রঘুবর ত্রিলক্ষের ইশ্বর
জৈজ্ঞ বর মকে দিবা দান।
তুমি রঘুর কুয়র বিরবাহু নাম মর
সুন প্রভূ করু নিবেদন॥ ৩॥
তুমি ত্রিলক্ষের সার তুমি পরে নাহি আর
মুক্তি দান দিবাথ আমারে।
পতিত নিস্থার হেতু তুমা নাম হইল সেতু
ভব ভএ পার কর মরে॥৪॥
কহে কবি কিত্তিবাস রামের চরনে আস
এবে সুনি রাম[র] বিভুল।
করি উর্দ্ধ দুই হাত পুলকিত রঘুনাথ
রাক্ষস ধরিআ দিলা কুল॥
(পৃ০ ১২।২-১৩।২)

শেষ,—

মাওঁ মোর হেমাবতি হয় বড় সতি।
একমনে পুজা করে সঙ্কর পার্ব্বতি॥
তাহান কৃপা আছে আমার সরিরে।
সেই কারনে বান না ফুটে অঙ্গেতে॥
অক্ষয় কবচ আছে আমার সরিরে॥
সেই হেতু বান সব না ফুটে সরিরে॥
কবচের ছিদ্রে চাইআ হান বানগন।
তবে সে মিত্যু হৈব দৈবের লিখন॥
পসুপতি বান মারি ধরিবাথ[১] আমারে।
বির ছিদ্র সব কথা কহিলু তুমারে॥
(পৃ০ ২৮।১)

৮৫। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১৭-১৮, ২৪-২৭,৩০-৩১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১১ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

প্রথম দুইখানি পাতা আদিকাণ্ডের, উহাতে সগরবংশ ধ্বংস হইতে গঙ্গার উৎপত্তি-বিবরণের কিয়দংশ পর্য্যন্ত আছে।

আরম্ভ,—

সর্গ মর্ত্ত দেখিলে তবে দেখিবে পাতালে॥
প্রীথিবির কম্মকার য়ানে নৃপবর।
চারি ক্রোস করি কৈল কোদালি পরিসর॥
এমন কোদালি ধরে সাগরকুমার।
মেদনি কুঁড়িয়া চলে বলে মার মার॥
কুঁড়িয়া কুঁড়িয়া তারা করিল সাগর।
কুঁড়িতে কুঁড়িতে গেল পাতাল ভিতর॥
একাদসি তিথি আর ব্রহস্পতিবার।
স্রবনা নক্ষত্র য়াইল কপিলের দ্যার॥
হুরে থাকিয়া তারা সর্ব্বত্রেতে চাই।
কপিলের সমুখে ঘোড়া দেখিবারে পাই॥
ভাই ভাই দেখায় তারা দিয়া হাতসান।
ঘোড়া চুরি করি মুনি করিচে ধেয়ান॥

১। 'বধিবাথ' হইবে।

সব সহদর তারা দিয়া এক সায়।
মারিল কোদালি বাড়ি মনির মাথায়॥
এক বাড়িতে মনির ধ্যান নাহি নড়ে।
পুনুর্ব্বার মাইল্য বাড়ি মনিরাজের ঘাড়ে॥
ক্রুধ করি চাহিলেন কপিল মহারিসি।
সাটি সহস্রেক ভাই হইল ভস্মরাসি॥
দুতে য়াসি সমাচার কহিল রাজারে।
তবু জজ্ঞ করিছে সাগর নৃপবরে॥
য়সুমঞ্জা পুত্রে বনবাস দিয়াছিল।
দুত পাঠাইয়া রাজা তারে য়ানাইল॥
ঘোড়া য়ানিবারে তারে পাঠায় রাজন।
জাইয়া সে মনির সেবায় দিল মন॥
মানাতে নারিল মনি সাগরকুমার।
দুতে য়াসি রাজারে কহিল সমাচার॥
তবু যজ্ঞ না ছাড়িল সাগর নৃপতি।
ডাক দিয়া য়ানিলেক য়ংসুমান নাতি॥
রাজা বলে য়ংসুমান জাহত চলিয়া।
কপিলের স্থানে বাছা ঘোড়া য়ান গিয়া॥
য়ংসুমান গিয়া মনির সেবায় দিল মন!
সেবায় হইল তুষ্ট কপিল তখন॥
জানিলাম তুমি বট সাগরের নাতি।
তুষ্ট হইলাম তোমার দেখিয়া ভকতি॥
য়ংসুমানে মনিরাজ ঘোড়া দিল দান।
রাজারে লইয়া ঘোড়া দিল য়ংসুমান॥
জজ্ঞে পুন্ন দিলেন সাগর নরপতি।
ভাগ করি নিলেন য়ষ্ঠেক য়মরাবতি॥
য়জধ্যায় য়ংসুমান হইল্যা নৃপতি।
দুই নারি বিভা কৈল্য পরম জুবতি॥
তা সভারে লয়্যা রাজা থাকেন কৌতুকে।
য়ংসুমান রাজা জে মরিল য়পুত্রকে॥
য়রাজক হইল রাজ্য য়জধ্যা ভবন।
জার জেবা মনে লয় করে সেই জন॥

জেষ্ঠ ভাই না মানে না মানে বাপ মা।
বধু হয়্যা সাসুড়িকে তুলে দেখায় পা॥
ডাকা চুরি করে রাজ্যে করে বলাবল।
সিষ্টের বিনাস হয় দুষ্টের প্রবল॥
এমন হইল রাজ্য য়জধ্যানগরে।
এমন কেহ নাহি জে বুঝিয়া শাস্তি করে॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্য বিচক্ষন।
শ্রীরামপিরিতে হরি বল সব্ব জন॥ * ॥
সাটী সহস্র য়ার য়ংসুমানের নারি।
একত্র হইয়া স্নান করিবারে নড়ি॥
সিব য়ার দুর্গা জাএন সুন্য পথে।
বিধবা দেখিয়া দুর্গা লাগিলা কহিতে॥
গৌরি কহেন সুন সুন মহেস ঠাকুর।
সকল বিধবা কেন দেখিয়া প্রচুর॥
দুর্গারে কহেন তবে মহাদেব হাসি।
কপিলের সাঁপে পতি হইল ভস্যরাসি॥
দেবি বলে সুর্জ্জ্যবংসে নাহিক রাজন।
তোমার য়ামার পুজা করিবে কোন জন॥
দেবি বলে সভাকারে দেহ পুত্র বর।
বিধবার কি পুত্র হয় কহে মহেস্বর॥
দেবি বলে পুত্র হয় স্বামি সম্ভাসমে।
তবে তোমায় পুত্রদাতা বলে কোন জনে।
মরে য়াজ্ঞা ক[র তবে] দেব ত্রিলোচন।
সভাকার পুত্র হয় দেখুক সব্বজন॥
পাব্বতির বচনে সিবের মহালজ্জা।
এক পুত্র দোহার হব বলে মহাতেজা॥
কামদেবে মহাদেব য়ানিলা ডাকিয়া।
য়ংসুমানের ধরি রঙ্গে তুমি বৈস গিয়া॥
পঞ্চ স্বয়ে গিয়া বাজে দু নারির গায়।
সভামাজে দুই নারি মহালজ্জা পায়॥
স্নান করি ভোজন সয়ন য়বসেসে।
একত্রে সয়ন দোঁহে করিলেন হরিসে॥

য়লস উদ্ধিসে দোঁহে রতিরঙ্গবতি।
য়ংস্থমানের ছোট নারি হল্য গর্ভবতি॥
(পৃ° ১৭।১-২)

মধ্য,—

রথে চড়িয়া য়াইল রাক্ষস বিদ্যুতমালি।
মদিরা মাংস খাইয়া আইল মহাবলি॥
হনুমান দেখিয়া বান জুড়িল ধনুকে।
তিন লক্ষ্য বান মারে হনুমানের বুকে॥
বান খাইয়া হনুমান তিলেক নাহি রেথে।
লাফ দিয়া পড়ে গিয়া বিদ্যুতমালির রথে॥
রথে চড়ি বিদ্যুতমালির ধরিলেক চুলে।
হাথেতে ধরিয়া টেন্যা ফেলে ভূমিতলে॥
পাক দুই তিন দিয়া মারিল আছাড়।
মাথার খুলি ভাঙ্গিল তার চুর্ণ হইল হাড়॥
পড়িল বিদ্যুতমালি কটকে তরাস।
ভয়ে হনুমানের কেহো নাহি জায় পাস॥
(পৃ° ২৪।১)

শেষ,—

নাগপাসে রঘুনাথ হইলা কাতর।
বুদ্ধি বল হারাইল সকল বানর॥
তথা গিয়া কহ তুমি রঘুনাথের স্থানে।
গরুড় পক্ষ্য হাকারিতে কহ রামের কানে॥
বিষ্ণুর বাহন গরুড় বিষ্ণুর ধরে তেজ।
নাগপাস মুক্ত করিতে সেই রামের বেজ॥
ইন্দ্র আজ্ঞা পাইয়া নড়ে দেবতা পবন।
রামের কানে গরুড় গরুড় করাল্য স্বরণ॥
আপনা পাসরি রাম সহেন জাতন।
আপনার বাহন গরুড় করহ স্বরণ॥
রাম য়ার পবনে দুই জনে কানাকানি।
গরুড় স্বরিতে রাম হইল সাবধানি॥
গরুড় স্বোঙরেন রাম বিষ্ণু অবতার।
গড়ুরের লম্বাটে গিয়া পড়িল টঙ্কার॥
জম্বুদিপের পারে গরুড় কুসদিপে চরে।
গিলেছিল অজাগর উগরিয়া পেলে॥
আইল জে পক্ষ্যরাজ গগনে করিয়া উড়া।
পাকসাটে উড়িয়া পড়ে পর্ব্বতের চুড়া॥
দিগদিগান্তরের পাথর ভাঙ্গে পাখের টানে।
মার মার সব্দ জেন পড়িছে ঝঞ্জনে॥
আকাসে উঠিয়া লাগে সুনি মড়মড়ি।
পাক ঠেকিয়া গাছ পড়ে সুনি চড়চড়ি॥
দস জোজন থাকতে লাগে গরুড়ের হাই।
গলার বন্দন এড়িয়া সাপ মাথা তুল্যা চাই॥
নিকটেতে জেই আইল গরুড়ের নিস্বাস।
রাম লক্ষনের ঘুচে বন্দন নাগপাস॥

৮৬। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি শ্লোক।
আগে বন্দো অজোধ্যা পশ্চাতে নন্দিগ্রাম।
তবেত বন্দিলাম প্রভু রামের জর্ম্মস্থান॥
তবেত বন্দিলাম মুঞি বাল্মিকের চরন।
জেই মুনি করিলেন গিত রামায়ন॥
ফুলিয়া সমাজে বন্দোম পণ্ডিত কির্ত্তিবাস।
জাহা হইতে হইল গিত রামায়ন প্রকাষ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত বন্দো মুরারি ওঝার নাতি।
জার কন্দে কেলি করেন দেবি স্বরেস্বতি॥
তবে ত বন্দিলাম মুঞি গঙ্গা ভাগিরথি।
জাহা দরসনে লোক পায় ত মুকতি॥
সুর্য্যবংস আদি বন্দো দসরথ রাজা।
দেবলোকে নরলোকে কৈল জার পুজা॥

কৌসুল্যা কৈকই বন্দো সুমিত্রা সুন্দরি।
ভরথ সক্রুঘ্ন বন্দো রামের আজ্ঞাকারি॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বন্দিলাম পুরন্দর।
কুবের বরুন বন্দো জোড় করি কর॥
সুগ্রিব অঙ্গদ [বন্দো আর] জাম্বুবান।
শ্রীরামের কটকে বন্দো বির হনুমান॥
আইস বাপু হনুমান পবনানন্দন।
আসরে আসিয়া সুন গিত রামায়ন॥
জতক্ষন আসরে শ্রীরামগুন গাই।
আসর ছাড়হ জদি শ্রীরামের দোহাই॥
ঋসি মুনি তপস্বি বন্দো জত স্বর্গবাসি।
গয়া গঙ্গা গোদাবৈরি তির্থ বারানসি॥
শ্রীহরিদ্বারিকা বন্দো মথুরা বৃন্দাবন।
গকুল পৈরাগ কাসি শ্রীপুরু[স]র্ত্তম॥
গনপতি আদি বন্দোম দেবিত পার্ব্বতি।
সিতা লক্ষ্মি বন্দিলাম তবে স্বরেস্বতি॥
সর্ব্বদেবগন বন্দো সর্ব্বদেবিগন।
শ্রষ্টি স্থিতি বিনাসে জেবা করেন পালন॥
জন্ত্রের গুরু বন্দিলাম শ্রীকৃষ্ণকিঙ্করের চরন।
জাহা হইতে অব্যাষ করিলাম গিত রামায়ন॥
জর্ম্মদাতা জনক জননি খোলা দাই।
ভারথ ভিতরে বন্দো জারপর নাঞি॥
বিপ্রের চরন বন্দো করি পরিহার।
জগাই মাধাই বন্দো বৈষ্ণবের সার॥
বন্দিলাম জতেক দেব করিয়া প্রনতি।
নায়েকের উন্নতি বাড়াই রঘুপতি॥
কিত্তিবাস পণ্ডিত জর্ম্মিল সুবক্ষনে।
জাহার প্রসাদে লোক রামায়ন সুনে॥

শেষ,—

উত্তর দুয়ারে কারে না জায় প্রতিত।
আপনি রহিল রাজা চাহিয়া উর্ত্তর ভিত॥
সাগরের পার আছে বানরের ঘর।
জাঙ্গাল বাহিয়া পলাইবে সকল বানর॥
ছর্ত্তিষ কুটি সেনাপতি পাত্রমিত্র লয়্যা।
আপনি রহিল রাজা উর্ত্তর ভিত চায়্যা॥
ঐসদ আনিতে থুইল বির হনুমান।
বুর্দ্ধি বলিতে থুইল মন্ত্রি জাম্বুবান॥
প্রহরি করিয়া থুইল রাক্ষস বিভিসন।
চারি দুয়ারে আপনি রাজা বেড়ায় ঘনে ঘন॥
জে দুয়ারে দেখে ঠাট বলেতে টুটন।
দুনা করিয়া দেয় তারে তিন গুন ভিড়ন॥
চারি দুয়ারের বানর কটক জুড়িলে আওয়ায।
চারি দুয়ারের পাঁচালি রচিলা কির্ত্তিবাস॥

৮৭। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ।

আকার, ১৩½ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ২৭-২৮, ৩৬-৩৮, ৪৭-৪৯। প্রতি পত্রে ৯-১১পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

রাক্ষস জাতি নিসাচর না চিন আপন পর
তোর ভাই রামে কৈল মিত।
রাম অঙ্গিকার করি রাজ্য দিবেন মন্দদরি
বিভিসন লঙ্কায় পুজিত॥
সুন রাজা লঙ্কেস্বর আমার বচন ধর
ভজ গিয়া রামের চরন।
আপনি দোলা কান্ধে করি দেয়গা রামের সুন্দরি
তবে তোর রহিবে জিবন॥
হেন মোর করে মন তোর সনে করি রন
ক্রোধ করিবেন কোমললোচন।
রামচন্দ্রের অঙ্গিকার তোরে করিবেন সংহার
ব্যর্থ [না] হবে রামের বচন॥

সুনিঞা অঙ্গদের বানি পাত্র মিত্র কানাকানি
আর লঙ্কার নাহিক নিস্তার।
বসি অতি ধিরে ধিরে কার্য্য চিন্তে বিরে বিরে
কিত্তিবাসের নাচাড়ি সুসার॥

শেষ,—

লক্ষন বলেন রাম তোমার জুর্দ্ধ থাকুক।
মারিব রাবন বৈসে দেখহ কৌতুক॥
রাম বলেন লক্ষন তুমি জে ছাওয়ালমতি।
রাবনের সঙ্গে জুর্দ্ধ না হয় জুগতি॥
ব্রহ্মার বরে ত্রিভুবন জিনিল রাক্ষস।
হেন জনার সঙ্গে জুর্দ্ধ বড়ই সাহস॥
তমু আগুসরেন লক্ষন পুরিয়া সন্ধান।
হেন কালে লক্ষনেরে বলেন হনুমান॥
জোড়হাথে বলে……পবননন্দন।
সেবক থাকিতে ঠাকুর করিবেন রন॥
লক্ষনের পদধুলি লইলেন মাথে।
[লাফ দিয়া] উঠিলেন রাবনের রথে॥
সম্মুখে ডাড়ায় বির পরমসন্ধানি।
সারথির লইল কাড়ি হাথের পাচুনি॥
ত্রিভুবন জিনিলে বেটা পাইয়া কার বর।
এক চাপড়ে জে পাঠাব জে জমঘর॥
রাবন বলিছে অরে বির হনুমান।
জত সক্তি থাকে তোর তত্ত সক্তি হান॥
হনু বলে আমার বল বুঝিবে এখন।
পূর্ব্বে চড় মারিলাম নাইক স্বরন॥
অক্ষয় কুমার মার‍্যা পোড়াইলাম সোকে।
সে সোক রাবন তোর আজ্য আছে বুকে॥

৮৮। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪$\frac{১}{৪}$ × $\frac{৩}{৪}$ ৬—৯, ১১—১৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

কুপিল হনুমান রাক্ষস নেহালে।
হনুমানের বিক্রম দেখিয়া মহি পালায় ডরে॥
হাথে গণ্ডিবানে ধাঞা আইসে রাজা বিভিসন।
সাবধানে রাখিহ দ্বার পবননন্দন॥
জয় জয় করিয়া চলিল বানরগন।
বসিষ্ঠ বামদেবরূপে দিল দরসন॥
দ্বার ছাড় হনুমান দেখিব শ্রীরাম।
বংসের পুরোহিত আমরা করিব কল্যান॥
হনুমান বলে কিসের মায়া আমার সন্নিধানে।
নিকট আইলে এক মুটুকিতে লইব পরানে॥
হেন কালে জয়ধ্বনি দিল বিভিসন।
ডরাইলা মহি তখন হইল অদর্শন॥
আগে পাছে দিয়টী জলে বানর সব জাগে।
পাছে বানর সব জায় বিভিসন আগে॥
হনুমান জাগীয়া চলিলা বিভিসন।
জনকরূপে আসিয়া মহি দিল দরসন॥
মিথিলা তেজিয়া আইলাঙ সুন হনুমান।
তুমি দ্বার ছাড়িয়া দিলে দেখিব শ্রীরাম॥
অনেক দিবস দেখি নাই কমললোচন।
তোমার প্রসাদে বাপা করিব সম্ভাসন॥
হনুমান বলে এত দিন তুমি ছিল্যা কোথা।
অসোকবন ভিতরে আগে দেখ গিয়া সিতা॥
আমার ঠাঞি কিসের মায়া সব করিব চুর।
বিভিসন আইলা মহি পালাইলা দুর॥
বিভিসন আড় হইলে মহি দেই দেখা।
ভরথ সত্রুঘনরূপে তবে দিল দেখা॥
রাম আন তাহারে দেখিব পবননন্দন।
একদৃষ্টে চাহে বির গুনে মনে মন॥

অশ্রুমুখে কান্দে ভরথ সুন হনুমান।
রাম লক্ষ্মন দেখাহ বাছা রাখহ পরান॥
হনুমান বলে খানেক থাক আসুন বিভিসন।
এখন দেখাব তোমাকে কমললোচন॥
জয় জয় করিয়া বানর কটক আইসে।
দেখিয়া মহি তবে পালাইল তরাসে॥
হনুমান বলেন সুন রাক্ষস বিভিসন।
না জানি মায়া করিয়া আইসে কোন জন॥
তুমি আদেখ হইলে আমারে দেই দেখা।
বিভিসন বলে দ্বার ছাড়িলে প্রভুর নাহিক রক্ষা॥
সাবধানে থাকিহ পবননন্দন।
হাথে গণ্ডিবানে চলিলা রাক্ষস বিভিসন॥

মধ্য,—

আনন্দিতে মহি পুজিল উগ্রচণ্ডা।
ছাগল মহিস ধরে কেহ আনে খাণ্ডা॥
অন্ত[ঃ]পুরের বাহির হইল সশ্রেক দাসী।
কাখে করিআছে সোনার সহশ্র কলসি॥
বিচিত্র হার পরে সোনার হার কেজুর।
খুদ্র ঘন্টি কাছে কেহো পাএ নপুর॥
সিন্দুর কজ্জল সব আর উল্লসিত।
দুহার গুন শ্মরে কেহ ঝুমুরি গাএ গীত॥
গড়ের বাহির হয়্যা গেলা সরোবরে।
দেখিল মর্ক্কট এক অশ্বত উপরে॥
কাখে কলসি সব মর্ক্কট দেখে ঘাটে।
হাসিয়া গেলেন সভে মর্ক্কটের নিকটে॥
একদৃষ্টে সভে মর্ক্কট নেহালে।
ভাবুকি মারিয়া হনুমান বুলে ডালে ডালে॥
সভে বলে মহি আনিঞাছে রাজার নন্দন।
অশ্বিনিকুমার দেবরাজ নারায়ন॥
তাহা সভার মা কেমনে প্রান ধরে।
দুটী মনুস্য আনিয়াছে রাজা হানিবার তরে॥
আর আশ্চর্য্য দেখ গাছের ডালে।
হেন অপরূপ বানর না দেখি কোন কালে॥
দুই আশ্চর্য্য আমরা দেখিল এতদিনে।
গাছের ডালে হনুমান এসব কথা সুনে॥
সুনিঞা হরিস হইলা পবননন্দন।
সেই দুই জন বটেন শ্রীরাম লক্ষ্মন॥
হরিসে স্ত্রি সব মর্ক্কট নেহালে।
অনেক কালের বুড়ি আইল হেন বেলে॥
বানর দেখিয়া বুড়িকে লাগীল তরাস।
কি সুখে হরিস হয় আজি রার্য্য হব নাস॥
বানর নহে দেখ অই সাক্ষাত জম।
কে সহিবে অই মর্ক্কটের বিক্রম॥
মনুস্য বানরে এখন দেখ বিসম্বাদ।
আজি অবস্য রার্য্য পড়িব প্রমাদ॥
পুর্ব্বকথা তোমরা সুন হয়্যা সাবধান।
কিত্তিবাস লঙ্কাকাণ্ড করিল বাখান॥

(পৃ॰ ৯।২)

৮৯। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩—১০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

রাবণের চরে তুমি হও আমার চর।
ভালমতে দেখুক পুন না করিহ ডর॥
বিভিষণে রাজ্য দিব কনক লঙ্কাপুরি।
রাণি করে দিব তার স্ত্রি মন্দোদরি॥
রাজপ্রসাদ দিয়া রাম পাঠাইল চর।
রাবণ রাজা ভেট গিয়া লঙ্কার ভিতর॥
নড়িতে চলিতে নারে ফিরাইতে পায।
রাজার আগে বাত্রা কহে ঘন বহে শ্বায॥

রাজার আগে দুই চর নুঞাইল মাথা।
জে দেখিল যে যুনিল কটকের কথা॥
রামের কটকে রাজা আগুলিল বাট।
ধরিয়া সকল বিরে বলে মার কাট॥
বিভীষণ বান্ধিয়া নিল কাটীবার মনে।
বৈইরিহাথে মরে জিলাম শ্রীরামের গুনে॥
রাম লক্ষ্মন ষুগ্রিব রাক্ষষ বিভিসন।
দেব অবতার রাজ এই চারিজন॥
কটকের কাজা আছে এই চারি জনে।
লঙ্কা জিনিতে পারে হেন লয় মনে॥
মানুসের চুড়ামুনি শ্রীবাম লক্ষ্মন।
রাক্ষসের চুড়ামুনি ধাম্মিক বিভিষন॥
জত বানর আসিয়াছে গাছের নাই পাতা।
একা রাম লক্ষ্মনে জিনিব অন্যের কি কথা॥
ত্রিভুবনে স্বহায় হয় অষ্ট লোকপাল।
তবু রাম জিনিতে নারিবে বিক্রমে বিসাল॥
দস জোজন সেতবন্ধ আড়েতে প্রসর।
দির্ঘে সতক জোজন ভাসে গাচ পাথর॥
উত্তর কুলের জাঙ্গাল ঠেকিল দক্ষিন কুলে।
পার হইয়া লঙ্কার গড় বেড়িল বানরে॥
কাল কাল বানর জেন মেঘ অন্ধকার।
দেখিয়া ডরাইল দেহ পর্ব্বত আকার॥
গৌর বরন্ন বানর সব জেন হরিতাল।
দেখিতে সুন্দর রূপ বিক্রমে বিসাল॥
সেত রক্ত নিল পিত দেখিতে কৌতুক।
রনে পসিলে বিপক্ষের কেড়ে থায় বুক॥
শ্যাম বরন্ন বানর সব জেন পক্ষ সুয়া।
উড়িতে শ্রিবিন জেন কাঁকলাসি গুয়া॥
এক চাপে বানর লেগেছে পিষ্টে পিষ্টে।
য়োর নাই পাই রাজা জত দেখি দিষ্টে॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের সুরস পাচালি।
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল গিত প্রথম সিকলি॥

শেষ,—

পাত্র মিত্র লয়া রাজা রাজকার্য্য চিন্তে।
বানরের 'সিংহনাদ উঠে আচম্বিতে॥
সিংহনাদ সুনিয়া কাঁপিল লঙ্কাপুরি।
হৃদয়ে কম্পিত রাজা মুখে দম্ফ করি॥
বানরের মাংসে উদর ভরিবে রাক্ষস।
রাম লক্ষ্মন মারিলে সংসারে ভরে জস॥
রাবন বড়াঞি করে রাক্ষসে না বাসে।
বানরের প্রতাপে অন্তরে প্রাণ সুসে॥
পুত্রে দুখ দেখিয়া মাএর মনে চিন্তা।
কাল হয়া লঙ্কার ভিতর সামাইল সিতা॥
নিকসা নাম ধরে সেই রাবণের মা বুড়ি।
পুত্রকে বুঝাতে হিত জায় গুড়ি গুড়ি॥
সভাকে অধিক পুড়ে মাএর পরান।
লাজ ভয় ছাড়িয়া কহি তোমার বিদ্যমান॥
কার বোল নাহি সুন গর্ব্ব অহঙ্কারে।
তেঁই ভাল মন্দ কেহ নাহি কহে ডরে॥
মানুসি বটএ সিতা নহে বিদ্যাধরি।
সিতা হেনো কত আছে পরমসুন্দরি॥
দৈবে বিমুখ বাপু দেখি বিপরিত।
এত স্ত্রী থাকিতে সিতাএ মজে চিত॥
ধন জন নষ্ট কর সকল রাষ্যখণ্ড।
কোঙর ভাগ বহাইবে রণের প্রচণ্ড॥
জটা ধরে বাকল পরে ফিরে বনে ডালে।
কত ধোন পাবে বাপু রামেরে জিনিলে॥
লঙ্কা পুড়ে রাক্ষস মারে বির হনুমান।
হেন কত জনা আছে তাহার সমান॥
চৌদ্দ সহশ্র রাক্ষস মারিল এক কাঁড়ে।
হেন রাম আসি বাপু লঙ্কাপুরি বেড়ে॥
একেশ্বর ছিল এবে কটক বিস্তর।
কোথা হৈতে আসি মেলে এতেক বানর॥
রামের বিক্রমের কেহ ওর নাহি পায়।

ইহা বুঝি বিভিসন তার পাসে জায় ॥
বিভিসন তোমার ঘরের জানে সন্ধি।
লঙ্কা বিনাসিতে সেই রামে দিল বুদ্ধি ॥
রামের গুনে বন্দি হইল বোনের বানর
তোমার গুনে ঘর ছাড়ে ভাই সহদর ॥

ঐরাবত বাহনে আইল পুরন্দর।
মকর বাহনে আইলা বরুন জলেশ্বর ॥
জক্ষ বাহনে আইলা কুবির ধনেশ্বর।
হরিন বাহনে আইলা রতিকুমার (?) ॥
বলদ বাহনে আইলা দেব প্রষুপতি।

৯০। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১০। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষ্মনপূর্ব্বজং ইত্যাদি।
আদ্যকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কিত্তিবাস।
লঙ্কাকাণ্ড রচিতে করিলা প্রকাশ ॥
লঙ্কাকাণ্ডের কথা অম্রিতের সার।
লেখা জোখা নাহি তার কটক বানর ॥
কতেক হইয়াছে পার কতেক হইতে আছে পার।
লিখিবার কাজ থাকুক দেখিতে অপার ॥
ফেলিলে শরিষা মুট নাহি জায় তল।
কটক চচ্চিয়া বেড়ায় চর দুই জন ॥
দুরে থাকিয়া দেখে তাহা রাক্ষ্যষ বিভিশনে।
রাক্ষ্যশের মায়া রাক্ষষে ভাল জানে ॥
চিনিঞা দুই চরে ধরিল বিভিসনে।
মহাভয় পাইল চর ভাবে মনে মনে ॥

শেষ,—

রাম রাবনে জদি দড় বাজিবে রন।
কৌতুক দেখিতে আইলা জতেক দেবগন ॥
হংস কেলি করে মউরে ধরিছে পেথম।
ব্রহ্মা কাত্তিক তারা আইল দুই জন ॥
ইন্দুরেথে বেড়ায় তথা হইয়া পিরিতি।
সস্‌টী দেবী আইলা আর গনপতি ॥

৯১। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১০ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩৪, ৪৮-৫৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ৭—৮ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

তার হাথির কান্দে চড়িয়া তারে মারে চড় ॥
চড় চাপড়ে তার ঠিকরিল আখি।
পড়িল তপন বির দুই কটকে দেখি ॥
রথে চড়িয়া আইল রাক্ষষ বিদ্যুৎমালি।
গরু মানুষ দিয়া জার ভোজন বিয়ালি ॥
হনুমান মহাবির দেখিয়া সমুখে।
তিন সত বান মারে হনুমানের বুকে ॥
বান থাইয়া হনুমান আপনা পাসরে।
এক লাফে পড়ে তার রথের উপরে ॥
চুলে ধরিয়া তারে মারিল পাছাড়।
মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া পাড়ে চুর করিয়া হাড় ॥
সুকর্ন্ন নামে রাক্ষষ আইলা দেখিতে রূপস।
একেবারে মদ্য পীয়ে সাত সত কলষ ॥
সোনার নবগুন পরে সোনার পরে সানা।
বানরের ভিতরে বির আসিয়া দিল হানা ॥

শেষ,—

সেল পাট এড়িল রাবন দিয়া হুহুঙ্কার।
সর্ব্ব মত্য পাতালে লাগীল চমৎকার ॥
নানা অস্ত্র এড়েন লক্ষন সেল কাটিবারে।
লোহার বাবড়ি মারে অস্ত্র নাহি ফিরে ॥

রাথা না জায় সেল ব্রহ্মার বরে।
পবনবেগে পড়িল সেল লক্ষনের উপরে॥
পড়িলা লক্ষন বির রঘুবংসের নাথ।
লক্ষনে মারিয়া সেল গেল রাবনের হাথ॥
অচেতন হইয়া ভুমিতে লোটায়ে লক্ষন।
রথে হইতে উলিয়াসিয়া ধরিল রাবন॥
রথে করিয়া লক্ষনেরে লঙ্কায়ে লইতে চায়।
কুড়ি হাথে নাড়ে চাড়ে নাড়ন না জায়॥
নাড়িতে নারিল লক্ষনের কলেবর।
মনে সাত পাঁচ তথন চিন্তে লঙ্কেশ্বর॥
হিমালয় কইলাষ আর তুলিল মন্দার।
তাহা হইতে অধিক বাসোঁ মানুষ বেটার ভার॥
কৈলাষ পর্ব্বত আমি তুলিল কুড়ি হাথে।
মানুষ বেটার স্বরির আমি না পারি নাড়িতে॥
লক্ষন নাড়িতে নারে রাবন গুনে অপমান।

৯২। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩½×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১২৪-১২৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

এতেক বলিয়া বির চালিলা তুরিত।
মাথায় পর্ব্বৎ নন্দিগ্রাম উপনিত॥
অগ্রহায়ন মাস তায় পুন্নমাসি তিথি।
সভা করি বস্যাছেন ভরত মহামতি॥
হস্তি ঘোড়া সকল দেখেন জুতে জুতে।
অড়াঙ্গা পাইক তারা চলে চারি ভিতে॥
সয় সামন্ত সব দেখে লাখে লাখে।
মাথায় পর্ব্বৎ বির অন্তরিক্ষে থাকে॥
সোনার সিংহাসন তায় পট্টবস্ত্র পাতি।
তাহার উপর পানুই ভর॰ ধরে দণ্ড ছাতি॥
সক্রর্ঘন পানুএ দেন গন্ধ চন্দন।
রামের পানুই জেন বিষ্টু য়ারাধন॥
চারি ভিতে মুনিগন করে বেদধ্বনি।
অখিল ভুবন স্বব্দ জয় জয় সুনি॥
অষ্টমুস্তি বসিয়াছেন জতেক ব্রাহ্মন।
সারি দিয়া বস্যাছে জতেক প্রজাগন॥
হেন কালে হইল তথা ঘোর য়ন্ধকার।
সভা সহিত ভরথে লাগিল চমৎকার॥
মৃগচর্ম্মে বসিয়াছেন ভরথ কুমার।
পুন্নমাসি রাত্রে কেন হইল য়ন্ধকার॥
ভরথ বলে জজ্ঞধুর্ম্ম উঠে অনক্ষন।
জজ্ঞধুর্ম্ম পিতে গড়ুরের য়াগোমন॥
রামের পানুই লজ্ঘ্যা জায় কোন জন।
আজি মোনে কোন জনার নিকট মরন॥
আবাল কালে থেলাইতাম ছায়ালের সঙ্গে।
লোহার ত বাটুল আছে য়ামারত সঙ্গে॥
সতেক মোন লোহাতে হয় বাটুল নির্ম্মান।
হেন বাটুল ভরথ বির পুরিল সন্ধান॥

শেষ,—

শ্রীরাম বলেন বাছা পবননন্দন।
পর্ব্বৎ লয়্যা জাহ বাছা গন্ধমাদন॥
দেবের পর্ব্বৎ হয় দেবপূয় ভোগে।
পর্ব্বৎ না গেলে দেবের পাবে য়সুজোগে॥
পর্ব্বৎ লইয়া বির করিলেক মাথে।
রামকে প্রনাম করি চলিলেক পথে॥
ক্ষেনমাত্র গেলো বির গন্ধমাদন।
জেখানে পর্ব্বৎ ছিল রাখিল তথন॥
হনুমান বলে কেন য়পোজস রাখি।
রাম নাম মন্ত্র পড়্যা জিয়াইয়া দেখি॥
রাম নাম য়মৃত সুধা কৈল বরিসন।
হাহা হুহু রাজা য়াদি পাইল জিবন॥

জিবন পাইয়া বিরে করিছে স্তবন।
সংসারে রহিল জস পবননন্দন ॥
গন্ধর্ব্ব জিয়ায়া জাত্রা চলিল য়াপার।
সরা গোটা দেখে জেন সকল সংসার ॥
রামের কাছে হনুমান জোড় করেন হাত।
রাম বলেন য়াইস বাছা য়ামার সাক্ষাৎ ॥
শ্রীরাম বলেন বাছা পবননন্দন।
এস্য বাঁছা কোলে করি জুড়াকু জিবন ॥
নির্দ্ধন তপস্মি য়ামি হেথা নাহি ধন।
এক প্রসাদ দিতে পারি জদি লহ য়ালিঙ্গন ॥
আমা ভক্ত হও বাছা পরম সুস্থির।
জেই তুমি সেই য়ামি একুই স্মরির।
একবার জদি কর য়জোধ্যার রাজা।
চারি ভাই একোত্রে তোমার করিবত পুজা ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্য সিতল।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল গিত হরি বলহ সকল ॥

৯৩। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। **আকার,** ১২৳×৪২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৮-১১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

ত্রিপদী ॥

মোর নাম মেঘনাদ দেবসনে করি বাদ
ইন্দ্র জিনিলাম ইন্দ্রজিত।
সগ্‌র্গ মত্ত অধপুরে রনে মরে কেহো নারে
ত্রিভুবনে করে মোকে ভিত্ত ॥
সাগরের পারে ঘর বাস মোর লঙ্কাপুর
লঙ্কা বিস্বকর্ম্মার নির্ম্মান।
মারিব বানর রনে শ্রীরাম লক্ষ্ন বানে
তবে জাব পিতা সন্নিধান ॥
বানর মানুসে মেলা কি জানি জুদ্ধের কলা
সাগর বান্ধিল অহঙ্কারে।
রাক্ষসের সংগ্রাম জানে বাদ করে তার সনে
আজি তার নাইক নিস্তার ॥
সুগ্রিবের খুড়াকে মারি জাইব আপন পুরি
পিতাকে জোগাব নিয়ে ডালি।
রাম না জাইব দেসে আজি বন্দো নাগপাসে
কপি মারি খণ্ডাইব সলি ॥
লুফিয়া ধনুকখান বান ধরে খরসান
ত্রিভুবন কম্পিত অন্তরে।
ইন্দ্রজিত মায়ারনে রাম ইহা নাঞি জানে
ডাকিয়া বলেন উচ্চাস্বরে ॥
পালায় বানরচয় রনে কেহো স্থির লয়
সুনি মাত্র ধনুকে টঙ্কার।
ছাড়িয়া রাজা[র] ডর গেল দেস দেসান্তর
দেখিতে নাঞিক কেহ আর ॥
রাম লক্ষনের বানে ইন্দ্রজিতে নাই জিনে
মিথ্যা বুলে করিয়া প্রত্যাস।
স্বরেসতি অধিষ্টান সর্ব্বলোকের বাখান
লাচাড়ি রচিল কিত্তীবাস ॥

শেষ,—

হস্তিকান্ধে বাজে দামা সঘোনে ঘোসন।
ইন্দ্র[জি]তে জিনিলেন শ্রীরাম লক্ষন ॥
আজি হইতে নিদ্রা জায় কার নাই ডর।
জএর পতকা লঙ্কা দিল ঘরে ঘর ॥
এত সুনি সভার মঙ্গল হুলাহুলি।
স্ত্রি পুরুস নাচে সভে আউদড় চুলি ॥
ঘরকে রাবন রাজা পাঠাইল বেটা।
ডাক দিয়া আনিলেন বুহিনি ত্রিজটা ॥
তোমাকে বলিয়া ভগ্নী রাক্ষসি প্রধান।
হাথ পাতি লহ গো প্রসাদ গুয়াপান ॥

আমার বচনে সিতা না পাত্যাবে মন।
দেখুক আপনো চক্ষু শ্রীরাম লক্ষ্মন॥
দেখাও আকাসপথে পুষ্পরথখানে।
পড়িল দেওর স্বামি ইন্দ্রজিতের বানে॥
প্রসাদ তাম্বুল দিল তারে বাটা বাটা।
সিতাকে বুঝাতে জান বুহিনি ত্রিজটা॥
রথে চড়াইল সিতা জনকের বালি।
রাম লক্ষনে দেখাইছে তুলিয়া অঙ্গলি॥
রথে চড়াইয়া সিতা ভ্রময়ে আকাসে।
স্বামি দেওর দেখিয়া কান্দেন করূন ভাসে॥
আচম্বিতে পড়িলেন দুই সহোদর।
চারি ভিতে বেড়িয়া কান্দে সকল বানর॥
নেহালিয়া দেখে স্বামি লক্ষন দেয়র।
করূনে কান্দেন সিতা রথের উপর॥
সুবন্নের খাট পাট তাহে নেত তুলি।
তাহা তেজি প্রভু কেন লোটাইছ ধুলি॥
পুষ্পক মালা পর তুমি সুগন্ধি কস্তরি।
হেন দেহ হইল প্রভু ধুলাতে ধুসরী॥
অসক কিংসোক জেন দেহ হইল জুতি।
অকারনে রাগু কৈলে জানকি জুবতি॥
হেন বির নাঞী প্রভু তইলক্য ভিতরে।
তোমাকে জিনিঞা রনে আসিবেক ঘরে॥
তোমার বিহনে নাহি রাখিব জিবনে।
মরিব জহোর খায়্যা অসোকের বনে॥
মন মুরচিয়া কেন নাই গেলে ঘরে।
কোন কার্জ্জে প্রান দিলে দুই সহদরে॥
মাতা পিতা নাই এথা সসুর সাসুড়ি।
কোন জনে তোমারে ডাহিবে নাড়ি পড়ি॥
কিত্তিবাস গাইল লঙ্কাকাণ্ডের গিত।

৯৪। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

অঙ্গদরায়বার।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩৯ × ৪৯ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৪-১১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

রাবন বলেন ক্ষেতিতলে রাম হইল কি।
এবার রামের হাথে কদাচিত জি॥
রাবন বলে ক্ষেতিতলে জা শুনি নাই ইহা।
নর বানরে সাগর বান্ধে গাছ পাথর দিয়া॥
জা সুনি নাই তাই হৈল আর বা কিবা হয়।
লক্ষ লক্ষ সেনাপতি আমার কোন কার্য্যে নয়॥
এতকাল তোমা সোভাকে খাওল্যাম রাজভোগে।
জুগির থানে কুড়া গণ্ডা মাঙ্গি কোনকালে[১]॥
আপন পোউরস রাখ ধর পান নে।
রাম লক্ষন দুই বেটাকে বেন্ধা এনে দে॥
রাজারে আসীষ করিছে জত সেনাপতি।
আমরা থাকিতে তোমার কিসের দুর্গতি॥
সিতা নঞা কর ক্রিড়া আনন্দিত মনে।
আমরা মারিয়া দিব শ্রীরাম লক্ষনে॥
তিভুবন স্বহায় করা রাম জদি আনে।
তবু সিতা নারিব নিতে আমা সভা বিদ্যমানে॥
সেগুলাকে ভয় করি নাই সকল বনের পসু।
এক চড়ে মেয়্যা দিব ঘরপড়া না আসুক॥
সেই বেটা প্রোধান তার সব কটকের সার।
সেই আইলে মহারাজা রক্ষা নাই আর॥
সেই ভুলালেক বিভিসনাকে নানা কথা কয়্যা।
সেই সাগর বান্ধিলেক গাছ পাথর বয়্যা॥
জত দেখ মহারাজা সব চক্র তারি।
সেহ থাকিতে কেহ রাখিতে নারিবে রামের নারি॥

১। "কাজে" হইবে কি?

শেষ,—

দক্ষিনে অক্ষয় তুন বামেতে কোদণ্ড ॥
শিরে জটাভার রামের বাকল উতরি।
বস্যাছেন মহাশয় বিরাসন করি ॥
হনুমান জাম্বুবান সুগ্রিব বিভিসন।
হেন কালে আইল তথা বালির নন্দন ॥
দিবন্ধ শাসনে বস্যাছেন নারায়নে।
সম্ভ্রমে করিল রামের চরন বন্দনে ॥
লক্ষনের পদধুলি বন্দিলেন শিরে।
প্রনাম করিল গিয়া খুড়া মহাবিরে ॥
হনুমান পৃভিতি জতেক ছিল বস্যা।
অঙ্গদের সম্বাষ করিল সভে এসে ॥
রাবনের মাথার মকুট দিল ডালি।
কহিল সকল জত দিয়াছেন গালি ॥
খাটে হইতে জটে ধর‍্যা ফেল্যাছিলাম ভূঞে।
পশ্চাতে সে সব কথা সুনিবে লোক মুঞে ॥
তাহার আবস্তা করিআছি কহি করপুটে।
চুরি কর‍্যা এনেচি তার মাথার মোকুটে ॥
প্রিতয় না জান রান অঙ্গদের বোলে।
মোকুট দিলেন অঙ্গদ বিভিসনের কোলে ॥
বিভিসন বলেন গোসাঞি সুন রঘুমনি।
রাবনের মকুট বটে ইহা আমি জানি ॥
আনন্দে অ[ব]ধি নাই প্রভুরঘুনাথ।
রাবন বোলিবে এহী বানরা আসি প্রীতি জাতে।
বুজি ইহা বহি বির নাহি সুগ্রীবের সাথে ॥
বালির তনয় আছে কোন অর্থে উন।
অঙ্গদকে পাঠাইয়া দেও বলিবে চতুর্গুন ॥
জার বাপে খাওাইল তাকে সাত সমুদ্রের পানি।
তার পুত্র সভাতে জাইতে কবে ভয় মানি ॥
ক্রোধে অঙ্গদ জাম্ববানের দিগে চাএ।
ব্রর্দ্ধ পাগল হইতে বুদ্ধি লোপ্ত পায় ॥
হনুমান বহি বির নাহি জানিয়াছে খুড়া।
নিরর্থক পাচাল পারিয়া মরিচ কেনরে বুড়া ॥
হনুমান বলবান নিব্বল সমাই।
নিমির্থ রহিছি মোরা দেসেকে চলিয়া জাই ॥
চল রে আমরা জাই রামকে কহিয়া।
উর্দ্ধাড়িবেন সিতা খুড়া হনুমানকে লইয়া ॥
বুঝীলান জানকিনাথ অঙ্গদের ক্রোধ।
সকরুন বানি কিছু বলিলা প্রবোধ ॥
শ্রীরাম বোলেন বাছা সোন রে অঙ্গদ।
কুকার্য্যে করিছি আমি তোর পিতা বধ ॥
প্রানের অধিক তোকে দেখী সেহী হতে!
মোর ইচ্ছা নাহি তোকে সঙ্কটে পাঠাইতে ॥
শ্রীরাম বোলেন বাছা সুন যুবরাজ।
নখর্ছেদ হইলে কুঠারের কিবা কাজ ॥
কি কাজ অঙ্কুসে জদি হাতে ফল পাই।
সেবক হইতে কাজ আপনে কেনে জাই ॥
ঘরের সেবক তোমার পবনকুমার।
সেবক উন্নতি হৈলে মহিমা তোমার ॥

৯৫। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

অঙ্গদরায়বার।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪৯ × ৪৯ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২—৫,৭—৮। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২১৬ সাল। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

হনুমানের কথা সুনি জাম্ববানে কহে।
গোসাই হনুমানকে জাই[তে]সে উচিত পুন,নহে ॥

শেষ,—

অহল্যা পাসান হৈয়া ছিল দৈবদোসে।
মুক্ত হইয়া গেল জার চরন পরসে ॥
তুই জা কামনা করিষ তর্ত্ত না জানিয়া।
তেই বলি রামের চরন ভজ অভাগীয়া ॥

তুই আমার বাক্য সুন রে ভাড়ুআ গুরু।
তুই হইআছ মোর বাপের কির্ত্তী কল্পতরু॥
অতএব কথকাল থাকিলে ভাল হয়।
নহে পুনি এত কথা ভাল মুনিস্বে কয়॥
জন্যাপীঅ বটি য়ামি প্রভু রামের চর।
তথাপী বংসের রক্ষা করিয়া জাব তর॥
তবে জদি তুই মোরে করিষ প্রলাপি।
তবে তুলি য়াছারিব মোর বেটী পাপী॥
সে জে ভুত ভুত নহো ঘর পোড়াইয়া জাব।
বালির বেটা অঙ্গদ আমী ঘারের রক্ক খাব॥
আসিছি রামের আজ্ঞায় ভাল চাস ত ওঠ।
লাথির চোটে ভাঙ্গীব তোর মাথার মকুট॥
তোরে এক লাথি মারি ফেলিব ভুমিত।
কি করিতে পারে তোর পুত্র ইন্দ্রজীত॥
ভাই তোর কুম্বকর্ন্ন বির করিয়া লিখীস।
রাম ধনুকে বান লইলে কি যে তা দেখীস॥
এহি তোর সেনাপতি য়াছে লাখে লাখে।

৯৬। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

অতিকায়ের যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩×৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ১-১৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৫৬ সাল। সম্পূর্ণ।

৯৭। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

অতিকায়ের পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪×৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-৪, ৭-৮, ১৫-১৯। প্রথম পাতাখানি পরবর্ত্তী যোজনা। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। পুথির শেষ পৃষ্ঠায় সন ১২৩৪ সাল লেখা আছে। খণ্ডিত। মধ্য,—

চলিল ইন্দ্রজিত বির রনে দিতে হানা।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব কাপীছে সর্ব্ব জনা॥
সর্ন্ন সামন্ত নয়্যা বির জুঝিবারে লড়ে।
মা মন্দদরির তরে তখন মনে পড়ে॥
সন্তাসিব বলি মা পীর্ত্তুষ বিহানে।
জুঝিবার হুড়াহুড়ি তখন পড়ে মনে॥
অসন্তাষে জাই জদী সংগ্রাম ভিতর।
আহার পানি ছড়িবেন মা কান্দীবেন বিস্তর॥
সর্ন্ন সামন্ত বির থুইয়া দুয়ারে।
মা সন্তাসিতে গেলা ভিতর অন্তস্পুরে॥
সোনার পাচির ঘর সোনার আওয়ারি।
য়েগার সৎ ব্রহ্মের ভিতর রানি মন্দদরি॥
ভক্তীভাবে পুজে মহাদেব পার্ব্বতি।
গন্ধ চন্দন পুষ্প ঘ্রতের জালে বাতি॥
ডাহীনে বহারি সব বামেতে ঝিয়ারি।
দষ হাজার সতিন বেড়ি রানি মন্দদরি॥
নয় হাজার আছে মেঘনাদের রমনি।
তিন লক্ষ অছে সর্ন্ন সামন্তের রানি॥
ইন্দ্রজিত দেখিতে হইল স্ত্রি সভের মেলা।
গগনমুণ্ডলে জেন উদয় চন্দ্রকলা॥
হেনকালে ইন্দ্রজিত দাণ্ডায় মায়ের আগে।
চরনের ধুলা লইয়া থুইল মাথার পাগে॥
আস্তে বেস্তে মন্দদরি ধরে পুত্রের হাথে।
আসির্ব্বাদ করি রানি চুম্বু দিল মাথে॥
অনেক তপ করিনু পুজিনু উমা মহেশ্বরে।
সেই তপের ফলে তোমা ধরিনু উদরে॥
তোমা পুত্র প্রসবিয়া হৈনু মোক্ষ রানি॥
চেড়ি হয়্যা খাটে দশ হাজার সতিনি॥
বাপের দুলাল তুমি মায়ের পরান।

কাহা জুক্তি যুনিয়া জুর্দ্ধে করাছ পয়াণ ॥
রাক্ষস কটক বনে রাম মানুষ তপস্বি।
জাহার বানে পড়িলে পুনু ফিরিয়া না আসি ॥
হেন রামের সনে বাপু করিতে চাহ রন।
মানুষ নহে রামচন্দ্র আপনি নারায়ণ ॥
পরদার মোহা পাপ করে কোণ রাজা।
পরস্ত্রি হরে তোর পাপ নাহি করে লজ্জা ॥
কোটী কোটী দেবকন্যা তোর বাপের ঘরে।
এত স্ত্রি থাকীতে তবু পরদার করে ॥
সিতাদেবি আনে রামের বুক উপাড়ি।
সংসারের বানর লয়্যা রাম সাজে ধাড়ি ॥
একেস্বর হনুমান সাগর হৈল পার।
লঙ্কাপুরি পোড়াইয়া করিল ছারখার ॥
আছিল তো বিভিসন মন্ত্রনাসাগর।
তারে লাথি মারিলেক সভার ভিতর ॥
পরস্ত্রি আনে তাহার নাহি অভিমান।
এখন জুঝিতে কেন পাঠায় আর জন ॥
তোমা পুত্র রাখিব আমি কপাট দিয়া দুয়ারে।
কি করিতে পারে রাম থাকীয়া বাহীরে ॥
সোনার চাঙ্গড়া ফিরাকু পড়ুক ঘোসনা।
আজী হইতে জুর্দ্ধ নাহি জুর্দ্ধ হইল মানা ॥
মন্দোদরি জত বলে বচন যুনি রোসে।
মায়ের কথা যুনিয়া বির মেঘনাথ হাসে ॥
ত্রিভুবন পুজিত মাগো হেন আমার বাপ।
ইন্দ্র জম জিনিয়া বাপার দুজ্জয় প্রতাপ ॥
ত্রিভুবন জিনিয়া জয় আমার বাপের তেজে।
হেন বাপ নিন্দা কর স্ত্রিসভার মাঝে ॥
ত্রিভুবন জিনিয়া মাগো ইন্দ্রের ইন্দ্রাণি।
সচি হইতে অনেক গুনে তুমি ঠাকুরাণি ॥
বামা জাতি স্ত্রি তোমার বামা বচন।
স্বয়ামি নিন্দা কর মাগো কীসের কারণ ॥
সগর্গ মর্ত্ত পাতালে আছেন জত জন।
পরদার পাপ নাহি করে কোন জন ॥
ইন্দ্র সুরপতিরাজ সকল দেবের সার।
অহল্য গৌতমের স্ত্রিকে করে পরদার ॥
সবে বলে ইন্দ্ররাজা দেবের উত্তম।
জার পরদারে অহল্যা হইল পাসান ॥
পরদার করে চন্দ্র ব্রহস্পাতির ঘরে।
গুরুপত্নি পাইয়া চন্দ্র পরদার করে ॥
সংসার আল করে চন্দ্র জগত উপরে।
পরদার পাপ তার কী করিতে পারে ॥
জগতের প্রানধন দেবতা পবন।
বলে ধরি বানরিরে করিল গমন ॥
কোন দেবতার মা গো নাহি অপরাদ ॥
সবে মাত্র দেখ মোর বাপের অপরাদ ॥
দেবগন হয়্যা এত করে অবিচার।
পরদারে পাপ নাহি পুরুসের অঙ্গভার ॥
মানুষ বেটা হয়্যা সেই রণে বিপরিত।
তার স্ত্রি আনিয়াছে বাপা কোন অনুচিত ॥
রাক্ষস কটক মারিয়া রাম কুলের হৈল বৈরি
ভাল করিল বাপা তার আনিলেক নারি ॥
অগ্নীর সেবা করিব মাগো এই হইল বেলা।
তাহে জজ্ঞ করি মাতা নাম নিকুম্ভিলা ॥
সাক্ষাত হইবে অগ্নী মোর বিদ্যমান।
ইন্দ্রজীতের সমুখে অগ্নী হইবে অধিষ্ঠান ॥
চারি দুয়ারে আছে রামের জত সেনাপতি।
সকল টাক মারিব আমী আজীকার রাতি ॥

(পৃ॰ ১৫।২-১৭।১)

৯৮। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

অতিকায়ের পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার ১৪ × ৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ২-৮।

প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪১ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ,—

অতিকা বলিছে বাপ কাথে তুমার ডর।
হেটমাথে বসি কেন সিহাসনের উপর॥
কত রাজা জিনিঞাছ দেব পুরন্দর।
কাথে না জিনিঞাছ বাপ সংসার ভি[ত]র॥
হাথে ধরিয়া পুত্রেরে বসাইল সিহাসনে।
কোলে করিয়া বলে রাজা মধুর বচনে॥
রাবন বলে ওরে বাপু কাহে নাই ডর।
নর বানরে বাপু অড়িল আ[থা]ন্তর॥
দসরথনন্দন মুনগু দুই বেটা।
বাকল পরিধান রাম মাথায় ধরে জটা॥
বাকল পরিধান রাম মুর্ত্তিমান তপস্বি।
সঙ্গে করিয়া নঞা বুলে পরমরূপসি॥
ত্র্যভুবনে দেখি নাই এমন সুন্দরি।
সুর্প্পনখার নাক কান কাটিল লক্ষন বির॥
কোপে হরিয়া আনিলাম তাহার নারি।
বানর সঙ্গে ভেদ করিয়া বেড়িল লঙ্কাপুরি॥
নিদ্রা না জায় সুগ্রিব বালি রাজার ডরে।
বেলে মারিয়া রাম সুগ্রিবে রাজা করে॥
বিভিসন ভাই ছিল মন্তির অধিষ্টান।
আমাকে ছাড়িয়া গেছে রঘুনাথের স্থান॥
মন্তনা করিয়া করিল সাগর বন্দন।
পার হঞা এল রাম জত বানরগন॥
হাথে ধনুর্ব্বান রাম মাথায় জটাধারি।
বানর স্বহায় করিয়া বেড়িল লঙ্কাপুরি॥
জত জত বির গেল রন করিবারে।
বাহুড়িয়া কোন বির না য়াইল ঘরে॥

বিভীষণের উপদেশে হনুমান্ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণবেশে অতিকায়ের নিকট হইতে অক্ষয় কবচ সংগ্রহের কথা আছে (পৃ০ ৬১২-৭১২)।

৯৯। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

তরণী সেনের যুদ্ধ পালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস। উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩১/২ × ৪১/২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৭ সাল। সম্পূর্ণ; প্রথম পাতাখানি অন্য পুথির।

আরম্ভ,—

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি—
বিশ্‌টু পুজা করিছেন তরনি বশীয়া।
ধ্যেন গ৷৩ আছেন মুনি আনন্দিত হইয়া॥
তুলশীর মালা কণ্ঠে অতি ষুদ্ধমতি।
হেনকালে আতকার আইলা শারথি॥
শারথির মুখেতে ষুনিলা বিবরন।
পেয়েছে অতিকা বির শ্রীরাম চরণ॥
অনেক করিয়া আমিহ আছিয়া তব রনে (?)।
শ্বরির তেজিব গিয়া শ্রীরামের বানে॥
কিন্তু মোর মনেতে শন্দেহ বড় হয়।
মোরে কেন দয়া করিবেন মহাশয়॥
জন্মিলাঙ বৈরিপক্ষ রাক্ষশের কুলে।
মোর স্থান হব কেন চর[ন] কমলে॥
জে হকু ভাগ্যেতে রনে করিব গমন।
এত বলি চলি গেলা ভেটিতে রাবন॥
তনয়ের শোকে রাজা পরে ভুমিতলে।
মহাবির তরণী গেলেন হেন কালে॥
জনকের জেষ্ট ভাই রায্যের প্রধান।
রাজ ব্যেবহারে তারে করিলা প্রনাম
সোকাকুল রাজা তারে নারিল চিনিতে।
তরনি বিদায় মাগে রাজার সাক্ষাতে॥

তরনির বোল ষুনি বলেন রাবন।
বংশের তিলক থাক করিতে তর্প্পন॥
এক সত পুত্র মৈল্য পোউত্ত বিসাসয়।
নর বানরের হাথে সব হইলা ক্ষয়॥
ভাত্রিপুত্র য়বধি মরিলা সর্ব্বজন।
তুমি থাক আমি মৈল্যে করিতে তর্প্পন॥
বিসেসে বৈষ্টব তুমি জানে সর্ব্বজনে।
পরকালে মুক্ত হব তোমার তর্প্পনে॥

মধ্য,—

জুড়িআ জু গ]ল পানি বাক্য ষুন রঘুমুনি
আমি দিন হিন কুলাঙ্গার।
জন্মিলাঙ রাক্ষসকুলে নিজ পূর্ব্ব পাপফলে
না জানিলু মহিমা তোমার॥
তুমি য়নাথের গতি কৃপা কর রঘুপতি
দেবাষুর নরে কিবা জানে।
কে জানে তোমার মর্ম্ম তুমি ধর্ম্ম তুমি কর্ম্ম
দয়া কর আপনার গুনে॥
তুমি মিন রূপ ধরি উদ্ধারিলে বেদ চারি
ধরনি ধরিলে পীষ্টপর।
দন্তেতে ধরিলে ক্ষিতি স্তম্বপরে কৈলে স্থিতি
বিদির্ন্ন কস্যপ দুরাচার॥
ছলেতে বায়ন হআ বলিরে ছলিল গিয়া
ধরনি ধরিলে হাথে হাথে।
বলিরে ভণ্ডনা করি নিলে রসাতল পুরি
দুআরি হইলে হরসিতে॥
সাধিলে দেবের কাম ছদ্মরূপী ভৃগুরাম
নিক্ষেত্তি করিলে মেদনি।
বধিতে রাক্ষসগন রামরূপ নারায়ন
আমি মুর্খ কি বলিতে জানি॥
দুর কর অভিরোস ক্ষেমহ দাসের দোস
স্বরন লইলু রাঙ্গা পায়।
বলিতে চক্ষেতে ধারা বয় অবাক হইআ রয়
চাঁদমুখ ঘন ঘন চায়॥
ভাল মন্দ নাই জানি নিজ গুনে রঘুমুনি
রাখ বলি ছাড়েন নিশ্বাস।
দ্বিজ মধুকণ্ট ভনে রাঘবের শ্রীচরণে
বন্দিআ পণ্ডিত কির্ত্তিবাস॥ (পৃ° ৭।২-৮।১)

শেষ,—

তবে মুণ্ড লআ জায় বির হনুমান।
তরনির মুণ্ড সদা জপে রাম নাম॥
বৃসবে ডাকিয়া শিব বলেন বচন।
তরনির মাথা গোটা আনহ এখন॥
বুঝিনু বিধাতা মোরে প্রসন্ন হইল।
পঞ্চমুখ ছিল বিধি ছয় মুখ দিল॥
হনুমান ডাকি বলে সদাশিব ঠাক্রি।
এথা মাথা রাখিতে প্রভুর আজ্ঞা নাই॥
এত বলি মুণ্ডগোটা ফেলে গঙ্গাজলে।
গঙ্গাজলে পড়ি মাথা রাম রাম বলে॥
মাথা রাখি হনুমান করিলা গমন।
জথায় শ্রীরামচন্দ্র দিলা দরসন॥
এথানে তরনি বির চড়ি দির্ব্ব রথে।
বৈকণ্টে চলিআ জায় হাসিতে হাসিতে॥
প্রভু সম মুর্ত্তি বির ধরি ততক্ষনে।
দ্বিভুজ শ্যামল মুর্ত্তি বনমালা গলে॥
আনন্দে প্রভুর পদ পাইলা তরনি।
এথানে বানর করে রাম জয় ধ্বনি॥
ভগ্নদুত কহে (গিআ) রাবন গোচর।
হত হইলা তরনি সেন ষুনে লঙ্কেস্বর॥
অজ্ঞান হইয়া রাজা পড়িলা তখন।
পুত্র পোউর্ত্ত ভার্ত্তা নাই করিতে তর্প্পন॥
এতেক বলিআ রাজা ধরনি লোটায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

—

১০০। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ড।

তরনীসেন বধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। পত্রসংখ্যা, ১-১০। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বর্দ্ধমান।

মধ্য,—

তরনি জননি আগে সম্ভ্রমে বিদায় মাগে
সুন মাতা করি নিবেদন।
নিবেদন বির বলে অবশ্য জাইব রনে
দেখিবারে রাজিবলোচন॥
তব গর্ভ্যে জন্ম লয়া কেবল জন্তনা দিয়া
জুঝিবারে করিলাম গমন।
অভাগার ভাগ্য জত দুঃখ পাই তত তত
ক্ষেমা কর করি নিবেদন॥
গর্ভ্যেতে ধারন কৈলে প্রসববেদনা পাইলে
পরিস নারিলে বারে বারে।
করাইলে স্থন পান পড়াইলে দিব্য গ্রান
আমি জাই ছাড়িয়া তোমারে॥
জদি তব আজ্ঞা পাই রাম দরসনে জাই
মোনে [মোর আছে] বড় সাধ।
চরন কোমলে কই তনএর জজ্ঞ নই
কেবল করিলাম তোমায় বধ॥
এই বড় অভিলাস হইব তোমার দাষ
জদি আজ্ঞা করহ আমাকে।[১]
তুমি গো পরমগুরু গর্ত্তধারি কল্পতরু
আমি জাই করিবারে রন।
বিরের বচন সুনি কহেন বিনয় বানি
সুন সুন আমার বচন॥

শেষ,—

ভগ্নপাইক কহে গিয়া রাবন গোচর।
তরনি পড়িল বাত্রা সুন লঙ্কেশ্বর॥
সুনিআ রাবন রাজা ছারেন নিশ্বাস।
তরনির পালা সায় গাইল কিত্তিবাস॥

(পৃ° ৩।১-২)

১। মেলকটি নাই

২। ইহার পর ৯৯ সংখ্যক পুথিতে এইরূপ আছে,—

সুন মাতা কহি তব ঠাঞি।
না কহ এমোন কথা সক্ত মোর মাতা পীতা
উর্দ্ধার করিতে কিছু নাই।
সুনিআ পুত্রের কথা রানি করে হেট মাথা
অবিরত ছাড়েন নিস্বাস।
দ্বিজ মধুকণ্ঠে ভনে * * * * * *
বন্দিআ পণ্ডিত কিত্তিবাস॥